এখন যৌবন যার

আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম অনূদিত

এখন যৌবন যার

শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী

অনুবাদক
আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম
উস্তায : জামিয়া মুহাম্মাদিয়া শামসুল উলূম মাদরাসা
মেইটকা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা

এখন যৌবন যার

শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী

অনুবাদক : আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ

জিলকদ ১৪৪৩ হিজরী, জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রচ্ছদ : খালেদ হাসান খান আরাফাত

পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহারেব মুহাম্মাদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই ব্যবস্থাপনা : কুশল, ০১৯১২০৮১৬৯৯

অনলাইন পরিবেশক

Rokomari.com | Wafilife.com

Jazabor.com | khidmahshop.com

মূল্য : ৪০৭ টাকা

প্র কা শ

১১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

umedediting@gmail.com

Phone : 01757597724

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بشيرا و
نذيرا للعالمين، و على آله و صحبه و من دعا بدعوته الى يوم الدين و بعد

রুহের জগৎ থেকে মানুষ এক যাত্রার সূচনা করেছে। জান্নাত তার চূড়ান্ত গন্তব্য। এ পথের পরতে পরতে মানুষকে বিপথগামী করার জন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে শয়তান। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার সামনে শয়তানের ঘোষণা ছিল :

فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

'আপনি যেহেতু আমাকে বিভ্রান্ত করেছেনই, অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদের (বিপথগামী করার) জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব।'[১]

সেই থেকে শয়তান এক মিশনে নেমেছে। মানুষকে সরল পথ তথা জান্নাতের পথ থেকে বিভ্রান্ত করার মিশন। শয়তান ও তার দোসররা প্রতিনিয়ত তাদের কাজ করে যাচ্ছে। মানুষই কেবল এ শয়তানী মিশন থেকে বেখবর হয়ে আছে। মানুষ ভুলে গেছে শয়তান ও শয়তানের দোসরদের সাথে তার চলমান যুদ্ধের কথা। যে যুদ্ধে পরাজিত হলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। সে ভুলে গেছে তার প্রবৃত্তি তার আপন নয়। মানুষের প্রবৃত্তি তো 'মন্দের মহা আদেশদাতা'। কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ আজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

শয়তান ও তার দোসররা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ধাপে বিভ্রান্তির জাল বিছিয়ে দিয়েছে। মানুষ প্রতিনিয়ত সেসব জালে ফেঁসে যাচ্ছে। নানা বাহানায়

---

১. সূরা আরাফ : ১৬

শয়তান মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে দিচ্ছে। গোনাহ করতে করতে আজ মানুষের স্বভাবজাত সুস্থ রুচিবোধটুকুও নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর গোনাহকে গোনাহ মনে করা হয় না। চারদিকে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনার ছড়াছড়ি। বিশ্বের আধুনিকায়ন মানুষের জীবনকে সহজতর করেছে ঠিক, কিন্তু মানুষের অনেক মূল্যবান সম্পদ কেড়ে নিয়েছে। লজ্জা, সরলতা, শালীনতা, ইজ্জত-সম্মান যেগুলোর অন্যতম।

আধুনিকতায় বিশ্ব পেয়েছে বহুকিছু

হারিয়েছে সরলতা শালীনতা আরও কতকিছু!

এমনিতেই যৌবনের টগবগে সময়ে প্রত্যেক যুবকের মাঝে একধরনের কামনা-বাসনা, উত্তেজনা ও একইসাথে চরম হতাশা ও অস্থিরতা কাজ করে। তার ওপর মানুষের প্রকাশ্য দুশমন বিতাড়িত শয়তান যুবক-যুবতিকে পরস্পরের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় ও সুশোভিত করে তোলে। অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহ তাআলার ভয় ও তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে তাদের ধোঁকায় ফেলে রাখে যে, 'এখনই এত ইবাদত-বন্দেগীর কী আছে! পুরো জীবন তো পড়েই আছে। এখন একটু যৌবনটাকে উপভোগ করে নাও!' ফলে এ সময়ে উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীরা ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহর ভয় হতে গাফেল থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলার নিকট যৌবনের ইবাদত ও যুবক বয়সে তাকওয়া অবলম্বনের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। যারা বয়ঃসন্ধিক্ষণে যৌবনের উন্মাদনা থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারাই সফলকাম। এ কারণেই যৌবনে নিজেকে নির্মল, সৎ ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কুরআন ও হাদীসে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। শয়তান তার মিশনে সফল হতে নারীদের হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করছে। বেপর্দা, নগ্নতা, ব্যভিচারকে ব্যাপকতর করে তুলছে। আজ কোথাও নারীর ইজ্জত-আবরু নিরাপদ নয়। দৃষ্টি থেকে লজ্জাস্থান কোনোটাই আজ পবিত্র নেই। সবাই পাল্লা দিয়ে গুনাহের দিকে ছুটে চলছে।

সর্বত্র আজ অশ্লীলতার ছড়াছড়ি

দৌড়াচ্ছে নর সেদিকে, ডাকছে তাকে নারী।

উম্মতের এই ক্রান্তিলগ্নে শয়তানী অপকৌশলগুলোকে মানুষের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরা ছিল সময়ের দাবি। প্রয়োজন ছিল কোনো দরদি হৃদয় ও অভিজ্ঞ

চিকিৎসক উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করার। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সেই শূন্যতাটুকুই পূরণ করেছেন বিশিষ্ট বুযুর্গ পীর হযরত মাওলানা যুলফিকার আলী নকশবন্দী (দামাত বারকাতুহুম)। পারিবারিক, সামাজিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের নানা দিক, অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোনো ধরনের রাখঢাক ছাড়া খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়কে চিত্রায়িত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সমাজের ভেতরগত অবস্থা কতটা শোচনীয়। লেখক যৌবনে পদস্খলনের নানা দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত প্রভাবান্বিত উপস্থাপনায় যৌবনকে নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় ও জীবনের স্থিতিশীলতা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

যদিও অনুবাদকের ভূমিকায় এত লম্বা কথা আসাটা উচিত নয়, তারপরেও পাঠকের মনোযোগকে শানিত করার লক্ষ্যে এখানে হযরতের দরদমাখা আলোচনাগুলোর ছোট একটা সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো :

মানুষের প্রকৃতিগত সৌন্দর্যগুলোর অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে লজ্জা। ইসলাম লজ্জাকে ঈমানের অংশ সাব্যস্ত করেছে। লজ্জার কারণে মানুষের কথা, কাজ সবকিছুতে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। লজ্জাহীন মানুষ পশুর সমান। লজ্জাশীল ব্যক্তি মানুষের মাঝেও সম্মানিত এবং আল্লাহ তাআলারও প্রিয় পাত্র। লজ্জা থেকেই মানুষ পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন করতে শেখে। লজ্জা ও পবিত্রতা পরস্পরের পরিপূরক। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে পবিত্র ও শালীন জীবনযাপনের ওপর মহা প্রতিদান ও মূল্যবান পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে লজ্জাহীনতার কঠোর নিন্দা ও অশালীন জীবনযাপনের জন্য কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি শোনানো হয়েছে। তাই আমাদের উচিত লজ্জা অবলম্বন করা এবং পবিত্র ও শালীন জীবন অতিবাহিত করা।

কুদৃষ্টি সকল অনিষ্টের মূল। চোখের এ দুই ছিদ্র হতেই অশ্লীলতার প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। অতপর সর্বত্র নগ্নতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে যায়। মানুষের চোখ যখন লাগামহীন হয়ে পড়ে, তখন এর ওপর ভিত্তি করেই অধিকাংশ অশ্লীলতা সংঘটিত হয়। কুদৃষ্টি হচ্ছে ব্যভিচারের প্রথম সিঁড়ি। কুদৃষ্টি মানুষের মাঝে জৈবিক তাড়নার এমন পিপাসা জাগিয়ে তোলে, যা থেকে মানুষ কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না। কুদৃষ্টি দানকারী যত সুন্দরী রমণীকেই দেখুক না কেন, তার চোখ এর চেয়ে অধিক সুন্দরের দিকে ধাবিত হয়। কুদৃষ্টির তির যখন একবার বিদ্ধ হয়ে

যায়, এরপর এর যাতনা শুধু বাড়তেই থাকে। এমনকি বৃদ্ধ ব্যক্তি পর্যন্ত কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদ নয়। তাই আল্লাহ্ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুদৃষ্টির ফলে মানুষ দুনিয়া-আখিরাতে নানা রকম শাস্তি ভোগ করে। যেমন : আমলের মজা হারিয়ে ফেলে, অনেক সময় আমল হতে বঞ্চিত থাকে, অন্তরের নূর চলে যায়, কুরআন ভুলে যায়, জীবন ও জীবিকা থেকে বরকত উঠে যায়, চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়, শরীরে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, মানুষের মাঝে তার ওজন কমে যায়, এমনকি মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হয় না। তা ছাড়া কুদৃষ্টির দরুন আল্লাহ্ তাআলার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে, কুদৃষ্টি দানকারী আবশ্যকীয়ভাবে পাপে জড়িয়ে পড়ে, তার মন-মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কুদৃষ্টি দানকারীর অন্তর থেকে হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা চলে যায় এবং সে শয়তানের হাতের খেলনায় পরিণত হয়।

পক্ষান্তরে দৃষ্টিকে সংযত রাখার বিনিময়ে রয়েছে অমূল্য প্রতিদান। যে ব্যক্তি নিজ দৃষ্টি হেফাজত করবে, পরকালে সে দুটি পুরস্কার লাভ করবে : এক. আল্লাহ্ তাআলা তাকে নিজের দর্শনলাভের সৌভাগ্য দান করবেন। দুই. এমন চোখ কিয়ামতের দিন কান্না করা থেকে নিরাপদ থাকবে।

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার কিছু উপায় :

১. কুদৃষ্টি বাঁচতে হলে পথে-ঘাটে চলার সময় দৃষ্টিকে নিচু রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এটি দৃষ্টিকে হেফাজত করার কুরআনী পথ্য।

২. কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার একটি উত্তম পন্থা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে করে নেয়া। পরনারীর কাছে যা আছে, নিজ স্ত্রীর কাছেও তা-ই রয়েছে। তাই নিজ স্ত্রীর দিকে ভালোবাসার নজরে দেখবে, এর ওপর আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে। তাহলে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যাবে।

৩. সর্বদা যিকিরের হালতে থাকার দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ফলে দৃষ্টিকে সংযত রাখা সম্ভব হয়।

৪. মনের মধ্যে সর্বদা এই খেয়াল রাখবে যে, আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলা আমাকে দেখছেন। এর ফলে দৃষ্টি নিজ থেকেই নত হয়ে যাবে। কোনো নারীর

সাথে থাকা তার বাবা, ভাই, স্বামী যেমন আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমরা সেই নারীর দিকে কুদৃষ্টিতে দেখতে পারি না, তেমনই আমরা যখন এ কথা স্মরণ রাখব যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, তখন পরনারী থেকে নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে পারব। সেই সাথে চোখকে আল্লাহ্‌র দেয়া আমানত মনে করবে এবং এর অপব্যবহার থেকে বেঁচে থাকবে।

৫. এ কথা মনে করবে যে, আমি যেমন আমার মা, বোন, স্ত্রীর দিকে অন্য কারও কুদৃষ্টি দেয়াকে পছন্দ করি না, তেমনই অন্যরাও এটা পছন্দ করে না যে, আমি তাদের মা, বোন, স্ত্রী বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয়ের দিকে কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করি।

৬. প্রতিবার কুদৃষ্টির জন্য নিজের ওপর কোনো শাস্তি নির্ধারণ করে নেবে। কোনো আর্থিক বা শারীরিক দণ্ড বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো নফল আমল নির্ধারণ করার দ্বারা নফস নিজের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। কোনো সুশ্রী নারীর দিকে দৃষ্টি পড়লে তার নানাবিধ ত্রুটি নিয়ে ভাববে ও জান্নাতী হুর লাভের আশা করবে।

৭. কুদৃষ্টি হতে পারে এমন সকল স্থান ও মাধ্যম থেকে বেঁচে থাকবে। নিজ স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাকে মন ভরে দেখে নেবে, যাতে অন্যদের দেখার প্রয়োজন না পড়ে। পরনারীদের থেকে নিজেকে নির্লোভ করে নেবে। এমন ভাববে যে, পরনারীর কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি তার প্রতি লালায়িত নই, সুতরাং তার দিকে আমি কেন তাকাব?

৮. সর্বোপরি নিজ প্রবৃত্তির সাথে সর্বদা বিতর্ক করতে থাকবে, আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য লাভ থেকে বঞ্চিত হবার ভয় করবে। নিজ চেষ্টা অব্যাহত রাখলে ইনশাআল্লাহ্ এর মাধ্যমে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। বান্দা চেষ্টা করলে আল্লাহ্ তাআলাই তা পূর্ণতায় পৌঁছে দেবেন।

যাবতীয় অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনা ও ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তাআলা নারীদের জন্য পর্দার বিধান অবতীর্ণ করেছেন। ইসলামী শরীয়তে নামায, রোযার মতো পর্দার বিধানকেও ফরজ করা হয়েছে। পর্দার মাধ্যমে নারীকে পরপুরুষ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। শরয়ী পর্দার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা :

১. নারীদের জন্য পর্দার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে ঘরের চার দেওয়ারিতে অবস্থান করা। নিজ ঘরেই যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করা। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের

বাইরে বের না হওয়া। পরপুরুষের সামনেই না আসা। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

'তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো এবং জাহেলী যুগের মতো (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না।'[২]

২. একান্ত অপারগ হয়ে যদি ঘরের বাইরে বের হতেই হয়, তাহলে গায়ে বোরকা বা বড় চাদর দ্বারা ভালোভাবে নিজেকে ঢেকে নেবে। সম্পূর্ণ পর্দা অবলম্বন করে বাইরে বের হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

'তারা যেন তাদের চাদরের অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়।'[৩]

৩. পর্দার সর্বশেষ স্তর হচ্ছে, নারী একান্ত অপারগতাবশত ঘর থেকে বের হয় এবং চাদর বা বোরকা এমনভাবে পরে যে, তার হাত-পায়ের তালু ও চেহারা খোলা থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

'তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।'[৪]

তবে এটিও তখন জায়েয হবে যখন ফিতনা ছড়াবার আশঙ্কা না থাকে। যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই একমত যে, তখন এ অঙ্গও খোলা রাখা জায়েয হবে না। বর্তমানে কেউ কেউ এ কথা দাবি করে যে, চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ রূপ ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রই হচ্ছে চেহারা। সুতরাং শুধু চিকিৎসা ও আদালতে শরয়ী সাক্ষ্য প্রদান ছাড়া কোনো অবস্থাতেই চেহারা উন্মুক্ত রাখা জায়েয হবে না। সেই সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, নারীর জন্য খোলা জায়েয মানেই পুরুষের জন্য তাকে দেখা বৈধ হয়ে যাবে না; বরং পুরুষের জন্য স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ তখনো বলবৎ থাকবে।

---

২. সূরা আহযাব : ৩৩
৩. সূরা আহযাব : ৫৯
৪. সূরা নূর : ৩১

বর্তমান সমাজে পর্দার বিধানকে উপেক্ষা করার ভয়াবহ পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই সমাজকে অশ্লীলতামুক্ত রাখতে হলে এখনই পর্দা পালনের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষের চিরশত্রু। এদের প্রশ্রয় দিলে, এরা ধীরে ধীরে ভালো ও পুণ্যবান ব্যক্তিকেও গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। তাই প্রবৃত্তি ও শয়তানকে কোনো ধরনের সুযোগই দেয়া যাবে না। আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার দ্বারা প্রবৃত্তি ও শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়। এটি স্বাভাবিক যে, যেখানে গুনাহের সুযোগ থাকবে সেখানে একদিন না একদিন গুনাহ হয়েই যাবে। তাই সতর্কতার দাবি হচ্ছে, যে পথে চলতে মানা সে পথের ধারে-কাছেও না যাওয়া। কেননা সতর্কতা অবলম্বন করা লজ্জিত হওয়া থেকে উত্তম। তাই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে বন্ধ করতে হবে। শরীয়তে এর ওপর অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নারী হচ্ছে এমন যে, নারী সৎ হলে তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসে পরিণত হয়। আর যদি নারী নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতায় সে হাজারও পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়। পবিত্র কুরআন মাজীদে নারীদের ধোঁকা ও মন্ত্রণাকে বড় শক্তিশালী বলা হয়েছে। নারী যদি ইচ্ছা করে, তাহলে সে পুরুষকে ঘোলা জলে হাবুডুবু খাওয়াতে পারে। পক্ষান্তরে পুরুষের প্রবৃত্তিতে নারীর প্রতি আকর্ষণ ঢেলে দেয়া হয়েছে। পুরুষের মন নারী থেকে কখনো বৃদ্ধ হয় না। তাই পরস্পরকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখা জরুরি। বর্তমানে সর্বত্র নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে সংসার, সমাজ ও শত শত জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে অশ্লীলতার সয়লাব দেখা যাচ্ছে। অবাধ মেলামেশা জন্ম দিচ্ছে অবাধ যৌনাচার। সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি থেকে লজ্জা-শরম বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই আধুনিকতার নামে ধেয়ে আসা নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার এ ঢলকে রুখতে হলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে বর্জন করতে হবে।

অনেক লম্বা করে ফেললাম। যাই হোক, হযরতের মূল বইটি উর্দু ভাষায় রচিত। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তারই বাংলা অনুবাদ। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার যেসব বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন বড়দের থেকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়েছি, তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খাইর দান করুন। সেই সাথে প্রকাশকের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অনেক কষ্ট-মেহনত

করে তিনি বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করছি। মুহতারাম মুফতী জাওয়ায আহমাদ সাহেব ও শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা আহমাদ ইউসুফ শরীফ সাহেব (হাফিযাহুমুল্লাহ) বইটির তাহকীক ও তাখরীজের কাজে তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

সময়োপযোগী এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার কাজে শরীক থাকতে পেরে নিজেকেও সৌভাগ্যবান মনে করছি এবং মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলার দরবারে সবিনয় প্রার্থনা, আল্লাহ যেন অনূদিত গ্রন্থটিকে তার মূলের মতোই কবুল করেন ও পাঠকপ্রিয়তা দান করেন। আমীন!

আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম
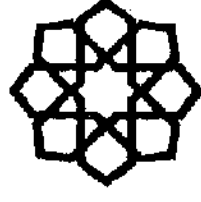
লেখকের কথা

ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম। ইসলাম মানুষকে এমন জীবনব্যবস্থার কথা বলে যা সফলতার চূড়ান্ত গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়; বরং ইসলাম মানুষকে এমন চারিত্রিক গুণাবলিতে সজ্জিত করে, যা তাকে পবিত্র, নিরাপদ ও শান্তিময় জীবন পরিচালনার যোগ্যতা দান করে। লজ্জাশীলতা ইসলামের শেখানো মৌলিক চরিত্রগুলোর অন্যতম। দ্বীন ইসলামে এর গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অর্ধাংশ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ

'লজ্জা ঈমানের অংশ।'[৫]

লজ্জা ও ঈমান পরস্পরের এমন পরিপূরক যে, যে ব্যক্তির ঈমান থাকে তার মধ্যে লজ্জা অবশ্যই থাকবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে লজ্জা নেই তার মধ্যে ঈমানের কমতি রয়েছে। মোটকথা লজ্জা একজন মুমিনের অপরিহার্য একটি গুণ। আজ আমরা চিন্তাস্বাধীনতার এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ অতিবাহিত করছি, যেখানে ব্যাপকভাবে মানুষ নিজেদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও পুণ্যময় উদ্দীপনাগুলো পদদলিত করে, সেগুলোকে কোনো বিরান ভূমিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রবৃত্তির ঘোড়ায় চেপে বসছে এবং বস্তুপূজার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। প্রবৃত্তির

---

৫. মুসনাদু আহমাদ, ১০৫১২; তিরমিযী, ২০০৯; ইবনু হিব্বান, ৬০৮। উপরিউক্ত হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযি. থেকে গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত, কিন্তু বুখারী-মুসলিমের রেওয়ায়েত হচ্ছে, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ (আর লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, বুখারী, ৯; মুসলিম, ৩৫) উপরিউক্ত দুই বর্ণনার মাঝে অর্থগত তেমন পার্থক্য নেই।

স্বাদ আস্বাদন ও খাহেশাতপূর্ণ জীবনকেই তারা প্রকৃত জীবন ভেবে নিয়েছে। প্রবৃত্তির বাসনা পূরণ করাকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। তারা মনে করে, মনোবাসনা পূরণ হতেই হবে, চাই তা যেভাবেই হোক না কেন। সুতরাং জৈবিক চাহিদা—যা মানুষের প্রবৃত্তিগত চাহিদাসমূহের প্রধান একটি—তা পূরণ করার প্রতিযোগিতায় মানুষ এমনভাবে মত্ত হয়েছে যে, লজ্জা ও শালীনতার গুণটিই বিলীন হয়ে গেছে। নগ্নতা ও অশ্লীলতার এক তুফান—যার উৎপত্তি হয়েছে অমুসলিম সমাজ থেকে—তা আজ গোটা মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করে নিয়েছে। টিভি, ভিসিআর, ভিডিও সিডি, ডিশ, ক্যাবল, ইন্টারনেট প্রভৃতি বিষয়গুলো এমন এক শয়তানি মাধ্যম, যা কাফেরদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। ফলে নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতার ওই সকল দৃশ্য—যা ছিল বাতিলের বৈশিষ্ট্য—আজ মুসলমানদের মাঝেও সেগুলোর প্রচলন হয়ে গেছে। আল্লামা ইকবালের ভাষায় :

فسادِ قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب ... کہ رُوح اس مدنیّت کی رہ سکے نہ عفیف

رہے نہ رُوح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ... ضمیرِ پاک و خیالِ بلند و ذوقِ لطیف

'পশ্চিমা সভ্যতা! সে তো কেবল দৃষ্টি ও চিন্তার অসারতা

যে ভাবনায় পবিত্রতা হারিয়ে বসে প্রতিটি মানবাত্মা।

রুহে থাকে না পবিত্রতা, জন্ম নেয় না সুপ্রবোধ।

পবিত্রস্পৃহা, উন্নত চিন্তা এবং সুস্থ রুচিবোধ।'

কাফেরদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিজেদের মধ্যে ধারণ করে এবং তাদের মিডিয়া দেখে দেখে আমাদের যুবসমাজ ফিল্ম ও রোমান্সের এমন এক জগতে হারিয়ে গেছে, যেখানে তারা নিজেদের প্রকৃত অবস্থাই ভুলে বসেছে। অথচ এ তো ওই জাতি, যার যুবকেরা কখনো আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকা, কখনো সিজদার স্বাদ আস্বাদন করা, আল্লাহ তাআলার ভয় ও রাতজেগে ইবাদতের আগ্রহ এবং জ্ঞানার্জনের প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিল। ইবাদতের নূরের ঝিলিক ও মারেফতের নূরের চমকে তাদের চেহারা দীপ্তিময় হয়ে থাকত। আজ এ উম্মতের তরুণরা সীমালঙ্ঘনের প্রতিযোগিতা এবং গান-বাজনার উন্মাদনায় ডুবে আছে। চেহারার বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং ভাষার মৌখিক চাকচিক্যে মজে আছে। আল্লামা ইকবাল বলেন :

کبھی اے نوجواں مسلم! تدبّر بھی کیا تُو نے
وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے اک ٹُوٹا ہوا تارا

'হে মুসলিম যুবক! কখনো কি ভেবেছ এ কথা,
যে আকাশের খসে পড়া তারা তুমি—কত বিশাল ছিল তা?'

আগেকার সাহিত্যের গ্রন্থাবলিতে লাইলি-মজনুর মতো কিছু প্রেমের ঘটনা শিক্ষণীয় হিসেবে উল্লেখ করা হতো। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে, অধিকাংশ যুবকের ভেতর হাতিয়ে দেখলে স্বয়ং মজনুকেই তাতে পাওয়া যাবে। আর যুবতিদের ভেতর উন্মুক্ত করা হলে সেখান থেকে লাইলি বেরিয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ, কিছু সৌভাগ্যবান আছেন যারা সৎসঙ্গ এবং আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যের বরকতে যুগের বৈরিতা থেকে বেঁচে গেছে—এ ধরনের পবিত্র গুণসম্পন্ন মানুষ থেকে দুনিয়া এখনো শূন্য হয়ে যায়নি। দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে যুবতিদের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া এবং প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেমঘটিত নানা অবস্থা ফাঁস হওয়ার সংবাদ অনেক পাওয়া যায়। তা ছাড়া সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যকার অবাধ মেলামেশা এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সংগীত ও নৃত্যের নানা রকম অশ্লীল অনুষ্ঠানগুলো আমাদের জাতীয় চরিত্রকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

অধমের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফরের সুযোগ হয়েছে। সবখানেই এমন অনেক যুবক দেখেছি যাদের চোখ গর্তে বসে গেছে, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে এবং চেহারার উদাসীনতা তাদের হৃদয়ের উপাখ্যান বলে দিচ্ছে। তখন অধম অত্যন্ত ব্যথা ও আফসোসের সাথে এ কথাই ভেবেছি যে, যদি তাদের উপদেশদাতা হিসেবে কেউ দাঁড়াতেন, যিনি তাদের বোঝাবেন। কেউ যদি তাদের সংশোধনকারী হতেন, যিনি তাদের চিকিৎসা করবেন। আল্লামা ইকবাল বলেন :

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے
مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی

'নেশা পান করে ঝিমুনি তো আসে সবারই।
কিন্তু মজা তো তখনই যখন,
সংকীর্ণতাকেও প্রসারিত করে নেয় পানকারী।'

এ সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করে দীর্ঘদিন থেকেই অধমের মনে বারবার এ ইচ্ছা জাগ্রত হচ্ছিল যে, চারিত্রিক এ অবক্ষয়ের সংশোধনের লক্ষ্যে লজ্জা ও শালীনতাবোধের মতো নাযুক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করব। কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের কিছু ব্যস্ততা এবং 'মাহাদুল ফিকির' (লেখকের প্রতিষ্ঠান) এর নির্মাণকাজের ব্যস্ততা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যখনই অধমের সময়-সুযোগ হয়েছে, কিছু না কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। এভাবেই দীর্ঘ দুই বছরে গ্রন্থখানা পূর্ণতায় পৌঁছেছে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া।

এ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অধমের বড় বড় তিনটি সংশোধনীমূলক উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, ওই সকল যুবকদের সংশোধন করা, যারা কুপ্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়ে নানা রকম জৈবিক ও চারিত্রিক বদ অভ্যাসের শিকার হয়ে পড়েছে এবং যৌবনের উন্মাদনায় নানা ধরনের শয়তানি কাজে লিপ্ত হয়ে নিজের হাতেই নিজের জীবনকে ধ্বংস করে চলেছে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে তাদেরকে তাদের এসব খারাপ কাজের কুফল ও অশুভ পরিণতির কথা বুঝিয়ে বলা। তাদের অনুভূতিশক্তিকে জাগিয়ে তোলা। যাতে তারা ধ্বংস ও বরবাদির এ পথ বর্জন করে লজ্জা ও শালীনতাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বানিয়ে নেয় এবং স্বচ্ছ নির্মল ও কালিমামুক্ত নিষ্কলুষ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, এর সম্বোধন সবচেয়ে বেশি ওই সকল সাধারণ মানুষদের প্রতি, যারা নিজেরা তো চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হয়নি, কিন্তু সমাজে চলমান অশ্লীলতা এবং এর কুফল সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তিতও নয়। এরা নিজেদের চারপাশে অনেক কিছুই ঘটতে দেখে, কিন্তু সেগুলোকে স্বাভাবিকই মনে করে। এরা নিজেদের সন্তানদেরকে চারিত্রিক অবক্ষয়ের মাঝে নিপতিত দেখতে পায়, কিন্তু 'যৌবনের তাড়না' ভেবে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেউ কেউ তো নিজ হাতেই ঘরে নানা রকম শয়তানি সরঞ্জাম (যেমন : টিভি, ডিশ, ক্যাবল, ইন্টারনেট) ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেয়। আর এসব বিষয়কে খারাপ ভাবার পরিবর্তে বরং তারা এগুলোকে 'যুগের চাহিদা' মনে করে। তা ছাড়া অনেক ভদ্রলোক এমনও আছে, যারা অল্প-স্বল্প বেহায়াপনাকে ভদ্রতা পরিপন্থী মনে করে না। তো এ সকল ভদ্র মহোদয়কেও প্রকৃত চিত্র দেখানো উদ্দেশ্য, যাতে করে তারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে পারে। পাশাপাশি নিজেরাও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং নতুন প্রজন্মকেও বাঁচাতে সক্ষম হয়।

তৃতীয়ত, গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে। বস্তুত আধ্যাত্মিক সাধনার যাবতীয় পরিশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতকে জানা এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেহেতু অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল, তাই গাইরুল্লাহর প্রতি সামান্যতম ঝুঁকাও একজন আধ্যাত্মিক সাধককে তার কাঙ্ক্ষিত পথ থেকে স্খলিত করে দেয় এবং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার গন্তব্য থেকে তাকে শত মাইল দূরে নিক্ষেপ করে। সামান্যতম কুদৃষ্টি তার বছরব্যাপী যিকির-সাধনাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। এ জন্য এ গ্রন্থ দ্বারা এ সকল সাধকদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য। যদি তারা প্রকৃত প্রেমাস্পদ পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, তাহলে তাদেরকে মনের ওই সমস্ত চোরা-দরজা বন্ধ রাখতে হবে, যা দ্বারা বেগানা নারী/পুরুষের মহব্বত অন্তঃকরণে প্রবেশ করে। যখন তারা এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে সক্ষম হবে, তখন অন্তরে প্রকৃত প্রেমাস্পদের উপস্থিতি অনুধাবন করা সহজ হবে। কবির ভাষায় :

چشم بند و گوش بند و لب ببند ... گر نہ بینی سر حق بر ما بخند

'তুমি তোমার চোখ, কান ও ঠোঁট দুটি ভাই বন্ধ রেখো।
তবুও যদি দেখা না পাও সত্যটুকুর,
আমায় তখন রসিকতায় বেঁধো।'

এই গ্রন্থে অধম শয়তানি শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে অশ্লীলতা ছড়ানোর নানাবিধ অপকৌশলগুলোকে খোলামেলা আলোচনা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। যাতে করে দরদি মনের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের জন্য তাদেরকে বোঝানো এবং এর যথাযথ প্রতিকার সাধন করা সহজ হয়। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ্ তাআলা যেন অধমের এ টুটাফাটা প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন এবং একে পরকালের জন্য সদকায়ে জারিয়া বানিয়ে দেন। সবশেষে কুরআনের ভাষায় বলি,

وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

'মূলত আল্লাহর দেয়া তাওফীক-সামর্থ্য ছাড়া আমার কোনো তাওফীক নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।'[৬]

---

৬. সূরা হূদ, ৮৮
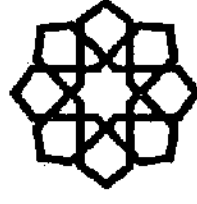
প্রথম অধ্যায়

লজ্জা ও শালীনতার গুরুত্ব

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করে প্রকৃতিগত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এ সকল সৌন্দর্যের মধ্যে এক বিশেষ সৌন্দর্য হচ্ছে লজ্জা। শরীয়তের দৃষ্টিতে লজ্জা এমন এক বিশেষ গুণ যার দরুন মানুষ যাবতীয় খারাপ ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। দ্বীন ইসলামে লজ্জা ও শালীনতার গুরুত্বকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে মুমিন বান্দা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী সাহাবীকে দেখলেন, সে তার ভাইকে অধিক লজ্জাশীল না হওয়ার জন্য বোঝাচ্ছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বললেন :

فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ

'নিশ্চয়ই লজ্জা ঈমানের অংশ।'[৭]

অপর এক হাদিসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

'লজ্জা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে।'[৮]

মোটকথা মানুষ যত বেশি লজ্জাশীল হবে, তত বেশি কল্যাণের অধিকারী হতে

---

৭. আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, সহীহ বুখারী, ২৪; সহীহ মুসলিম, ৩৬

৮. ইমরান ইবনু হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, সহীহ বুখারী, ৬১১৭; সহীহ মুসলিম, ৩৭

থাকবে। লজ্জা ওই সকল গুণাবলির অন্যতম, যেগুলো অর্জনের দ্বারা মানুষ পরকালে জান্নাত লাভ করবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ

'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। ঈমানের স্থান হলো জান্নাতে। অশ্লীলতা হলো অবাধ্যতা-অন্যায়াচারের অঙ্গ। আর অন্যায়াচারণের স্থান হলো জাহান্নামে।'[৯]

লজ্জাশীলতার দরুন মানুষের কথা ও কাজে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এ কারণেই লজ্জাশীল ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতেও সম্মানিত হতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার নিকটও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। পবিত্র কুরআন মাজীদেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত শুয়াইব আ.-এর কন্যা যখন হযরত মুসা আ.-কে ডাকতে আসেন তখন তার চলাফেরা ও বাচনভঙ্গিতে অত্যন্ত নম্রতা ও ভদ্রতার প্রকাশ ঘটেছিল। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কাছে তার এই লাজুকতা ও শালীনতাবোধ এতটাই পছন্দ হয়েছিল যে, পবিত্র কুরআন মাজীদে তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَجَآءَتْهُ إِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ

'মেয়ে দুটির একজন লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে তার কাছে হেঁটে এল।'[১০]

ভাবার বিষয় হচ্ছে, যদি লজ্জাশীল ব্যক্তির কথা ও কাজ আল্লাহ তাআলার নিকট এতটা পছন্দনীয় হয়, তাহলে স্বয়ং লজ্জাশীল ব্যক্তি তাঁর নিকট কতটা গ্রহণযোগ্য ও প্রিয়পাত্র হিসেবে স্বীকৃত হবে! এ জন্যই যে ব্যক্তি লজ্জাশীলতার মতো নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে সে বাস্তবিকই বড় হতভাগা হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি থেকে কোনো কল্যাণের আশা করাও বেকার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

'যখন তোমার লজ্জাবোধই নেই তখন তুমি যা খুশি করো।'[১১]

---

৯. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, মুসনাদু আহমাদ, ১০৫১২; তিরমিযী, ২০০৯। হাদীসটি হাসান সহীহ।

১০. সূরা কাসাস, ২৫

১১. আবু মাসউদ উকবা ইবনু আমের রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, সহীহ বুখারী, ৩৪৮৩

এ থেকে বোঝা যায় যে, নির্লজ্জ ব্যক্তি চারিত্রিক কোনো বিধি-নিষেধেরই তোয়াক্কা করে না। তার জীবন হয় লাগামহীন ঘোড়ার মতো। বস্তুত লজ্জাই এমন এক গুণ যার তাড়নায় মানুষ পবিত্র ও শালীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়; বরং এভাবে বলা উচিত, লজ্জা ও শালীনতাবোধ পরস্পরের পরিপূরক। উভয়ের মাঝে শাড়ি ও আঁচলের সম্পর্ক। এখানে এর প্রকৃত অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

কুরআনের দৃষ্টিতে শালীনতা

১. মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

'নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্ তাদের জন্য মাগফিরাত ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[১২]

এই আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, শালীনতার সাথে আল্লাহর স্মরণে জীবন অতিবাহিতকারী লোকদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতিদান দ্বারা দুনিয়ার জীবনের বরকত এবং পরকালীন নেয়ামতসমূহ উদ্দেশ্য। কেননা মাগফিরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শালীনতা অবলম্বনকারী ব্যক্তির দ্বারা ঘটে যাওয়া অন্যান্য ভুলত্রুটি ও গাফলতিসমূহ আল্লাহ্ তাআলা দ্রুতই ক্ষমা করে দেবেন। অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা যায় যে, যে ছাত্র পড়াশোনায় ভালো এবং পরিশ্রমী হয়, শিক্ষক তার অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোও সহজে ক্ষমা করে দেন। প্রতিদানের সাথে 'মহা' শব্দের সংযোজনই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, শালীনতার পুরস্কার অন্যান্য স্বাভাবিক পুরস্কারের চেয়ে বেশি হবে। তা ছাড়া নিয়মও এটিই, বড় ব্যক্তি যখন কোনো কিছুকে বড় বলে প্রকাশ করে তখন বাস্তবিক অর্থেই তা অনেক বড়ই হয়ে থাকে। আর এখানে তো সমগ্র জগতের অধিপতি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা

১২. সূরা আহযাব, ৩৫

শালীনতার প্রতিদানকে বড় বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং অবশ্যই সে প্রতিদান অনেক বড়ই হবে। অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য ওই সকল সৌভাগ্যবান লোকেরা, যারা পবিত্রতা ও শালীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করে এই মহাপ্রতিদানের অধিকারী হয়ে যায়। আবু বকর খাওয়ারিজমী বলেন,

هَنِيئًا لِأَرْبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهُمْ ... وَلِلْمُفْلِسِ الْمِسْكِيْنِ مَا يَتَجَرَّعُ

'নেয়ামত লাভকারীকে তার নেয়ামতপ্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন
নিঃস্ব-অসহায়ের তো কেবল পেটে-ভাতে দিনযাপন।'[১৩]

২. পরিপূর্ণ সফলতার সুসংবাদ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ... وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ

'নিশ্চিতভাবে সফলকাম ওই সকল মুমিন বান্দাগণ, যারা (অন্যান্য আমলের পাশাপাশি) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'[১৪]

এই বরকতময় আয়াতে সফলতা অর্জনকারী মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। যার একটি হলো শালীনতাবোধ। এ থেকে বোঝা যায়, পরিপূর্ণ সফলতা কেবল শালীনতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরই অর্জিত হতে পারে। আরবী ভাষায় "فَلَاحٌ" (সফলতা) বলা হয় এমন সাফল্যকে, যার পরে কোনো ব্যর্থতা থাকে না। এমন প্রফুল্লতা যার পরে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না, এবং আল্লাহ তাআলার নিকট এমন সম্মান লাভ যার পরে নেই কোনো লাঞ্ছনার ভয়।

فَطُوْبَى لِمَنْ لَهُ هٰذَا الْمَقَامُ

'সুতরাং অভিনন্দন তাকে, যে এই মর্যাদালাভে ধন্য হয়েছে।'

হাদীসের আলোকে শালীনতার গুরুত্ব

১. একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ যুবকদের লক্ষ্য

১৩. মুফীদুল উলূম, ১২
১৪. সূরা মুমিনূন, ১-৫

করে বললেন :

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، اِحْفَظُوْا فُرُوجَكُمْ لَا تَزْنُوْا، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'হে কুরাইশ যুবকেরা, তোমরা নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। ব্যভিচার করবে না। জেনে রেখো, যে তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে সে জান্নাত লাভ করবে।'[১৫]

এ হাদীসে উভয় জাহানের রহমত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ক্ষণিকের স্বাদ আস্বাদন ও মনের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকবে, সে জান্নাতের চিরকালীন আরাম-আয়েশ লাভের সৌভাগ্য লাভ করবে। একেই বলে 'অল্প শ্রমে অধিক প্রাপ্তি'। হযরত নেসান ফাতহী রহ. বলেন,

نور میں ہو یا نار میں رہنا... ہر جگہ ذکر یار میں رہنا
چند جھونکے خزاں کے بس سہہ لو... پھر ہمیشہ بہار میں رہنا

'স্নিগ্ধ আলোয় বা প্রখর তাপে,
যেখানেই থাকো, রেখো বন্ধুর স্মরণ
ক'দিনের এ জীবনে কিছুটা ক্লেশ সয়ে নাও
পরকালে পাবে তুমি আয়েশি জীবন।'

২. রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ানের কাছে জানতে চাইল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী বিষয়ের শিক্ষাদান করেন? যদিও আবু সুফিয়ান সে সময় মুসলিম ছিলেন না, তথাপিও তিনি সহজ-সরল ভাষায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বিবরণ এভাবেই উপস্থাপন করেছিলেন :

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالعَفَافِ، وَالصِّلَةِ

'তিনি আমাদের নামায, সাদকা, শালীনতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশ দেন।'[১৬]

---

১৫. হাদীসটি গ্রহণযোগ্য সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২৪১০; তাবারানী, ১২৭৭৬; হাকীম, ৮০৬২; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, ৫৪২৫
১৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, সহীহ বুখারী, ৫৯৮০

এ থেকে বোঝা যায়, শালীনতাবোধের তাগিদ ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর অন্যতম; বরং এভাবে বলা যায়, ইসলামী সমাজব্যবস্থার ভিত্তি যে সকল খুঁটির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ খুঁটির নাম হচ্ছে শালীনতাবোধ।

শালীনতা নবুওয়াতের অংশ

১. আম্বিয়ায়ে কেরাম ওই সকল পবিত্র সত্তা ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা মানবতার হেদায়েতের জন্য নূরের মিনার বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁরা নিজেরাও পবিত্র ও শালীন জীবন অবলম্বন করেছেন এবং তাদের উম্মতদেরও অনুরূপ তাগিদ দিয়েছেন। সুতরাং শালীনতাবোধ নবুওয়াতের অংশবিশেষ। আল্লাহ তাআলা যখন হযরত যাকারিয়া আ.-কে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেন :

وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

'সে হবে নেতা, নিজ প্রবৃত্তিকে সংবরণকারী এবং নবী ও উচ্চপর্যায়ের পরিশুদ্ধি অর্জনকারীদের একজন।'[১৭]

আরবী ভাষায় "حَصُوْرٌ" বলা হয় এমন সত্তাকে, যে স্বীয় কুপ্রবৃত্তিকে সংবরণ করতে সক্ষম হয় এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকে। হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জীবন এই গুণে সমৃদ্ধ ছিল।

২. যখন মিশরের বাদশাহর স্ত্রী জুলাইখা বদ্ধ ঘরে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে হযরত ইউসুফ আ.-কে পরিষ্কার শব্দে নিজ মনের কামনা-বাসনার কথা প্রকাশ করে, তখন হযরত ইউসুফ আ. সাথে সাথেই বলে উঠলেন :

مَعَاذَ اللّٰهِ

'আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি।'

যদিও এই কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে হযরত ইউসুফ আ.-কে জেলখানার শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু একসময় জুলাইখা নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে যে :

---

১৭. সূরা আলে ইমরান, ৩৯

وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ

'আমিই আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলিয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছে।'[১৮]

আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রশংসা করে বলেন :

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

'এভাবেই আমি তাঁর থেকে মন্দ ও অশ্লীলতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দিই। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৯]

এ থেকে বোঝা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম সকলেই ছিলেন আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ মনোনীত। যাঁরা পবিত্রতা ও শালীনতার জীবন অতিবাহিত করেছেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, শালীনতা নবুওয়াতের অংশ।

শালীনতা নবুওয়াতপ্রাপ্তির জন্য শর্তস্বরূপ

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে তাঁর সৎ বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন :

وَلَا يَزْنُوْنَ

'এবং তারা ব্যভিচার করে না।'[২০]

এ থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহর ওলীরা সর্বদাই ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকেন। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহকে পাওয়ার প্রত্যেক সাধক সৎকাজ ও গুনাহ্ বর্জনের ওপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকার কারণেই উক্ত সাধক আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওলীদের স্বীয় হেফাজতে নিয়ে নেন এবং সব ধরনের কবীরা গুনাহ্ থেকে পবিত্র রাখেন। আর রহমতের দাবিও এটিই এবং বন্ধুত্বের চাহিদাও এমনই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলাই সর্বাধিক দয়াবান এবং সর্বোত্তম বন্ধু।

আল্লাহওয়ালারা তো নিজের প্রকৃত ভালোবাসার দাবিতে গাইরুল্লাহর দিকে

১৮. সূরা ইউসুফ, ৩২
১৯. সূরা ইউসুফ, ২৪
২০. সূরা ফুরকান, ৬

চোখ তুলে দেখাও পছন্দ করেন না। যদি কোনো অসহায় এতীম আশ্রয়হীন মেয়েকে দেশের বাদশাহ নিজের রানি বানিয়ে নেয় এবং তাকে স্বীয় রাজপ্রাসাদে সব ধরনের নেয়ামত দ্বারা ভরপুর করে দেয়, তার জন্য চাকর-বাকরের ব্যবস্থা থাকে, পরিধানের জন্য বাহারি পোশাক দেয়া হয়, আহারের জন্য মোরগ-পোলাও থাকে, তার সামনে হীরা-জহরতের অলংকার স্তূপ হয়ে থাকে, ধনভান্ডারের দরজা তার ইশারায় খুলে দেয়া হয় এবং বাদশাহ সেই রানিকে খুব ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে রাখে; এমতাবস্থায় যদি কুৎসিত চেহারার কোনো ব্যক্তি গন্ধযুক্ত কাপড় পরিহিত অবস্থায়, গন্ধময় শরীরে সেই রানিকে পটানোর চেষ্টা করে এবং বাদশাহও বিষয়টি দেখছেন, তাহলে (এটিই স্বাভাবিক যে) এহেন পরিস্থিতিতে রানি এই লোকটির দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। আল্লাহওয়ালাদের অন্তরের অবস্থাও এমনই হয়। একদিকে আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত তার ওপর বর্ষিত হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে তাদের অন্তরে কৃতজ্ঞতাবোধের ঢল নামছে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রতি কদমে কদমে তারা অনুভব করছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়ার যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের প্রেম-ভালোবাসার সুধা পান করিয়েছেন; এ সময় কোনো বেগানা নারী যদি তাকে গুনাহের দিকে আহ্বান করে তাহলে আল্লাহর ওলী এ প্রস্রাবের পাত্রের মতো একটা জিনিসের জন্য তার প্রকৃত মুনিবকে অসন্তুষ্ট করার কথা ভাবতেও পারেন না।

হযরত সুলায়মান ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। একবার হজের সফরে রওনা হলেন। তখন জনমানবহীন এক নির্জন স্থানে যাত্রা-বিরতি করলেন। তার সঙ্গী কোনো কাজে শহরে গিয়েছিল। তিনি তাঁবুতে একাকী ছিলেন। এরই মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরী একজন রমণী তার তাঁবুতে এসে ইশারায় কিছু চাইল। তিনি তাকে কিছু খাবার দিতে গেলে মহিলাটি সরাসরি বলে বসল, 'আমি আপনার কাছে ওই জিনিসই চাচ্ছি যা একজন নারী কোনো পুরুষ থেকে পেতে চায়। দেখো, তুমি একজন যুবক আর আমিও যথেষ্ট সুন্দরী। তা ছাড়া আমাদের মিলনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশও বিদ্যমান।' হযরত সুলায়মান ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ এ কথা শুনেই বুঝে গেলেন শয়তান তাঁর সারা জীবনের পরিশ্রম, নেক আমলগুলো ধ্বংস করার জন্যই এই মহিলাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার ভয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তিনি এত অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করলেন যে, মহিলাটি ফিরে গেল। তখন হযরত সুলায়মান

ইবনু ইয়াসার আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলেন যে, বড় বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া গেল। পরে রাতে যখন ঘুমালেন তখন তিনি হযরত ইউসুফ আ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। হযরত ইউসুফ আ. তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'তোমাকে অভিনন্দন। তুমি তো এমন কাজ করে দেখালে যা একজন নবী করেছিলেন।'

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর যুগে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুশ্রী ও রূপবতী। স্বীয় রূপের ওপর এই মহিলার খুব অহংকার ছিল। একবার সহবাসকালে সে তার স্বামীকে অত্যন্ত অহংকারের সাথে বলল, এমন কোনো পুরুষ নেই যে আমাকে দেখবে অথচ আমাকে পাবার লোভ করবে না। স্বামী বলল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, জুনায়েদ বাগদাদী তোমার প্রতি চোখ তুলেও তাকাবে না। স্ত্রী বলল, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি জুনায়েদ বাগদাদীকে পরখ করে দেখতে পারি। এটা কোনো কঠিন বিষয় হলো? এই হলো সওয়ারি আর ওই তো তার চারণভূমি। আমিও দেখতে চাই জুনায়েদ বাগদাদী জলের কতটা গভীরে তার অবস্থান! তখন স্বামী অনুমতি দিয়ে দিল।

মহিলাটি পুরো শরীর ঢেকে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর দরবারে এসে উপস্থিত হলো। অতঃপর সে একটি মাসআলা জানতে চাওয়ার বাহানায় নিজের চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে নিল। তার চেহারায় দৃষ্টি পড়তেই জুনায়েদ বাগদাদী রহ. উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেন। এই নামের উচ্চারণ মহিলার অন্তরে এতটা রেখাপাত করল যে, তার মনের অবস্থা বদলে গেল। মহিলা নিজের ঘরে ফিরে এল এবং সকল অহংকার ছেড়ে দিল এবং তার জীবনের সকাল-সন্ধ্যা বদলে গেল। এরপর থেকে এ মহিলা দিনভর কুরআন তিলাওয়াত, আর সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিত। আল্লাহর ভয় আর প্রভুর ভালোবাসায় তার ললাটে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকত। এই মহিলার স্বামী বলত, আমি জুনায়েদ বাগদাদীর কী এমন উপকার করেছি যে, তিনি আমার স্ত্রীকে এমন সাধক বানিয়ে দিলেন। অথচ সে আমার কোনো কাজও অপূর্ণ রাখে না।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রহ. বলতেন, যখন থেকে আমার হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্কের নূর স্থাপিত হয়ে গেল তখন থেকে আমি এমন এক অদৃশ্য শীতলতা অনুভব করতাম যে, পূর্ণ যৌবন সত্ত্বেও আমার কাছে পরনারী ও দেয়ালের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকেনি।

এ সমস্ত ঘটনাবলি দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, কামেল ওলীরা আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের এমন এক স্বাদ লাভ করেন, যার পরে প্রবৃত্তি ও জৈবিক কামনা-বাসনার স্বাদসমূহ তাদের কাছে বিস্বাদ মনে হয়। মোটকথা, এটি আল্লাহর ওলীদের একটি বিশেষ নিদর্শন। তারা সর্বদাই শালীনতা ও পবিত্রতার জীবন অবলম্বন করেন। যদিও মানুষ হিসেবে কখনো তাদের দ্বারা কোনো ভুলত্রুটি হয়েও যায়, তাহলে যতক্ষণ না প্রকৃত তাওবার মাধ্যমে তারা তা মাফ করিয়ে না নেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের স্বস্তি লাভ হয় না।

হযরত মায়েয আসলামী রাযি.-এর ঘটনা এর উত্তম প্রমাণ বহন করে। তিনি প্রকৃত তাওবার এমন প্রতিদান লাভ করেছিলেন, যদি তার যাকাত বের করে বণ্টন করা হয় তাহলে পুরো শহরবাসীর গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহওয়ালাগণ ফেরেশতা নন; বরং তারাও মানুষ। তাই কখনো তাদের দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তারা কখনো গুনাহের ওপর অবিচল থাকেন না। এমন ঘটনা খুবই কম; বরং "اَلشَّاذُّ كَالْمَعْدُوْمِ" (অতি অল্প না থাকারই মতো) এর হিসেবে নেই বললেই চলে। সাধারণত আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কবীরা গুনাহ থেকে হেফাজতে রাখেন। আবার কখনো কখনো তাদের ওপর থেকে এই হেফাজতের ছায়া কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে নেন। তখনই তাদের দ্বারা সামান্য ভুলত্রুটি হয়ে যায়। কিন্তু সাথে সাথেই তারা কান্নাকাটি করে তাওবা করার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের এরূপ আকুতি-মিনতি, ক্ষমা প্রার্থনা ও অশ্রু বিসর্জন অনেক পছন্দের। কখনো তো বান্দার খাঁটি তাওবা আল্লাহ তাআলার কাছে এতটাই পছন্দনীয় হয় যে, তিনি বান্দার গুনাহসমূহ নেকীতে পরিবর্তন করে দেন। মূলকথা এটাই যে, আল্লাহওয়ালারা কখনো গুনাহের ওপর স্থির হয়ে জমে থাকেন না। আর গুনাহের ওপর অবিচল থাকা ব্যক্তি কখনো আল্লাহর ওলী হতেও পারে না। এর দৃষ্টান্ত এভাবে বোঝা যেতে পারে যে, কুরআন মাজীদে কোনো ভুল থাকতে পারে না। কিন্তু তার মানে এই নয়, তাতে লেখা ও মুদ্রণজনিত কোনো ভুলও কখনো হবে না। যদি কেউ অলসতা করে বা অসতর্ক থাকে তবে কুরআনেও লেখা ও মুদ্রণজনিত ভুল থেকে যেতে পারে। কিন্তু এই ভুল কখনোই স্থায়ী হতে পারে না। যখনই কোনো হাফেয বা আলেম তা পাঠ করবে, তিনি সেই ভুলটি চিহ্নিত করে দেবেন। যাতে তা ঠিক করে নেয়া যায়। এভাবে এ ভুলের সংশোধন হয়ে যাবে। মিথ্যা কখনো সত্যের সাথে মিশ্রিত হতে পারে না। যেমনিভাবে কুরআনে

মুদ্রণজনিত ভুল স্থায়ী হতে পারে না, তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালাদের জীবনেও কবীরা গুনাহ স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। আল্লাহর ওলী তো এমন ব্যক্তিই হতে পারেন, যিনি শরীয়ত এবং সুন্নত অনুযায়ী জীবনযাপনে অবিচল থাকেন। যদিও শয়তান কখনো তার দ্বারা কোনো গুনাহ করিয়ে নিতে সফল হয়েও যায়, তৎক্ষণাৎ তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে নেন। গুনাহের ওপর অবিচল থাকেন না। আর হাদীস শরীফে এসেছে :

أَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন যেন তার কোনো গুনাহই রইল না।'[২১]

নিয়মও এটিই যে, নবীগণ গুনাহ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ থাকেন। আর আল্লাহর ওলীগণ গুনাহ থেকে মাহফুয থাকেন। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহওয়ালাগণ যদি আল্লাহ কর্তৃক গুনাহ থেকে নিরাপদেই থাকেন, তাহলে কখনো কখনো কিছু সময়ের জন্য তাদের ওপর থেকে নিরাপত্তার এই ছায়া সরিয়ে নেয়া হয় কেন?

এর উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অভিভাবক। বিভিন্ন অবস্থায় ফেলে তিনি তাঁর বান্দাদের শিক্ষা দান করেন। কখনো কখনো নিজের প্রিয় বান্দাদের কারও কারও দ্বারা তিনি এমন কাজ করিয়ে নেন, যার দরুন সে বান্দা এহেন কাজের জন্য স্বীয় প্রবৃত্তির নিন্দা করার ও প্রবৃত্তিকে ধিক্কার দেয়ার সুযোগ লাভ করে। তখন সে তার ভেতর থেকে নিজ মর্জিমতো চলার প্রবণতাকে এবং যাবতীয় অহংকারবোধকে চিরতরে বের করে দেয়। সে পুরোপুরি আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং এভাবে তার অহংকারের মূলোৎপাটন হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী রহ.-এর ঘটনা এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এক খ্রিষ্টান জনপদের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী রহ. বলে ফেলেছিলেন, 'খ্রিষ্টানরা কতই-না নির্বোধ! তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে।' শুধু

২১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস। ইবনু মাজাহ, ৪২৫০; আল-মুজামুল কাবীর, ১০২৮১; সুনানু বাইহাকী, ২০৫৬১; হাদীসের একজন রাবী আবু উবাইদার দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ আপত্তি করেছেন, কিন্তু এ মর্মে অন্য নস থাকার কারণে বড় বড় মুহাদ্দিস একে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন ইবনু হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান পর্যায়ের অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য। ফাতহুল বারী, ১৩/৪৭১

এতটুকু কথার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা ছিনিয়ে নেন। ফলে তিনি এক খ্রিষ্টান নারীর প্রেমে পড়ে যান। অতঃপর তাকে বিয়ে করার জন্য এক বছর পর্যন্ত শূকর চরাতে থাকেন। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ যা কিছু মুখস্থ ছিল সব ভুলে যান। পরিশেষে তার শিষ্য হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন, তখন উভয়েই খুব কান্নাকাটি করেন। কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্বেকার অবস্থা ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেন। এ সবকিছু এ জন্যই হয়েছে যাতে হযরত আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী রাহিমাহুল্লাহ বুঝতে পারেন যে, আমি নিজ বুদ্ধির জোরে হেদায়েতের ওপর আছি এমনটি নয়; বরং আল্লাহ তাআলার রহমত সাথে রয়েছে বলেই আমি হেদায়েতের ওপর থাকতে পারছি। হযরত আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী রহ.-এর স্মৃতিশক্তি পূর্বের ন্যায় সচল হয়ে যায় এবং তিনিও আগের চেয়ে বেশি চেষ্টা-সাধনা করতে থাকেন। এভাবেই তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের হেদায়েত লাভের ওসিলা হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকেও কখনো তার হেফাজত থেকে দূরে না রাখেন। আমীন।

সারকথা হলো, মাশায়েখগণ তাঁদের মুরিদদের যিকির-মুরাকাবা শিক্ষা দেন। যেগুলো যথাযথ পালন করার দ্বারা সালেকের অন্তরে এমন এক শক্তি অর্জিত হয় যে, সে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। তার দৃষ্টি পবিত্র হয়ে যায়। অন্তর স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রবৃত্তি শরীয়তের অনুকূলে চলে আসে। পবিত্রতা ও শালীনতাপূর্ণ জীবনযাপন তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর এই গুণ তাকে আল্লাহর ওলী হওয়ার মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। হযরত নকশবন্দী বুখারী রহ.-কে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, 'হযরত, মানুষ কখন বালেগ হয়?' তিনি বললেন, 'শরীয়তের দৃষ্টিতে নাকি তরীকতের দৃষ্টিতে?' সে বলল, 'হযরত উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিন।' তিনি বললেন, 'শরীয়তের দৃষ্টিতে মানুষ তখন বালেগ হয় যখন তার বীর্যপাত হয়। আর তরীকতের দৃষ্টিতে মানুষ তখন বালেগ হয় যখন সে বীর্যতাড়না থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়।' অর্থাৎ জৈবিক চাহিদা-সংশ্লিষ্ট গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকে।

এ থেকে বোঝা যায়, যখন আল্লাহর ওলী হওয়ার নূর অন্তরে প্রবেশ করে তখন জৈবিক তাড়নার অস্থিরতা বিদূরিত হয়ে প্রবৃত্তি স্থিতিশীল অবস্থায় চলে আসে। কামনা-বাসনার তরঙ্গে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা দূর হয়ে যায় এবং সালেক লাভ

করে এক পূত ও পবিত্র জীবন। আর এই গুণ অর্জনই আল্লাহর ওলী হওয়ার উদ্দেশ্য এবং এর পূর্বশর্ত।

শালীনতা অবলম্বনে দুনিয়াতেই আল্লাহর সাহায্য লাভ

১. দুনিয়াবি রাজত্ব ও সিংহাসন লাভ

হযরত ইউসুফ আ.-কে তাঁর ভাইয়েরা কূপে ফেলে দিয়েছিল। তখন এক কাফেলার লোকেরা তাঁকে গোলাম বানিয়ে মিশরের শহরে বিক্রি করে দেয়। ইউসুফ আ.-এর তখন বাল্যকাল। মিশরে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বা আপনজন বলতে কেউ ছিল না। বাহ্যিকভাবে তিনি বন্ধু, অভিভাবক ও স্বজনহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ 'অসহায়' ছিলেন। কালক্রমে তিনি পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেন। তখন মিশরের বাদশাহর স্ত্রী জুলাইখা তাঁকে কুকর্ম তথা গুনাহের দিকে আহ্বান করে। হযরত ইউসুফ আ. আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং কামরা থেকে বাইরে দৌড়ে পালান। জুলাইখা চক্রান্ত করে তাঁকে জেলে বন্দী করায়। বছরের পর বছর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কারাগারের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে থাকেন। অতঃপর এক সময় আল্লাহর রহমত তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হয়। তখন তিনি কেবল সসম্মানে মুক্তিই লাভ করেননি, বরং তাঁর কোষাধ্যক্ষের পদও লাভ হয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবি রাজত্বকে তাঁর পায়ের নিচে এনে দেন। কিছুকাল পূর্বেও যে ছিল গোলাম, অথচ আজ তিনি মুনিব। শালীনতা অবলম্বনের দরুন দুনিয়াতেই তিনি নগদ পুরস্কার লাভ করলেন। এমন সম্মান লাভ করেন যে, মা-বাবা এবং সকল ভাই তাঁর সামনে (তাযীমের) সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। প্রত্যেক যুগে যে কেউ হযরত ইউসুফ আ.-এর মতো তাকওয়া ও পবিত্রতার জীবন অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানের মুকুট পরাবেন।

২. গর্তের মুখ খুলে গেল

হাদীস শরীফে বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারা এক সফরে ছিল। এ সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য তারা একটি

গর্তের ভেতর আশ্রয় নেয়। আল্লাহ্ তাআলার কী মহিমা, ঝড়-তুফানের দরুন বড় একটি পাথর গড়াতে গড়াতে গর্তের মুখে এসে পড়ে। পাথরটি এতই বড় ছিল যে, তিনজন মিলে ধাক্কাধাক্কি করে তা একটুও নড়াতে পাড়েনি। বাইরে বের হওয়ার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। তারা যেন মৃত্যুকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসতে দেখছিল। এহেন অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার সময় তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনের কোনো নেক আমল আল্লাহ্ তাআলার দরবারে পেশ করে এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দুআ করবে। একজন বলল, আমি আমার মা-বাবার অনেক খেদমত করতাম। আমি বকরির দুধ দোহন করে প্রথমে আমার মাকে খেতে দিতাম। তাকে দুধ খাইয়ে পরে আমি ঘুমাতে যেতাম। একদিন রাতে আমি দুধ নিয়ে এসে দেখলাম আমার মা ঘুমিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় আমি তাকে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। তখন আমি দুধের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলাম। অতঃপর এভাবেই ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ, আমার এ আমল কবুল করে আমাদেরকে মুক্তি দান করুন। এতে পাথর একটু সরে যায়। কিন্তু বের হওয়ার মতো পথ হয়নি।

দ্বিতীয়জন বলল, আমার পূর্ণ যৌবনের সময় আমি আমার এক সুন্দরী চাচাতো বোনের প্রতি আসক্ত ছিলাম। আমি তাকে পটানোর জন্য অনেক কৌশল করেছি। কিন্তু সে ছিল পবিত্র ও সংযমী। ফলে কোনোভাবেই সে আমার ফাঁদে পা দেয়নি। একবার অতিশয় দরিদ্রতার দরুন সে আমার কাছে ঋণ চাইতে আসে। আমি তাকে এই শর্তে ঋণ দেয়ার ওয়াদা করি যে, সে আমার কামনা-বাসনা পূরণ করবে। তখন অপারগ হয়ে সে আমার শর্তে রাজি হয়ে যায়। যখন আমি মিলনের উদ্দেশ্যে তার কাছে যাই, তখন সে বলল আল্লাহকে ভয় করো, এই মোহরকে ভেঙে দিয়ো না। তার এই কথা আমার ওপর বজ্রপাতের ন্যায় আঘাত হানে। আল্লাহর ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আমি আমার বাসনা পূরণ করা ছাড়াই তাকে টাকা দিয়ে দিই। হে আল্লাহ, যদি আমার এই আমল আপনার দরবারে কবুল হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে এই মুসিবত থেকে মুক্তি দান করুন। এবারও পাথর আরেকটু দূরে সরে যায়। কিন্তু এতটুকু পথ হলো না যে বাইরে বের হওয়া যায়।

তৃতীয়জন বলল, আমার এক মজদুর ছিল। একবার কোনো কারণে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সে তার পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে গিয়েছিল। আমি তার প্রাপ্য টাকা দিয়ে বকরি ক্রয় করি। সময় বাড়ার সাথে সাথে বকরির পাল বাড়তে থাকে। অনেকদিন পর সে যখন তার মজুরি নিতে আসে আমি বকরির সম্পূর্ণ পাল তার সামনে উপস্থিত করে দিই। হে আল্লাহ, আমার এ আমল যদি আপনার দরবারে কবুল হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দিন। এবার পাথরটি বেশ খানিক দূরে সরে যায় এবং তিন বন্ধুই বের হয়ে আসে।

এই ঘটনায় আমাদের আলোচনার সাথে সম্পর্ক দ্বিতীয় ব্যক্তির। সে আল্লাহর ভয়ে গুনাহ ত্যাগ করে এবং আল্লাহ তার এই আমল কবুল করেন। এ থেকে এই শিক্ষা অর্জিত হয় যে, শালীনতা অবলম্বনকারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট মাকবুল হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াবি পেরেশানী থেকেও মুক্তি দেন এবং প্রতি কদমে কদমে তাকে সাহায্যও করতে থাকেন।

৩. দুআ কবুল হয়ে গেল

একবার দিল্লিতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অনাবৃষ্টির দরুন জমিনে ফসল হচ্ছিল না। গাছপালাও ফলশূন্য হয়ে যায়। মানুষেরা খাদ্যের জন্য দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকে। লোকেরা বৃষ্টির জন্য দুআ করে, কিন্তু আকাশে মেঘের কোনো চিহ্নও দেখা যায় না। তখন শহরের আলেমগণ পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে, শহরের সব লোকজন একদিন খোলা ময়দানে একত্র হবে। নারী, শিশু এবং গবাদি পশুও সাথে নিয়ে আসবে। সেখানে তারা 'ইস্তিস্কার' নামায আদায় করে নিজেদের গুনাহের জন্য তাওবা করবে এবং বৃষ্টির দুআ করবে। যথারীতি লোকজন শহরের বাইরে একত্র হয়ে যায়।

প্রচণ্ড গরম ও রোদের তীব্রতায় মানুষের চেহারা ঝলসে যাচ্ছিল। অতঃপর নামায আদায় করা হলো। নারী-পুরুষ সকলেই কেঁদে কেঁদে বৃষ্টির জন্য দুআ করল। কিন্তু আকাশে বহুদূর পর্যন্ত কোথাও মেঘের কোনো আভাস দেখা গেল না। নিষ্পাপ শিশুগুলো পর্যন্ত ছটফট করছিল। গবাদি পশুগুলোও পিপাসায় কাতরাতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে মানুষের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। সকাল থেকে আসর পর্যন্ত এই আমল চলতে থাকে। কিন্তু আশার আলো দেখা যায় না।

যে সময় আল্লাহর মাখলুকগুলো খুব কেঁদে কেঁদে দুআ করছিল, তখন এক যুবক ময়দানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। সে উটের লাগাম ধরে নিজে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কেননা উটের ওপর একজন পর্দানশীন নারী আরোহিত ছিল। যুবক এতগুলো মানুষকে কান্নাকাটি করতে দেখে উটকে এক স্থানে থামিয়ে পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করল, ঘটনা কী? যখন সে প্রকৃত অবস্থা জানতে পারল, তখন উটের নিকট গিয়ে দুআর উদ্দেশ্যে হাত উঠাল। আর হাত নামানোর আগেই মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অতঃপর একজন আলেম সেই যুবককে বলল, আপনি কতই-না সৌভাগ্যবান এবং মাকবুল দুআর অধিকারী!

সে উত্তর দিল আসলে উটের ওপর আমার মা আরোহিত আছেন। আমি আমার মায়ের চাদরের এক কোনা ধরে আল্লাহর দরবারে দুআ করেছি যে, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ইনি আমার নেককার ও পবিত্র জননী। আমি তাঁর শালীনতা ও পবিত্রতার ওসিলা করে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, দয়া করে আপনার বান্দাদের ওপর বৃষ্টি অবতীর্ণ করুন। এরপর আমার হাত নামানোর পূর্বেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সুতরাং বোঝা গেল, শালীনতা অবলম্বন আল্লাহর নিকট এতটাই গ্রহণীয় আমল যে, যদি তা আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করা হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা দুআ ফিরিয়ে দেন না।

৪. শালীনতার প্রতিদান শালীনতা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ

> 'পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষ পবিত্র নরীদের জন্য।'[২২]

যে ব্যক্তি শালীনতার জীবন অবলম্বন করে দুনিয়াতেই তার নগদ প্রতিদান লাভ হয়। আল্লাহ তাআলা তার পরিবারকে শালীন জীবনযাপনের তাওফীক দান করেন। হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করল যে, আমার স্ত্রীর চরিত্রের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হয়। এ বিষয়টি আমার জন্য বড়ই কষ্টকর ও পেরেশানীর কারণ। নবী

২২. সূরা নূর, ২৬

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা অন্যের স্ত্রীদের ব্যাপারে পবিত্র থাকলে অন্যরাও তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে পবিত্র থাকবে।'[২৩]

এ থেকে বোঝা গেল পালাবদল হয়। ব্যভিচারী ব্যক্তি কেবল অশ্লীল কাজই করে না, বরং সে অন্যদের কাছে ঋণী হয়ে যায়। আর এ ঋণ তার স্ত্রী বা সন্তানদের কেউ না কেউ পরিশোধ করে থাকে। নিয়মও এটিই যে গুনাহের শাস্তি অনুরূপ গুনাহ দ্বারাই দেয়া হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান নষ্ট করবে অন্যরাও তার সম্মান নষ্ট করবে। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর প্রসিদ্ধ কবিতা :

عُفّوا تعُفّ نِساؤُكُم في الْمَحرَمِ ... وَتَجَنَّبُوْا مَا لَا يَلِيْقُ بِمُسلِمِ

إِنَّ الزِّنَا دَينٌ فَإِن أَقرَضْتَهُ ... كانَ الْوَفَا مِنْ أَهلِ بَيتِكَ فَاعْلَمِ

مَنْ يَزْنِ يُزْنَ بِهِ وَلَوْ بِجِدَارِهِ ... إِنْ كُنْتَ يَا هٰذَا لَبِيبًا فَافْهَمِ

'পবিত্র রেখো নিজেকে সবে, পবিত্র রবে প্রিয়তমা
এমন কাজে জড়িয়ো না যা, মুসলমানে পায় না শোভা।
ব্যভিচার হলো ঋণের মতো, যদি তা দিয়ে থাকো
পরিবারে তোমার কেউ না কেউ জড়াবে তাতে জেনে রেখো।
হতে পারে তা ইট-পাথরের দেয়ালের কোল ঘেষে
মনে রেখো হে বুদ্ধিমান, থাকে যদি কিছু ঘটে (মাথায়)।'[২৪]

বারুসাবী রহ. লিখিত 'তাফসীরে রুহুল বয়ানে' একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বুখারা শহরে স্বর্ণালংকারের একটি প্রসিদ্ধ দোকান ছিল। স্বর্ণকারের স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সৎ চরিত্রের ও সুন্দর চেহারার অধিকারিণী। একজন সাকী (পানি বহনকারী) তিন বছর থেকে তার ঘরে পানি এনে দিচ্ছিল। সে ছিল খুবই বিশ্বস্ত। একদিন পানি ঢালার পর ওই সাকী স্বর্ণকারের স্ত্রীর হাত ধরে ফেলে এবং কামভাবের সাথে হাত মলে দিয়ে চলে যায়। এতে মহিলা বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় যে, সে এতদিনের বিশ্বাস ভেঙে ফেলল! তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। সে মুহূর্তেই স্বর্ণকার খানা খাওয়ার জন্য ঘরে আসে এবং তার স্ত্রীকে ক্রন্দনরত দেখতে পায়। জিজ্ঞাসার পর যখন ঘটনা জানতে পারল তখন স্বর্ণকারের চোখেও পানি এসে গেল। তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল কী হয়েছে? স্বর্ণকার

---

২৩. হাকীম, ৭২৫৮। দুর্বল।
২৪. দিওয়ানু শাফিঈ, ১১২

বলল, আজকে এক মহিলা অলংকার ক্রয় করতে এসেছিল। যখন আমি তাকে অলংকার দিতে গেলাম তখন তার সুন্দর হাত আমার পছন্দ হয়ে যায়। আর আমি সেই বেগানা মহিলার হাত কামভাবের সাথে মলে দিই। এটা আমার ওপর ঋণ হিসেবে আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল। আর সে কারণেই সাকীও আজ তোমার হাত মলে দিয়ে সে ঋণ আদায় করে নিয়ে গেছে। আমি তোমার সামনে খাঁটি তাওবা করছি। ভবিষ্যতে কখনো এমনটা করব না। আগামীকাল সাকী তোমার সাথে কী আচরণ করে তা অবশ্যই তুমি আমাকে জানাবে। পরের দিন সাকী পানি দিতে এলে পানি ঢালার পর স্বর্ণকারের স্ত্রীকে বলল, গতকালের আচরণের জন্য আমি খুবই লজ্জিত। গতকাল শয়তান আমাকে ধোঁকা দিয়ে মন্দ কাজ করিয়ে নিয়েছে। আমি খাঁটি তাওবা করে নিয়েছি এবং আপনাকেও এ আশ্বাস দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন কিছু হবে না।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, স্বর্ণকার যখন পরনারীর গায়ে হাত দেয়া থেকে তাওবা করে নিয়েছে, তখন পরপুরুষও তার স্ত্রীর গায়ে হাত দেয়া থেকে তাওবা করে নিল।[২৫]

এক বাদশাহর সামনে কোনো আলেম এ বিষয়টি বর্ণনা করল যে, ব্যভিচারীর বদ আমলের ঋণ তার স্ত্রী বা সন্তানদের কারও না কারও পরিশোধ করতেই হয়। ওই বাদশাহ মনে মনে স্থির করল, আমি এটি পরীক্ষা করে দেখব। তার মেয়ে ছিল অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারিণী। সে তার মেয়েকে ডেকে তাকে সাধারণ সাদামাটা পোশাক পরিধান করে একাকী বাজারে যেতে বলল। আরও বলে দিল যে, তোমার চেহারা খোলা রাখবে এবং লোকেরা তোমার সাথে কী আচরণ করে তা হুবহু আমাকে এসে বলবে। অতঃপর রাজকন্যা বাজারে পায়চারি করে ফিরে আসে। যখনই কোনো বেগানা পুরুষ তাকে দেখত লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিত। কেউই রাজকন্যার অপূর্ব ও অতুলনীয় সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দেয়নি। পুরো শহর ঘুরে যখন রাজকন্যা রাজপ্রাসাদে ঢুকতে গেল তখন প্রাসাদের পাহারাদারদের একজন তাকে প্রাসাদের সেবিকা মনে করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে চলে যায়। অতঃপর রাজকন্যা যখন বাদশাহকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলে তখন বাদশাহর চোখে অশ্রু চলে আসে। সে বলল, সারা জীবন আমি বেগানা নারীদের থেকে দৃষ্টিকে সংযত রেখেছি। কিন্তু একবার আমি ভুল করে ফেলেছিলাম। এক বেগানা নারীকে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেয়েছিলাম। আজ আমার সাথে তেমনটিই

২৫. তাফসীরে রুহুল বয়ান।

হয়েছে যা আমি নিজ হাতে করেছি। বাস্তবিকই ব্যভিচার একটি ক্ষতিপূরণমূলক অপরাধ, যার বদলা দিতে হয়।[২৬]

উল্লিখিত ঘটনাবলি থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এমন যেন না হয় আমাদের উদাসীনতার বদলা আমাদের সন্তানদের দিতে থাকতে হয়। প্রত্যেকেই চায় তার ঘরের নারীরা যেন পূত-পবিত্র থাকে। সুতরাং তার উচিত হবে সেও যেন পরনারীদের লালসা ত্যাগ করে। অনুরূপভাবে যে নারী চায় তার স্বামী নেককার হোক এবং নির্লজ্জ ও অশালীন কাজ ছেড়ে দিক, তাহলে তাকেও পরপুরুষদের দেখা বাদ দিতে হবে। যাতে করে শালীনতাবোধের বদলায় শালীনতাবোধ অর্জিত হয়ে যায়। বাকি কথা হলো, কেউ যদি আগে থেকেই এমন কোনো কাজ করে থাকে তাহলে তার জন্য তাওবার দরজা সর্বদা খোলা রয়েছে। সুতরাং তার করণীয় হচ্ছে খাঁটি তাওবা করে নিজের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে দুনিয়াবি ঋণ পরিশোধ থেকে বেঁচে যাওয়া এবং আখেরাতে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে মুক্তি লাভ করা।

শালীনতা অবলম্বনে হাশরের দিনে সম্মান লাভ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন সাত শ্রেণির লোকেরা আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে। যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। সেই সৌভাগ্যবান সাত শ্রেণির লোকদের মাঝে একজন ওই শালীনতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিও হবে, যাকে কোনো অপূর্ব উচ্চ বংশীয় নারী অপকর্মের জন্য আহ্বান করে আর উত্তরে সে বলে :

إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ

'আমি তো আল্লাহকে ভয় করি।'[২৭]

একটু ভেবে দেখুন, শালীনতাবোধের গুণ আল্লাহর নিকট কতটা মর্যাদাপূর্ণ যে, হাশরের দিন যখন সকল মানুষ 'নাফসী' 'নাফসী' করতে থাকবে, সবাই যখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন কিছু লোক এমনও হবে যারা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও তাঁর বিশেষ রহমতের মধ্যে থাকবে। তাদের মাঝে ওই

---

২৬. রুহুল মাআনী।
২৭. আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, সহীহ বুখারী, ১৪২৩

সৌভাগ্যবান ব্যক্তিও থাকবে, যে এমন সময় ব্যভিচার থেকে বেঁচে ছিল যখন তাকে আহ্বান করা হচ্ছিল এবং সে চাইলে অপকর্মের সেই সুযোগ গ্রহণও করতে পারত। কিন্তু সে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নিজের চরিত্রকে গুনাহের কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়েছে। এ কারণেই হাশরের দিন সে আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়াতলে প্রশান্ত ও আনন্দিত থাকবে।

শালীনতার প্রতিদানে জান্নাতের সুসংবাদ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শালীন জীবন-যাপনকারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং নিজ জিম্মাদারির সাথে বলেছেন :

مَنْ تَوَكَّلَ لِيْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

> 'যে আমার কাছে তার দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থানের (লজ্জাস্থানের) এবং দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের (জিহ্বার) দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করছি।'[২৮]

অপর এক হাদীসে যুবকদের আহ্বান করে ইরশাদ হয়েছে :

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، اِحْفَظُوْا فُرُوجَكُمْ لَا تَزْنُوْا، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

> 'হে কুরাইশ যুবকেরা, তোমরা নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। ব্যভিচার করবে না। জেনে রেখো, যে তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে সে জান্নাত লাভ করবে।'[২৯]

এ কারণেই জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামত লাভের জন্য আবশ্যক হচ্ছে দুনিয়ার অস্থায়ী স্বাদ ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

শালীনতায় আল্লাহর দীদার লাভ

যে ব্যক্তি পরনারীর সাথে অপকর্ম করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থাকবে, এর বিনিময়ে সে জান্নাতে আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হবে।

---

২৮. সাহাল ইবনু সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, সহীহ বুখারী, ৬৪৭৪; মুসতাদরাকু হাকীম, ৮১২৯
২৯. হাদীসটি গ্রহণযোগ্য সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২৪১০; তাবারানী, ১২৭৭৬; হাকীম, ৮০৬২; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, ৫৪২৫

হাদীসে বর্ণিত শালীনতা সম্পর্কিত দুআসমূহ

শালীনতাবোধ এতই উঁচু মর্যাদার গুণ যে, স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট তা অর্জনের প্রার্থনা করতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তাগতভাবেই নিষ্পাপ ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও এর জন্য তাঁর দুআ করা থেকে বোঝা যায় যে, পবিত্র ও শালীন জীবনযাপনের প্রতি তাঁর অত্যধিক ভালোবাসা ও আগ্রহ ছিল। দ্বিতীয়ত উম্মতকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রার্থনা করতেন। অধিকন্তু হাদীস শরীফে এমন কিছু দুআও বর্ণিত হয়েছে, যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের পবিত্রতা অন্তরের পবিত্রতা এবং শালীনতা ও পবিত্রতাকে নিজের আকাঙ্ক্ষা হিসেবে প্রার্থনা করেছেন। এখানে আমরা এ ধরনের কিছু দুআ উল্লেখ করছি :

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও প্রাচুর্য প্রার্থনা করছি।'[৩০]

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ، وَالْعِفَّةَ، وَالْأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرِّضٰى بِالْقَدَرِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুস্থতা, শালীনতা, আমানতদারি, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি।'[৩১]

أَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ

'হে আল্লাহ, আমার অন্তরকে কপটতামুক্ত করুন, আমার আমলকে রিয়ামুক্ত রাখুন, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে বিরত রাখুন এবং আমার চোখকে খেয়ানত করা থেকে নিরাপদে রাখুন। নিশ্চয়ই আপনি চোখের খেয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ সবই জানেন।'[৩২]

أَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِي، وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

'হে আল্লাহ, আমাকে সঠিক দিশা দান করুন এবং আমাকে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুন।'[৩৩]

---

৩০. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, সহীহ মুসলিম, ২৭২১

৩১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৩০৭। দুর্বল।

৩২. বর্ণনাকারী উম্মে মাবাদ রাযি.। দা'ওয়াতুল কাবীর (বায়হাকী), ২৫৮। সনদ দুর্বল।

৩৩. বর্ণনাকারী ইমরান ইবনু হুসাইন রাযি., তিরমিযী, ৩৪৮৩। দুর্বল।

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

'হে আল্লাহ, আমি মন্দ চরিত্র, বদ আমল ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৩৪]

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ

'হে আল্লাহ, আমি আমার কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৩৫]

আমাদের জন্যেও উচিত হবে, আমরা আমাদের জীবনে এ সকল দুআকে দৈনন্দিন আমল হিসেবে গ্রহণ করব। যাতে করে এগুলোর বরকতে আমাদের পবিত্রতা ও শালীনতার জীবন লাভ হয়।

শালীনতাবোধের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের স্পৃহা

ইসলামের পূর্বে তৎকালীন আরবে মদ্যপান ও নির্লজ্জতার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তারা তাদের সভা-সমাবেশ এবং কথাবার্তায় অত্যন্ত গর্বের সাথে তা প্রকাশও করত। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শিক্ষা এবং বরকতময় সান্নিধ্য সাহাবায়ে কেরামের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তাঁদের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। জাহেলিয়াতের যুগে যে সকল সাহাবীরা সব ধরনের চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার ছিল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াতের (চারিত্রিক পরিচর্যার) বদৌলতে তাদের আত্মা এতটাই পবিত্র হয়ে যায় যে, তাদের মধ্যে বদ আখলাক বা মন্দ চরিত্রের প্রতি চরম ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

এক সাহাবী হযরত মুরসাদ ইবনু আবুল মুরসাদ গুনুভি রাযি.-কে হিজরতের সময় দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল যে, যে সকল দুর্বল ও বৃদ্ধ মুসলমান মক্কায় রয়ে গেছে, তিনি তাদেরকে মদীনায় হিজরতের ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন এবং নিরাপদে তাদেরকে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। এ কাজের ধারাবাহিকতায় একবার তিনি মক্কায় আসেন। ঘটনাক্রমে 'ইনাক' নাম্নী এক মহিলার ঘরের পাশ

---

৩৪. বর্ণনাকারী কুতবাহ ইবনু মালেক, তিরমিযী, ৩৫৯১। সহীহ।
৩৫. বর্ণনাকারী শাকাল ইবনু হুমাইদ রাযি., তিরমিযী, ৩৪৯২। সহীহ।

দিয়ে তিনি অতিক্রম করেন। এই মহিলা ছিল দুশ্চরিত্রা এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই মহিলার সাথে তার কিছু সম্পর্কও ছিল। মহিলা হযরত মুরসাদ রাযি.-কে দেখে চিনে ফেলে। অতঃপর সে এগিয়ে এসে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাকে অভিবাদন জানায় এবং তার ঘরে রাত্রিযাপনের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। হযরত মুরসাদ রাযি. যেহেতু ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তার মাঝে এ ধরনের বেহায়াপনার প্রতি ঘৃণা চলে এসেছিল, তাই তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন যে, এখন আর আগের দিন নেই। ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম করে দিয়েছে। সুতরাং আমাকে মাফ করো। মহিলা বলল, তুমি যদি আমার বাসনা পূরণ না করো তাহলে আমি চিল্লাচিল্লি করে লোকজন ডাকব এবং তোমাকে ধরিয়ে দেব। মহিলার এহেন হুমকি সত্ত্বেও হযরত মুরসাদ রাযি. বেহায়াপনায় লিপ্ত হওয়াকে পছন্দ করেননি; বরং তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং কোনো রকমে কাফিরদের কবল থেকে বেঁচে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

আরেক সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. বলতেন, আমার এটা পছন্দ যে পুরুষদের গন্ধে আমার নাক ডুবে থাকুক। কিন্তু তাতে কোনো পরনারীর গন্ধ লাগুক তা আমি কখনো পছন্দ করি না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. বলতেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক সুন্দরী নারী মসজিদে নববীতে আসত এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায় করত। কিছু কিছু সাহাবীরা এ অভ্যাস করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা ওই নারীর বেশ আগেই মসজিদে এসে প্রথম কাতারে বসে যেতেন। যাতে করে কোনোভাবে সেই নারীর ওপর তাঁদের দৃষ্টি না পড়ে যায়।

একবার সাহাবায়ে কেরাম শত্রুদের কোনো এলাকা বিজয় করেন। সে বাহিনী আমিরের নেতৃত্বে বিজয়ী এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিল। এ সময় খ্রিষ্টানরা তাঁদের ঈমান দুর্বল করার উদ্দেশ্যে রাস্তায় রাস্তায় বেপর্দা নারীদের সুসজ্জিত করে দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন বাহিনীর আমির কেবল এতটুকু আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

'(হে নবী) মুমিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে।'[৩৬]

---

৩৬. সূরা নূর, ৩০

সাহাবীরা সাথে সাথে নিজেদের দৃষ্টি নিচু করে নিলেন এবং এমনভাবে সে শহর অতিক্রম করে গেলেন যে, তারা শহরের ঘরবাড়ির দিকেও চোখ তুলে দেখেননি। অতঃপর তারা যখন ফিরে এল, তখন মদীনার লোকেরা তাঁদের কাছে জানতে চাইল যে, সেই শহরে ঘরবাড়িগুলোর নির্মাণশৈলী কেমন ছিল, সেগুলো কতটুকু উঁচু ছিল? তখন তাঁরা উত্তর দিলেন, যখন দৃষ্টি অবনত করার আদেশ করা হয়েছে তখন আমরা নিজেদের দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছিলাম। এরপর আর চোখ উঠিয়ে দেখিনি এবং এভাবেই আমরা মদীনা চলে এসেছি। তাই ওই শহরের ঘরবাড়ি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। সুবহানাল্লাহ!

পবিত্র ও সংযত থাকার ওপর নারীদের থেকে বাইআত গ্রহণ

শরম-লজ্জা নারীর ভূষণ। আর লজ্জাকে তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ নারীরা তাদের এ ভূষণের হেফাজত করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ পবিত্রতা ও নিরাপত্তার ঘাঁটি হয়ে থাকবে। আর যখন নারীরা এ সম্পদের খেয়ানত করে তা লুট করায় লিপ্ত হবে, তখন সমাজে বেহায়াপনা ও চরিত্রহীনতার অনেক দরজা খুলে যাবে। এ জন্য নারীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের পবিত্রতা ও শালীনতা হেফাজতের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। আর এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নারীদের থেকে এ শপথ গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে :

وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

'তারা ব্যভিচার করবে না। নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং হস্তদ্বয় ও পদযুগলের মাঝ থেকে কোনো মিথ্যা অপবাদ রটাবে না।'[৩৭]

কোনো কোনো মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, এখানে সন্তান হত্যা দ্বারা গর্ভপাত ঘটানো বোঝানো হয়েছে। আর অপবাদ রটনা দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে নিজের জারজ সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করা।

---

৩৭. সূরা মুমতাহিনা, ১২

কুরআনে বর্ণিত বেহায়াপনার নিন্দা

পবিত্র কুরআন মাজীদে বেহায়াপনা বোঝাতে "فُحْشٌ" (নির্লজ্জতা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে নির্লজ্জতা থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'আল্লাহ্ তাআলা অশ্লীলতা, মন্দ কাজ এবং সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[৩৮]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

'বলে দিন, নিশ্চয়ই আমার রব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করেছেন।'[৩৯]

অপর এক স্থানে স্পষ্ট শব্দে ব্যভিচারকে অশ্লীল হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং একে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا

'তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা এবং মন্দ পথ।'[৪০]

কেমন যেন এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখন যে ব্যক্তি সে সীমা লঙ্ঘন করবে সে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়ে যাবে। সূরা মুমিনে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ

---

৩৮. সূরা নাহল, ৯০
৩৯. সূরা আরাফ, ৩৩
৪০. সূরা বনী ইসরাঈল, ৩২

'আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তবে নিজেদের স্ত্রী এবং বাঁদিদের ব্যতীত। কেননা তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এর বাইরে কিছু করবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।'[৪১]

মুসলমান হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব যে, আমরা কুরআনে কারীমের উজ্জ্বল শিক্ষাসমূহের ওপর আমল করব এবং লজ্জা ও শালীনতাপূর্ণ জীবনযাপনকে নিজেদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করব। আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এ প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

৪১. সূরা মুমিনূন, ৫-৬
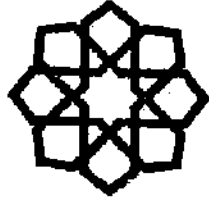
দ্বিতীয় অধ্যায়

কুদৃষ্টি

মানুষের চোখ যখন লাগামহীন হয়ে যায় তখন অধিকাংশ অশ্লীলতা এর ওপর ভিত্তি করেই সংঘটিত হয়। এ জন্য বিজ্ঞজনদের নিকট 'কুদৃষ্টি অশ্লীলতার মূল' হিসেবে বিবেচিত। চোখের এই দুই ছিদ্রপথেই অশ্লীলতার প্রস্রবণ প্রবাহিত হয় এবং পরিবেশ ও সমাজে নগ্নতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম চোখের এই দুই ছিদ্রপথে প্রহরার ব্যবস্থা করেছে। এটিও ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব যে, ইসলাম প্রত্যেক মুমিনকে দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দিয়েছে। ব্যস, পরনারীর ওপর দৃষ্টিও পড়ল না, আর কামনা-বাসনাও জাগল না। বাঁশও রইল না তো বাঁশিও বাজল না। নিয়ম হচ্ছে "Nip the evil in the bud" (মন্দকে অঙ্কুরেই পিষে ফেলো)। বাস্তবতাও এমনই, যার চোখ নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার হয় তার ভেতরে কামনা-বাসনার আগুন দাউদাউ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে অশ্লীলতায় লিপ্ত করে ছাড়ে।

দৃষ্টি সংযত রাখা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

'মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটিই তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন।’[৪২]

কুরআনে কারীমের এই আয়াত মুমিনদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা। মুফাসসিরীনে কেরাম লেখেন, এই আয়াতে শিষ্টাচার, সতর্কতা ও চ্যালেঞ্জের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ :

শিষ্টাচার

আয়াতের শুরুতেই রয়েছে শিষ্টাচারের বর্ণনা। মুমিনদের এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, যে সকল জিনিস তাদের জন্য দেখা জায়েয নেই তারা যেন তা থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখে। মুনিবের আনুগত্য করার মাঝেই বান্দার সৌন্দর্য। এ থেকে বোঝা যায়, দৃষ্টি সংযত রাখা প্রথম ধাপ এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করা শেষ স্তর। কেমন যেন এ দুটি পরস্পর অপরিহার্য। সুতরাং যার দৃষ্টি সংযত নয় তার লজ্জাস্থানও সংরক্ষিত নয়।

সতর্কতা

“ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ” এই অংশে রয়েছে সতর্কতা। দৃষ্টি অবনত রাখার সুফল হলো, এর দ্বারা অন্তর পবিত্র থাকবে। গুনাহের কুমন্ত্রণা জাগ্রত হবে না। এতে বান্দার নিজেরই লাভ। ইবাদতে একাগ্রতা আসবে। প্রবৃত্তির তাড়না, শয়তানি কুমন্ত্রণা এবং জৈবিক কামনা-বাসনার ধোঁকা থেকে মুক্তি লাভ হবে। আর যদি এই নির্দেশনামতো আমল না করে তাহলে কুদৃষ্টির প্রভাবে অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে। হৃদয়ে অস্থিরতা বেড়ে যাবে। ফিতনায় পতিত হবার সম্ভাবনাও প্রবল হতে থাকবে।

চ্যালেঞ্জ

আয়াতের শেষাংশ “اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ” এর মাঝে রয়েছে চ্যালেঞ্জ। বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, বান্দারা যদি এই ঐশী নির্দেশনার পরোয়া না করে তাহলে তারা যেন এ কথা মনে

---

৪২. সূরা নূর, ৩০

রাখে, আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে উদাসীন নন; বরং তিনি তাদের সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। অবাধ্যদের প্রতিরোধ করা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

এ কথা মনে রাখবে যে, ইসলাম যেখানে পুরুষদের স্পষ্ট ভাষায় দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ দিয়েছে সেখানে নারীদেরও উন্মুক্ত ছেড়ে দেয়নি। যেহেতু নারী-পুরুষ উভয়ের সৃষ্টি-উপাদান অভিন্ন, তাই নারীদের স্বভাবেও কামতাড়না বিদ্যমান। সুতরাং তাদের জন্য আল্লাহর ইরশাদ হচ্ছে :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

'আর মুমিন নারীদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'[৪৩]

এ দুই আয়াতের ভেতর-বাহির এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করছে যে, চোখের অপব্যবহার কামনা-বাসনাকে উদ্বেলিত করে এবং লজ্জাস্থানে শিহরণ জাগায়। এ অবস্থায় মানবিক জ্ঞান লোপ পায়। কামতাড়না চোখ খোলাবস্থায়ও মানুষকে অন্ধ করে দেয়। মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। কামতাড়নার ক্ষেত্রে পুরুষদের অবস্থা যেরূপ, কমবেশি নারীদের অবস্থাও অনুরূপ। সাধারণত নারীরা অধিক আবেগপ্রবণ হয়। অল্পতেই প্রভাবিত হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টি লাগামহীন হয়ে পড়লে তা অধিক ফিতনা সৃষ্টির কারণ হয়। এ জন্য নারীদেরকেও নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখা উচিত। ইমাম গাযালী রহ. বলেন :

ثُمَّ عَلَيْكَ وَفَّقَكَ اللهُ وَإِيَّانَا بِحِفْظِ الْعَيْنِ، فَإِنَّهَا سَبَبُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَآفَةٍ

'সুতরাং অবশ্যই তুমি চোখের হেফাজত করো। আল্লাহ তোমাকে এবং আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। নিশ্চয়ই তা সকল ফিতনা ও বিপদের কারণ।'[৪৪]

এ থেকে বোঝা গেল যে, চোখের ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং অধিকাংশ বিপর্যয় ও বিপদের মৌলিক কারণ।

---

৪৩. সূরা নূর, ৩১
৪৪. মিনহাজুল আবিদীন, ২৮

দৃষ্টি সংযত রাখা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ইরশাদ :

غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ

'তোমরা স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখো এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করো।'[৪৫]

হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, 'দৃষ্টি জৈবিক তাড়নার মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হয়ে থাকে। দৃষ্টির হেফাজত প্রকৃতপক্ষে জৈবিক তাড়না ও লজ্জাস্থানেরই হেফাজত। যে স্বীয় দৃষ্টিকে স্বাধীন ছেড়ে দিল সে যেন নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল। দৃষ্টি ওই সমস্ত বিপর্যয়ের মূল যাতে মানুষ পতিত হয়।'[৪৬]

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ

'দৃষ্টি ইবলিসের তিরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তির।'[৪৭]

৩. কোনো কোনো সালাফ থেকে বর্ণিত আছে :

أَلنَّظَرُ سَهْمُ سُمٍّ إِلَى الْقَلْبِ

দৃষ্টি এমন এক তির যা অন্তরে বিষ ঢেলে দেয়।[৪৮]

৪. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ

'দু-চোখের জিনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত।'[৪৯]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কোনো পরনারীর প্রতি কামাতুর দৃষ্টি দেয় সে অন্তর দিয়ে ওই নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পূর্ববর্তীগণ দৃষ্টিকে 'আসক্তির মুখপাত্র' অর্থাৎ প্রেমবাহী দূত বলে অভিহিত করেছেন।

জুলাইখা যদি হযরত ইউসুফ আ.-এর চেহারা না দেখত তাহলে জৈবিক তাড়নার

---

৪৫. বর্ণনাকারী আনাস ইবনু মালিক রাযি., হাকীম, ৮০৬৭; শুআবুল ঈমান, ৪০৪৬। সহীহ।
৪৬. আল-জাওয়াবুল কাফী : ২০৪
৪৭. বর্ণনাকারী হুযাইফা ইয়ামানী রাযি., মুসনাদুশ শিহাব, ২৯২। দুর্বল।
৪৮. মাজমূউল ফাতাওয়া (ইবনু তাইমিয়া), ১৫/৩৯৫
৪৯. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ বুখারী, ৬২৪৩; সহীহ মুসলিম, ২৬৫৭। ইমাম মুসলিমের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

কাছে পরাজিত হয়ে গুনাহের আহ্বান জানাত না। ক্ষণিকের জৈবিক অস্থিরতার কারণে তার মানহানিকর বক্তব্যের আলোচনা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত এই লজ্জাজনক ঘটনা তার দিকে সম্বন্ধিত করা হবে।

আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, কুদৃষ্টির লাঞ্ছনা কতটা খারাপ এবং সুদূরপ্রসারী হয়।

হঠাৎ পতিত দৃষ্টি মাফ

কখনো কখনো এমন হয় যে, পথে চলতে গিয়ে বা আসা-যাওয়ার সময় বেগানা নারী সামনে এসে যায়। তখন তার চেহারায় দৃষ্টি পড়ে যায়। এ অবস্থা সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন :

يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

> 'হে আলী, একবার (অনিচ্ছাকৃত) দৃষ্টি পড়ে যাবার পর দ্বিতীয়বার (ইচ্ছাকৃত) দেখো না। কেননা তোমার প্রথম (অনিচ্ছার) দৃষ্টি মাফ। কিন্তু দ্বিতীয় (ইচ্ছাকৃত) দৃষ্টি মাফ নয়।'[৫০]

এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রথমবারের অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যদি কখনো প্রথমবারই ইচ্ছাকৃত দেখা হয় তাহলে তা হারাম হবে। প্রথম দেখা মাফ হওয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রথমবারই এতটা মন ভরে দেখে নেবে, যাতে দ্বিতীয়বার দেখার প্রয়োজনই হবে না। শুধু এটুকু ছাড় দেয়া হয়েছে যে, কখনো যদি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নেবে।

হযরত জারির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযি. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলাম, যদি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায় তবে তার কী হুকুম? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

اِصْرِفْ بَصَرَكَ

'তুমি স্বীয় দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।'[৫১]

---

৫০. বর্ণনাকারী বুরাইদা রাযি.। আবু দাউদ, ২১৪৯; তিরমিযী, ২৭৭৭; মুসনাদু আহমাদ, ২২৯৯১। হাসান হাদীস।

৫১. বর্ণনাকারী জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ, সুনানু আবি দাউদ, ২১৪৮। সহীহ।

কখনো কখনো বিচারক, ডাক্তার বা জজের শরয়ী কারণে বেগানা নারীর চেহারা দেখতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিমাণ দেখার পর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে।

কুদৃষ্টি অনিষ্টের মূল

পরনারীর দিকে কামাতুর দৃষ্টিতে দেখা অনিষ্টের মূল। শয়তান বেগানা নারীর চেহারা আকর্ষণীয় করে পেশ করে। তা ছাড়া দূর থেকে সব জিনিসই ভালো দেখায়। এ জন্যই তো প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে, 'দূরের ঢোলের আওয়াজ সহনীয় হয়ে থাকে'। কুদৃষ্টির ফলে অন্তরে গুনাহের আবরণ পড়ে যায়। সময়-সুযোগ বুঝে তা তার রং প্রকাশ করে। কাবিল হাবিলের স্ত্রীর সৌন্দর্যে দৃষ্টি দেয়ার কারণেই তার মন ও মস্তিষ্কে এমন 'ভূত' চাপল যে, সে তার নিজ ভাইকেই হত্যা করে ফেলল। দুনিয়াতে সেই সর্বপ্রথম অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়।

কুরআন মাজীদে তার এহেন মন্দ কাজের আলোচনা উঠে এসেছে। কেয়ামত পর্যন্ত যত হত্যার গুনাহ হবে তার একটা অংশ তার ওপর আসতে থাকবে। বোঝা গেল প্রথম দৃষ্টি দেয়া না দেয়া তো নিজের ইচ্ছাধীন। কিন্তু দৃষ্টি দেয়ার পরের পরিস্থিতি ইচ্ছার বাইরে চলে যায়।

چلے کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ آئے ... یہا جو آئے تو بے اختیار بیٹھ گئے

'চলো তোমার মেলা দেখে আসি এক পলক
এখানে যে আসে অজান্তেই বসে থাকে অপলক।'

এ জন্যই উত্তম হচ্ছে প্রথমবার দেখা থেকেই বেঁচে থাকবে। আশঙ্কায় ফেঁসে যাওয়া সচেতন লোকদের কাজ নয়।

কুদৃষ্টি ব্যভিচারের প্রথম ধাপ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

'চোখের জিনা দেখা। কানের জিনা শ্রবণ করা। জবানের জিনা বলা।

হাতের জিনা ধরা। পায়ের জিনা চলা। আর অন্তর ঝুঁকে যায় এবং প্রত্যাশা করে। অতঃপর লজ্জাস্থান তা সত্যায়ন বা প্রত্যাখ্যান করে।'[৫২]

ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, দৃষ্টি সংশয় সৃষ্টি করে। সংশয় চিন্তাকে জাগ্রত করে। চিন্তা জৈবিক কামনাকে উদ্বেলিত করে। আর জৈবিক কামনা ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ব্যভিচারের আগ্রহ মানুষের মাঝে তখন জাগে যখন সে পরনারীর দিকে দেখে। যদি না-ই দেখে তাহলে আগ্রহই সৃষ্টি হবে না। বোঝা গেল, কুদৃষ্টি ব্যভিচারের প্রথম ধাপ। প্রসিদ্ধ একটি দৃষ্টান্ত এমন, 'দুনিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘতম সফরের সূচনা এক কদম উঠানো থেকেই শুরু হয়ে যায়।' অনুরূপভাবে ব্যভিচারের সূচনাও কুদৃষ্টি দ্বারাই হয়ে যায়। মুমিনদের উচিত হবে তারা প্রথম ধাপে পা রাখা থেকেই বিরত থাকবে।

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকায় ঈমানের স্বাদ লাভ

মুসনাদে আহমাদে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا

'কোনো মুসলিম যখন প্রথমবার কোনো নারীর সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ার পর স্বীয় দৃষ্টি নত করে নেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার ইবাদতে স্বাদ দান করেন।'[৫৩]

তাবারানী শরীফে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِيْ أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ

'যে আমার ভয়ে কুদৃষ্টি পরিহার করে আমি তাকে এমন ঈমান দান করি যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করে।'[৫৪]

---

৫২. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ্ বুখারী, ৬২৪৩; সহীহ্ মুসলিম, ২৬৫৭। ইমাম মুসলিমের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

৫৩. বর্ণনাকারী আবু উমামা, মুসনাদু আহমাদ, ২২২৭৮। সনদ দুর্বল।

৫৪. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাযি., তাবারানী, ১০৩৬২। সনদ দুর্বল।

কতই-না লাভজনক সওদা! কুদৃষ্টির অস্থায়ী ও কৃত্রিম স্বাদ পরিহারে ঈমানের স্থায়ী মিষ্টতা ও স্বাদ লাভ হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যক্তির অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেবেন। তা ছাড়া নিয়মও এটাই যে, আমলের প্রতিদান অনুরূপ জিনিস দিয়েই দেয়া হয়। সুতরাং যে পরনারীকে দেখার স্বাদ বর্জন করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইবাদত ও ঈমানের পরম স্বাদ দান করবেন।

কুদৃষ্টি দ্বারা কখনো তৃপ্তি লাভ হয় না

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহ্ বলতেন, কুদৃষ্টি যত বেশি পরিমাণেই করা হোক, এমনকি যদি হাজার হাজার নারী পুরুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নিয়েও দেখা হয়, তবুও তাতে তৃপ্তি লাভ হবে না।

কুদৃষ্টি এমন পিপাসার জন্ম দেয় যা কখনো নিবারণ করা যায় না। পানিশূন্যতার রোগীকে যত পানিই পান করানো হোক, যদি তার পেট ফেটে যাবারও উপক্রম হয়, তবুও তার পিপাসা দূর হয় না। আল্লাহ্ তাআলা একজনকে অপরজন থেকে অধিক সৌন্দর্য দান করেছেন। মানুষ যত বড় সুন্দরীকেই দেখুক না কেন, একজনকে দেখবে তো আরেকজনকে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এটি এমন এক সমুদ্র, সারা জীবন সাঁতার কেটেও যার তীরে পৌঁছা সম্ভব নয়। কেননা এটি হচ্ছে কূলহীন দরিয়া।

কুদৃষ্টি ক্ষতকে গাঢ় করে

কুদৃষ্টির তির যখন বিদ্ধ হয়ে যায় তখন অন্তরের ব্যথা শুধু বাড়তেই থাকে। কুদৃষ্টি যত বেশি করা হয় এই ক্ষতও ততই গাঢ় হয়। হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দৃষ্টির তির নিক্ষেপের পর নিক্ষেপকারী প্রথমে আহত হয়। কেননা দৃষ্টি নিক্ষেপকারী দ্বিতীয় দৃষ্টিকে তার ক্ষতের মলম মনে করে। অথচ তা ক্ষতের গভীরতাকেই বাড়িয়ে দেয়।

لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہے ... ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں

'মানুষ কাঁটা থেকে বেঁচে চলে

আর আমাকে আহত করেছে ফুলে।'

হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

اَلصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ أَيْسَرُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى الْقَدِّ بَعْدَهُ

'দৃষ্টি অবনত রাখা সহজ। কিন্তু দৃষ্টি দেয়ার পর তার যাতনা সহ্য করা কঠিন।'[৫৫]

বৃদ্ধরাও কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদ নয়

সরাসরি ব্যভিচার করা থেকে অনেকেই বেঁচে যায়। কেননা এর জন্য অনেক কসরত করতে হয়। প্রথমত, যার সাথে জিনা করবে তাকে রাজি হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যথাযথ সুযোগ ও সহায়ক স্থান পেতে হবে। তৃতীয়ত, নির্জন পরিবেশ লাগবে। তা না হলে কেউ দেখে ফেলার ভয় থাকে। দেখে ফেললে তো মানসম্মান মাটিতে মিশে যাবে। এ জন্য শালীন ও ভদ্রলোকেরা তাতে কম লিপ্ত হয়। আর যদি পতিতালয়ের নারীদের সাথে জিনা করতে চায় তাহলে পানির মতো টাকাপয়সা খরচ করতে হয়। তা ছাড়া এইডস, সিফিলিস, সাইকোসিস ইত্যাদি নানা রকমের জটিল জটিল যৌনরোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু কুদৃষ্টির গুনাহ এর ব্যতিক্রম। এতে কোনো উপকরণের প্রয়োজন পড়ে না। আর এতে মানহানিরও কোনো ভয় থাকে না। কেননা এ বিষয়টি তো কেবল আল্লাহ তাআলা জানেন যে, তার মনের কী ইচ্ছা। ওই বৃদ্ধ, যে বাহ্যত সহবাস করতে সক্ষম নয়, সেও কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়; বরং তার মাঝে গুনাহের আফসোস কানায় কানায় পূর্ণ থাকে। কবি বলেন,

جوانی سے زیادہ وہ وقت پیری جوش ہوتا ہے ...

بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے

'যৌবনের তুলনায় বার্ধক্যে কামস্পৃহা যায় বেড়ে

প্রভাত যখন থেমে যায় প্রদীপ উঠে জ্বলে।'

কিছু লোক আছে যাদের শরীর বৃদ্ধ হয়, কিন্তু মন যুবকই থাকে। তারা সব সময় স্বীয় যৌবনের কথা স্মরণ করতে থাকে।

پیری تمام ذکر جوانی میں کٹ گئی ... کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں کٹ گئی

৫৫. আল-জাওয়াবুল কাফী : ২১৪

যৌবনের স্মরণেই কেটে গেল বার্ধক্য সবটা
কী ছিল, এক কাহিনিতেই কেটে গেল সে রাতটা।

অনেকেই আছে পা কবরে চলে গেছে। কোমর ঝুঁকে গেছে, তারপরও যৌবনের সন্ধান করে। কবি বলেন,

یہیں کہیں تھی جوانی مگر پتہ نہ چلا ... اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے

'এখানেই কোথাও যৌবন ছিল মিলেনি তার খোঁজ
তাকেই খুঁজে ফিরছে সদা কোমর করে কুঁজ।'

চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যৌবন যদি উদাসীনতায় কেটে যায়, তাহলে বার্ধক্যে তো অন্তত আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। কিন্তু এখানে তো উল্টো স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে :

عہد پیری میں جوانی کی امنگ ... آہ کس وقت میں کیا یاد آیا

'বার্ধক্যে যৌবনের জোশ এলো
আহ, কখন কী স্মরণ হলো! '

তামাশার একটি দিক এটিও যে, নারীরা বৃদ্ধ মনে করে তার সাথে পর্দা করায় গুরুত্ব দেয় না। এতে কুদৃষ্টির গুনাহ আরও সহজতর হয়ে যায়। এমন কামাসক্ত বৃদ্ধের চুল তো সাদা হতে থাকে, কিন্তু অন্তর হতে থাকে কালো। হাশরের দিন যুগের ভাষায় বলা হবে :

ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد ... یا رب! اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے

'না করা পাপের আফসোসও
আজ বিচারের কারণ!
হে আল্লাহ! শাস্তি হতো যদি
শুধু কৃত পাপেরই দরুন।'

হযরত থানবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এক বৃদ্ধ লোক আমার কাছে আসত, যে অনেক বিষয়েই পরহেজ করে চলত। কিন্তু সে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলল যে, সে পরনারীর দিকে কামাতুর দৃষ্টি দেয়ার গুনাহে লিপ্ত। কুদৃষ্টির কুফল কতটা ভয়াবহ যে, বৃদ্ধ ব্যক্তি কবরের কিনারায় পৌঁছে যায়, কিন্তু কামনার রোগ তার সাথে সাথেই লেগে থাকে।

কুদৃষ্টির দরুন আমলের তাওফীক ছিনিয়ে নেয়া হয়

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, কুদৃষ্টি বড়ই বিধ্বংসী রোগ। আমার অনেক পরিচিতজনদের ওপর এর একটি অভিজ্ঞতা আমারও আছে। যিকিরে মনোনিবেশের ফলে শুরুতে স্বাদলাভ ও জোশের একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে ইবাদতের মিষ্টতা ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে তা ইবাদত ছুটতে থাকারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৫৬]

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো সুস্থ যুবকের জ্বর আসে এবং তা ভালো হবার নামও না নেয়, তাহলে কমজোরি ও দুর্বলতার কারণে তার চলাফেরা করাই কষ্টকর হয়ে যায়। কোনো কাজই করতে ইচ্ছা হয় না। শুধু বিছানায় পড়ে থাকতে মন চায়। এমনইভাবে যে ব্যক্তি কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত হয়, সে আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। নেক কাজ করা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। অন্যভাবে বললে, তার থেকে আমলের তাওফীক ছিনিয়ে নেয়া হয়। নেক কাজ করার নিয়তও সে করে; কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে নিয়ত ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। কবি বলেন :

تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور ... جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی

'নামাযের জন্য তৈরি ছিলাম হুরের কথা শুনে
নিয়তখানা বদলে গেল (নারীর) ছায়ামূর্তি দেখে।'

কুদৃষ্টির দ্বারা স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়

হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. বলতেন, পরনারী এবং নাবালেগ শিশুদের কামভাবের সাথে দেখার ফলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। এ দাবির স্বপক্ষে এই প্রমাণই যথেষ্ট যে, কুদৃষ্টিতে অভ্যস্ত হাফেযদের কুরআন মুখস্থ থাকে না। আর যারা কুরআন হিফজ করছে তাদের দৈনন্দিন সবক আয়ত্ত করা মুশকিল হয়ে পড়ে। ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর উস্তাদ ইমাম ওকী রহ.-কে স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার অভিযোগ করলে তিনি তাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দেন। ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ উস্তাদের তার সাথে সেই কথোপকথনকে কবিতাকারে বর্ণনা করেছেন :

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي *** فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

৫৬. আপবীতী, ৬/৪১৮

وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ *** وَنُورُ اللهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي

উস্তাদ ওয়াকীর দরবারে শুধালাম পেয়েছে ভুলোমন ব্যাধি
শুধালেন তিনি, ছেড়ে দাও গুনাহ, মেনে নাও রবের বিধি।
মনে রেখো বাছা, দ্বীনের এ ইলম রবের বিশেষ নূর,
পাপী তাপী তাতে ঋদ্ধ হবে, সে আশা বহুদূর।[৫৭]

মাদরাসা ও কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের জন্য এতে বড় শিক্ষা রয়েছে।

কুদৃষ্টি লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কারণ

শায়খ ওয়াসেতী রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করতে চান তখন তাকে চেহারার সৌন্দর্যে অবৈধ দৃষ্টি দেয়ায় অভ্যস্ত করে দেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, কুদৃষ্টি লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার মৌলিক কারণ। যে সকল সৌভাগ্যবান লোকেরা নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়, তারা বড় ধরনের বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে যায়। মীর তাকী মীর বলেন :

اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی

এই উন্মাদনায় সম্মান, বংশীয় মর্যাদা সবই গেল।

মীর্যা গালিব এক কবিতায় বলেন :

عشق نے غالب نکما کر دیا ... ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے

'প্রেমাসক্তি অপদার্থ করে দিয়েছে গালিবকে
নইলে কাজের লোক ছিলাম
আমরাও সব দিক থেকে।'

কুদৃষ্টির প্রভাবে বরকত নষ্ট হয়ে যায়

কুদৃষ্টির কুফলগুলোর মধ্যে এটিও একটি যে, কুদৃষ্টির কারণে মানুষের রিযিক এবং সময় থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। ছোট ছোট কাজ বিশদাকার ধারণ করে। যে কাজের চেষ্টাই করুক তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাহ্যিকভাবে মনে হয়

---

৫৭. দিওয়ানু ইমাম শাফিঈ (ইবরাহীম সালীম সম্পাদিত), ৮৭

কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু যথাসময়ে গিয়ে হতে হতে কাজ অসম্পন্ন থেকে যায়। এতে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী বাড়ে। মানুষেরা মনে করে, কেউ হয়তো (জাদুটাদু) কিছু করেছে। আসলে সে স্বীয় প্রবৃত্তির কুকর্মের কারণে বিপদে পড়ে গেছে। সে নিজেই তা স্বীকার করে বলে, 'একটা সময় ছিল যখন স্পর্শ করলে মাটিও সোনায় পরিণত হতো। আর এখন তো সোনা স্পর্শ করলেও তা মাটি হয়ে যাচ্ছে।' বোঝা গেল, কুদৃষ্টির প্রভাবে মানুষের জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়।

কুদৃষ্টি দেয় এমন ব্যক্তির ব্যাপারে শয়তানের বড় আশা

এক বুযুর্গের শয়তানের সাথে কথা হলে তিনি অভিশপ্ত শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন ক্ষতিকর কোনো আমলের কথা বলো যার কারণে মানুষ সহজেই তোমার ফাঁদে ফেঁসে যায়। বিতাড়িত শয়তান উত্তর দিল, পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে দেখা এমন যে, আমি ওই ব্যক্তির ব্যাপারে বড়ই আশাবাদী, কখনো না কখনো তাকে আমি গুনাহে লিপ্ত করে আমার জালে বন্দী করেই নেব। যারা দৃষ্টি নত রাখে আমার অনেক আক্রমণই তাদের ওপর কার্যকরী হতে পারে না। আমি চতুর্দিক থেকে মানুষকে বিপথগামী করার কসম খেয়েছি। কিন্তু নিচের দিকটি নিরাপদ। যে দৃষ্টি অবনত রাখে সে আমাকে নিরাশ করে দেয়।

কুদৃষ্টির ফলে নেকীর বরবাদি ও গুনাহ্ অবশ্যম্ভাবী

পরনারীর প্রতি লালসার দৃষ্টি দানকারী ব্যক্তি দ্রুত হোক বা দেরিতে, সাধারণত সে প্রেমরোগে আক্রান্ত হয়েই যায়। সে সৃষ্টিকে নিজের প্রেমাস্পদ বানিয়ে নেয়। কোনো ব্যক্তি বলেছেন,

تو میرا دین ایمان سجنا

'ওগো প্রেয়সী আমার জান!

তুমিই আমার দ্বীন, ধর্ম, তুমিই আমার ঈমান।'

একে ছোট শিরক বলা হয়। শিরক এমন গুনাহ যা কৃত আমল ধ্বংসের কারণ হয়। আর একেই বলে 'নেকীর বরবাদি গুনাহ্ অবশ্যম্ভাবী।'

কুদৃষ্টির ফলে আল্লাহ্ তাআলার আত্মমর্যাদা জেগে ওঠে

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، فَوَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ

'তোমরা কি সাআদ ইবনু উবাদার আত্মমর্যাদাবোধ দেখে বিস্মিত হচ্ছ? আল্লাহর শপথ! আমি তার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। অবশ্য আল্লাহ তাআলা আমার চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাশীল। আর তাঁর আত্মমর্যাদার দাবিতেই তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন।'[৫৮]

কুদৃষ্টি অশ্লীল কাজসমূহের সূচনা। যে এতে জড়িয়ে যায় এর ফলে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। স্বীয় আলিশান দরবার থেকে তিনি তাকে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করে দেন। কুদৃষ্টি দানকারী ব্যক্তিকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেন। যে পুণ্যের জীবনযাপন করতে চায় তার কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যাতে করে আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হতে পারে।

কুদৃষ্টি দানকারী অভিশপ্ত হয়

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ

'কুদৃষ্টি দানকারী এবং দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ দানকারিণীর ওপর আল্লাহর লানত।'[৫৯]

যে সকল নারীরা সেজেগুজে রাস্তাঘাটে, বাজারে বেপর্দা ঘুরে বেড়ায়; আর যে সকল পুরুষরা তাদেরকে লালসার দৃষ্টিতে দেখে, তারা উভয়ই আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপের উপযুক্ত হয়ে যায়। এটি কত বড় ক্ষতি যে, কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার রহমত থেকে দূরে সরে যায় এবং তার ওপর অভিশাপ অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। তাই কুদৃষ্টির গুনাহ্ থেকে

৫৮. বর্ণনাকারী মুগীরা ইবনু শুবা, সহীহ্ বুখারী, ৭৪১৬; সহীহ্ মুসলিম, ১৪৯৯

৫৯. সুনানুল কুবরা, শুআবুল ঈমান বাইহাকী, ৭৩৯৯। হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত। আল্লামা বাইহাকী রহ. সুনানু কুবরাতে একে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

তাওবা করতে দেরি করা উচিত না। এমন যেন না হয় যে, একদিকে মৃত্যু চলে আসে, অপরদিকে রহমতের পরিবর্তে অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকে।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

'ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্ত। এটিই তো স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততা।'[৬০]

কুদৃষ্টিকে মানুষ হালকা মনে করে

কুদৃষ্টি যদিও অনেক বড় গুনাহ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ একে হালকা মনে করে। এ জন্য কোনোরূপ আড়ষ্টতা ছাড়াই তা করতে থাকে। কুদৃষ্টির গুনাহ প্রথমত যৌবনকালে কামতাড়নার প্রবলতার হেতু করা হয়। এরপর তা এমন ব্যাধিতে পরিণত হয় যে, প্রাণ বের হওয়া পর্যন্ত পিছু ছাড়ে না। এ জন্যই এই গুনাহ হালকা নয়, বরং 'مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ' (মহাবিপদসমূহের একটি)।

কুদৃষ্টি থেকে কুকর্ম পর্যন্ত

হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অশ্লীল ঘটনাসমূহের সূচনা কুদৃষ্টি থেকে হয়। যেমন আগুন ও অগ্নিকাণ্ডের সূচনা একটি অঙ্গার থেকে হয়ে থাকে। এ জন্য লজ্জাস্থানের হেফাজতের জন্য দৃষ্টির হেফাজত আবশ্যক।[৬১]

যে কুদৃষ্টি দিয়ে বেড়ায়, পরিশেষে সে কুর্কমে জড়িয়ে যায়। যে তার দৃষ্টি উন্মুক্ত ছেড়ে দেয়, তার লজ্জাস্থানও অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। অতঃপর তাকে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে বাধ্য করে। সুতরাং বোঝা গেল, চোখ সূচনা করে আর লজ্জাস্থান সমাপ্তিতে পৌঁছায়।

কুদৃষ্টির ফলে শরীরে দুর্গন্ধ

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, এটি পরীক্ষিত যে, কুদৃষ্টির ফলে কাপড়ে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়।[৬২]

---

৬০. সূরা হজ, ১১
৬১. আল-জাওয়াবুল কাফী : ২০৪
৬২. আপবীতী

কুদৃষ্টি কতটা ভয়াবহ ব্যাধি যে, এর উপসর্গ তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেয়ে যায়। শরীর ও কাপড় থেকে আশ্চর্যজনক দুর্গন্ধ আসতে থাকে। অপরপক্ষে যারা নিজেদের দৃষ্টিকে পবিত্র রাখে এবং পবিত্রতার জীবন অতিবাহিত করে, তাদের শরীর থেকে সুগন্ধ নির্গত হয়। হাদীস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর থেকে এমন সুগন্ধ ছড়াত যে, সাহাবায়ে কেরাম তা দ্বারা বুঝে নিতেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পথে অতিক্রম করেছেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, উম্মে সুলাইম রাযি. ছোট শিশুদের দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাম সংগ্রহ করিয়ে একটি শিশিতে সংরক্ষণ করতেন। পরে এই ঘাম আতরের সাথে মিশালে আতরের সুঘ্রাণ আরও বেড়ে যেত।

এ বিষয়টি হযরত আবু বকর রাযি.-এর মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। হযরত উমর ফারুক রাযি. বলেন :

وَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

'আল্লাহর শপথ, আবু বকর রাযি. ছিলেন মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।'[৬৩]

এ থেকে বোঝা যায়, পবিত্র ও শালীন জীবনযাপনকারী ব্যক্তির শরীরে সুগন্ধ সৃষ্টি হয়। যেমন কুদৃষ্টি ও অশ্লীলতায় লিপ্ত ব্যক্তির শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ইউরোপ আমেরিকায় গমনকারীরা এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন। ইংরেজরা দেখতে তো ফর্সা ফিটফাট এবং তাদের পোশাক-আশাকও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু বিমানে পাশের সিটে বসলে তাদের শরীর থেকে আশ্চর্য ধরনের এক দুর্গন্ধ আসতে থাকে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন :

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

'নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক।'[৬৪]

সমগ্র পৃথিবী জানে নাপাকি দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এ নিয়ে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই।

---

৬৩. তাবরানী; মুসনাদুশ শামীন, ১১৫১। মুরসাল যঈফ।

৬৪: সূরা তাওবা, ২৮

কুদৃষ্টির নগদ শাস্তি

কুদৃষ্টির একটি পন্থা হচ্ছে কারও ঘরের ছিদ্র, জানালা বা দরজা দিয়ে দেখা। হাদীস শরীফে এ ক্ষেত্রে কঠিন ধমকি এসেছে। এমনকি বাড়ির মালিককে দর্শনকারীর চোখ ছিদ্র করে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

> لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ
>
> 'যদি কেউ অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে উঁকি দেয় তাহলে তার দিকে কংকর ছুড়ে মারো, যাতে তার চোখ থেতলে যায়। এতে তোমার কোনো গুনাহ হবে না।'[৬৫]

কুদৃষ্টির প্রভাবে কুরআন ভুলে গেছে

ইমাম ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ 'তালবিসে ইবলীস'-এ লিখেছেন, আবু আব্দুল্লাহ ইবনু আজলা বর্ণনা করেন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক সুদর্শন খ্রিষ্টান বালককে দেখছিলাম। এ সময় আবু আব্দুল্লাহ বলখী আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমি বললাম, চাচাজান! ওই সুন্দর চেহারাটা দেখছিলাম কীভাবে তাকে দোযখের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে। তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে আমার দুই কাঁধের মাঝে আঘাত করে বললেন, এই কুদৃষ্টির সাজা তোমাকে ভোগ করতে হবে। যদিও কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু চল্লিশ বছর পর আমি এর কুফল প্রত্যক্ষ করেছি। আমার কুরআন মাজীদ স্মরণ থাকেনি।[৬৬]

আবুল আদইয়ান বলেন, আমি আমার উস্তাদ আবু বকর দাক্কাকের সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। এক অল্পবয়স্ক বালকের চেহারায় আমার লালসার দৃষ্টি পড়ে যায়। শায়খ সাথে সাথে বুঝে ফেললেন এবং বললেন, এর কুফল তুমি পাবে। কিছুদিন পর আমি কুরআন মাজীদ ভুলে গেলাম।

---

৬৫. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ বুখারী, ৬৯০২; সহীহ মুসলিম, ২১৫৮
৬৬. তালবিসে ইবলীস।

কুদৃষ্টি ও ছবি

কুদৃষ্টির আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে, এমন সব উলঙ্গ ছবিগুলো দেখা যেগুলো সংবাদপত্র ও বিভিন্ন বইয়ের শোভাবর্ধক হিসেবে সংযোজন করা হয় অথবা যৌন ম্যাগাজিনগুলোর পাতায় পাতায় ছাপা হয়। ফিল্ম ও নাটকের অভিনেত্রী মডেলদের ছবি দেখা, সংবাদ শোনার বাহানায় টিভিতে অশ্লীল দৃশ্য দেখা, পথচলার সময় রাস্তার পাশে টানানো পোস্টার বিলবোর্ডের ছবি দেখা, চুপিচুপি গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডের ছবি রাখা, নির্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কামাতুর দৃষ্টিতে সেগুলো দেখতে থাকা, অথবা ইন্টারনেটে পতিতাদের উলঙ্গ ছবি দেখা বা অশ্লীল দৃশ্য-সংবলিত মুভি দেখা—এ সবই হারাম। কেউ কেউ বিয়েশাদিতে তোলা যৌথ ছবি যত্ন করে রেখে দেয়। নিজে দেখে, অন্যদেরও দেখায়। অথচ ছবি দেখা বাস্তবে দেখার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। পথচলার সময় পরনারীর সৌন্দর্য, অবয়ব এতটা সূক্ষ্মভাবে দেখার সুযোগ হয় না, যতটা সূক্ষ্মতার সাথে ছবিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায়। এ জন্য ছবির ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকা চাই। বিকৃত রুচির কোনো এক কবি ছবির প্রশংসা করে বলেছে :

تری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے
کہ جتنا چاہو بوسے لو نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے

'তোমার ছবিতে একটি বিষয় তোমার চেয়েও আলাদা,
যত খুশি চুমু খাই, বাধা-ভর্ৎসনার নেই কোনো ভাবনা।'

কুদৃষ্টি ও সৌন্দর্যপূজার ধোঁকা

কিছু মূর্খ লোক বলে বেড়ায়, আমরা সুন্দর অবয়ব ও আকৃতি দেখে আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। এটা নিছক ধোঁকা ও শয়তানি কুমন্ত্রণা। আল্লাহ তাআলা কত হাজারো হালাল জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য বহন করে। রঙ-বেরঙের ফুলের বাহার দেখো। তার নাযুকতা নিয়ে ভাবো। ঘ্রাণ শুঁকে দেখো কীভাবে তা মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে। ফুলের বৈচিত্র্য ও তার মিষ্টতা নিয়ে চিন্তা করো। আল্লাহ তাআলা বলেন :

اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ

'যখন সে বৃক্ষ ফল দেয়, তখন তার ফলের প্রতি ও তার পাকার অবস্থার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করো।'[৬৭]

সমুদ্র, ঝরনা, হ্রদগুলো দেখো। জমিনের প্রশস্ততা, আকাশের বিশালতা মানুষকে তাদের নিয়ে ভাবার আহ্বান জানায়। আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত ইরশাদ করেন :

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۟ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۟ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۟ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

'তবে কি তারা লক্ষ করে না উটের প্রতি, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি, কীভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে? এবং পাহাড়সমূহের প্রতি, কীভাবে তাকে প্রোথিত করা হয়েছে? এবং ভূমির প্রতি, কীভাবে তা বিছানো হয়েছে?'[৬৮]

ভাবতে চাও তো চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজির রূপ ও সৌন্দর্য দেখো। বাতাসে উড়ন্ত সুন্দর পাখির দল, পানিতে সাঁতার কাটা নানা প্রজাতির মাছ। এগুলো কি চিন্তা করার জন্য যথেষ্ট নয়? এতকিছু রেখে শুধু মানুষের চেহারাই দেখতে হবে? এ সবই গোঁজামিল। গুনাহ করার ধান্দা। আর গুনাহের পক্ষে গোঁজামিল দেয়া গুনাহের চেয়েও মারাত্মক।

হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর সামনে নফসের হাতে জিম্মি এক লোক অপারগতা প্রকাশ করে বলল, হযরত, আমরা চেহারার সৌন্দর্যে এ জন্য দৃষ্টি দিই যে, তাতে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও সৃষ্টিনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। হযরত থানবী রহ. বড় শিক্ষণীয় উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, জনাব, তাহলে আপনি আপনার মায়ের লজ্জাস্থানকে দেখুন। কীভাবে এত ছোট রাস্তা দিয়ে আপনার মতো এত বড় মানুষকে জন্ম দিল।

কুদৃষ্টির কুফল

হযরত উসমান রাযি.-এর খেদমতে এক ব্যক্তি এল। পথে তার চোখ খেয়ানত করেছিল। হযরত উসমান রাযি. তার চোখ দেখেই তা বুঝে ফেললেন এবং বললেন :

---

৬৭. সূরা আনআম, ৯৯
৬৮. সূরা গাশিয়াহ, ১৭-২০

مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَرَشَّحُ الزِّنَا مِنْ اَعْيُنِهِمْ

'ওই সকল লোকদের কী হয়ে গেল যে, বেখেয়াল আমাদের কাছে চলে আসে, অথচ তাদের চোখ থেকে ব্যভিচার উপচে পড়ছে!'

লোকটি অস্থির হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এখনো কি ওহীর অবতরণ চালু আছে? তিনি বললেন, না। এটা তো মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি।[৬৯]

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

'মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো। কেননা সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে।'[৭০]

আধ্যাত্মিক সাধকগণ লেখেন, কুদৃষ্টির ফলে চোখে এক ধরনের অন্ধকার সৃষ্টি হয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোক তা দেখেই বুঝে নিতে পারেন। যেমন সচ্চরিত্র ও পরহেজগার লোকের চোখে থাকে নূর।

কুদৃষ্টির অশুভ পরিণতি

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় লোকেরা তাকে কালিমার তালকীন করতে লাগল। সে উত্তর দিল, (কালিমা পাঠের সময়) আমার জিহ্বা নড়ছে না। জিজ্ঞাসা করা হলো, কী কারণে এমন হচ্ছে? সে বলল, এক মহিলা আমার কাছে তোয়ালে ক্রয়ের জন্য এসেছিল। আমার তাকে ভালো লেগে গিয়েছিল। তাই লালসার দৃষ্টিতে তাকে দেখেছিলাম।[৭১]

ইবনুল জাওযী রহ. লেখেন, মিশরের জামে মসজিদে মুয়াজ্জিন আযান দেয়ার জন্য মিনারে চড়ল। পাশের ছাদে দৃষ্টি যেতেই সেখানে এক সুন্দরী খ্রিষ্টান যুবতিকে দেখতে পেল। মুয়াজ্জিন মনে মনে ভাবল, নতুন ভাড়াটিয়া মনে হচ্ছে, আযানের পর পরিচিত হব। আযান শেষ করে মুয়াজ্জিন ওই প্রতিবেশীর দরজায় গেল। দরজায় আওয়াজ দিলে যুবতির পিতার সাথে সাক্ষাৎ হলো। কথাবার্তার মাঝে জানতে পারল মেয়েটি কুমারী। মুয়াজ্জিন বলল, আমি তাকে বিয়ে করতে

---

৬৯. রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ২/৩৯৩। বর্ণনাটির কোনো সনদ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া শব্দ ও বাক্যেও কিছু ভিন্নতা রয়েছে।

৭০. বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী ও আবু উমামা বাহিলী রাযি., মুসনাদু আবী হানীফা, ৩; তাবরানী; মু'জামুল কাবীর, ৮/১০২ [৭৪৯৭]। ইমাম তাবরানীর সনদ দুর্বল।

৭১. আপবীতী, ৬/৪২০

চাই। মেয়ের বাবা বলল, আমাদের ধর্মে চলে এসো। তাহলে আমরা বিয়ে দিয়ে দেব। তখন মুয়াজ্জিনের অন্তরে যৌন-চাহিদার এমন ভূত সওয়ার হয়েছিল যে, সে হ্যাঁ বলে দিল। মেয়ের বাবা বলল, ওপরে ছাদে চলো। সেখানে বসে বিস্তারিত আলোচনা করি। মুয়াজ্জিন সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল, এমন সময় সে পা পিছলে পড়ে যায় এবং ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে মারা যায়। কবি বলেন :

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ... نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے

'আল্লাহকেও পেল না, প্রতিমার দেখাও মিলল না।
এ দিকেও রইল না, ওই দিকেও গেল না।'

কুদৃষ্টির ফলে অনির্দিষ্ট সাজা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

'চোখের খেয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয় সবই তিনি জানেন।'[৭২]

এই আয়াতে কুদৃষ্টির ফলে গুনাহ হওয়ার কথা তো উল্লেখ আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে তার জন্য নির্ধারিত কোনো শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়নি। এর রহস্য হচ্ছে, মানুষ সাধারণত দুই ধরনের হয়। এক ধরনের লোক আছে গা-ছাড়া। এরা লাতের ভূতের মতো, কথায় নয় বরং জুতায় সোজা হয়। তাদের ধমক দেয়া হয়েছে যে, আমরা চোখের খেয়ানতেরও খবর রাখি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে কঠিন শাস্তি দেব।

چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز ... جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز

'চোখ ও মনের ভেদকে জানে চোর
হে অমুখাপেক্ষী! তুমি জানো সবকিছুর খবর।'

দ্বিতীয় আরেক ধরনের লোক আছে অনুভূতিশীল। তাদের যখন খবর হয় তাদের মুনিব তাদের অপকর্ম সম্পর্কে জেনে গেছে, তারা লজ্জায় লুটিয়ে যায়। এই আয়াতে তাদের লজ্জা দেয়া হয়েছে। তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। কুদৃষ্টির কারণে প্রত্যেককে তার স্বভাব অনুযায়ী সাজা দেয়া হবে। কথায় আছে,

---

৭২. সূরা মুমিন, ১৯

جیسے روح ویسے فرشتے ... جتنا بے حیا اتنی زیادہ سزا

'আত্মা যেমন, ফেরেশতা তেমন!
নির্লজ্জ যত, শাস্তি তত!'

অন্তরে কুদৃষ্টির প্রভাব

হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, কুদৃষ্টি থেকেই অন্তরের গুনাহের উৎপত্তি। অনেক লোক পরনারী ও নাবালেগ কিশোরদের লালসার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। তখন অন্তরে এর ছাপ লেগে যায়। পরে একাকিত্বের সময়গুলোতে কল্পনা ও ভাবনার মাধ্যমে সে তাদের সাথে কুবাসনা পূরণের স্বাদ নিতে থাকে। অন্তরের এরূপ গুনাহ চোখের গুনাহ থেকে অধিক মারাত্মক। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসকালে মনে মনে অন্য নারীকে কল্পনা করতে থাকে, তাহলে তার ব্যভিচারের গুনাহ হবে।

কুদৃষ্টি ও চেহারার বিবর্ণতা

কুদৃষ্টির কুফলগুলোর মধ্যে এটিও একটি যে, কুদৃষ্টির ফলে চেহারার নূর চলে যায়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ، وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوْجَكُمْ، وَلَتُقِيْمُنَّ وُجُوْهَكُمْ أَوْ لَتُكْسَفَنَّ وُجُوْهُكُمْ

'হয়তো তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং চেহারা স্থির রাখবে, নইলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দেবেন।'[৭৩]

আকৃতি পরিবর্তনের সূচনা এখান থেকেই হয় যে, চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও চেহারার ঝলক নষ্ট হয়ে যায়।

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার পুরস্কার

যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টি সংযত রাখে পরকালে তার দুটি পুরস্কার লাভ হবে। প্রথমত,

৭৩. বর্ণনাকারী আবু উমামা রাযি., তাবারানী; মু'জামুল কাবীর, ৮/২০৮ [৭৮৪০]। সনদ দুর্বল।

দৃষ্টি হেফাজতের কারণে সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। দ্বিতীয়ত, তার চোখ কেয়ামতের দিন অশ্রু ঝরানো থেকে নিরাপদ থাকবে। হাদীস শরীফে আছে:

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

> كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، وَعَيْنٌ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ
>
> কেয়ামতের দিন সকল চোখ অশ্রুস্নাত থাকবে। কেবল ওই চোখ ছাড়া, যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস দেখা থেকে বিরত থেকেছে, যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে এবং যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত হয়েছে—চাই মাছির মাথা সমান অশ্রুই নির্গত হোক না কেন।[৭৪]

কুদৃষ্টি থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। শুধু এটুকুই নয় যে, পুরুষরা পরনারীর দিকে দৃষ্টি দেবে না; বরং যদি মাহরাম নারীদের দেখার দ্বারাও কামতাড়না জেগে ওঠে, তাহলে তাদেরকে দেখা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। অল্পবয়স্ক কিশোরদেরও দেখবে না। যদি প্রাপ্তবয়স্ক কোনো পুরুষের চেহারা দেখে গুনাহের আগ্রহ জাগে, তাহলে তার চেহারা দেখা থেকেও বেঁচে থাকবে। একই কথা নারীদের বেলায়ও। তাদের জন্য পরপুরুষকে দেখাই শুধু নিষেধ নয়, বরং যদি কোনো কিশোরীর চেহারা দেখে মনের মধ্যে চুপিচুপি কুবাসনা জাগে, তাহলে তার দিকে দেখা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. অল্পবয়স্ক বালকদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে নিষেধ করতেন।[৭৫]

আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, তোমরা অল্পবয়স্ক বালকদের পাশে বোসো না। কেননা তাদের ফিতনা নারী-সংক্রান্ত ফিতনাগুলো থেকেও মারাত্মক। এর কারণ

---

৭৪. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., হাদীসু আবি বকর আল-আম্বারী, ৮৬; মুসনাদু বাযযার, ৮৫৭০। সনদ দুর্বল।

৭৫. তালবিসে ইবলীস : ৩৪৬

হচ্ছে, অন্য মেয়েদের সাথে বসার ক্ষেত্রে কিছু বাধা থাকে। কিন্তু অল্পবয়সি বালকদের পাশে বসার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকে না। যার ফলে ফিতনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এ থেকেই বুঝে নেয়া উচিত, একজন নারী কোনো পরপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছতে কত বাধা, কিন্তু কোনো নারীর পাশে বসা কতই-না সহজ। এ কারণেই কোনো নারী যদি বুঝতে পারে অমুক নারীর পাশে বসার দ্বারা তার গুনাহে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহলে তার থেকে ততটাই দূরে থাকবে, যতটা পরপুরুষ থেকে দূরে থাকে। এমনকি তার চেহারার দিকেও দেখবে না। তার সাথে অতিরিক্ত কথা বলা থেকেও বেঁচে থাকবে।

قدم قدم پہ یہاں احتیاط لازم ہے ... کہ منتظر ہے یہ دنیا کسی بہانے کی

'প্রতি কদমে কদমে এখানে জরুরি সতর্কতার
এই দুনিয়া আছেই অপেক্ষায় কোনো বাহানার।'

কুদৃষ্টির দ্বারা হাতিও পিছলে যায়

যে ব্যক্তি কুদৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় সে কখনো লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে সক্ষম হয় না। শয়তান বড় আজব পন্থায় ধোঁকা দিয়ে দেয় যে, তুমি তো শুধু দেখছ, কিছু করছ তো আর না। অথচ এই দেখাই কিন্তু করার সূচনা। বাহ্যত মানুষ যত বড় দৃঢ়পদই (হাতি) হোক না কেন, যদি কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে না থাকে তাহলে একদিন না একদিন সে অবশ্যই পিছলে যাবে।

اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ... ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا

'তুমি যার অন্তরে আসো সে-ই আলো পায়
আমরা তো অন্তর পুড়ে বদলে দিয়েছি কয়লায়।'

কুদৃষ্টির তিনটি বড় ক্ষতি

কুদৃষ্টির দরুন মানুষের মধ্যে জৈবিক তাড়নার তুফান বয়ে যায়। যেই প্লাবনের প্রবল স্রোত মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতে তিনটি বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হয় :

১. কুদৃষ্টির ফলে মানুষের অন্তরে কল্পিত প্রেয়সীর ভাবনা উদিত হয়। সুন্দর

চেহারার কল্পনা-জল্পনা তার মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে। সে জানে এই আকর্ষণীয় অবয়ব পর্যন্ত সে পৌঁছতে পারবে না। তবুও নির্জনে ও একাকিত্বে তার ভাবনায়ই বিভোর থাকে। কখনো কখনো কল্পনার জগতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সাথে কথাবার্তা চলতে থাকে। অবস্থা এতদূর চলে যায় যে, কবি বলেন :

تم مرے پاس ہوتے ہو گا... جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

'তুমি তো আমার পাশেই থাকো,
যখন অন্য কেউ সাথে থাকে নাকো।'

কুদৃষ্টির পথেই শয়তান মানুষের মন-মস্তিষ্কে আসন গেড়ে নেয় এবং সে ব্যক্তি দ্বারা শয়তানি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লাগে। যেমনইভাবে ফাঁকা স্থান ও বিরান ভূমিতে অন্ধকার দ্রুত তার প্রভাব বিস্তার করে নেয়, তদ্রূপ শয়তানও সেই ব্যক্তির অন্তরে নিজের প্রভাব ছড়িয়ে দেয়। দৃষ্টিতে আসা অবয়বকে শয়তান খুব আকর্ষণীয় ও সুসজ্জিত করে পেশ করে এবং তার সামনে একটি সুন্দর প্রতিমা বানিয়ে দেয়। এমন ব্যক্তির অন্তর দিবারাত্রি সেই প্রতিমাপূজায় মত্ত থাকে। সে কামনা-বাসনা পূরণের ধান্দায় ডুবে যায়। একেই বলে কামতাড়না, প্রবৃত্তিপূজা, আত্মপূজা; বরং প্রতিমাপূজা। এটিই ছোট শিরক। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا

'আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য কোরো না, যার অন্তর আমি আমার যিকির থেকে উদাসীন করে দিয়েছি এবং সে স্বীয় প্রবৃত্তির আনুগত্য করেছে এবং তার কাজ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'[৭৬]

এই কাল্পনিক প্রভুদের থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত ঈমানের স্বাদও লাভ হয় না এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যের ছোঁয়াও পাওয়া যায় না। কবি বলেন :

بتو کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے

'কল্পিত পাথরের প্রতিমাপ্রভুদের তুমি ভেঙে ফেলো।'

২. কুদৃষ্টির দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে মানুষের মন-মস্তিষ্ক বিভিন্ন বস্তুতে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সে স্বীয় কল্যাণ ও লাভের কথা ভুলে যায়। ঘরে সুন্দরী রূপসি নেককার

---

৭৬. সূরা কাহাফ, ২৮

ও আমানতদার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এমন ব্যক্তির মন স্ত্রীর দিকে আকর্ষিত হয় না। নিজের স্ত্রীকে ভালো লাগে না। ছোট ছোট বিষয়ে তার সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। ঘরের পরিবেশ অস্বস্তিকর মনে হয়। এই ব্যক্তিই আবার বেপর্দা ঘুরে বেড়ানো নারীদের দিকে এমন লালায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেমন শিকারি কুকুর তার শিকারকে দেখতে থাকে। কখনো কখনো এমন হয়, কোনো কাজকর্মে তার মন বসে না। সে যদি ছাত্র হয় তাহলে পড়াশোনা থেকে মন উঠে যায়। পড়াশোনা ছাড়া অন্য সব কাজই ভালো লাগে। যদি ব্যবসায়ী হয় তাহলে ব্যবসা থেকে মন উঠে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে কাটায়। কিন্তু স্বস্তির নিদ্রা থেকে বঞ্চিত থাকে। কেউ দেখলে হয়তো মনে করবে শুয়ে আছে। আসলে সে কল্পনাপ্রেয়সীর ভাবনায় ডুবে আছে।

৩. কুদৃষ্টির তৃতীয় ক্ষতি হলো, অন্তরের ভালো-মন্দ ও সুন্নত বিদআতের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা হারিয়ে যায়। অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। দ্বীনী ইলম ও মারেফত থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। গুনাহকে গুনাহ মনে হয় না। এমতাবস্থায় শয়তান দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারে তার অন্তরে সন্দেহ ও সংশয় ঢেলে দেয়। সৎ লোকদের ব্যাপারে কুধারণা জাগতে থাকে। একপর্যায়ে দ্বীনী বেশভূষার লোকদের প্রতি ঘৃণা চলে আসে। সঠিক পথে না থেকেও সে নিজেকে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে এবং সবশেষে ঈমানহারা হয়ে দুনিয়া থেকে জাহান্নামে যাত্রা করে।

কুদৃষ্টি সম্পর্কে পূর্বসূরিদের বাণীসমূহ

১. হাদীস শরীফে আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ

> 'কুদৃষ্টি দানকারী এবং দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ দানকারিণীর ওপর আল্লাহর লানত।'[৭৭]

২. হযরত দাউদ আ. স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন, বাঘ ও অজগরের পিছে ছুটিয়ো তবু কখনো কোনো নারীর পিছে পোড়ো না। (উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঘ ও

৭৭. সুনানুল কুবরা, শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, ৭৩৯৯। হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত। আল্লামা বাইহাকী রহ. সুনানুল কুবরাতে একে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

অজগর যদি তেড়ে আসে তাহলে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, কিন্তু নারীর ফাঁদে ফেঁসে গেলে জাহান্নামে গিয়ে পড়বে।)

৩. হযরত ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া আ.-কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ব্যভিচারের শুরু কোথা থেকে হয়? তিনি বললেন, চোখ থেকে।

৪. হযরত উমর ফারুক রাযি. বলেন, দুটি পুরাতন জীর্ণ হাড়ও যদি নির্জনে একত্র হয়, একে অন্যের প্রতি আসক্ত হবে। (দুটি জীর্ণ হাড় দ্বারা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বুঝিয়েছেন।)

৫. হযরত সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব রহ. বলতেন, যখন তুমি কাউকে অল্পবয়স্ক বালকদের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখো তাহলে বুঝে নেবে 'ভেতরে ভেতরে কিছু চলছে'।

৬. ফাতাহ্ মুসিলী রাহিমাহুল্লাহ্ বলতেন, আমি ত্রিশজন এমন শায়েখের সান্নিধ্য পেয়েছি যাঁদের 'আবদাল' (উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহর ওলী) মনে করা হয়। বিদায়ের সময় প্রত্যেকেই আমাকে অল্পবয়সি কিশোরদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

৭. ইবনু জাহের মাকদিসী রহ. বলতেন, কোনো পুরুষকে দেখেই যার কামোত্তেজনা জেগে ওঠে, তার জন্য ওই পুরুষকে দেখা হারাম।

৮. ইমাম গাযালী রহ. বলতেন, শিষ্যদের ওপর হিংস্র বাঘ হানা দিলেও আমার ততটা ভয় হয় না, যতটা ভয় অল্পবয়সি বালকদের সংশ্রবের ক্ষেত্রে হয়।

৯. হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. বলতেন, কুদৃষ্টি স্মৃতিশক্তির জন্য প্রাণনাশকারী বিষের ন্যায়।

১০. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. স্বীয় চিঠিপত্র সংকলনে লিখেছেন, যার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে নেই তার অন্তরও নিয়ন্ত্রণহীন। যার অন্তর নিয়ন্ত্রণহীন তার লজ্জাস্থানও তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না।

কুদৃষ্টির চিকিৎসা

এ যুগে ইন্টারনেট, টিভি, ডিশ, ভিসিআরের কারণে ঘরে ঘরে নাটক, ফিল্ম, মুভি দেখা ব্যাপক হয়ে গেছে। চারপাশ নগ্নতা ও নির্লজ্জতার সয়লাবে ভরে

গেছে। যুবতিরা বুক ফুলিয়ে বেপর্দা হয়ে রাস্তাঘাট ও বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়। প্রচারণার নামে পথেঘাটে চতুর্দিকে নারীদের আকর্ষণীয় মডেলের ছবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। পত্র-পত্রিকায় নগ্ন ছবি ছাপানো স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে যুবক কেন, বৃদ্ধদেরও দৃষ্টি হেফাজত করা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের অন্তরে হেদায়েতের নূর রয়েছে তারাও এই গুনাহের কারণে দিনকে দিন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। আধ্যাত্মিক সাধনার পথিকরা নিজ নিজ শায়খদের নিকট কুদৃষ্টি থেকে মুক্তির ওষুধ প্রার্থনা করছে। যাতে এই ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারে। এ জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের কিছু পরীক্ষিত পন্থা উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করছি। যাতে দৃষ্টি হারাম ছেড়ে হালাল অভিমুখী হয়, কামতাড়নার প্রজ্বলিত আগুন নিভে যায়, পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন করা সহজ হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদের আলোকে

পবিত্র কুরআনের আলোকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার সাতটি পন্থা উল্লেখ করা হলো :

১. আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

মুমিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নিচু রাখে।[৭৮]

কুদৃষ্টি থেকে মুক্তির সর্বোত্তম ওষুধ হচ্ছে দৃষ্টি নিচু রাখা। সুতরাং আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের উচিত রাস্তাঘাটে, বাজারে চলার সময় স্বীয় দৃষ্টি নিচু রাখার অভ্যাস গড়বে। পায়ে হেঁটে চলার সময় শুধু পথের দিকে দেখবে। বাহনে আরোহণ অবস্থায় দৃষ্টি এই পরিমাণ উঠাবে যাতে অন্যান্য বাহন ও পথিকদের অতিক্রমণ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কারও চেহারার দিকে দেখবে না। কেননা ফিতনার সূচনা এখান থেকেই হয়। যদি ভুলে দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে ইস্তেগফার পড়বে এবং পুনরায় দৃষ্টি নিচু করে নেবে। এতে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে, যাতে তা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। যদি অফিসিয়াল কোনো কাজ বা কেনাকাটার সময় কোনো নারীর সাথে কথা বলার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তার

---

৭৮. সূরা নূর, ৩০

চেহারার দিকে দৃষ্টি দেবে না। যেমন পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট দুই ব্যক্তি কোনো অপারগতার কারণে কথা বললেও কেউ কারও মুখের দিকে তাকায় না, চোখে চোখ রেখে কথা বলে না। অনুরূপভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, পরনারীর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার জন্য আমি অসন্তুষ্ট। সুতরাং তার চেহারা দেখা যাবে না।

২. আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

'নারীদের থেকে যাকে তোমাদের ভালো লাগে বিয়ে করে নাও।'[৭৯]

যত দ্রুত সম্ভব হয় দ্বীনদার, বাধ্যগত, সুন্দরী কোনো মেয়ে বিয়ে করে নেবে। যাতে জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করা যায়। কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য মনে করে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিই, ক্ষুধা মিটে যাবে, তাহলে তার নিজের চিকিৎসা করানো উচিত। ক্ষুধার ওষুধ হলো আহার করবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষুধা নিবারণের দুআ করবে।

অনুরূপ দৃষ্টি পবিত্র রাখার ওষুধ হলো বিয়ে করে নেবে এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট পবিত্র দৃষ্টি লাভের দুআ করবে। যখন সুযোগ হয় নিজ স্ত্রীকে মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখবে। আর আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, যদি এই নেয়ামত না পেতাম তাহলে কতই-না মুশকিল হয়ে যেত। যে লোলুপ দৃষ্টি অলিগলিতে, বাজারে বেপর্দা ঘুরে বেড়ানো নারীদের দিকে দিত, তা নিজ স্ত্রীর দিকে দেবে। স্ত্রীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার তাগিদ দেবে, ভালো কাপড়-চোপড় কিনে দেবে।

পরনারীর কাছে যা আছে তা সবই স্ত্রীর কাছেও আছে। মনে মনে ভাববে, আমি যদি পরনারীকে দেখি তাহলে আল্লাহ্ তাআলা অসন্তুষ্ট হবেন। আর যদি নিজ স্ত্রীকে দেখি তাহলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন। যা হালাল তা প্রাণভরে দেখে নেবে, যাতে হারামকে দেখার আগ্রহই না জাগে। যখনই চোখ পরনারীকে দেখার ইচ্ছা করবে তখনই কল্পনায় নিজ স্ত্রীর চেহারা ভাবতে থাকবে। (ইনশাআল্লাহ) গুনাহের খেয়াল দূর হয়ে যাবে।

---

৭৯. সূরা নিসা, ৩

৩. আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে, শয়তানের কোনো দল যখন তাদের ঘিরে ধরে, তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। সুতরাং তাদের অনুভূতি চলে আসে।'[৮০]

এই বরকতপূর্ণ আয়াত থেকে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, যখনই শয়তান মানুষের ওপর হানা দেয় বা অন্তরে গুনাহের কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়, মানুষ যেন আল্লাহ্ তাআলার যিকিরের মাধ্যমে তা প্রতিহত করে। সুতরাং বাজার দিয়ে অতিক্রমের সময় যিকিরের প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। সম্ভব হলে হাতে তাসবীহ্ রাখবে। অন্যথায় মনে মনে তো যিকির করতেই থাকবে। উদাসীনতা গুনাহের ভূমিকা। যিকিরের দ্বারা উদাসীনতাকে দূর করবে। যিকিরের নূর ধীরে ধীরে অন্তরে এমন প্রশান্তি আনয়ন করবে যে, অন্যের দিকে দৃষ্টি দিতে ইচ্ছে করবে না।

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو ... عجب چیز ہے لذت آشنائی

'দোজাহান থেকে অপিরিচিত করে অন্তর

বন্ধুত্বের স্বাদ বড় আশ্চর্যকর।'

৪. আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

'সে কি জানে না আল্লাহ্ তাআলা দেখছেন?'[৮১]

আধ্যাত্মিক সাধনাকারীর মন যখনই পরনারীর দিকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করবে তৎক্ষণাৎ সে ভাবতে থাকবে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে দেখছেন। দৃষ্টি সংযত রাখা সহজ হয়ে যাবে। বিষয়টি এই দৃষ্টান্ত থেকে বুঝে নাও, যদি ওই নারীর বাবা অথবা স্বামী আমাদেরকে দেখতে থাকে তাহলে এমতাবস্থায় আমরা কি ওই নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারব? আমাদের অস্বস্তিবোধ হবে। মনে হবে এই নারীর বাবা বা স্বামী আমাদের ওপর মারাত্মক রেগে যাবে। এমনইভাবে এরূপ

৮০. সূরা আরাফ, ২০১
৮১. সূরা আলাক, ১৪

ভাবা চাই যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দেখছেন এবং পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দিতে আমাদেরকে নিষেধও করেছেন। এতৎসত্ত্বেও যদি আমরা দেখতে থাকি তাহলে নিশ্চিত আল্লাহ্ তাআলার রাগ আসবে। আর যদি আমাদের পাকড়াও করেই ফেলেন তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে?

৫. আল্লাহ্ তাআলার বাণী :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার রাস্তায় পরিশ্রম করে আমি অতি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহের দিশা দান করি।'[৮২]

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিবিরোধী কাজ করাকে মুজাহাদা বলে। এটা বাস্তব যে, মুজাহাদার দ্বারা মুশাহাদা তথা আল্লাহর সরাসরি সাক্ষাৎ লাভ হয়। এ কারণেই মন যখনই পরনারী দেখার প্রতি ধাবিত হবে, নিজের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। এ কথা স্মরণ করবে যে, এই মুজাহাদার দরুন আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ হবে। তা ছাড়া এই পরিশ্রম তো স্বল্প সময়ের। পক্ষান্তরে আল্লাহর দর্শন লাভের স্বাদ হবে চিরদিনের জন্য। মনে রাখবে, অনুশাসনের নূর দ্বারা অন্তর খুব দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যায়। তাসবীহদানা এর সমকক্ষ হতে পারে না। হিম্মত ছেড়ে দেয়ার দ্বারা সমস্যা সমাধান হয় না; বরং হিম্মত করার দ্বারা সমাধান হয়। সুতরাং স্বীয় প্রবৃত্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাকে শরীয়তের লাগাম পরিয়ে দিতে হবে। যাতে করে কেয়ামতের দিন সৌভাগ্যের মালা পরিধান করা যায়।

৬. আল্লাহ্ তাআলার বাণী :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا

'আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন আমানতসমূহ যাথাযথ হকদারদের নিকট পৌঁছে দাও।'[৮৩]

আধ্যাত্মিক পথিক নিজ মনে এ কথা গেঁথে নেবে যে, আমার চোখ আল্লাহ তাআলার দেয়া আমানত। আমাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এই আমানত

---

৮২. সূরা আনকাবুত, ৬৯
৮৩. সূর নিসা, ৫৮

ব্যবহার করতে হবে। যদি তার বিপরীত করি, তাহলে আমানতের খেয়ানত হবে। নিয়ম হলো কেউ যখন একবার কোনো জিনিসে খেয়ানত করে ফেলে তার কাছে দ্বিতীয়বার অন্য কোনো জিনিস আমানত রাখা হয় না। এমন না হয়ে যায় যে, দুনিয়াতে আমি আল্লাহর দেয়া দৃষ্টিশক্তি পরনারী দেখায় ব্যবহার করে খেয়ানত করে ফেললাম। যার ফলে কেয়ামতের দিন আমাকে সেই দৃষ্টিশক্তি পুনরায় আর দেয়াই হলো না। যদি সেদিন অন্ধ করে উঠানো হয় তাহলে আমার কী অবস্থা হবে?

কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতেন দিন কিছু মানুষকে অন্ধ করে উঠানো হবে। তখন তারা প্রশ্ন করবে :

رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

'হে আমার রব, আমাকে অন্ধ করে কেন উঠানো হলো? অথচ আমি তো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম।'[৮৪]

এটিও চিন্তার বিষয় যে, আমরা এমন সময় দুনিয়াতে এসেছি যখন আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন আমাদের ভাগ্যে জুটেনি। যদি কেয়ামতের দিনও অন্ধ করে উঠানো হয় তাহলে সেদিনও আমরা আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পারব না। দ্বিতীয় সুযোগেও এরূপ বঞ্চিত হওয়া থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। সুতরাং দৃষ্টির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা খুবই জরুরি বিষয়। যাতে কেয়ামতের দিন দৃষ্টির এই আমানত পুনরায় নসীব হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَمِيْلٌ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সুন্দর।'[৮৫]

এ বিষয়টি মাথায় রেখে চিন্তা করো, যদি আমি দুনিয়ার সুন্দরীদের কুনজরে দেখি, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা স্বীয় রূপ ও সৌন্দর্য দেখা থেকে আমাকে বঞ্চিত করে দেবেন।

---

৮৪. সূরা তোয়াহা, ১২৫
৮৫. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., সহীহ মুসলিম, ৯১

৭. আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

'যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য কি এখনো সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হবে?'[৮৬]

আধ্যাত্মিক পথের পথিকের প্রবৃত্তি যখনই কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত হতে চাইবে, তৎক্ষণাৎ মনে মনে এই আয়াতের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করবে। মুমিনদের জন্য কি এখনো সময় হয়নি যে, তাদের অন্তর আল্লাহকে ভয় করবে। যতবারই চোখ তুলে দেখার ইচ্ছা জাগবে ততবারই নিজেকে সম্বোধন করে বলবে, মুমিনদের কি এখনো আল্লাহকে ভয় করার সময় হয়নি? প্রতি পলকে এই বিষয়টি ভাবতে থাকবে আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে স্বীয় ভয় ঢেলে দেবেন এবং কুদৃষ্টি থেকে খাঁটি তাওবা নসীব হয়ে যাবে।

হাদীস শরীফের আলোকে

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টি হেফাজতের ওপর অনেক তাগিদ দিয়েছেন। মানুষের চেহারার বিষয়টি তো আছেই, বরং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো প্রাণীর লজ্জাস্থান দেখতেও নিষেধ করেছেন। দৃষ্টিকে শয়তানের বিষাক্ত তিরগুলোর একটি বলেছেন। হাদীস নিয়ে চিন্তা করলে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা সামনে আসে। যথা :

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি হঠাৎ কোনো পরনারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় এবং তার রূপ ও সৌন্দর্য অন্তরে দোলা দেয়, তাহলে ঘরে ফিরে আসো এবং নিজ স্ত্রীর সাথে চাহিদা পূরণ করো। যা কিছু ওই নারীর কাছে আছে, তার সবই তোমার স্ত্রীর কাছেও আছে। বোঝা গেল যে, হালাল পন্থায় প্রয়োজন পূরণ করার দ্বারা হারাম থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়।[৮৭]

---

৮৬. সূরা হাদীদ, ১৬

৮৭. বর্ণনাকারী জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযি., সহীহ মুসলিম, ১৪০৩। গ্রন্থকার মূলত জামিউস সগীর (৩৭০৩) হতে মতন (মূল বক্তব্য) উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় সামান্য ভিন্নতা রয়েছে।

২. এক যুবক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিয়ে দিন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধমক দেয়ার পরিবর্তে মহব্বতের সাথে বললেন, আচ্ছা বলো তো, তুমি কি চাও কেউ তোমার মায়ের সাথে ব্যভিচার করুক? সে বলল, না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও কেউ তোমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করুক? সে বলল, না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও কেউ তোমার বোনের সাথে জিনা করুক? সে বলল, না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও জানতে চাইলেন, তুমি কি চাও কেউ তোমার মেয়ের সাথে জিনা করুক? সে বলল, না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি যার সাথে ব্যভিচার করবে সেও তো কারও মা হবে, কারও স্ত্রী হবে, কারও বোন বা মেয়ে হবে। যেমনিভাবে তোমার আত্মীয়দের কারও সাথে ব্যভিচার করা তুমি পছন্দ করো না, তদ্রূপ অন্যরাও তো তাদের আত্মীয়দের সাথে ব্যভিচার করাকে পছন্দ করে না। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুকে হাত রেখে তার সম্ভ্রম ও পবিত্রতা হেফাজতের দুআ করলেন। সেই সাহাবী বলেন, আমার অন্তর থেকে ব্যভিচারের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে গেল এবং ব্যভিচারের প্রতি এতটা ঘৃণা জন্ম নিল যে, অন্য গুনাহের প্রতি ততটা ছিল না।[৮৮]

এ থেকে বোঝা যায়, আধ্যাত্মিক সাধনার সাধক কুদৃষ্টির সময় এই চিন্তা করবে, যেমনিভাবে আমার আত্মীয়দের কারও দিকে মানুষের কুদৃষ্টি দেয়াকে আমি পছন্দ করি না, তেমনিভাবে অন্যরাও এটা পছন্দ করবে না যে, আমি তাদের আত্মীয়দের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাই। এতে অন্তরে শীতলতা ও স্বস্তি লাভ হবে। কুদৃষ্টির আগ্রহ কমে যাবে। উপরন্তু কোনো কামেল পীরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তার কাছে এই ব্যাধির কথা ব্যক্ত করবে এবং এ থেকে বেঁচে থাকার দুআ ও তার মনোযোগ কামনা করবে। পীর-মাশায়েখগণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরি। তাঁদের মনোযোগের দরুন অন্তর থেকে অন্ধকার দূরীভূত হয়। প্রবৃত্তিপূজা থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ আধ্যাত্মিকতার উঁচু স্তরে পৌঁছে যায়। তাদের সান্নিধ্য প্রতিষেধক এবং তাদের দৃষ্টি রোগমুক্তির কারণ হয়।

---

৮৮. বর্ণনাকারী আবু উমামা রাযি., মুসনাদু আহমাদ, ২২২১১। সহীহ।

পূর্বসূরিদের বক্তব্যের আলোকে

১. চিন্তা পরিবর্তন করা

যখনই মন পরনারীকে দেখার ইচ্ছা করে আধ্যাত্মিক পথের পথিকের উচিত হবে তৎক্ষণাৎ পরনারীর ভাবনা দূর করে অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ করা। ইচ্ছাকৃতভাবে মাথায় অন্য কোনো চিন্তা আনয়ন করবে। এতে পরনারীর ভাবনা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

► ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হে প্রিয়! জেনে রাখো, যখন কোনো পরনারী তোমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তখন শয়তান চায় তুমি তার দিকে দৃষ্টি দাও এবং দেখো সে দেখতে কেমন। সে সময় শয়তানের সাথে তর্ক করা উচিত যে, আমি কেন দেখব? যদি এই নারী বিশ্রী হয় তাহলে শুধু শুধু আমি স্বাদবিহীন গুনাহে জড়িয়ে যাব। আর যদি সুন্দরী হয় তবে তো গুনাহের সাথে সাথে মনে আফসোসও সৃষ্টি হবে যে, আমি যদি তাকে পেতাম। অথচ প্রত্যেক নারীকেই তো আর অর্জন করা সম্ভব না। সুতরাং অন্তরে আফসোস জাগানোর দ্বারা কী লাভ? এবার অন্তরই সিদ্ধান্ত নেবে, ঠিক আছে দেখো না। তাহলে গুনাহও হবে না, অন্তরে আফসোসও জাগবে না। মনে স্বস্তি বজায় রাখাই জ্ঞানীদের কাজ।

► হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলতেন, কোনো সুন্দরী রমণীর দিকে মন ঝুঁকে গেলে এর প্রতিকার হচ্ছে তৎক্ষণাৎ এমন কোনো ব্যক্তির চেহারা কল্পনায় ভাবা, যার গায়ের রং কালো, মুখে বসন্তের দাগ, চোখ অন্ধ, মাথায় চুল নেই, দাঁত লম্বা ও সামনে বাড়ানো, ঠোঁট মোটা, নাক থেকে শ্লেষ্মা বেরিয়ে ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাতে মাছি বসে আছে। এরূপ ভাবার ফলে স্বভাবগতভাবে কঠিন ঘৃণা সৃষ্টি হবে। এই ঘৃণা ও অপছন্দই ওই জৈবিক তাড়নাকে নিঃশেষ করে দেবে, যা যুবতির সৌন্দর্য দেখে সৃষ্টি হয়েছিল।

মাঝে মাঝে এ কল্পনাও করবে যে, এই রূপসি রমণীও মারা যাবে। মরার পর কবরে রাখা হলে তার এই কোমল দেহ পচে-গলে যাবে। তাকে পোকামাকড় খাবে। তার মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে। সুতরাং তাকে দেখে আমি আমার প্রতিপালককে কেন অসন্তুষ্ট করব?

► এক বুযুর্গ বলতেন, কোনো সুন্দরী রূপসি নারীর প্রতি অন্তর ধাবিত হলে তৎক্ষণাৎ তার বৃদ্ধ অবস্থার কথা কল্পনা করবে। বার্ধক্যে তার কোমর ঝুঁকে যাবে, হাড়গুলো কঙ্কালে পরিণত হবে, দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসবে, কানে শুনবে না, মুখে দাঁত থাকবে না, পেটে অন্ত্র রইবে না, বসলে প্রস্রাব বেরিয়ে আসবে, চেহারা ইঁদুরের মতো হয়ে যাবে। সুতরাং তাকে দেখে আমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করব কেন?

► জনৈক বুযুর্গ বলতেন, কোনো সুন্দরী রূপসির দিকে দেখার ইচ্ছা জাগলে তৎক্ষণাৎ মনে করবে যে আমার শায়খ আমাকে দেখছেন। তাহলে স্বভাবগত অস্বস্তি অনুভব হবে। তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরে যাবে। অতঃপর ভাববে, আমার শায়খ যদি আমাকে এই কাজে লিপ্ত দেখতেন তাহলে কতই-না অসন্তুষ্ট হতেন। অথচ আল্লাহ তাআলা তো বাস্তবিকই দেখছেন। তাহলে আল্লাহ কতটা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। এতে কুদৃষ্টি থেকে তাওবা নসীব হবে।

২. প্রবৃত্তিকে শাস্তি দেয়া

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, মানুষ নিজের প্রবৃত্তির জন্য কোনো সাজা নির্ধারণ করে নেবে। নিজেকে নিজে শাসাবে যে, যদি কুদৃষ্টি দাও তাহলে এই সাজা দেব। যখন কুদৃষ্টির মজার চেয়ে সাজা বেশি হবে তখন সময়ের সাথে সাথে প্রবৃত্তি কুদৃষ্টির অভ্যাস ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

► হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলতেন, কুদৃষ্টি করলে বিশ রাকাত নফল নামাযের সাজা নির্ধারণ করে নেবে। দুয়েকদিন এমন করলেই প্রবৃত্তি চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করবে এবং কুদৃষ্টি থেকে ফিরে আসবে। শয়তানও বলতে শুরু করবে, এই ব্যক্তি একবার কুদৃষ্টির কারণে আল্লাহ তাআলাকে ৪০ বার সেজদা করছে, না জানি তার গুনাহগুলো নেকীতে পরিবর্তন করে দেয়া হয়! তাহলে তো আমার সারা জীবনের শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। সুতরাং তাকে কুদৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধই করার দরকার নেই।

► এক বুযুর্গ বলতেন, যে ব্যক্তির বেশি বেশি খাওয়া ও পান করার আগ্রহ জাগে, তার তিনদিন রোযার শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। যখন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকবে সকল রিপু ও কামনা-বাসনা এমনিতেই নিস্তেজ হয়ে যাবে।

▶ জনৈক বুযুর্গ বলতেন, কুদৃষ্টি দানকারী যদি দরিদ্র হয় তাহলে নিজের ওপর কিছু টাকা সদকা করার শাস্তি নির্ধারণ করে নেবে। যখন দেখবে নিজের প্রয়োজন উপেক্ষা করে জরিমানা আদায় করতে হচ্ছে, তখন সব নেশা দূর হয়ে যাবে।

▶ জনৈক বুযুর্গ বলতেন, যদি অন্তরে কুদৃষ্টির আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাহলে নির্জনে কাপড় পেঁচিয়ে চাবুক বানিয়ে তা দিয়ে নিজের পিঠে কয়েকবার আঘাত করবে আর ভাববে, কেয়ামতের দিন যখন ফেরেশতারা আঘাত করবে তখন কী অবস্থা হবে? এ পন্থায় কিছুদিনের মধ্যেই কুদৃষ্টির অভ্যাস চলে যাবে।

অধমের পরীক্ষিত অতিরিক্ত কিছু কৌশল

এখানে আরও কিছু অতিরিক্ত কৌশল উল্লেখ করা হচ্ছে যা দ্বারা অধম এবং অধমের পরিচিতজনরা অনেক উপকার পেয়েছি। পাঠকগণ এগুলো ভালোভাবে বুঝে নিলে এবং অনুসরণ করলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

১. কুদৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে বেঁচে থাকুন

সবচেয়ে বড় সতর্কতা হচ্ছে, যে সকল স্থানে কুদৃষ্টির আশঙ্কা থাকে সেখান থেকে দূরে থাকুন। বিয়েশাদি ও নারী-পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠানগুলোতে কখনো যাবেন না। কোথাও যাওয়ার দুটি রাস্তা থাকলে সে রাস্তা অবলম্বন করুন, যাতে কুদৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে। কারও ঘরে কড়া নাড়লে দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়ান। এমন না হয়ে যায় যে, কোনো মেয়ে দরজা খুলল আর দৃষ্টির খেয়ানত হয়ে গেল। বিমান, ট্রেন, বাস ইত্যাদিতে সফর করার ক্ষেত্রে টিকেট কাউন্টারে যেটাতে পুরুষ থাকে সেখান থেকে টিকেট সংগ্রহ করুন। যাতে করে নারীদের সাথে কথা বলার সুযোগই তৈরি না হয়।

গাড়িতে চলার সময় পাশ দিয়ে অতিক্রম করা অন্য গাড়ির দিকে দেখবেন না। হতে পারে তাতে কোনো বেপর্দা নারী বসে আছে, যার ফলে কুদৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। নিজের ঘরে প্রবেশের সময় কাশি দিন বা এমন শব্দ করুন যাতে ভেতরে কোনো বেগানা নারী থাকলে সে পর্দা করে নিতে পারে। বাস, ট্রেন বা বিমানে সফরের সময় নিজের পছন্দমতো কোনো বই সাথে রাখুন এবং তা পড়তে পড়তে সময় পার করে দিন। পড়তে পড়তে ক্লান্তি এসে গেলে শুয়ে পড়ুন। ঘুম না এলে মুরাকাবার নিয়তে বসে থাকুন। চোখ খুললে ভ্রমণরত নারীদের ওপর

দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। পথচলার সময় মাথা এতটুকু নিচু রাখুন যে, পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীদের পা দেখে অনুমান করা যায় সে নারী নাকি পুরুষ। সব সময় মনে এ কথা জাগ্রত রাখুন, নারীরা আমার থেকে পর্দা করুক বা না করুক আমাকে নারীদের থেকে পর্দা করতেই হবে। চলার সময় দৃষ্টি পায়ের দিকে নিবদ্ধ রাখুন। কখনো কোনোভাবে ওপরে উঠতে দেবেন না।

এলাকার এমন স্থান যেখানে দোকানপাটে নারী থাকে সেদিকে চোখ উঠিয়ে তাকাবেনই না। বিনোদন কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো সেখানে যাবেনই না। যদি একান্তই যেতে বাধ্য হন তাহলে এমন দিন এমন সময় নির্ধারণ করুন, যখন লোকসমাগম কম হয়। যদি অপেক্ষার জন্য কোনো অফিস, বিমানবন্দরের লাউঞ্জ বা এমন কোনো স্থানে অবস্থান করতে হয়, যেখানে টিভি চলছে বা নারীদের ছবি ঝুলানো আছে, তাহলে ইচ্ছাকৃত সেগুলোর দিকে পিঠ করে বসুন। রাস্তার পাশে ঝুলানো সিনেমার ব্যানার, বিলবোর্ড বা বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে তাকাবেন না।

গাড়ি বা মোটরসাইকেল চালানোর সময় যদি রিকশা ইত্যাদি সামনে পড়ে তাহলে তাতে আরোহিত নারীদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না। যে পথে যেতে মেয়েদের স্কুল-কলেজ পড়ে সে পথে চলা ছেড়ে দেয়াই উত্তম। অমুসলিম রাষ্ট্রে সফর করার প্রয়োজন হলে উত্তম হলো সেখানকার লোকদের চেহারার দিকেই না তাকানো। প্রথমত গ্রীষ্মকালে তাদের শরীর অর্ধেকের বেশি উলঙ্গই থাকে। আর শীতকালে পোশাক পরিধান করলেও নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করা কঠিন। নারী-পুরুষের পোশাক প্রায় একই থাকে। যার ফলে উভয়কে এক রকমই মনে হয়। নারীরা স্যুট-প্যান্ট পরে, টাই বাঁধে, পুরুষের মতো চুল কাটে। তাই এ বিপদ থেকে বাঁচার একটাই উপায় দৃষ্টি অবনত রাখুন এবং নিজের ঈমান রক্ষা করুন। আল্লাহ তাআলার কাছে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করুন, হে আল্লাহ,

غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا .. کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا
میں امتحان کے قابل نہیں مرے مولی .. مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

'জীবন-ভাবনার ছায়ায় ঘিরে দিয়ো না আমারে
হৃদ-দারিদ্র্য কোরো না কোনো নিঃস্বরে।
পরীক্ষার যোগ্য নই তো আমি হে আমার প্রভু
গুনাহের সুযোগ যেন হয় না আমার কভু।'

২. নিজ স্ত্রীকে খুশি রাখুন

নিজ স্ত্রীর সাথে প্রেম-ভালোবাসার আচরণ করুন। তার পরিধানের ওড়না ইত্যাদি সার্বিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখুন। যখন ঘরের স্ত্রী স্বামীকে প্রেম-ভালোবাসা দেবে, তার খেদমত করবে, হাসিমুখে অভিবাদন জানাবে, স্বামীর মন পরনারীর দিকে ধাবিত হবে না। এরূপ পরিস্থিতি নিয়ে একটু মনোযোগের সাথে ভাবুন তো, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রতিদিন ঝগড়া হয়। অবসাদগ্রস্ত হয়ে স্বামী নাস্তা না করেই অফিসে চলে যায়। ওই দিকে অফিসের পর্দাহীন নারী সহকর্মীদের কেউ হাসিমুখে সর্বোচ্চ সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা-প্রকাশক শব্দে জিজ্ঞাসা করে, স্যার কেমন আছেন? তখন এই বেপর্দা নারীর মুচকি হাসি ওই দাম্পত্য জীবনে বিষ মিশিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় উঠতে-বসতে ধীরে ধীরে সংসার ধ্বংস হতে থাকে। যখন ঘরের সুন্দরী স্ত্রী ঝগড়া করতে থাকে তখন বাইরের কালো চামচিকাসদৃশ নারীকেও হুর-পরী মনে হতে থাকে। এ জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই চেষ্টা করা উচিত, যাতে ঘরে প্রেম-ভালোবাসার পরিবেশ বজায় থাকে। যাতে করে বাইরের নাপাকি থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়। ব্যাপকভাবে ওই সকল লোকই কুদৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে, যাদের স্ত্রী নেই অথবা থাকলেও জৈবিক দিক থেকে সে তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। কুরআন মাজীদে স্ত্রীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে :

لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا

'যাতে তোমরা তার কাছে স্বস্তি পেতে পারো।'[৮৯]

যে স্ত্রীর কাছে স্বামী অস্বস্তিবোধ করে, অস্থিরতা অনুভব করে, সেই স্ত্রী আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবে? আজকালের যুবকরা যতটা আগ্রহ নিয়ে টিভি দেখে অনুরূপ আগ্রহের সাথে যদি নিজ স্ত্রীকে দেখত, তাহলে স্ত্রীকে জান্নাতের হুরের মতো মনে হতো। কথিত আছে, ভালোবাসার আতিশয্যে জুলাইখা প্রতিটি জিনিসের নাম ইউসুফ রেখে দিয়েছিল। ইউসুফকে ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো জিনিস তার দৃষ্টিতে আসত না। যখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন সত্য ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, তখন পরনারীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি যাবে না।

---

৮৯. সূরা রূম, ২১

৩. নিজেই নিজেকে লালসামুক্ত করে নিন

আধ্যাত্মিক পথের পথিক বারবার নিজের মাঝে এই চিন্তা জাগ্রত করবে যে, আমি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না। আর পরনারীর প্রতি আমার প্রতিটি দৃষ্টি আমাকে প্রকৃত প্রেমাস্পদ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে পরনারী থেকে বিরত রাখা প্রতিটি দৃষ্টি আমাকে প্রকৃত প্রেমাস্পদের নিকটবর্তী করে দেবে। আমি নিজের জন্য আল্লাহর নৈকট্যকে নির্বাচন করেছি। তাঁর মহব্বতে আমি পরনারীর দিকে দেখা থেকে তাওবা করে নিয়েছি। এখন যেকোনো বেপর্দা নারীই আমার সামনে আসুক না কেন, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। সে নীল হোক, হলুদ হোক, চিকন হোক বা মোটা, ফর্সা হোক বা কালো, পরী হোক বা ডাইনি—যাই হোক না কেন, সে অন্য কারও জন্য। আমার জন্য নয়। যেহেতু তার সাথে আমার কোনো উদ্দেশ্য জড়িত নেই তাহলে তাকে দেখে আমার কী লাভ?

পথে-বাজারে চলার সময় অন্তরে পরনারীকে দেখার ইচ্ছা জাগলে সাথে সাথে এ কথা স্মরণ করবেন, এই নারীর প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, বাসে বা স্টেশনের প্লাটফর্মে অপেক্ষারত অবস্থায় আপনার পাশের সিটে কোনো পুরুষ এসে বসে গেলে আপনি টেরই পান না। বা সেদিকে অতটা খেয়াল যায় না। কিন্তু যদি কোনো নারী বসে তাহলে মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাকে ঘিরে নানা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। অন্তরে লালসা থাকার কারণেই এরূপ হয়। অথচ এই মহিলাই যদি বৃদ্ধা হতো তাহলে কিন্তু সেদিকে খেয়াল যেত না। এটা এ কথার প্রমাণ যে, অন্তরে আবর্জনা থাকে। এ জন্যই এই আকর্ষণ ইচ্ছাকৃতভাবে মন থেকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, হে প্রভু, আমাকে পরনারী থেকে লালসামুক্ত করে দিন। হে ওই সত্তা, যাঁর আঙুলে মানুষের হৃদয়। আমার অন্তর থেকে পরনারীর অনুভূতি দূর করে দিন। যাতে আমার কাছে পরনারী ও দেয়ালের মাঝে কোনো ব্যবধান না থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই এর বরকত প্রকাশ পেতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৪. হুরদের সৌন্দর্য নিয়ে কল্পনা করুন

অন্তর পরনারীকে দেখার জন্য ব্যাকুল হলে আধ্যাত্মিক পথের পথিক মনে মনে হুরদের সৌন্দর্য নিয়ে ভাববে।

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ

'তাঁবুতে সংরক্ষিত হুরেরা।'[৯০]

قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ

'আনতনয়না'

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

'ইতিপূর্বে কোনো মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শ করেনি।'[৯১]

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

'পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ'[৯২]

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ

'তারা যেন ইয়াকুত ও মারজান পাথরসদৃশ।'[৯৩]

হুরদের এ সকল গুণগুলোকে স্মরণে রেখে পরনারীর ব্যাপারে ভাবুন যে, মাঝে মাঝেই তার থেকে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত বের হতে থাকে। কখনো নেফাসের রক্ত আসতে থাকে। দিনে বেশ কয়েকবার প্রস্রাব-পায়খানার ময়লা পেট থেকে বের হয়। নাক পরিষ্কার রাখতে হয়। মুখ থেকে কফ নির্গত হয়। কফ থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। মাথায় উকুনের আস্তানা। কয়েকদিন গোসল না করলে শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হবে। মিসওয়াক/ব্রাশ না করলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকবে। অসুস্থ হলে কয়েকদিনেই দুর্বল ও কাহিল হয়ে পড়বে। বার্ধক্যে চেহারা ইঁদুরের ন্যায় হয়ে যাবে। দাঁত পড়ে যাবে। পেটে অন্ত্র থাকবে না। কুঁজো হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ কথা মুখ থেকে বের হবে না। গুপ্তস্থানের লোম পরিষ্কার না করলে জঙ্গলে পরিণত হয়। সব সময় পেটে পায়খানা-প্রস্রাবের ময়লা বহন করে বেড়ায়। এমন মহিলার দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমি কি আমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করব? জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত ও হুরদের থেকে বঞ্চিত থাকব?

এমন হুরদের থেকে, যারা চিরকাল কুমারী থাকবে। মুক্তাদানার ন্যায় ঝলমল

---

৯০. সূরা আর-রহমান, ৭২
৯১. সূরা আর-রহমান, ৫২
৯২. সূরা বাকারা, ২৫; সূরা আলে ইমরান, ১৫; সূরা নিসা, ৫৭
৯৩. সূরা আর-রহমান, ৫৮

করতে থাকবে। শরীরের প্রতি অংশ থেকে সুঘ্রাণ নির্গত হবে। যারা হবে পূত-পবিত্র। লোনা পানিতে থুতু ফেললে তা মিষ্টি হয়ে যাবে। আরশের নিচে আঙুলগুলো বের করলে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যাবে। হাসিমুখে কথা বললে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যাবে। যাদেরকে কোনো পরপুরুষ স্পর্শ করেনি। যাদের অন্তরে উথলে ওঠা ভালোবাসার ঢেউ মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পাবে। অসুস্থ হবে না। নিকৃষ্টমনা হবে না। শাহি মহলে বসে বসে স্বামীর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

পরনারীর দিকে এক পলক দৃষ্টি দিতে গিয়ে আমি এমন বিশ্বস্ত সুন্দরী রূপসি স্ত্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব? এ কেমন বুদ্ধিমত্তার কাজ? সুতরাং পৃথিবীতে আমার জন্য আমার স্ত্রী রেয়েছে। আর পরকালে রয়েছে হুর। হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ানো নারীদের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। আমি আমার প্রতিটি পলক পরনারী থেকে বাঁচিয়ে রাখব। নিজের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট রাখব এবং জান্নাতী হুরের অধিকারী হব।

৫. আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা কল্পনা করুন

হাদীস শরীফের ভাষ্য হচ্ছে, জান্নাতে জান্নাতীরা আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। কারও এই সুযোগ একবার হবে। কারও প্রতি বছর হবে। কারও প্রতি মাসে হবে। কারও কারও প্রতি জুমার দিন হবে। আর কিছু লোক তো এমন হবে, যাদের প্রতিদিনই এ দৌলত নসীব হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্ধ হয়ে জন্ম নিয়েছিল এবং নেক আমল করেছে, গুনাহ থেকে বেঁচে থেকেছে, শোকর ও সবরের জীবনযাপন করেছে, তার এই সৌভাগ্য নসীব হবে যে, সে সর্বদা আল্লাহর দীদারে মগ্ন থাকবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন, এ তো আমার ওই বান্দা যে দুনিয়াতে অন্য কাউকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেনি। এখন সে যখনই চাইবে আমার নূরানী চেহারা দর্শন করতে পারবে।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পরনারী থেকে দৃষ্টি হেফাজতে রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে এরূপ প্রতিটি দৃষ্টির বদলায় একবার করে স্বীয় চেহারার নূর দর্শনের সুযোগ দেবেন। আধ্যাত্মিক পথের পথিকের উচিত হবে, সে এই বিষয়টি নিয়ে মুরাকাবা করবে এবং নিজের মনকে বোঝাবে যে, আমি কয়েক মুহূর্তের কুদৃষ্টির কারণে আল্লাহ তাআলার দর্শন থেকে কেন বঞ্চিত থাকব?

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ লিখেছেন, জান্নাতে আমলের প্রতিদান তার সমজাতীয় জিনিস দ্বারা দেয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পরনারীর চেহারা দেখা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবে তার আল্লাহ্ তাআলার সাথে দীদারের সৌভাগ্য নসীব হবে। আধ্যাত্মিক পথের পথিকের উচিত হবে পরনারী থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবে, যাতে আল্লাহর সাক্ষাতের অধিকারী হতে পারে।

৬. নিজের মা, মেয়ের কথা ভাবুন

যখনই অন্তরে পরনারীর দিকে লালসার দৃষ্টিতে দেখার ইচ্ছা জাগবে, তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিজের মা অথবা মেয়েকে কল্পনা করুন এবং তাদের নিয়ে ভাবতে থাকুন। এগুলো এমন পবিত্র সম্পর্ক যে, সকল প্রবৃত্তি-তাড়না এখানে এসে থেমে যায়। যেমনিভাবে পানি ঢালার দ্বারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিভে যায়। এ পন্থা লজ্জাশীল এবং ভদ্রলোকদের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

৭. চোখে সুই ফোঁড়ানোর কথা কল্পনা করুন

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কুদৃষ্টি দানকারীকে যখন জাহান্নামে দেয়া হবে, জাহান্নামের ফেরেশতারা তার চোখে গলিত সিসা ঢালবে। কোনো কোনো কিতাবে এসেছে, লোহার শলাকা গরম করে তার চোখ ফুঁড়ে দেয়া হবে। যখন আধ্যাত্মিক সাধনার সাধকের মন কুদৃষ্টির প্রতি ধাবিত হবে, সে মনে মনে কল্পনা করবে যে, ক্ষণিকের স্বাদ লাভের কারণে যদি আমার চোখে উত্তপ্ত শলাকা ফোঁড়া হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে? কিছুদিন লাগাতার এরূপ কল্পনার দ্বারা প্রবৃত্তি-তাড়না নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৮. নিয়মের কথা

কুদৃষ্টি যাদের পুরোনো অভ্যাস এবং প্রাথমিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা যাদের প্রবৃত্তির তাড়না দূর হচ্ছে না, তাদের উচিত হবে স্বীয় মনকে বোঝানো যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে একটি নিয়ম রয়েছে। কোনো ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হলে প্রথমে আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে ধৈর্য ও সহনশীলতার আচরণ করেন। এর মধ্যে বান্দা ফিরে না এলে আল্লাহ্ তাআলা কিছুদিন গুনাহ ঢেকে রাখার আচরণ

করেন। এরপরও যদি বান্দা সামনে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন। আর যে অভাগার জন্য শাস্তির ইচ্ছা করে নেন তাকে সর্বোচ্চ সাজা চাখিয়ে ছাড়েন। ঘরে বসিয়ে রেখেই তাকে অপদস্থ করেন। অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় বানিয়ে দেন। সুতরাং আমি বহুদিন থেকে কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত আছি। আল্লাহ তাআলা এখনো আমার সাথে গুনাহ ঢেকে রাখার আচরণ করছেন। যদি শাস্তির ইচ্ছা করেন তাহলে আমার দ্বীন-দুনিয়া সব ধ্বংস হয়ে যাবে। যেখানেই থাকি না কেন, লাঞ্ছিত অপদস্থ হতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

'আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মানিত করার কেউ নেই।'[৯৪]

এই আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে কুদৃষ্টির অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

৯. স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে বিতর্ক

যখন অন্তর কুদৃষ্টি করার চেষ্টা করে তখন স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে এভাবে বিতর্ক করা উচিত, হে নফস, তোমার নাম এত উঁচু কিন্তু তোমার কার্যকলাপ বড়ই নীচু মানের। তুমি সৃষ্টির দৃষ্টিতে আল্লাহর বন্ধু, অথচ কাজ করছ আল্লাহর দুশমনদের মতো। বাহ্যিকভাবে তুমি মুমিন, কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ফাসেক। ওপরে ওপরে তো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', ভেতরে ভেতরে 'মা কালি মা কালির হৈ-হুল্লা'। প্রকাশ্যে আল্লাহর বান্দা, নির্জনে শয়তানের পূজারি। তোমার জিহ্বা আল্লাহর অন্বেষী, চোখ পরনারীর প্রতি আসক্ত। তুমি মাখলুকের দৃষ্টিতে সুফী-সম্রাট, স্রষ্টার দৃষ্টিতে অপরাধী। তোমার গায়ে সুন্নতী সাজ, অন্তরে কামনার রাজ। সৃষ্টির কাছে তোমার কার্যকলাপ গোপন, কিন্তু স্রষ্টার কাছে সবই পরিষ্কার। বাহিরে বাহিরে তুমি জান্নাতের অন্বেষী, ভেতরে ভেতরে জাহান্নামের ক্রেতা। ভালো হবে, তুমি লোকসানের এই ব্যবসা থেকে ফিরে আসো। ধ্বংসশীল এই ক্ষতিকর সুদ থেকে পেছনে সরে যাও। আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন। হতে পারে আল্লাহপ্রদত্ত অবকাশের আজই তোমার শেষ দিন। এরপর শত আফসোস, অনুতাপ কোনোই কাজে আসবে না।

---

৯৪. সূরা হজ, ১৮

اب پچھتائے کیا ہوت ... جب چڑیا چگ گئی کھیت

'এখন আফসোস করে কী হবে বৎস!
যখন চড়ুই খেয়ে গেছে খেতের শস্য।'

১০. আল্লাহর উপস্থিতির মুরাকাবা

যখন কোনোভাবেই অন্তরকে কুদৃষ্টি থেকে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, তখন আধ্যাত্মিক পথের পথিক আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতি জাগানোর জন্য প্রতি নামাযের পর কিছু সময় এই আয়াত নিয়ে ভাববে :

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

'যেখানেই থাকো, আল্লাহ্ তোমাদের সাথেই আছেন।'[৯৫]

অতঃপর নিজের প্রবৃত্তিকে বোঝাবে যে, দেখো! তুমি কখনো কোনো স্থানে আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টির আড়াল হতে পারবে না। যখন তুমি পরনারীকে দেখতে থাকো তখন সারা জাহানের প্রতিপালকও তোমাকে দেখতে থাকেন। এটা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে নগদ পাকড়াও করছেন না। তুমি যদি এমন করতেই থাকো, তাহলে কতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা এই অনুগ্রহ করতে থাকবেন? কুদৃষ্টির এই তির তোমার রুহানী মৃত্যু ডেকে আনবে। এগুলো অদল-বদল হতে থাকে। তুমি অন্যের নারীদের দিকে কুদৃষ্টি দিচ্ছ, কেউ তোমার নারীদের দিকে অনুরূপ কুদৃষ্টি দেবে।

হে নফস, এ কথা ভালোভাবে জেনে নাও :

جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ
جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ

'যেমন কর্ম তেমন ফল
অবিশ্বাস হলে দেখতে পারো করে,
জান্নাত জাহান্নাম সবই আছে
অবিশ্বাস হলে দেখতে পারো মরে।'

---

৯৫. সূরা হাদীদ, ৪

একটি ভুল

কিছু কিছু যুবক আছে তারা চায় তাদের অন্তরে পরনারীকে দেখার খেয়াল বা চাহিদাই সৃষ্টি না হোক। এমনটা না হওয়ার কারণে তারা অনেক পেরেশান হয়। মনে করতে থাকে আমাদের যিকির-মুরাকাবা করার দ্বারা কোনো উপকার হচ্ছে না। মনে রাখবেন, এটি শয়তানী কুমন্ত্রণা। যদি অন্তরে কুদৃষ্টির আগ্রহই না জাগে তাহলে তা থেকে বেঁচে থাকা কী এমন বীরত্বের কাজ? অন্ধ যদি বলে বেড়ায়, আমি পরনারী দেখি না। তাহলে এতে গর্ব করার কী আছে? মজা তো তখন, যখন পরিপূর্ণ চাহিদা থাকার পরও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে। অন্তরে লজ্জা ও অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারা এবং পরনারীর দিকে দৃষ্টি দেয়া থেকে বেঁচে যাওয়াই অনেক বড় মুজাহাদা। এগুলো সারা জীবনই করতে থাকতে হবে এবং নিজের অলসতার কারণে কান্নাকাটি করে দুআও করতে হবে। যখন এমন অবস্থায় মরতে পারবে, কবরে প্রশান্তির ঘুমে চোখ বুজে যাবে। হয়তো মুনকার-নাকীর ফেরেশতা পরস্পর এরূপ বলাবলি করতে থাকবে :

سرہانے میر کے آہستہ بولو .. ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے

'আস্তে আস্তে কথা বলো শিয়রে,
কেঁদে কেঁদে মাত্রই তো গেল ঘুমের ঘরে।'
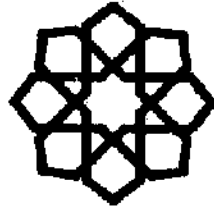
তৃতীয় অধ্যায়

পর্দার বিধান

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জ্ঞানের আলো দান করেছেন। এই সুস্থ জ্ঞানই মানুষ ও পশুজীবনের মূল পার্থক্য। খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রী-সন্তানসংক্রান্ত বিষয়াদিতে মানুষ এবং পশু সমপর্যায়ের। বাসস্থান নির্মাণ করে তাতে বসবাস করার ক্ষেত্রেও এ দুয়ের মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। মানুষের প্রয়োজন বেশি তাই তার আকাশচুম্বী অট্টালিকার দরকার হয়। পক্ষান্তরে পশুদের জীবন সাদাসিধা, তাই তাদের বসবাসের জায়গাও অতি সাধারণ। চড়ুই খড়কুটার বাসায় থাকে। সাপ গর্তে বসবাস করে। আবার বাঘ কাদায় বিশ্রাম করে।

বাকি থাকল পরস্পর মিলেমিশে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা। এ ক্ষেত্রেও অন্যান্য প্রাণী মানুষের থেকে পিছিয়ে নেই। পিঁপড়ার জীবন সমতা ও একতাবদ্ধ জীবনযাপনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মৌমাছির মাঝে উঁচু পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি বিদ্যমান। পাখিদের জীবন যিকির ও ইবাদতসমৃদ্ধ। অবশ্য একটি বিষয় এমন আছে, যে ক্ষেত্রে অন্য প্রাণীদের ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়। তা হচ্ছে লজ্জা ও শালীনতার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ শালীন ও পবিত্র জীবনযাপন করে এবং প্রতি কদমে স্বীয় মনিবের আনুগত্য করে। এই লজ্জা ও শালীনতার দাবি হলো মানুষ অন্যদের সামনে নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে। তা ছাড়া মানবেতিহাসও এই বিষয়টির প্রমাণ বহন করে। হযরত আদম আ. এবং তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া আ.-কে জান্নাতে পরিধানের পোশাক দেয়া হয়েছিল। অতঃপর নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে তাঁদের থেকে জান্নাতী

পোশাক খুলে নেয়া হয়। এ সময় তাঁরা গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ

'আর তারা উভয়েই জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগল।'[৯৬]

সতরের পটভূমিকা

শরীরের গোপনাঙ্গগুলো ঢাকার জন্য আরবীতে 'আওরাত' এবং উর্দু-ফারসিতে 'সতর' শব্দ ব্যবহার করা হয়। আদমসন্তান সেই প্রস্তরযুগ থেকেই নিজেদের গোপনাঙ্গ ঢেকে আসছে। সময়ের সাথে সাথে যখন মানুষের বিবেকবুদ্ধিতে পরিপক্বতা এসেছে এবং মানুষ সামাজিক ও চারিত্রিক শিষ্টাচারে অভ্যস্ত হয়েছে, তখন তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ আরও উন্নত হয়েছে। তা ছাড়া পৃথিবীর সকল ধর্মেই মানুষকে শালীন ও রুচিশীল পোশাক পরিধানের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মে নারীদের পোশাক নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তারা শুধু নিজেদের গোপনাঙ্গই ঢাকত না; বরং হাত, পায়ের পাতা ও চেহারা ছাড়া অবশিষ্ট পুরো শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত। এ যুগেও গীর্জায় বসবাসকারী খ্রিষ্টান নারীদের অনুরূপ পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়। বোঝা গেল, সতর ঢেকে রাখা স্বভাব, প্রকৃতি, যুক্তি এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যাবশ্যকীয়। সকল নবীর শরীয়তেই তা ফরয ছিল।

পর্দার প্রেক্ষাপট

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ জন্য ইসলাম লজ্জাকে ঈমানের অংশ সাব্যস্ত করেছে। লজ্জার দাবি হচ্ছে সমাজ থেকে নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম করেছে এবং বলেছে :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।'[৯৭]

---

৯৬. সূরা আরাফ, ২২
৯৭. সূরা বনী ইসরাঈল, ৩২

মুহাম্মাদী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে স্বচ্ছ প্রস্রবণের ফোয়ারা দ্বারা পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছে। তাই শরীয়তে যে জিনিসকে হারাম করা হয়েছে সাথে সাথে তার মাধ্যমগুলোর ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অভিশপ্ত শয়তানের অনুপ্রবেশের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। যেমন :

► মদ্যপান হারাম করেছে, তো মদ প্রস্তুত করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং অন্য কাউকে প্রদান করাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

► সুদকে হারাম করেছে, তো প্রবঞ্চনাময় চুক্তি দ্বারা অর্জিত মুনাফাকেও সুদের মতো অপবিত্র সাব্যস্ত করেছে।

► শিরককে হারাম করেছে, তো প্রাণীর ছবি আঁকা এবং মূর্তি বানানোকেও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে।

► ব্যভিচারকে হারাম করেছে, তো পরনারীর দিকে দেখা, তাকে স্পর্শ করা, উত্তেজনা উদ্রেককর কথা বলা এবং মনে মনে কল্পনা করাকেও নিষিদ্ধ করেছে।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, পর্দাহীনতা ব্যভিচারের প্রধান কারণ। তাই ইসলাম নারীদের নিজেকে পর্দায় আবৃত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সুস্থ রুচিবোধ ও পবিত্র আত্মার অধিকারীরা নিজ থেকেই পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। তাই তো পঞ্চম হিজরীতে হযরত উমর রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করেন :

> يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ
>
> ‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনার পত্নীগণের নিকট ভালো-মন্দ সব ধরনের লোকই আসে। আপনি যদি তাদেরকে পর্দার নির্দেশ দিতেন!

এরপর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।’[৯৮]

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহিমাহুল্লাহ ‘মাআরিফুল কুরআন’ গ্রন্থে লেখেন, কুরআন মাজীদে পর্দার বিধান সংশ্লিষ্ট সাতটি আয়াত এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তরটি হাদীস রয়েছে। পর্দা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারীরা যথাসম্ভব ঘরেই অবস্থান করবে। কখনো কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে চাদর বা বোরকা দ্বারা স্বীয় শরীর ও সৌন্দর্য ঢেকে নেবে।

৯৮. বর্ণনাকারী আনাস ইবনু মালিক রাযি., মুসনাদু আহমদ, ১৫৭; সহীহ বুখারী, ৪৪৮৩

সতর ও পর্দার তুলনামূলক পার্থক্য

সতর তথা গোপনীয় অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা এবং পর্দা এক জিনিস নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। সতর ও পর্দার তুলনামূলক পার্থক্য নিম্নরূপ :

১.

► সতর ঢেকে রাখা সকল ধর্মেই আবশ্যকীয় বিষয়।

► পর্দার বিধান উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং পঞ্চম হিজরীতে তা ফরয করা হয়েছে।

২.

► মানুষের সামনে বা একাকী নির্জনে সর্বাবস্থায় সতর ঢেকে রাখা জরুরি।

► নারীদের জন্য পরপুরুষের সামনে পর্দা করা আবশ্যক।

৩.

► সতর ঢাকা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই আবশ্যক।

► পর্দায় থাকা শুধু নারীদের ওপর ফরয।

৪.

► সতর ঢেকে রাখা লজ্জা ও শালীনতার প্রথম স্তর।

► পর্দা করা লজ্জা ও শালীনতার সর্বোচ্চ স্তর।

পর্দার দলিলসমূহ

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে একদিকে যেমন বস্তুবাদের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে, অপরদিকে সর্বত্র নগ্নতা ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ছে। ইংরেজ সভ্যতার প্রভাবে ফ্যাশনপূজা ও নির্লজ্জতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির মেয়েরা পর্দা করাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করতে শুরু করেছে। তাই এখানে কুরআন-হাদীসের আলোকে পর্দার গুরুত্ব ও আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

কুরআন মাজীদে পর্দার দলিল

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'আর তোমরা (নারীরা) নিজেদের ঘরে অবস্থান করো এবং জাহেলি যুগের ন্যায় নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন কোরো না।'[৯৯]

এই আয়াতে নারীদের আদেশ দেয়া হয়েছে যে, সাধারণত তারা ঘরেই অবস্থান করবে। ঘরের ভেতরে থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করবে। শরীয়ত নারীদের ওপর এমন কিছু আবশ্যক করেনি যার জন্য তাকে ঘরের বাইরে বের হতে হয়। সাময়িক প্রয়োজনগুলো তো বাধ্যবাধকতা ও অপারগতার পর্যায়ে পড়ে। এতৎসত্ত্বেও নারীরা যত বেশি ঘরে থাকবে ততই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

وَأَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا

'নারীরা তখন আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে, যখন তারা নিজেদের ঘরে থাকে।'[১০০]

তাবরানী শরীফের এক বর্ণনায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا مُضْطَرَّةً

'শুধু শরয়ী অপারগতা দেখা দিলেই নারীরা বাইরে বের হতে পারবে।'[১০১]

এ জন্য খুব বেশি প্রয়োজন দেখা দিলে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয আছে। আরবীতে প্রবাদ আছে :

لَا تُحْفَظُ الْمَرْأَةُ إِلَّا فِيْ بَيْتِهَا

'নিজ ঘর ছাড়া নারীরা কোথাও নিরাপদ নয়।'

নবীপত্নীগণ ঘরের ভেতরে অবস্থান করতেন এবং সফরে হাওদা বা তাঁবুতে

---

৯৯. সূরা আহযাব, ৩৩

১০০. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., সহীহ ইবনু হিব্বান, ৫৫৯৯। সহীহ।

১০১. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযি., তাবরানী, ১৩৮৭১। সনদ দুর্বল।

থাকতেন। হযরত আয়শা রাযি.-এর অপবাদের ঘটনা সংঘটনের একটি কারণ এটিও যে, সাহাবায়ে কেরাম মনে করেছিলেন হযরত আয়শা রাযি. হাওদার ভেতরেই আছেন। অথচ তখন তিনি তাঁর হারিয়ে যাওয়া হার খুঁজতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের স্থানে গিয়েছিলেন।

এই আয়াতে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যে, জাহেলি যুগের ন্যায় বেপর্দা হয়ে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা যাবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো ইসলামের প্রথম যুগে বেপর্দার কারণ ছিল ইসলামপূর্ব অজ্ঞতা। আর এ যুগে বেপর্দার কারণ হচ্ছে ইসলাম-পরবর্তী আধুনিক বেহায়াপনা। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু কিছু নারী তো পর্দার বিরোধিতা করার মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষিত হওয়ার প্রমাণ দিতে চায়।

২. আল্লাহ্ তাআলার বাণী :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

'আর যখন তোমরা তাদের কাছে কিছু চাও পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটিই তোমাদের এবং তাদের উভয়ের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতা।'[১০২]

এই আয়াতে সাহাবীদের এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের যদি নবীপত্নীদের থেকে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তারা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। অর্থাৎ চারদেওয়ারির পর্দা যদি না থাকে তাহলে চাদরের পর্দা হলেও থাকতে হবে। সামনা-সামনি দেখা দেয়া জায়েয নেই। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে, একদিকে সাহাবায়ে কেরামদের মতো পরিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব, অপরদিকে নবীপত্নীদের মতো পবিত্র সত্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে পর্দার আড়াল হয়ে কথা বলতে বা লেনদেন করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এই পদ্ধতিই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য সহায়ক।

৩. আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ

---

১০২. সূরা আহযাব, ৫৩

'হে নবী, আপনার স্ত্রী, মেয়ে এবং মুমিনদের স্ত্রীদের বলে দিন তারা যেন চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করে নেয়।'[১০৩]

আরবীতে 'جَلَابِيبُ' শব্দটি 'جِلْبَابٌ' এর বহুবচন। এর দ্বারা ওই চাদরকে বোঝানো হয়েছে যা নারীরা বুকের ওপর জড়িয়ে রাখে। 'مِن جَلَابِيبِهِنَّ' অংশে 'مِن' অব্যয়টি অংশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ চাদরের কিছু অংশ নিজেদের চেহারায় টেনে নাও। এতে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, এই নারী সম্ভ্রান্ত বংশের। তাকে বিরক্ত করা যাবে না। কোনো মুনাফিক বা বদমাইশ লোক তাকে উত্ত্যক্ত করতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন, মুসলিম নারীদেরকে নিজ মাথা ও চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। শুধু এক চোখ খোলা রাখবে, যাতে চলাফেরা করতে অসুবিধা না হয়।[১০৪] বর্তমানের প্রচলিত বোরকা 'জিলবাবের' স্থলাভিষিক্ত।

৪. আল্লাহর তাআলার বাণী :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

'এবং নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে যে অংশটুকু খোলা থাকে তা ছাড়া।'[১০৫]

বোঝা গেল, নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। অবশ্য কাজকর্মের অপারগতার দরুন যেটুকু অংশ খোলা রাখতে বাধ্য তা খোলা জায়েয। 'زِينَةٌ' দ্বারা ওই সকল জিনিস উদ্দেশ্য, যেগুলো মানুষ নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শোভনীয় করার জন্য ব্যবহার করে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি.-এর মতে 'إِلَّا مَا ظَهَرَ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কাপড়ের সৌন্দর্য বা পরিধেয় কাপড়। কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলার বাণী :

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

'প্রতি নামাযের সময় তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ করো।'[১০৬]

---

১০৩. সূরা আহযাব, ৫৯
১০৪. তাফসীরে তাবারী, ২০/৩২৪
১০৫. সূরা নূর, ৩১
১০৬. সূরা আরাফ, ৩১

এই আয়াতে ‘زِيْنَةٌ’ দ্বারা কাপড় এবং ‘مَسْجِدٌ’ দ্বারা নামায উদ্দেশ্য। এই অর্থ অনুযায়ী নারীদের স্বীয় সৌন্দর্য এবং কাপড় প্রকাশ করাও নিষেধ। সুতরাং বোঝা গেল, সৌন্দর্যের শারীরিক অংশগুলো প্রকাশ করা অতি অবশ্যই নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে আয়াতের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। অর্থাৎ বোরকা, স্কার্ফ ইত্যাদি ঢেকে রাখার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ ছাড়া ভেতরের অন্যান্য কাপড় এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি.-এর মতে ‘زِيْنَةٌ’ দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যানুযায়ী অর্থ হবে জরুরি কাজের জন্য (যেমন : রোগের চিকিৎসা, পরিচয় প্রদান বা সাক্ষ্যদানের জন্য বিচারকের সামনে সৌন্দর্যের অঙ্গ প্রকাশ করতে বাধ্য হলে) অপারগতাবশত তা খোলা জায়েয। এখানে সৌন্দর্যের অঙ্গ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে চেহারা এবং হাতের কব্জি। কেননা এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, নারীর চেহারা দেখার দ্বারা যদি কামবাসনা জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে নারীর জন্য চেহারা ঢেকে রাখা এবং পুরুষ নারীর চেহারার দিকে দেখা থেকে বিরত থাকা ফরয। এ কারণেই পরিচয়ের জন্য বিচারককে যদি কোনো নারীর চেহারা দেখার প্রয়োজন পড়ে তাহলে কামবাসনা ছাড়া একবার দেখা জায়েয। দ্বিতীয়বার দেখা হারাম।

৫. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

> وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
>
> ‘যে সকল বৃদ্ধ নারীরা বিয়ের আশা রাখে না, তারা যদি স্বীয় সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের কাপড় খুলে রাখে, তাহলে তাদের কোনো গুনাহ নাই। তবে তা থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।’[১০৭]

যে সকল বৃদ্ধ নারী বিয়ের উপযুক্ত নয় এবং যাদের দেখার দ্বারা পুরুষের মাঝে কামবাসনা জাগে না, শরীয়তে সে সকল বৃদ্ধ নারীদের সাথে পর্দাকে শিথিল করা

---

১০৭. সূরা নূর, ৬০

হয়েছে। মাহরাম পুরুষের সামনে নারীদের যে সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক নয়, বৃদ্ধ নারীদের জন্যও পরপুরুষের সামনে সে সকল অঙ্গ ঢাকা আবশ্যক নয়। তবে এই আয়াতে সৌন্দর্য প্রকাশ না পাওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। সেই সাথে এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি পরপুরুষের সামনে আসা থেকে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে তাদের জন্য তা-ই উত্তম। একটি প্রসিদ্ধ আরবী প্রবাদ হচ্ছে :

لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ

'পড়ে যাওয়া প্রতিটি বস্তুরই উত্তোলনকারী রয়েছে।'

ভাবার বিষয় হলো, বৃদ্ধ মহিলাদের সাথেই যদি এতটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, তাহলে যুবতি মেয়েদের জন্য পর্দাপালন কতটা জরুরি?

৬. আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'সম্পদ ও পুত্রসন্তান পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।'[১০৮]

এই আয়াতে বিশেষভাবে সম্পদ ও ছেলেসন্তানকে 'যীনত' তথা সৌন্দর্য বলা হয়েছে এবং কন্যাসন্তানকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ কারণে যে, নারী লুকানোর জিনিস; প্রদর্শন করার জিনিস না। এ থেকেও নারীদের পর্দার আড়ালে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং মুসলিম নারীদের উচিত তারা যেন পর্দার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয় এবং এ কথা খুব ভালোভাবে বুঝে নেয় যে :

اَلْحِجَابُ اَلْحِجَابُ قَبْلَ الْعَذَابِ

'পর্দা, পর্দা! শাস্তি আসার আগেই করো সর্বদা।'

হাদীস শরীফ থেকে পর্দার দলিল

হাফেয ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে লেখেন, সচ্চরিত্র ও সম্ভ্রান্ত নারীর নিদর্শন হলো ঘোমটা বা নিকাব। যাতে লম্পট, বদমাইশ লোকেরা তাকে উত্ত্যক্ত করতে না পারে। হযরত ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত :

أَمَرَ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ فِيْ حَاجَةٍ أَنْ

---

১০৮. সূরা কাহাফ, ৪৬

يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً

'আল্লাহ তাআলা মুমিনদের স্ত্রীদের আদেশ করেছেন, যখন কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয় তারা যেন চাদর দিয়ে মাথার দিক থেকে নিজেদের চেহারা ঢেকে নেয় এবং এক চোখ খোলা রাখে।'[১০৯]

এ থেকে বোঝা যায় যে, বেপর্দায় থাকা সম্ভ্রান্ত ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নারীদের কাজ নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

'নারী গোপন রাখার জিনিস।'[১১০]

সুতরাং এটি নারীদের দায়িত্ব যে, তারা পরপুরুষদের থেকে নিজেদের গোপন রাখবে। যদি নিজ ঘরে অবস্থানের মাধ্যমে গোপন রাখে তাহলে তা সবচেয়ে উত্তম। যাতে করে কোনো পুরুষ তাদের চালচলন পর্যন্ত দেখতে না পারে। যদি কখনো কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হয়, তাহলে শরীর ও পরিধেয় কাপড়ের সৌন্দর্য বোরকা, হিজাব ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে নেবে। এমন যেন না হয় যে, কোনো দুষ্কৃতকারীর দৃষ্টি পড়ে গেল আর সে ওই নারীর ইজ্জত লুটার কৌশল আঁটতে থাকল।

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করলেন : "مَا خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ؟" (নারীদের জন্য কোন জিনিস উত্তম?)

সাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন। কেউ কোনো জবাব দিলেন না। সে সময় কোনো কারণে আমাকে ঘরে যেতে হয়েছিল। আমি হযরত ফাতেমা রাযি.-কে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন :

خَيْرٌ لَهُنَّ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ

'তাদের জন্য উত্তম হলো পুরুষদেরকে দেখা না দেয়া এবং নিজেরাও পুরুষদের দেখা থেকে বিরত থাকা।'

---

১০৯. তাফসীরে তাবারী, ২০/৩২৪

১১০. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, তিরমিযী, ১১৭৩। হাসান সহীহ।

আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তরটি জানালে তিনি খুশি হয়ে বললেন :

إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي

'সে তো আমারই একাংশ।'[১১১]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন,

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ

'লজ্জা ঈমানের অংশ।'[১১২]

পর্দার উৎপত্তি লজ্জা থেকে। আর লজ্জা নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। নারী যখন এই সহজাত স্বভাবের বিপরীত কাজ করতে থাকে তখন সে নির্লজ্জ হয়ে যায় এবং লজ্জা-শরমকে গুটিয়ে একপাশে রেখে দেয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

'যখন তোমার লজ্জাবোধই নেই তখন তুমি যা খুশি করো।'[১১৩]

এ থেকে বোঝা যায় যে, নির্লজ্জতাই বেপর্দার প্রধান কারণ। আল্লাহ তাআলা যেন কাউকেই লজ্জার মতো নেয়ামত থেকে বঞ্চিত না করেন। আমীন।

হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

'নারী গোপন রাখার জিনিস। যখন সে বাইরে বের হয় শয়তান তাকে উত্ত্যক্ত করে।'[১১৪]

---

১১১. বর্ণনাকারী আলী ইবনু আবি তালিব রাযি., হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২/৪০, ২/৪১, ২/১৭৪। সনদ দুর্বল।

১১২. মুসনাদু আহমাদ, ১০৫১২; তিরমিযী, ২০০৯; ইবনু হিব্বান, ৬০৮। উপরিউক্ত হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযি. থেকে গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত, কিন্তু বুখারী-মুসলিমের রেওয়ায়েত হচ্ছে, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ (আর লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, বুখারী, ৯; মুসলিম, ৩৫) উপরিউক্ত দুই বর্ণনার মাঝে অর্থগত তেমন পার্থক্য নেই।

১১৩. আবু মাসউদ উকবা ইবনু আমির রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, সহীহ বুখারী, ৩৪৮৩

১১৪. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., তিরমিযী, ১১৭৩; মুসনাদু বাযযার, ২০৬১; সহীহ ইবনু খুযাইমা, ১৬৮৫। হাসান সহীহ।

শয়তান উত্ত্যক্ত করার দুটি অর্থ হতে পারে।

প্রথমত, অভিশপ্ত শয়তান তাকে ঘর হতে বের হতে দেখেই অত্যন্ত খুশি হয় যে, এখন তাকে পরপুরুষের দিকে বা পরপুরুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করা সহজ হয়ে যাবে। অতঃপর শয়তান ওই নারীকে কুদৃষ্টির শিকার বানায় এবং পুরুষদেরকে তার জালে ফাঁসিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত, কামবাসনা চরিতার্থকারী ও প্রবৃত্তিপূজারি লোকেরা নারীদের ঘর থেকে বের হতে দেখলে তাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ সকল বদমাইশ ও পাপাচারী লোকগুলো শয়তানের মতোই। তাই তাদের উত্ত্যক্ত করাকেই শয়তানের উত্ত্যক্ত করা বলা হয়েছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

'আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে ভয়াবহ কোনো ফিতনা দেখি না।'[১১৫]

এ থেকে বোঝা গেল যে, পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে নারী। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, পর্দা আবশ্যক হওয়ার ভিত্তি হলো ফিতনা। এ জন্যই বৃদ্ধা নারী—যাদের প্রতি আকর্ষণ জাগে না—তাদের ক্ষেত্রে চেহারার পর্দাকে শিথিল করা হয়েছে। যুবতি মেয়েদের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ প্রাকৃতিকভাবেই বেশি থাকে। তাই যুবতিদের পরিপূর্ণ পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো নারী যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বাইরে যেতে চায় তাহলে সে পর্দার সাথে বের হবে। যাতে করে তার দ্বারা শয়তান পুরুষদের ফিতনায় ফেলতে না পারে।

ইমাম আহমাদ রহ. আম্মাজান হযরত আয়শা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন :

قَالَتْ كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِيَ الَّذِيْ دُفِنَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِيْ فَأَضَعُ ثَوْبِيْ، وَأَقُوْلُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِيْ وَأَبِيْ، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُوْدَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِيْ، حَيَاءً مِنْ عُمَرَ

'হযরত আয়শা রাযি. বলেন, আমি আমার সেই ঘরে প্রবেশ করতাম যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমার পিতাকে দাফন করা হয়েছে। সেখানে আমি আমার চাদর খুলে

১১৫. বর্ণনাকারী উসামা ইবনু যায়িদ রাযি., সহীহ বুখারী, ৫০৯৬; সহীহ মুসলিম, ২৭৪০

রাখতাম, আর ভাবতাম এখানে তো আমার স্বামী এবং পিতাকেই দাফন করা হয়েছে। কিন্তু যখন হযরত উমর রাযি.-কে তাঁদের সাথে দাফন করা হলো আমি তাঁর লজ্জার কারণে ভালোভাবে চাদর জড়ানো ছাড়া কখনো সেখানে প্রবেশ করতাম না।'[১১৬]

এ থেকে পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত যে, হযরত আয়শা রাযি. কবরস্থ মৃত ব্যক্তি থেকেও পর্দা করেছেন। অথচ এ যুগের আধুনিক নারীরা জলজ্যান্ত জাগ্রত পুরুষদের থেকেও পর্দা করে না। এ সকল আধুনিক নারীদের জন্য হযরত আয়শা রাযি.-এর এ আমল একটি আদর্শ মাইলফলক।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى، لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ قَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟

'আম্মাজান উম্মু সালামা রাযি. বলেন, একদিন আমি আর মায়মূনা রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করছিলাম, ইত্যবসরে হযরত ইবনু উম্মে মাকতুম রাযি. (অন্ধ সাহাবী) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রবেশ করলেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পর্দা করার আদেশ করে বললেন, তোমরা তাঁর থেকে পর্দা করো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না! তা ছাড়া তিনি আমাদেরকে চিনতেও পারছেন না। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাহলে তোমরাও কি অন্ধ হয়ে গেলে? তোমরা কি (তাকে) দেখতে পাচ্ছ না?'[১১৭]

পর্দার গুরুত্বের ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও বড় দলিল আর কী হতে পারে?

---

১১৬. মুসনাদু আহমাদ, ২৫৬৬০; মুসতাদরাকু হাকীম, ৪৪০২, ৬৭২১। সহীহ।

১১৭. বর্ণনাকারী উম্মে সালাম রাযি., সুনানু আবি দাউদ, ৪১১২; তিরমিযী, ২৭৭৮; সুনানুল কুবরা, ৯২৪১; মুসনাদু আহমাদ, ২৬৫৩৭। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে ইমাম আবু দাউদের সনদ হাসান লিগাইরিহী।

যুক্তির আলোকে পর্দার প্রমাণ

১. এক বুযুর্গ রেলগাড়িতে করে লাহোর থেকে জ্যাকবাবাদ যাচ্ছিলেন। পথে এক স্টেশনে স্যুট-কোট পরা আধুনিকমনা এক যুবক আরোহণ করল। কিছুক্ষণ পর যুবকটি বুযুর্গকে বলতে লাগল, আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আপনি একজন আলেম। যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি? বুযুর্গ বললেন, জি, অবশ্যই বলতে পারেন। যুবক বলল, ইসলামে নারী-পুরুষ একসাথে মিলেমিশে কাজ করার অনুমতি নেই কেন? বুযুর্গ তাকে কুরআন-হাদীসের আলোকে বেশকিছু দলিল বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু যুবক এই উত্তরে আশ্বস্ত হতে পারল না। তাই সে বলতে লাগল, জনাব! আমাকে একটু যুক্তির আলোকে বুঝিয়ে বলুন। এভাবে কাজ করলে কী সমস্যা?

তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, নারী-পুরুষ একত্রে কাজ করার ফলে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকবে। যার ফলে উঠতে বসতে সংসার উজাড় হয়ে যাবে। কুমারী মেয়ে বিয়ের আগেই মা হয়ে যাবে। সমাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে। যুবক বলল, যদি মানুষ নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে তাহলে তো সহশিক্ষা ও একত্রে চাকরি করার দ্বারা কোনো সমস্যা হবার কথা না।

বুযুর্গ বুঝতে পারলেন যে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আঙুল একটু বাঁকা করতে হবে। এ যুবক যুক্তিতে অন্ধবিশ্বাসী। তার বিবেকবুদ্ধির ওপরও আবরণ পড়ে গেছে। সুতরাং তাকে একটু ভিন্নভাবে বোঝাতে হবে। বুযুর্গের ব্যাগে লেবু ছিল। তিনি একটা লেবু বের করে চার টুকরা করলেন এবং তা থেকে এক টুকরা নিয়ে চুষতে লাগলেন। গরমের তীব্রতার কারণে যুবকটি বারবার লোলুপ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাচ্ছিল। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, কী দেখছ তুমি? যুবক বলল, লেবু দেখলে জিভে জল চলে আসে। বুযুর্গ বললেন, কেন ভাই, এখন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা কোথায় গেল? লেবু দেখলে যেমন জিভে জল এসে যায়, তদ্রূপ পরনারীকে দেখলেও যুবকদের অন্তরে গুনাহের আগ্রহ জেগে ওঠে। আর এটিই ব্যভিচারের প্রথম কারণ। এই মন্দ পথ বন্ধ করার জন্যই ইসলাম ধর্ম নারীদের আদেশ দিয়েছে যে, প্রথমত নিজেদের ঘরেই অবস্থান করো। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া ঘর থেকেই বের হয়ো না। এরপরও যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বের হতে হয় তাহলে পর্দা দিয়ে নিজেকে আবৃত করে বের হও; যাতে পরপুরুষের দৃষ্টি না পড়ে এবং সে কোনো বিপদে পড়ে না যায়। যুবকটি লজ্জায় মাথা নত করে নিল।

২. যদি কোনো ব্যক্তিকে এক শহর থেকে অন্য শহরে এক লক্ষ টাকা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে প্রথমত ওই ব্যক্তি টাকা নিয়ে বের হতে ভয় পাবে যে, পথে কোনো পকেটমার পকেট কেটে টাকা নিয়ে না যায়। তা ছাড়া কোনো ছিনতাইকারী বা মলমপার্টি যদি কোনোভাবে জানতে পারে তার কাছে এক লক্ষ টাকা আছে, তাহলে তো তাকে জানে মেরে ফেলবে এবং টাকাও ছিনিয়ে নেবে। তারচেয়ে বরং ব্যাংক, বিকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যালেন্স ট্রান্সফার করাই অধিক নিরাপদ। এতে কেউ জানার বা টাকা ছিনিয়ে নেয়ার ভয় নেই। তারপরও যদি ওই ব্যক্তিকে নিজে গিয়ে টাকা পৌঁছে দিতে বাধ্য করা হয় এবং এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকে, তাহলে বিশেষ অপারগতাবশত সে নিজে টাকা নিয়ে বের হলেও টাকাগুলো ভালোভাবে কোনো গোপন জায়গা বা পকেটে রাখবে এবং পুরো রাস্তা খুব সতর্ক থাকবে। এমনটি কখনো হবে না যে, সে স্টেশনে মানুষের সামনে টাকা বের করে গুণতে থাকবে। এমন করা মানে তো অন্যদের আহ্বান করা যে, ভাই আসো, আমাকে মেরে টাকাগুলো নিয়ে যাও!

অনুরূপভাবে কোনো নারীকে যদি বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হয়, প্রথমত সে ইতস্ততবোধ করবে, শুধু শুধু আমাকে বাইরে যেতে হবে কেন? তারপরেও বিশেষ প্রয়োজন, একান্ত অপারগতা ইত্যাদি কারণে যেতে বাধ্য হলে নিজেকে পর্দায় আবৃত করে বের হবে এবং পথে খুব সতর্ক থাকবে। হঠাৎ কোনো বদমাইশ যেন তার পিছু না নেয়। এটি কখনো হতে পারে না যে, সে পরপুরুষের আড্ডায় গিয়ে নিজের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে এবং নিজের ইজ্জত-আবরুকে বিপদের দিকে ঠেলে দেবে। সামান্য অসাবধানতার কারণে কোনো লম্পট যদি তার পেছনে লেগে যায় তাহলে সে তার সম্মান-সম্ভ্রম লুটে নেবে এবং জানে মেরে ফেলবে। এ জন্যই শরীয়তে পর্দার বিধান আরোপ করা হয়েছে, যাতে করে নারীর সম্মান-সম্ভ্রমের দিকে কেউ হাত বাড়াতে না পারে।

যে সকল নারীরা ফ্যাশন করতে গিয়ে বেপর্দা হয়ে হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ায়, তাদের শ্লীলতাহানির নানা ঘটনা প্রতিদিনই পত্রিকাগুলোর শোভা বর্ধন করে। অন্যদের নিয়ে হাসি-তামাশা করতে করতে তারা নিজেরাই অন্যদের তামাশার পাত্রে পরিণত হয়।

৩. কোনো ব্যক্তি যদি কসাইয়ের দোকান থেকে কয়েক কেজি গোশত ক্রয় করে তাহলে সে গোশতগুলো কোনো কাপড় বা ব্যাগে লুকিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। এমনটি

কখনো হবে না যে, সে গোশত ক্রয় করে একটি প্লেটে নিয়ে তা মাথায় করে পথে চলতে থাকবে। কেননা তার ভয় থাকে কাক, চিল বা অন্যান্য পাখি ছোঁ মেরে গোশত নিয়ে উড়ে যাবে। অনুরূপভাবে পঞ্চাশ কেজি ওজনের কোনো যুবতি যদি বেপর্দা হয়ে পথে বের হয়, তাহলে মানুষরূপী পশুগুলো তার চারপাশে আনাগোনা করতে থাকবে। কখনো সুযোগ বুঝে পুরো পঞ্চাশ কেজিই সাবাড় করে দেবে। এ জন্য পুণ্যবতী নারীরা পর্দাবৃত হয়ে বাইরে বের হয়। যাতে করে তাদের জীবন, সম্পদ এবং ইজ্জত-আবরুর ওপর কোনো আক্রমণ না আসে। চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যে সকল অভিভাবকরা নিজেদের মেয়েদেরকে বেপর্দা হয়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়, তাদের নিকট কি নিজেদের মেয়েদের কয়েক কেজি গোশতের সমান মূল্যও নেই? অথচ পাখি ছোঁ মেরে গোশত নিয়ে গেলে কিছু টাকা নষ্ট হবে; যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব। কিন্তু কেউ যদি মেয়ের ইজ্জত লুটে নেয়, তাহলে এই ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হবার নয়। মন থেকে ধিক্কার আসে,

'এখন আফসোস করে হবে কী,

যখন খেত সাবাড় করে গেছে পাখি?'

৪. প্রতিটি মানুষকেই আল্লাহ্ তাআলা স্বভাবজাত আত্মমর্যাদাবোধ দান করেছেন। সে কখনোই এটা চায় না যে, কোনো পরপুরুষ তার ঘরের নারীদের দিকে কুদৃষ্টি দিক। যদি কাউকে তার নিকটাত্মীয় কোনো নারীর সাথে খারাপ কিছু করতে দেখে, সে কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না; বরং তা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে, বাবা নিজের মেয়েকে, ভাই তার বোনকে এবং ছেলে নিজ মাকে হত্যা করে ফেলে। পত্রিকাগুলোতে প্রতিদিনই এ ধরনের সংবাদ আসতে থাকে। একজন নারীর বেপর্দা ও অশালীন চলাফেরা কয়েক বংশের মান-সম্মান ধুলোয় মিটিয়ে দেয়। সুতরাং মানবিক আত্মমর্যাদাবোধ এবং মুমিন হিসেবে ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধের দাবি হলো, নারীরা হিজাব পরে পর্দার সাথে বাইরে বের হবে। আর পুরুষরা নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখবে, যাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।

৫. নারীদের সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِيْنٍ

'তারা ধর্ম-কর্ম ও জ্ঞানবুদ্ধির দিক থেকে অসম্পূর্ণ।'[১১৮]

নারীদের সাধারণ চরিত্র হচ্ছে, তারা খুব সহজে ফেঁসে যায় এবং অন্যদেরও সহজেই নিজ ফাঁদে ফাঁসিয়ে দেয়। বড় বড় জ্ঞানীগুণীদের বিবেকবুদ্ধির ওপরও পর্দা ফেলে দেয়। আবেগপ্রবণ হওয়ার ফলে প্রতি মুহূর্তে স্বভাবপ্রকৃতি পরিবর্তন হতে থাকে। এ জন্যই শরীয়ত স্বামীকে তালাকের একচ্ছত্র অধিকার দান করেছে। কেননা নারীদের তালাক প্রদানের অধিকার দেয়া হলে দৈনিক সত্তরবার করে তালাক দিত এবং সত্তরবার করে তা ফিরিয়ে নিত।

নারীরা কারও প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে নিজের সবটাই তাকে উজাড় করে দেয়। আবার কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাকে জীবিত দেখাও পছন্দ করে না। ঘরের ভেতর বাড়াবাড়ি তারাই করে, আবার বাইরে এসে তারাই লোকদের সামনে নিজেকে মজলুম হিসেবে পেশ করে। মনে মনে কোনো কাজের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও মুখে 'না, না' বলতে থাকে। সামান্য পান থেকে চুন খসলেই স্বামীর সারা জীবনের সদাচরণকে পানিতে ভাসিয়ে দেয়। বলতে থাকে, তোমার সংসারে এসে কী পেয়েছি? তুমি তো সবকিছু নিজের জন্যই করো। আমার জন্য কী করেছ? অতি সাধারণ বিষয়ে অভিশাপ দিতে থাকে। সামান্য দুর্বলতায় নিজের মৃত্যু কামনা করতে থাকে। সম্পদের লোভ এত বেশি যে, স্বামী যদি বলে আমি তোমার শরীরে লোহার পেরেক ঠুকব, কিন্তু তা স্বর্ণের পেরেকে পরিণত হবে, তৎক্ষণাৎ বলতে থাকবে, তবে দেরি কিসের? জলদি ঠুকছেন না কেন?

সর্বদাই ক্রোধ ও হিংসার অনলে পুড়ে ভুনা হতে থাকে। ফ্যাশনের প্রতি এতটাই আসক্ত, অন্য কেউ তার মতো কাপড় পরিধান করাকে মেনে নিতে পারে না। কোনো জামা একবার পরেছে তো খুলে কাউকে দিয়ে দিলে ভালো হয়। পুনরায় ধুয়ে পরতে নারাজ। সামান্য প্রশংসায় ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়। শত্রুকে বন্ধু এবং পরকে আপন ভাবায় পটু। স্বভাবপ্রকৃতির এমন উত্থান-পতনের কারণেই তাদেরকে বিবেকবুদ্ধির দিক থেকে অসম্পূর্ণ ধরা হয়েছে। এ কারণে নিজ ঘরের চারদেওয়ারিতে থাকাই তাদের জন্য উত্তম।

পরিপূর্ণ পাগলকে পাগলাগারদে রাখা হয়। নারী যেহেতু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অসম্পূর্ণ তাই তাদের আরেকটু বড় জায়গা অর্থাৎ ঘরের চারদেওয়ারিতে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দায় আবৃত হয়ে মাহরাম পুরুষের

---

১১৮. বর্ণনাকারী আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযি., সহীহ বুখারী, ১৪৬২; সহীহ মুসলিম, ৭৯

সাথে বের হবে। যাতে তার দ্বারা কারও ঈমান হরণ না হয় এবং কারও দ্বারা তার সম্ভ্রমহানি না হয়।

শরয়ী পর্দার তিনটি স্তর

পবিত্র কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, শরয়ী পর্দার তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথমটি সর্বোত্তম, দ্বিতীয়টি মাঝামাঝি পর্যায়ের এবং তৃতীয়টি নিম্ন পর্যায়ের। নারীদের অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে প্রত্যেক নারীকেই কোনো না কোনো স্তরের ওপর আমল করা আবশ্যক। শরীয়ত মানুষের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করে এ ক্ষেত্রে তিনটি স্তরের সুযোগ রেখেছে। পর্দার বিধানের ভিত্তি ফিতনার ওপর। এই ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য যতটুকু সতর্ক থাকা প্রয়োজন সে অনুপাতেই পর্দা করা জরুরি।

১. সর্বোত্তম স্তর

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

'আর তোমরা (নারীরা) নিজেদের ঘরে অবস্থান করো।'[১১৯]

এই আয়াত অনুযায়ী নারীদের জন্য পর্দার সর্বোত্তম স্তর হচ্ছে তারা নিজেদের ঘরের চারদেওয়ারিতে অবস্থান করবে। নিজের ঘরকে নিজের জান্নাত মনে করবে। গৃহস্থালির কাজকর্ম, দুআ-ইবাদত ইত্যাদি সম্পন্ন করার পর অবসর সময়টুকুতে নারীরা ঘরের আঙিনায় ঘুরাফেরা বা খেলাধুলাও করতে পারে। মেয়েরা পরস্পর লুকোচুরি, রশি টানাটানি, পেঙ্গুইন খেলা, অল্প-স্বল্প যোগব্যায়াম, মেশিনে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। আঙিনা ছোট হলে চারপাশ পর্দা দিয়ে ঢেকে নেবে। যাতে করে শরীরচর্চাও হয়ে যায় এবং পরপুরুষের কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থেকে পর্দানশিন নারী নিজের ঘরে, নিজের ভুবনে নিজের মতো করে ব্যস্ত থাকতে পারে। কোনো ধরনের ভয়, শঙ্কা, চিন্তা, পেরেশানী ছাড়াই শরীয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে শরীরচর্চাও হয়ে গেল, পর্দার বিধানও লঙ্ঘিত হলো না। অবশ্য অধিকাংশ নারীরাই ঘরে ঝাড়ু, মুছা, কাপড় ধোয়া, আয়রন

---

১১৯. সূরা আহযাব, ৩৩

করা, রান্নাবান্না, খাবার পরিবেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত শরীরচর্চার প্রয়োজন বোধ করে না।

বোঝা গেল ঘরে থেকেই নারীর সকল প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব। এ স্তরের পর্দার ওপর আমলকারী নারীরা আল্লাহর ওলী এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনকারী।

২. মধ্যম স্তর : (বোরকা দ্বারা পর্দা)

একান্ত অপারগতার দরুন কোনো নারী বাইরে যেতে বাধ্য হলে বোরকা বা চাদর দ্বারা ভালোভাবে নিজেকে ঢেকে নেবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

'চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করে নেবে।'[১২০]

বর্তমানে পর্দানশিন নারীরা বোরকা দ্বারা নিজেদের শরীর আবৃত করে। পাশাপাশি মোজা পরে হাত-পায়ের সৌন্দর্যও ঢেকে নেয়। আবার কোনো কোনো নারী টাইটফিটিং বোরকা পরে। এ সবই 'জিলবাবের' অন্তর্ভুক্ত। যদিও এ ধরনের বোরকা পরিধানে পরপুরুষের কাছে শরীরের গঠন-আকৃতি, কায়া-অবয়ব কিছুটা ভেসে ওঠে, তারপরও সৌন্দর্য আবৃত থাকার কারণে ফিতনার আশঙ্কা কম থাকে। তবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি, বোরকা যাতে এত বেশি রংঢঙের, কারুকার্যবিশিষ্ট ও আকর্ষণীয় না হয় যে, কেউ দেখলে মনে হবে বোরকার ভেতরে হয়তো জান্নাতী হুরের কন্যা রয়েছে। এখনকার পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি নারীদের অন্য কোনো অঙ্গে না পড়লেও শুধু হাত-পা দেখেই নারীর রূপ-সৌন্দর্যের ধারণা নিয়ে নেয়। এ জন্য হাত, পা-সহ ঢেকে রাখা জরুরি। এটি পর্দার মধ্যম স্তর। এ স্তরের ওপর আমলকারী নারী তাকওয়ার ওপর আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. নিম্নস্তর : (অপারগতাবশত পর্দা)

পর্দার সর্বনিম্ন স্তর হলো কোনো নারী একান্ত অপারগতাবশত ঘর থেকে বের

---

১২০. সূরা আহযাব, ৫৯

হবে এবং চাদর বা বোরকা এভাবে পরবে যে, তার হাত, পা, চোখ ইত্যাদি খোলা থাকে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

'এবং নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে যে অংশটুকু খোলা থাকে তা ছাড়া।'[১২১]

নারীর জন্য স্বীয় সৌন্দর্যের কোনো অংশই পরপুরুষের সামনে প্রকাশের অনুমতি নেই। তবে যে অংশ অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজে নিজেই খুলে যায় সে অংশ ছাড়া। অর্থাৎ চলাফেরা ও কাজকর্মের সময় যে অংশ সচরাচর প্রকাশ পেয়েই যায় এবং তা ঢেকে রাখা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, তাহলে এটুকু অংশ প্রকাশের দ্বারা গুনাহ হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে চেহারা ও উভয় হাতের তালু। এটুকু অংশ প্রকাশ পাওয়া তখন জায়েয যখন ফিতনার আশঙ্কা থাকবে না। যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, এমতাবস্থায় চেহারা এবং হাতের তালু প্রকাশ করাও জায়েয নেই।

সুতরাং এই আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, লেনদেন, সাক্ষ্যদান ইত্যাদি প্রয়োজনে নারীর হাত, পা, চেহারা খোলা থাকলে কোনো গুনাহ্ হবে না। তার মানে এই নয় যে, উল্লেখিত অবস্থায় পুরুষের জন্য নারীর এ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা জায়েয হয়ে যাবে; বরং পুরুষের জন্য তো পূর্বের হুকুমই বহাল আছে যে, তারা নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে। শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত পরনারীর দিকে দেখবে না।

চেহারার পর্দা

আজকাল আধুনিকমনা তথাকথিত প্রগতিশীলদের পক্ষ থেকে বেশ জোড়ালোভাবে এই প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে যে, ইসলামে পর্দার বিধান আছে ঠিক, কিন্তু চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত না। অথচ চেহারাই হলো রূপ ও সৌন্দর্যের আসল কেন্দ্র। তা ছাড়া বর্তমান ফিতনা-ফাসাদ ও প্রবৃত্তিপূজার যুগে চেহারা ঢেকে রাখা তো আরও বেশি জরুরি। চিকিৎসা, আদালতে সাক্ষ্যপ্রদান

---

১২১. সূরা নূর, ৩১

বা পরিচিতি ইত্যাদি শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া নারীর জন্য স্বীয় চেহারা খুলে রাখা জায়েয নেই।

নিচে কিছু প্রমাণ পেশ করা হলো :

১. কুরআনের 'فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ' অর্থাৎ 'তোমরা তাদের কাছে (গাইরে মাহরাম নারীদের কাছে) পর্দার আড়াল থেকে চাও'[১২২] এই আয়াতে পর্দার আড়ালে থাকার হুকুম দেয়ার দ্বারা এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যক। যদি খোলা রাখা জায়েয হতো তাহলে পর্দার আড়াল হয়ে কথা বলার আদেশ অর্থহীন হয়ে যেত।

২. যখন পর্দার এই আয়াত অবতীর্ণ হলো

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

'চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করে নেবে।'[১২৩]

তখন নবীপত্নীদের এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামদের থেকে নিজেদের চেহারা ঢেকে রাখবে। এ কথা কে বলতে পারবে যে, নবীপত্নীগণ মাথা খোলা রেখে চলাফেরা করতেন, (মাআযাল্লাহ) অতঃপর পর্দার আয়াত দ্বারা তাদেরকে মাথা ঢাকার আদেশ দেয়া হয়েছে? বোঝা গেল, এই আয়াতে চেহারা ঢেকে রাখার কথাই বলা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলিম নারীদের এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, তারা কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হলে মাথার ওপর চাদর দিয়ে নিজেদের চেহারা ঢেকে নেবে।

হযরত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন হযরত উবাইদা ইবনু সুফিয়ান ইবনু হারেসকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই আদেশের ওপর আমল করার পদ্ধতি কী?

তিনি একটা চাদর দ্বারা ওড়না বানিয়ে আমল করে দেখালেন এবং নিজের কপাল, নাক, ও এক চোখ ঢাকলেন এবং এক চোখ খোলা রাখলেন।

৩. হাদীসের কিতাবাদি যেমন : আবু দাউদ, তিরমিযী, মুয়াত্তা ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায়

---

১২২. সূরা আহযাব, ৫৩
১২৩. সূরা আহযাব, ৫৯

নারীদের চেহারা নিকাব দ্বারা ঢাকতে এবং হাতমোজা পরা থেকে নিষেধ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সে সময় চেহারা ঢাকার জন্য নিকাব এবং হাত ঢাকার জন্য মোজা ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

৪. হযরত আয়শা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকাকালে কোনো পুরুষ যখন আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত, আমরা মাথার চাদর টেনে চেহারা ঢেকে নিতাম। তারা চলে গেলে পুনরায় চেহারা খুলে দিতাম।[১২৪]

৫. জাওয়াযের গ্রন্থে ইবনু হাজার রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মত বর্ণনা করেছেন যে, যদিও নারীর হাতের কব্জি ও চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেগুলো খোলা রেখেও নামায বৈধ হয়; কিন্তু শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া পরপুরুষের জন্য এগুলো দেখা জায়েয নেই। অর্থাৎ নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করা বা দেখানো জায়েয নেই।

৬. ইমাম মালেক রহ.-এর প্রসিদ্ধ মতও এটিই, শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া পরনারীর চেহারা ও হাত দেখা জায়েয নেই।

৭. আল্লামা শামী রহ. স্বীয় ফতোয়ায় লেখেন :

> وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنَ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ
>
> 'নারীদের চেহারা খোলা রাখতে বারণ করা হবে। যাতে পুরুষরা দেখতে না পারে। কেননা, চেহারা খোলা থাকলে পুরুষের কামাসক্ত দৃষ্টি তার ওপর পড়ে।'[১২৫]

৮. ইংরেজি প্রবাদ আছে, "Face is the index of mind" (চেহারা অন্তরের নির্দেশিকা।) এ কারণেই কোনো ব্যক্তির চেহারা দেখেই তার পুরো ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়। লজ্জা-শরম, ভালো-মন্দ, আনন্দ-বেদনা, পেরেশানী ইত্যাদি অবস্থা মানুষের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। তাই চেহারা ঢাকা খুবই জরুরি।

৯. যখন কোনো মেয়েকে বিয়ের জন্য দেখানো হয় তখন গুরুত্বের সাথে তার চেহারাই দেখানো হয়। যদি কোনো মেয়ের চেহারা ঢেকে দেয়া হয়, শরীরের

---

১২৪. আবু দাউদ, ১৮৩৩। সনদ দুর্বল।
১২৫. রদ্দুল মুহতার, ১/৪০৬।

অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখার দ্বারা কি তার সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে? সুতরাং বোঝা গেল যে, চেহারার পর্দা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

১০. অনেক সময় পরনারী-পুরুষ পরস্পরের চেহারা দেখে নিলে পরস্পর আলাপচারিতা ও কথাবার্তা ছাড়াই একে অন্যকে ভালোবেসে ফেলে। কবির ভাষায় :

آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے .. ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے

চোখে চোখে হয়ে গেছে ইশারা

তুমি আমার, আমি তোমার প্রেমে দিশেহারা!

কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব

কোনো ওয়াজ-মাহফিলে যখন পর্দার আলোচনা করা হয়, বেপর্দা নারীরা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। নিজেদের বেপর্দাকে জায়েয করার জন্য নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। এর দ্বারা পর্দাহীনতা জায়েয তো হয়ে যায় না, কিন্তু তাদের গুনাহ বেড়ে যায়। গুনাহকে গুনাহ জেনে করলে তাওবা করার দ্বারা দ্রুতই তা মাফ হয়ে যায়। কিন্তু গুনাহকে বৈধ মনে করে করলে তা কুফরের সীমানায় পৌঁছে যায়। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এখানে উত্তরসহ কিছু প্রশ্ন উল্লেখ করা হলো।

১. প্রশ্ন : চাদর বা বোরকা পরার দ্বারা কী হবে? আসল পর্দা তো চোখের পর্দা, মনের পর্দা!

উত্তর : যারা বলে যে, আসল পর্দা হচ্ছে মনের পর্দা তাদের উচিত উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করা। কাপড় পরিধানের কী প্রয়োজন? উলঙ্গ হয়ে নিজ ঘরের নারীদের সামনেই একটু এসে দেখুক না? মরিচাধরা বিবেকবোধে সুমতি ফিরে আসবে। এ প্রশ্ন ওই সকল নারীরাই করতে পারে যাদের বিবেকবুদ্ধির ওপর পর্দা পড়ে গেছে বা যাদের পুরুষদের বিবেকবুদ্ধির ওপর আবরণ পড়ে গেছে। কবির ভাষায় :

بے پردہ نظر آئیں مجھے بیبیاں .. اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا

پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا .. کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا

‘আমি দেখতে পাচ্ছি স্ত্রীরা সব বেপর্দা

খোলা মাঠে জাতি থেকে উঠে গেছে আত্মমর্যাদা

প্রশ্ন করা হলো, কোথায় গেল পর্দা তোমাদের
তারা বলল, ঢেকে নিয়েছে তা বিবেক পুরুষের।'

আমাদের অন্তরে এ সমস্ত প্রশ্ন তখন জাগে, যখন অন্তরে উদাসীনতার পর্দা পড়ে যায়। সাধারণত এমনই হয়ে থাকে, প্রথমে চোখ থেকে পর্দা সরে যায়। এরপর চেহারা থেকে পর্দা নেমে যায়।

২. প্রশ্ন : পর্দা কি শিক্ষার্জনের পথে বাধা?

উত্তর : আমরা তো বলি পর্দা শিক্ষার্জনের পথে বাধা নয়; বরং সহায়ক। যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী একসাথে পড়াশোনা করে, অর্থাৎ যেখানে সহশিক্ষার প্রচলন আছে, সেখানে তো প্রতিদিন নিত্যনতুন উপাখ্যান জন্ম নেয়। মেয়েরা সেজেগুজে নিজেদের রূপের যাকাত দিতে আসে। আর ছেলেরা রূপের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে ভালোবাসার ডোরে বন্দী করতে সচেষ্ট থাকে। না মেয়েরা মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে, না ছেলেরা পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়। তাদের অবস্থা হয় অনেকটা এমন,

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے .. ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے

'বই খুলে বসলে জলে ভাসে বুক,
প্রতি পাতায় ভেসে ওঠে তোমারই মুখ।'

অনেক জায়গায় তো শিক্ষকরা পর্যন্ত ছাত্রীদের প্রেমে উৎসর্গ হয়ে যান।

جب مسیحا دشمن جاں ہو تو کیا ہو زندگی .. کون راہ بتلا سکے جب خضر بہکانے لگے

'প্রাণদাতাই যখন প্রাণের শত্রু তো জীবনের কী ভরসা,
কে দেখাবে পথ, যখন পথপ্রদর্শক হারায় পথের দিশা!'

এ সকল সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান এটিই যে, ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। তাহলে ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে পড়াশোনায় মনোযোগী হবে।

৩. প্রশ্ন : পর্দা সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায়। কেননা পর্দার দ্বারা সমাজের অর্ধাংশ ঘরে আটকা পড়ে যায়। ফলে তারা সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না।

উত্তর : প্রথমে তো বুঝতে হবে আমরা উন্নয়ন বলতে কী বুঝি? শুধু নারীরা ঘরের বাইরে অফিস-আদালত, ক্লাব, পার্টি এবং পাবলিক প্লেসগুলোতে যাওয়ার নামই কি অগ্রগতি? নাকি একাগ্রতার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ পালন করার নাম উন্নতি? প্রাকৃতিকভাবে প্রতিটি নারীই তো দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। নারীদের প্রকৃত দায়িত্ব হচ্ছে তারা সমাজকে অতি উত্তম প্রজন্ম সরবরাহ করবে। যারা ভবিষ্যৎ বিনির্মাণকারী হবে। আর তা তখনই সম্ভব হবে, যখন নারীরা একাগ্রতার সাথে সারাক্ষণ ঘরে অবস্থান করে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের যথাযথ পরিচর্যা করবে। উন্নতি ও অগ্রগতিকে পশ্চিমাদের মানদণ্ডে যাচাই করার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং উন্নতি ও অগ্রগতিকে ওই মানদণ্ডে বিচার করা উচিত যা আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৪. প্রশ্ন : পর্দা কি নারীদের জন্য বন্দীশালা নয়?

উত্তর : পর্দা ও বন্দীশালা শব্দদুটির মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বন্দী বলা হয় কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও আটক করে রাখা। পর্দা বলা হয় কোনো নারী নিজ ইচ্ছায় পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখা। কাউকে বন্দী করার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে যাওয়া। পক্ষান্তরে পর্দার উদ্দেশ্য হলো নারীরা যাতে পরপুরুষের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কোনো ব্যক্তি যখন তার পরিধেয় কাপড় পরিবর্তন করে তখন কেউ তার সতর দেখে ফেলাকে সে পছন্দ করে না। এ জন্য সে কোনো পৃথক কামরায় বা কোনো দেয়ালের আড়ালে গিয়ে কাপড় পরিবর্তন করে। পোশাক পরিবর্তনকারীর নিজেকে অন্যদের থেকে এরূপ আড়াল করে নেয়াকে বন্দীশালা বলা হয় না; বরং এটা পর্দা। সুতরাং বোঝা গেল, বন্দী হয় অনিচ্ছায় আর পর্দা হয় স্বেচ্ছায়, সন্তুষ্টচিত্তে। মানুষকে তার অপরাধের সাজাস্বরূপ বন্দী করা হয়। পক্ষান্তরে পর্দা করা হয় আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কার লাভের জন্য। সুতরাং নারীরা পর্দায় থাকার দ্বারা বন্দী হয়ে যায় না; বরং হাজারো ফিতনা থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

৫. প্রশ্ন : বোরকা তো মুখোশ ধারণের মতোই। অনেকে তো বোরকা পরেও অপকর্ম করে।

উত্তর : এ কথা ভালোভাবে মনে গেঁথে নিন, পর্দানশিনদের পদস্খলনও পর্দাহীনতার কারণেই হয়ে থাকে। যদি সে বেপর্দা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকত তাহলে পদস্খলনের প্রশ্নই উঠত না। চিন্তার বিষয় তো হচ্ছে, পর্দানশিনরাই যদি কখনো সামান্য পর্দাহীনতার কারণে পদস্খলনের শিকার হয়ে যায়, তাহলে যে সকল নারী পর্দাই করে না তাদের কী অবস্থা? এ জন্য দেখা যায়, বেপর্দা নারীদের অধিকাংশ সময় নিজেদের অপকর্মের ওপর পর্দা দিতে দিতেই অতিবাহিত হয়ে যায়।

৬. প্রশ্ন : অনেক নারী বলে থাকে, 'তিন বাচ্চার মা হয়ে গেছি, এখন আর আমাদের দিকে কে তাকাবে?'

উত্তর : যে দেখার সে তো ত্রিশ বাচ্চার মাকেও বাদ দেয় না। তাহলে তিন বাচ্চার মার বেলায় তো কথাই নাই। আপত্তিকারী এ কথা কীভাবে বলে যে, এখন আর কে দেখবে? আরে ভাই! ধরুন কেউ দেখেই ফেলল, তাহলে ক্ষতি তো আপনারই হবে নাকি? এমন বেহুদা বাহানার কারণে কি বেপর্দায় থাকা জায়েয হয়ে যাবে? তাকে জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা তিন বাচ্চার মা হয়ে গেছেন বলে কি এখন আর আপনি আপনার স্বামীর প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নন? যদি আপনার স্বামীর প্রয়োজন পূরণ হতে পারে, তাহলে অন্যদের বেলায় কেন নয়? আরবীতে একটি প্রবাদ আছে :

لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ

'পড়ে যাওয়া প্রতিটি বস্তুরই উত্তোলনকারী রয়েছে।'

৭. প্রশ্ন : পর্দানশিনদের পুরুষরা আরও বেশি আগ্রহের সাথে দেখে।

উত্তর : আপনি নিজেই ভাবুন, যদি পর্দানশিনদেরই পুরুষরা এতটা আগ্রহের সাথে দেখে, তাহলে যারা নিজেদেব সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেপর্দা ঘুরে বেড়ায়, তাদেরকে কতটা আগ্রাসি দৃষ্টিতে দেখে? আমার মতে কসাই খাসির দিকে যেমন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়, সেভাবেই দেখে হয়তো! কেননা পর্দানশিন নারীর দিকে তাকানোর দ্বারা তো কালো কাপড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু বেপর্দা নারীর দিকে তাকালে তো সবকিছুই দেখতে পাওয়া যায়। এটাও জানা হয়ে যায় যে, শরীরে কত কেজি মাংস আছে আর কত কেজি চর্বি।

বেপর্দার ভয়াবহ পরিণতি

পশ্চিমা বিশ্বে মাহরাম-গাইরে মাহরাম, পর্দা-বেপর্দার কোনো বাছবিচার নেই। নগ্নতা ও অশ্লীলতা চরম আকার ধারণ করেছে। লেখাপড়া করা শিক্ষিত লোকেরাও দ্বীন সম্পর্ক অজ্ঞ থাকার ফলে জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় হয়ে গেছে। ঘরে সন্তানদের সামনেই মা-বাবা চুমাচুমি, জড়াজড়িতে ডুবে যায়। নারী-পুরুষ সবাই সংকোচহীন শর্টস পরে বেড়ায়। নারী-পুরুষ পরস্পর নিজেদের সম্মতিতে ব্যভিচার করলে আইনের দৃষ্টিতে তাকে অপরাধ মনে করা হয় না। অভ্যন্তরীণ অবস্থা কতটা শোচনীয় নিম্নোক্ত দুটি ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এক অমুসলিম ব্যক্তি গাড়ি চালানোর জন্য একজন ড্রাইভার নিয়োগ দিল। ড্রাইভার মুসলিম ছিল। কয়েক বছর পর ওই ব্যক্তির অফিসিয়াল কোনো কাজে তিন মাসের জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে সে ড্রাইভারকে ডেকে তার ডিউটি ঠিকমতো পালন করার এবং তার পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখার তাগিদ দিয়ে যায়। ড্রাইভার তার সময়মতো উপস্থিত হয়ে যেত এবং ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিত। বেগম সাহেবার কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে নিয়ে যেত। এভাবে পনেরো দিন অতিবাহিত হবার পর একদিন বেগম সাহেবা ড্রাইভারকে রুমে ডেকে তার সাথে ব্যভিচার করার আহ্বান জানাল। ড্রাইভার ভাবতে লাগল, আমি আমার মালিকের সাথে কীভাবে খেয়ানত করি? তাই সে না বলে দিল। বেগম সাহেবা এতে রাগান্বিত হয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। এই তিন মাসে বেগম সাহেবা তাকে আট/দশবার ব্যভিচারের প্রস্তাব করেছে; কিন্তু সে একবারও রাজি হয়নি।

তিন মাস পর যখন মালিক ফিরে এল পরদিন ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, আমার স্ত্রী কি তোমাকে তার সাথে ব্যভিচার করতে বলেছিল? সে বলল, হ্যাঁ, বলেছিল। কিন্তু আমি না বলে দিয়েছি। আমি আপনার সাথে কীভাবে খেয়ানত করতাম? মালিক বলতে লাগল, আরে নির্বোধ! খেয়ানতে কী আসত যেত? কিন্তু এই শোকে আমার স্ত্রীর যদি কিছু হয়ে যেত তাহলে তার দায়ভার কে নিত? তোমার উচিত ছিল তার আদেশ মান্য করা। তোমার মতো এমন অবাধ্যকে আমি ঘরের চাকরিতে রাখতে পারি না। যাও, আজ থেকে তোমার ছুটি। তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ সমস্ত ঘটনা থেকেই বোঝা যায় পশ্চিমা সমাজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কতটা

শোচনীয়। পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে ব্যভিচার করাকে কোনো অপরাধই গণ্য করা হয় না। পশ্চিমাদের মিশন হচ্ছে মুসলিম সমাজ থেকেও লজ্জা ও শালীনতাকে মিটিয়ে দেয়া; যাতে ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করে। এ জন্য তারা পপসংগীত, মুভি ও অশ্লীল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আগ্রাসন চালাচ্ছে। যে সকল মুসলিম পশ্চিমা লাইফস্টাইল অনুসরণ করে খুশি হয়, বেপর্দা চলাফেরা করে, বাচ্চাদের পাশে বসিয়ে অশ্লীল ফিল্ম দেখে, তাদের ঘরের অবস্থাও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

পশ্চিমা বিশ্বে কর্মরত আমাদের এক ডাক্তার সাহেবের নিকট সমাজের উচ্চশ্রেণির নারীরা এসে যখন তাদের ঘরের করুণ অবস্থা বর্ণনা করে পরামর্শ চায়, তখন তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বোঝা গেল, ওই সকল সম্পদশালীদের ঘর থেকে লাজ-লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধ বিদায় নিয়েছে। কেয়ামতের পূর্বে স্বীয় মাহরাম নারীদের সাথে ব্যভিচার করার যে নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে। পশ্চিমা সমাজে লজ্জা-শরমের সাধারণ অনুভূতিটুকু পর্যন্ত নগ্নতা ও অশ্লীলতার স্রোতে ভেসে গেছে। পাশ্চাত্যে বসবাসকারী অনেক মুসলমানদের ঘর থেকেও লজ্জা ও শালীনতা বিদায় নিয়েছে।

যখন খাবার টেবিলে নরমাল পানির পরিবর্তে মদের বোতল জায়গা করে নিয়েছে তখন পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ, তা তো সহজেই অনুমেয়। অত্যন্ত দুঃখ ও আফসোসের সাথে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি।

কুলাঙ্গার ফুপু

পাশ্চাত্যের কোনো এক দেশে উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ার কারণে উনত্রিশ বছর বয়সেও এক মেয়ের বিয়ে হয়নি। মেয়েটির স্বীয় ভাতিজার সাথে প্রেম হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে সময়ে নানা কাজের বাহানায় ভাতিজাকে ঘরে ডেকে আনত। বুকের ওপর তার সুন্দর কেশরাজি ছড়িয়ে দিয়ে ভাতিজার সাথে জড়াজড়ি করত। ভাতিজার বয়স ছিল আঠারো বছর। কয়েকদিন জড়াজড়ির পর ফুপির সম্মতি পেয়ে পরস্পর ব্যভিচার করে ফেলল। কথায় আছে, 'চোরের শত দিন, কৃষকের এক দিন'। পরিশেষে সবকিছু যখন প্রকাশ পেয়ে গেল তখন পুরো পরিবারের লাঞ্ছনা ও অপমানের সীমা থাকল না। সমাজে মুখ দেখাবার মতো অবস্থাও রইল না।

খালার সংসার বরবাদ

পাশ্চাত্যের কোনো দেশের ঘটনা। খালা যখনই বোনের বাড়ি বেড়াতে আসে, পনেরো বছরের ভাগিনাকে পীড়াপীড়ি করে তুমি আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসো। একবার গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ভাগিনা খালার বাড়ি বেড়াতে গেল। খালু সকাল সকাল নাস্তা করে অফিসে চলে গেল। খালা ভাগিনাকে ডেকে পাশে বসিয়ে খাইয়ে দিতে লাগল। এরূপ দুই দিনের হাসি-তামাশার ফলাফল এই হলো যে, ভাগিনা খালার গালে চুমু খেয়ে বসল। খালা এতে অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং খুশিই হলো এবং ভাগিনাকে ধন্যবাদ জানাল। এরপর তা-ই ঘটল, শয়তান যা চায়। হঠাৎ একদিন স্বামী তাদেরকে অশালীন অবস্থায় দেখে ফেলল এবং তৎক্ষণাৎ তালাক দিয়ে দিল। ভাগিনা কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গেল। আর খালার অবস্থা হলো, 'না ঘরে তার স্থান আছে, না বাইরে থাকার সুযোগ আছে।'

বোনের আত্মহত্যা

মা-বাবা কোনো অনুষ্ঠানে চলে গেলেন। মেয়েকে ঘরে একা রেখে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ভাই অশ্লীল সিডি নিয়ে এল। ভাই-বোন একসাথে ফিল্ম দেখছিল। ফিল্মে অশ্লীল দৃশ্য এত বেশি ছিল যে, ভাই-বোন উভয়েরই উত্তেজনা জেগে উঠল। ভাই মনে মনে কুমতলব আঁটতে থাকল। সে বোনের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, তোমার জামার ডিজাইনটা বেশ চমৎকার। তোমাকে অনেক সুন্দর মানিয়েছে। দেখি তো কাপড়টা কেমন মসৃণ। বোন ভাইয়ের কাছে এলে ভাই তার কাপড়ের পরিবর্তে হাসি-মজাকের ছলে শরীর নিয়ে খেলতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো, যা হবার ছিল। পরের দিন বোন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল। জামার পকেটে তার হাতে লেখা পত্র থেকে ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়।

মায়ের উদাসীনতা

স্বামী মারা গেছে দু-বছর হয়েছে। ছেলে আমেরের বয়স এখন ষোলো বছর। মা ছেলের সকল বিষয়ে লক্ষ রাখত। কিন্তু সঙ্গদোষে ছেলে নষ্ট হয়ে গেল। মা ঘরে ওড়নাবিহীন হাতাকাটা জামা পরে কাজ করত। রাতে সময় কাটানোর জন্য মা নিজেও নাটক, মুভি দেখত এবং ছেলেকেও দেখাত। ছেলেকে বলত, বাবা বাইরে কম যাবা। ছেলে কিছুদিন চুপিচুপি অশ্লীল ফিল্ম দেখে অশ্লীল কাজের

দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। একদিন চায়ের সাথে নেশা ও ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে মাকে খাইয়ে দিল। এরপর যা কিছু হলো তা লিখতে কলম অপারগ। (আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পূর্ণ হেফাজত করেন।)

পিতার কুমতলব

একবার এক মহিলা আমার কাছে পড়ার জন্য আমল জানতে চেয়ে বলল, আমাকে পড়ার মতো এমন কিছু আমল বলে দিন, যার ফলে আমার স্বামীর অন্তর থেকে আমার যুবতি মেয়ের কল্পনা-জল্পনা দূর হয়ে যাবে।

ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہیے

'বিকৃতি ভর করেছে বাক্শক্তিসম্পন্ন প্রাণীর মাথায়
বলো একে কী বলা যায়?'

পাতলা কাপড়ের ব্যবহার

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ

'স্বীয় সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।'[১২৬]

মুফাসসিরিনে কেরাম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, নারীদের এমন পাতলা পোশাক পরিধান করা জায়েয নেই, যা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। ইবনুল আরাবী রাহিমাহুল্লাহ 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে লেখেন :

وَمِنَ التَّبَرُّجِ أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا رَقِيقًا يَصِفُهَا

'সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার মাঝে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, নারীরা এমন পাতলা কাপড় পরিধান করবে না, যা তার দেহের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে দেয়।'[১২৭]

এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

---

১২৬. সূরা নূর, ৬০
১২৭. আহকামুল কুরআন, ৩/৪১৯

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا

'কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকা নারীরা—যারা অন্যকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেও আকৃষ্ট হয়, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'[১২৮]

এই হাদীসে 'كَاسِيَاتٌ' শব্দের পর 'عَارِيَاتٌ' শব্দ এ জন্য আনা হয়েছে যে, এ সকল নারীরা এতটা পাতলা পোশাক পরিধান করে যে, কাপড় পরা সত্ত্বেও শরীর দেখা যায়। সুতরাং তারা যেন কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ। ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, নারীদের জন্য এতটা পাতলা কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই, যার ওপর দিয়ে দেহের সৌন্দর্য স্পষ্ট বোঝা যায়। সতর ঢাকা ফরয। সুতরাং কোনো নারী যদি এমন পাতলা ওড়না পরে নামায আদায় করে যে, তার মাথার চুল দেখা যায়, তাহলে তার নামায হবে না। বর্তমানে অনেক দ্বীনদার নারীকেও মোটা সেমিজের ওপর পাতলা জামা পরিধান করতে দেখা যায়। এতে যেহেতু সতর ঢাকা থাকে তাই তা জায়েয আছে। তবে তাকওয়ার দাবি এটিই যে, পাতলা কাপড় পরিধান করবে না।

উম্মে আলকামা রাযি. বলেন, হযরত আয়শা রাযি.-এর ভাতিজি হাফসা বিনতে আবদুর রহমান একবার হযরত আয়শা রাযি.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তার গায়ে পাতলা কাপড়ের ওড়না ছিল। আয়শা রাযি. দেখতে পেয়ে তার কাছ থেকে তা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন এবং তাকে একটি মোটা কাপড়ের ওড়না দেন।[১২৯]

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً

'কাপড় পরিধান করো এবং উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা কোরো না।'[১৩০]

এ থেকে বোঝা গেল যে, এমন পাতলা কাপড় যা দ্বারা সতর আবৃত হয় না, বরং সতরের অঙ্গগুলোর সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তা পরা হারাম।

১২৮. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ মুসলিম, ২১২৮
১২৯. মুআত্তা মালেক, ১৯০৭ (আবু মুসআব যুহরী)। হাসান।
১৩০. বর্ণনাকারী মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ, সুনানু আবি দাউদ, ৪০১৬। সহীহ।

বেপর্দা নারীর শাস্তি

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার স্ত্রী ফাতেমা দুজনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। আমরা দেখলাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ওপর আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক, আপনি কাঁদছেন কেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলী! আমি মেরাজের রাত্রে দেখেছি আমার উম্মতের নারীদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আজ আমার সে দৃশ্য মনে পড়ে যাওয়ায় তাদের মায়ায় কান্না চলে এসেছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এক নারীকে দেখেছি যাকে মাথার চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার মাথার মগজ বেরিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় আরেক নারীকে দেখলাম যাকে জিহ্বায় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর তার গলায় গরম পানি ঢালা হচ্ছে।

তৃতীয় আরেকজন নারীকে দেখলাম, যাকে স্তনে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

চতুর্থ আরেক নারীকে দেখলাম, যার দুই পা উভয় স্তনের সাথে এবং দুই হাত কপালে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং তার ওপর সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

পঞ্চম নারীকে দেখেছি, যার মাথা শূকরের মাথার ন্যায়, আর বাকি শরীর গাধার মতো।

ষষ্ঠ আরেকজন নারীকে দেখেছি, যার আকৃতি কুকুরের ন্যায়। আগুন তার মুখ দিয়ে প্রবেশ করে মলদ্বার দিয়ে বের হচ্ছে। ফেরেশতারা আগুনের মুগুর দিয়ে তার মাথায় লাগাতার পিটাচ্ছে।

এ কথা শুনে হযরত ফাতেমা রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রিয় আব্বাজান! আমার নয়নের শীতলতা! এ সকল নারীরা কী গুনাহ্ করেছে, যার ফলে তাদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ফাতেমা, প্রথম যে মহিলাকে চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সে পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজের মাথা ঢেকে রাখত না (খোলা মাথায় পথে-বাজারে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল)।

দ্বিতীয় যে মহিলাকে জিহ্বায় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তার অপরাধ হচ্ছে,

সে তার স্বামীকে তিক্ত কথা দ্বারা কষ্ট দিত (স্বামীর সামনে মুখ চালানোর অভ্যাস ছিল)। তৃতীয় যে নারীকে তার স্তনে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সে ছিল অপকর্মকারী। পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। চতুর্থ যাকে দুই পা উভয় স্তনের সাথে এবং দুই হাত কপালে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং তার ওপর সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সে হায়েজ-নেফাসের পর গোসল করে ভালোভাবে পবিত্র হতো না এবং নামায নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। পঞ্চম যে নারীর মাথা শূকরের ন্যায় এবং শরীর গাধার মতো ছিল, সে চোগলখোরি করত এবং মিথ্যা বলত। ষষ্ঠ যে নারীর আকৃতি কুকুরের ন্যায় ছিল এবং আগুন তার মুখ দিয়ে প্রবেশ করে মলদ্বার দিয়ে বের হচ্ছিল, সে ওই নারী, যে হিংসা করত এবং কারও উপকার করলে মানুষের মাঝে তা বলে বেড়াত।[১৩১]

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

এক মহিলা দুনিয়াতে বেপর্দা ছিল। সব সময় খুব সেজেগুজে থাকত। এই সাজসজ্জা নিয়েই সে বাইরে পর্দাহীন ঘুরে বেড়াত। মহিলার মৃত্যুর পর তার কোনো আত্মীয় স্বপ্নে দেখল যে, তাকে পাতলা মসৃণ কাপড় পরিধান করিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু আচমকা প্রবল বাতাস এসে তার কাপড় খুলে নিল আর সে উলঙ্গ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাকে জাহান্নামের বাম দিকে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। কেননা, সে দুনিয়ায় সাজুগুজু করে বেপর্দা হয়ে বাইরে ঘুরত।[১৩২]

হযরত মাজযুব রাহিমাহুল্লাহর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :

یہی دھن ہے تجھ کو رہو ... ہو زینت نرالی اور فیشن نرالا

تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا ... جیا کرتا ہے کیا یونہی مرنے والا

جگہ جی لگانے کی دنیا نہ یہ ... عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

'সবার ওপর থাকো এটিই সম্পদ তোমার,
একাকী রূপচর্চা ফ্যাশন নির্জনতার
বাহিরের সৌন্দর্য তোমায় ফেলেছে ধোঁকায়
এভাবেই মরবে যে জন, কী হবে তার বাঁচায়

১৩১. যাহাবী; কিতাবুল কাবাইর, ১৭৭-১৭৮। বর্ণনাটির কোনো সনদ পাওয়া যায় না।
১৩২. প্রাগুক্ত

দুনিয়া মন লাগানোর জায়গা নয়
এটা শেখার জায়গা; তামাশার নয়।'

ফলাফল : বেপর্দার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ ও কষ্টদায়ক। তার ক্ষতি বিরাট এবং পরিণতি মন্দ।

পর্দাপালনের বরকত

১. ইমাম ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, আমি নাবলিস শহরের প্রায় এক হাজার জনপদে গিয়েছি। এগুলোরই কোনো এক জনপদে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আমি নাবলিস শহরের নারীদের মতো এমন পবিত্র ও শালীন নারী অন্য কোথাও দেখিনি। আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছি; কিন্তু দিনের বেলা কোনো নারীকে বাইরে বের হতে দেখিনি। শুধু জুমার দিন যখন জুমার নামাযের সময় হয় তখন নারীরা ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে আসে এবং মসজিদে নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থান সম্পূর্ণ ভরে যায়। নামায শেষে নারীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়। এরপর পরবর্তী জুমা পর্যন্ত একজন নারীকেও বেপর্দা হয়ে রাস্তায় ঘুরাফেরা করতে দেখা যায় না।[১৩৩]

২. অধমের কয়েক বছর থেকে তাবলীগের কাজে 'চাতরাল' যাওয়ার সৌভাগ্য হচ্ছে। স্থানীয় একজন আলেম জানালেন সেখানে খুন-খারাবি, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি হয় না বললেই চলে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত শান্তি ও নিরাপত্তা কীভাবে সম্ভব হলো? এটা কিসের বদৌলতে অর্জিত হলো? তিনি জবাব দিলেন, আমাদের নারীরা পর্দার ব্যাপারে খুব যত্নশীল। কয়েক মাসেও পথেঘাটে, অলিগলিতে বেপর্দা নারী দেখা যায় না। এই পর্দার বদৌলতে ব্যভিচার ও অশ্লীলতার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে পরস্পরের মধ্যে বংশীয় বিদ্বেষ ও শত্রুতা নেই। চারদিকে শান্তি, নিরাপত্তা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ। আপনি এখানকার এক মুসলমানকে অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কল্যাণকামী দেখতে পাবেন।

৩. আমেরিকার এক অমুসলিম যুবতি মুসলমান হওয়ার পর যথারীতি বোরকা ও নিকাব পরা শুরু করল। অনেক নারীই তাকে প্রশ্ন করল, আপনি তো খোলামেলা

---

১৩৩. তাফসীরে কুরতুবী, ১৪/১১৬

পরিবেশে খোলামেলা শরীরে চলাফেরা করে অভ্যস্ত। হঠাৎ এমন কঠোর পর্দা পালন করতে আপনার কষ্ট হয় না? দম বন্ধ হয়ে আসে না? আপনার কি নিজেকে বন্দী বন্দী মনে হয় না? সে জবাব দিল, ভরা যৌবনে আমি নাইট ক্লাবগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছি। নাচগান ও আমোদ-প্রমোদে সময় কাটিয়েছি। সে সময় আমি প্রতিটি পুরুষকে আমার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিতে দেখেছি। পথে, বাজারে চলার সময় লোকদেরকে অপলক তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। ভেতরে ভেতরে সব সময় ভয়ে থাকতাম না জানি কখন কোন বদমাইশ আমার ওপর হামলে পড়ে, আমার সম্মান-সম্ভ্রম কেড়ে নেয়। কখন কে ইজ্জত লুটে জানে মেরে ফেলে দেয়। কিন্তু যখন থেকে পর্দায় চলতে শুরু করেছি, আমি লোকদের দৃষ্টির আড়ালে থেকেছি। না কেউ আমার রূপ-সৌন্দর্য দেখতে পারে আর না আমার মনে কোনো ভয় জাগে। আমি পর্দায় এসে সুখী জীবনযাপন করছি। আহ! বেপর্দা নারীদের মাঝে যদি আমার মনের প্রশান্তিটুকু বণ্টন করে দিতে পারতাম, তাহলে তারাও তার শীতলতা অনুভব করতে পারত। এই যুবতি Behind The Evil নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছে।

৪. আমেরিকায় বসবাসকারী ফাতেমা নাম্নী এক মুসলিম তরুণী বোরকা, নিকাবে আবৃত অবস্থায় হেঁটে হেঁটে তার বাসায় ফিরছিল। তার হাতে-পায়ে মোজা পরিহিত ছিল। এক পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি পড়লে সে সন্দেহ করতে লাগল এমন কাপড়ে আবৃত এই ব্যক্তি কে? অফিসার আরও কয়েকজন পুলিশ ডেকে তাদেরকে বলল, একে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে চলো। তারা ফাতেমার পথ আটকিয়ে বলতে লাগল, চেহারা থেকে কাপড় সরাও। আমরা তোমাকে দেখব, কে তুমি? ফাতেমা বলল, মহিলা পুলিশ বা অন্য কোনো নারীকে ডাকো, যাতে আমার চেহারা দেখতে পারে। তোমরা কিছুতেই আমার চেহারা দেখতে পারবে না। পুলিশ বলল, তুমি যদি কাপড় না সরাও তাহলে আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব। কেননা ১৯৬৩ সালে আমেরিকার উচ্চ আদালতে আইন পাশ হয়েছে যে, কেউ তার পুরো শরীর ঢেকে চলতে পারবে না। অন্যথায় বড় বড় অপরাধীরাও তো এভাবে নিজেকে ঢেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। ফাতেমা জবাব দিল, এ দেশেই আমার জন্ম। এ দেশই বেড়ে ওঠা। আমি এখানেই পড়াশোনা করেছি। এ দেশের আইনকানুন আমার ভালোই জানা আছে। আমেরিকা সরকার প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়। আমি কোনো অপরাধের কারণে নিজেকে এভাবে আবৃত করিনি; বরং আমি আমার

ধর্মীয় অনুশাসন মানতে বাধ্য। আমি আল্লাহর আদেশ হিসেবে নিজেকে পর্দাবৃত করেছি। নিজ ইচ্ছায় নয়। আর আমি স্বাধীনভাবে আমার ধর্ম পালন করব, এটা আমার আইনি অধিকার।

এ কথা শুনে তারা তাকে থানায় নিয়ে গেল। সেখানে একজন মহিলা পুলিশ দ্বারা তাকে পর্যবেক্ষণ করিয়ে তাকে একটি কার্ড দিয়ে দিল। এবং বলে দিল, ভবিষ্যতে কোনো পুলিশ তোমার পথ আটকালে তাকে এই কার্ড দেখাবে। কার্ডে লেখা ছিল, 'এই ফাতেমা ১৯৬৩ সালে গৃহীত আইনের ঊর্ধ্বে'। ফাতেমা আজ অবধি পর্দার সাথে আমেরিকার পথেঘাটে বিচরণ করছে। না তার সম্ভ্রমহানির ভয় আছে, আর না আছে প্রাণনাশের আশঙ্কা। তার জীবন তো এই আয়াতের বাস্তব চিত্র :

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

'তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও নয়।'[১৩৪]

১৩৪. সূরা বাকারা, ৬২
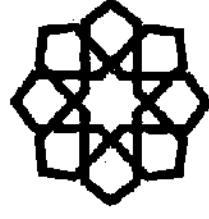
চতুর্থ অধ্যায়

নারী-পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠান থেকে বেঁচে থাকা

হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কোনো নবীর শরীয়তেই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অনুমোদন দেয়া হয়নি।

হযরত মূসা আ. যখন মাদায়েন পৌঁছলেন, সেখানে একটি কূপে লোকজনের ভিড় দেখতে পেলেন। তারা নিজেদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। কাছেই একপাশে দুজন তরুণী তাদের বকরি নিয়ে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকদের ভিড় কমে গেলে তারা অবশিষ্ট পানি দিয়ে তাদের বকরিগুলোকে পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু পুরুষদের ভিড়ে ঢোকা পছন্দ করেনি। হযরত মূসা আ. জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিল :

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ

'তারা বলল, রাখালরা চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা পান করাব না।'[১৩৫]

এ থেকে বোঝা যায় যে, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা স্বভাবগতভাবেই পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশাকে পছন্দ করে না।

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, যখন হযরত জয়নাব বিনতে জাহাশ রাযি.-এর বিয়ে হচ্ছিল তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ সময় তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে বসা ছিলেন। হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে :

---

১৩৫. সূরা কাসাস, ২৩

وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ

'আর তাঁর স্ত্রী (জয়নাব রাযি.) দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে ছিলেন।'[১৩৬]

বোঝা গেল, শরীয়ত যে সকল বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছে সুস্থ ও পবিত্র আত্মা নিজ থেকেই সেদিকে আকৃষ্ট হয় না। এতৎসত্ত্বেও প্রবৃত্তি এবং বিতাড়িত শয়তান আমাদের শত্রু। এরা এক হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলে ধীরে ধীরে পুণ্যবান ব্যক্তিদেরও গুনাহে লিপ্ত করে ছাড়ে।

এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা

কোনো সংকীর্ণ পথে যদি দ্বিপার্শ্বিক ট্রাফিকব্যবস্থা চালু থাকে, তাহলে দু-পাশের গাড়ির পারস্পরিক সংঘর্ষে এক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কিন্তু যদি দ্বিপার্শ্বিক যাতায়াতের পরিবর্তে এক লাইনে গাড়ি চলাচল করে, তাহলে এক্সিডেন্টের ভয় অনেকটাই কমে যায়। তদ্রূপ কোনো স্থানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলতে থাকলে পরস্পর গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। পক্ষান্তরে যদি পর্দা রক্ষা করে নারী-পুরুষকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেয়া হয়, তাহলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম থাকে। এই নীতি অনুযায়ী শরীয়ত মুসলমান নারী-পুরুষকে পরস্পর অবাধ মেলামেশা থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়েছে। কথায় আছে, 'বাঁশও থাকল না, তো বাঁশিও বাজল না'। অন্যভাবে বলা যায়, যদি বাঁশি বাজানো বন্ধ করতে হয় তাহলে যে বাঁশ দিয়ে বাঁশি বানানো হয়, সে বাঁশ উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে কাজ না করার, তার সুযোগ লাভ থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। যদি গাড়ি পরস্পর মুখোমুখি হতে থাকে তাহলে কোনো না কোনোদিন অবশ্যই সংঘর্ষ হবে। অনুরূপভাবে বেগানা নারী-পুরুষ পরস্পরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ থাকলে একদিন না একদিন তাদের মাঝে গুনাহ হয়েই যাবে। দুজন অভিজ্ঞ ড্রাইভারও অনেক সময় সামান্য অসতর্কতার কারণে এক্সিডেন্ট করে বসে। তদ্রূপ পুণ্যবানরাও যদি পর্দা পালনে অসতর্ক থাকে তাহলে তাদের দ্বারাও গুনাহ হয়ে যেতে পারে।

---

১৩৬. বর্ণনাকারী আনাস ইবনু মালেক রাযি., তিরমিযী, ৩২১৮; সহীহ মুসলিম, ১৪২৮; নাসায়ী, ৩৩৪৭

দুটি মূল্যবান নীতি

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে মানুষ সুন্দর সুন্দর নীতি নির্ধারণ করে নেয়। এখানে সে রকম দুটি মূল্যবান নীতি উল্লেখ করা হলো :

১. পূর্বসতর্কতা অবলম্বন

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে :

"If anything can go wrong, it will go wrong"

'যদি মন্দের সুযোগ থাকে, তাহলে মন্দকেই আঁকড়ে ধরবে।'

এ জন্য সতর্কতার দাবি হচ্ছে, গুনাহ্ করার সুযোগ থেকেই বেঁচে থাকতে হবে। যাতে করে জড়িয়ে যাওয়ার পর্বই না আসে। যখন কোনো স্থানে নারী-পুরুষের যৌথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে গুনাহের নানা রূপও প্রকাশ পেতে থাকে।

২. জড়িয়ে গিয়ে অনুতপ্ত হওয়া থেকে এড়িয়ে চলা উত্তম

কথায় আছে, 'জড়িয়ে গিয়ে লজ্জা পাওয়ার চাইতে এড়িয়ে চলাই উত্তম।' যদি কোনো কাজে সম্মানহানি ও লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সতর্কতাস্বরূপ এই কাজ থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ। অনুরূপভাবে ইজ্জত-আবরু, মান-সম্মান রক্ষা করতে হলে পরনারী-পুরুষের যৌথ অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

উল্লিখিত মূলনীতি দুটির ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, নারীদের বেপর্দা হয়ে পরপুরুষের সামনে আসা ও যৌথ অনুষ্ঠানগুলোর শোভাবর্ধন করা কোনোটাই উচিত নয়। এতেই সম্মান-সম্ভ্রমের সুরক্ষা এবং এটিই শরীয়তের নির্দেশনা।

শরীয়তে মুহাম্মাদীর সৌন্দর্য

ইসলাম ধর্মের বিধানাবলির একটি সৌন্দর্য হচ্ছে, ইসলামে যে কাজ থেকে বারণ করা হয় সে কাজের অবতারণাকেই নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন : ব্যভিচার থেকে বারণ করা হয়েছে তো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে কঠোরভাবে

নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। যে সকল স্থানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, সেসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এমন স্পষ্টনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে যে, মেলামেশার সম্ভাবনাকেই দূর করে দেয়া হয়েছে। এখানে এর কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো :

নারীশিক্ষার জন্য আলাদা দিবস নির্ধারণ

একবার হযরত আসমা বিনতে যায়েদ রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার পেছনে উপস্থিত বড় এক মুসলিম নারীদলের প্রতিনিধি। আমার কথাই তাদের কথা। আমার মতই সবার মত। আমার আবেদন হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণির জন্যই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার অনুসরণ করি। আমরা নারীরা ঘরে পর্দায় থাকি। পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করি। তাদের সন্তান-সন্ততির দেখভাল করি। পুরুষরা নামাযের জামাতে শরীক হয়। জানাযার নামায আদায় করে। জিহাদে অংশ নেয়। এসব কারণে তো তারা নেক কাজে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। পুরুষরা জিহাদে বের হলে আমরা তাদের ধন-সম্পদের হেফাজত করি। তাদের সন্তানদের লালন-পালন করি। তাদের নেকী ও প্রতিদানে কি আমাদের অংশ থাকবে?

এ কথা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, তোমরা কি দ্বীনের ব্যাপারে এর চেয়ে উত্তম প্রশ্নকারী কোনো নারীর কথা শুনেছ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জি হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! (বাস্তবেই সে বড় উত্তম প্রশ্ন করেছে।)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আসমা! যাও, সকল নারীকে বলে দাও যে, তোমাদের স্বীয় স্বামীর খেদমত করা, তাদের সন্তুষ্টির সন্ধান করা এবং তাদের আদেশ মান্য করা ওই সকল নেকী ও প্রতিদানের সমান হবে, যা তোমরা পুরুষদের ক্ষেত্রে বর্ণনা করলে। এ কথা শুনে হযরত আসমা রাযি. 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন এবং খুশি মনে কালিমা পড়তে পড়তে ফিরে গেলেন।

নারীদের পৃথক চলার পথ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন :

عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ

'তোমরা (নারীরা) পথের এক পাশ দিয়ে চলবে।'[১৩৭]

কোনো নারীকে ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে সে রাস্তার মাঝ বরাবর বা পুরুষদের ভিড়ে চলাচল করবে না; বরং রাস্তার একপাশ দিয়ে চলবে। যাতে পুরুষদের থেকে দূরে থাকতে পারে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, এরপর থেকে নারী সাহাবীরা রাস্তার পাশের দেয়ালের এতটা নিকট দিয়ে চলতেন যে, তাদের কাপড় দেয়ালে লেগে যেত।

মসজিদের প্রবেশদ্বার ভিন্ন হওয়া

হযরত উমর রাযি. মসজিদে নববীর একটি দরজা শুধু নারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। নারীরা ওই নির্দিষ্ট দরজা দিয়েই আসবে এবং সে দরজা দিয়েই বেরিয়ে যাবে। পুরুষরা ওই দরজার ধারেকাছেও যাবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযি. এই আদেশ শোনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাতে বা দিনে কখনো সে দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া পছন্দ করতেন না। এ দরজার নামই হয়ে গিয়েছিল 'বাবুন নিসা'। আবু দাউদ শরীফে উদ্ধৃত বর্ণনার শব্দগুলো এমন :

لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى مَاتَ

'আমরা যদি এই দরজাটি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতাম।' ইমাম নাফে রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এরপর থেকে ইবনু উমর রাযি. মৃত্যু পর্যন্ত কখনো এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেননি।[১৩৮]

আমাদের উচিত সাহাবায়ে কেরামের এমন তাকওয়ার ওপর উৎসর্গিত হয়ে যাওয়া। তাদের এ আমল নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রবক্তাদের মুখে জোরালো এক চপেটাঘাত।

---

১৩৭. বর্ণনাকারী মালিক ইবনু রবীয়া রাযি., সুনানু আবী দাউদ, ৫২৭২; হাসান গরীব।
১৩৮. বর্ণনাকারী নাফে রহ. ইবনু উমর রাযি. থেকে, সুনানু আবী দাউদ, ৪৬২, ৫৭১। হাসান।

নারীদের জন্য পৃথক নামাযের কাতার

নামাযের মধ্যেও নারী-পুরুষ পরস্পর থেকে দূরত্ব বজায় রাখা আল্লাহ্ তাআলার নিকট পছন্দ। অথচ নামাযরত অবস্থায় মানুষ কোনো অপকর্ম করতে পারে না। তা ছাড়া নামায চলাকালে নারী-পুরুষ একে অন্যের দিকে কুদৃষ্টি দেওয়াও সম্ভব না। এর পরেও শরীয়ত নামাযের কাতারে নারী-পুরুষের পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করেছে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন :

> خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا
>
> 'পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার। নারীদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো শেষ কাতার। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার।'[১৩৯]

নামাযের মধ্যে মানুষ আল্লাহ্ অভিমুখী থাকে। নামাযের কোনো না কোনো অবস্থায় মুমিনের এই কথা স্মরণ হয়েই যায় যে, আমি আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান। এমন একাগ্রতার অবস্থায়ও যখন নারী-পুরুষের যৌথ অবস্থানকে অপছন্দ করা হচ্ছে, তাহলে বিয়ে-শাদির মতো গাফলত ও উদাসীনতার অবাধ পরিবেশে নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণ কীভাবে জায়েয হতে পারে? নামাযে নারীদের শেষ কাতারে দাঁড়ানোর নির্দেশ এ জন্যই দেয়া হয়েছে যে, পুরুষ নামাযের জন্য আগে আগেই মসজিদে চলে আসবে। পরে নারীরা আসবে। এরপর যখন নামায শেষ হয়ে যাবে তখন নারীরা আগে আগে ঘরে ফিরে যাবে। এরপর পুরুষরা আস্তেধীরে মসজিদ থেকে বের হবে। শরীয়তের এরূপ সতর্কতা দেখে শয়তানের কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

নারীদের মসজিদে গমন

শরীয়তে নারীদের মসজিদে আসতে বারণ করা হয়নি। যদি যথাযথ পর্দা পালনের মাধ্যমে মসজিদে এসে নামাযের জামাতে শরীক হয়, তাহলে এর অনুমতি রয়েছে। তবে নারীরা মসজিদে না এসে নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করাকেই বেশি পছন্দ করা হয়েছে এবং এর প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে।

---

১৩৯. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ মুসলিম, ৪৪০

উম্মে হামীদ সাঈদিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মন চায় আমি আপনার পেছনে নামায আদায় করি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু তোমার ঘরের এক কোণে নামায পড়া ঘরের কামরায় নামায পড়া থেকে উত্তম। আর ঘরের কামরায় নামায পড়া ঘরের আঙিনায় নামায পড়া থেকে উত্তম। ঘরের আঙিনায় নামায আদায় করা মহল্লার মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা থেকে উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করা জামে মসজিদে নামায আদায় করা থেকে উত্তম।[১৪০]

কথা হচ্ছে, নারী-পুরুষের নামাযে এই পার্থক্য কেন? পুরুষের জন্য বড় জামাতে নামায আদায় করা উত্তম। অথচ নারীদের বলা হচ্ছে ঘরের এক কোণে নামায আদায় করা উত্তম। বস্তুত এর রহস্য হলো নারী-পুরুষের মেলামেশার পথ বন্ধ করা।

নারীদের হজ পালনের পদ্ধতি

হজ ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিধান। হজ নারী-পুরুষ উভয়ের ওপরই ফরয। যদিও হজ একটি সমষ্টিগত ইবাদত, তবুও হজ পালনের সময় নারী-পুরুষ পরস্পর একসাথে মেশা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে বলা হয়েছে। হযরত আতা রহ. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যদিও নারী-পুরুষ একসাথে তাওয়াফ করত, কিন্তু পরস্পর মিশে যেত না। অর্থাৎ নারীরা মাতাফের এক পাশ দিয়ে তাওয়াফ করত।

হযরত উমর রাযি. তাওয়াফের সময় নারী-পুরুষ একসাথে মিশে যাওয়া থেকে বাধা দিতেন। একবার একজন পুরুষকে নারীদের ভিড়ে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে এনে বেত্রাঘাত করেন।[১৪১]

জানাযার নামাযে শরীক হওয়া

কোনো মুসলমানের জানাযা দেয়া অন্যান্য মুসলমানদের জন্য ফরযে কেফায়া।

১৪০. মুসনাদু আহমাদ, ২৭০৯০। হাসান।
১৪১. ফাতহুল বারী।

নারীদের স্বভাবপ্রকৃতি

নারী যদি পুণ্যবতী হয় তাহলে সে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর যদি ভ্রষ্টতায় পেয়ে বসে, তাহলে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতায় পুরুষদের ছাড়িয়ে যায়। পূর্ববর্তী বুযুর্গরা বলতেন, পুরুষ যদি কাস্তে নিয়েও ঘর ভাঙায় লেগে যায় তাহলে সে তত দ্রুত সফল হবে না, যত দ্রুত কোনো নারী শুধু একটি সুই দিয়েই তা ভেঙে দিতে সক্ষম হবে। এ জন্য নারীদের উচিত নিজ স্বামী-সন্তানকে তার মনোযোগের কেন্দ্রস্থল বানানো। অবসর সময়ে স্বীয় রবের ইবাদতে মশগুল থাকা। অন্য লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা নারীদের বরবাদির বড় কারণ। যখন কোনো নারী স্বামীর কাছে কথা লুকাতে থাকে, তো এটি সেই সংসার ধ্বংসের স্পষ্ট নিদর্শন। পুরুষ যতই খারাপ হোক না কেন, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতায় নারীকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। ইমাম সুয়ূতী রহ. 'আদদুররুল মানসূর' গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন,

'কায়েস ইবনু উব্বাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, যখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবী বানালেন তখন তা দুলতে লাগল। ফেরেশতারা বলল, এ তো দেখছি কাউকে তার ওপর স্থির থাকতে দেবে না। অতঃপর সকালে জমিনের ওপর পাহাড় গেড়ে দেয়া হলো। ফেরেশতাদের জানা ছিল না এটা কীভাবে করা হলো? তারা নিবেদন করল, হে আমাদের রব, আপনার সৃষ্টির মাঝে পাহাড় থেকেও কি অধিক শক্ত কিছু আছে? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, পাহাড়ের চেয়েও অধিক শক্ত লোহা (তা পাহাড়কেও চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়)। ফেরেশতারা বলল, হে আমাদের রব, আপনার সৃষ্টির মাঝে লোহা থেকেও কি অধিক শক্ত কিছু আছে? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ লোহার চেয়েও অধিক শক্ত হচ্ছে আগুন (যা লোহাকে গলিয়ে দেয়)। তারা জানতে চাইল, হে আমাদের রব, আপনার সৃষ্টির মাঝে আগুন থেকেও অধিক শক্ত কিছু কি আছে? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আগুনের চেয়েও অধিক শক্ত হলো পানি (যা আগুনকে নিভিয়ে দেয়)। ফেরেশতারা আরজ করল, হে আমাদের রব, আপনার সৃষ্টির মাঝে পানি থেকেও অধিক শক্ত কিছু কি আছে? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ,

পানির চেয়েও অধিক শক্ত হলো বাতাস (যা পানিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়)। তারা বললেন, হে আমাদের রব! আপনার সৃষ্টির মাঝে বাতাস থেকেও অধিক শক্ত কিছু কি আছে? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, বাতাসের চেয়েও অধিক শক্ত হচ্ছে মানুষ (বাতাস সুলায়মান আলাইহিস সালামের আজ্ঞাবহ ছিল)। ফেরেশতারা নিবেদন করল, হে আমাদের রব, আপনার সৃষ্টির মাঝে মানুষ থেকেও কি অধিক শক্ত কিছু আছে? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে অধিক শক্ত হলো নারী (যারা পুরুষদের নিজেদের ফাঁদে বন্দী করে নেয়)।[১৪২]

এ কথার সমর্থন এখান থেকেও পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে শয়তানের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলেন :

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

'নিশ্চয়ই শয়তানের ষড়যন্ত্র বড়ই দুর্বল।'[১৪৩]

পক্ষান্তরে কুরআনে মিশরের বাদশাহর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

'নিশ্চয়ই তোমাদের ফন্দি বড়ই শক্তিশালী।'[১৪৪]

এখানে ছলনাময়ী নারীদের প্রবঞ্চনা ও মন্ত্রণার দৃষ্টান্ত-সংবলিত কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

১. বনী ইসরাঈলে একজন সৎলোক ছিল। তার সুন্দরী স্ত্রী কোনো যুবকের সাথে প্রেমে জড়িয়ে যায়। মহিলা যুবককে এমন কৌশল শিখিয়ে দিল যে, যুবক যখন খুশি তার কাছে চলে আসত। একদিন মহিলার স্বামী তাকে বলল, তোমার মতিগতি আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না। তাই তোমাকে কোনো বরকতময় পাহাড়ে চড়ে কসম করতে হবে যে, তুমি আমার সাথে কোনোরূপ খেয়ানত করোনি। মহিলা বলল, ঠিক আছে। আমি প্রস্তুত। মহিলার স্বামী কোনো কাজে বাইরে চলে গেলে সে যুবককে ডেকে সবকিছু জানাল। সব শুনে যুবক বলল, এ

---

১৪২. দুররুল মানসূর, ৫/১১৮; আল-উযমাতু লি-আবিশ শাইখ ইসবাহানী, ৪/১৩৫৪, ৪/১৩৮৫। মাওকূফ। তবে আনাস রাযি. হতে মারফূ সূত্রে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে। তিরমিযী, ৩৩৬৯। সনদ দুর্বল।

১৪৩. সূরা নিসা, ৭৬

১৪৪. সূরা ইউসুফ, ২৮

থেকে বাঁচার কী উপায় হতে পারে? মহিলা বুদ্ধি বাতলে দিল যে, একটি গাধা ভাড়া করে গাধা-সওয়ারিদের মতো পোশাক পরিধান করবে। এরপর শহরের বাহিরে অমুক স্থানে অপেক্ষা করতে থাকবে। মহিলার স্বামী ফিরে এলে বলতে লাগল, বরকতময় পাহাড়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করো। তুমি আমার ওপর সন্দেহ করেছ, এর একটা বিহিত হতেই হবে। মহিলা স্বামীর সাথে পাহাড়ের পথে বেরিয়ে গেল। শহরের বাইরে নির্ধারিত স্থানে গাধা-সওয়ারির বেশে যুবককে দেখতে পেয়ে মহিলা বাহানা ধরল, অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি। চলুন বাকি পথটা এই গাধায় চড়ে যাই। স্বামী স্ত্রীকে গাধায় উঠিয়ে নিল। গাধা যখন পাহাড়ে পৌঁছে গেল, মহিলা গাধা থেকে নামতে গিয়ে ইচ্ছা করেই পা পিছলে নিচে পড়ে গেল। নিচে পড়ার সময় মহিলা ইচ্ছা করেই পড়তে পড়তে লজ্জাস্থানের কাপড় সরিয়ে স্বামী ও গাধা-সওয়ারির বেশ ধারণকারী যুবককে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দিল। অতঃপর আফসোস করতে করতে উঠে দাঁড়াল এবং স্বামীকে বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ! আপনি ছাড়া আমার গোপনাঙ্গ অন্য কোনো পুরুষ দেখেনি। তবে এই গাধাওয়ালা দেখে নিয়েছে।

২. এক মহিলার কোনো যুবকের সাথে প্রেম হয়ে গেল। তার স্বামী বাইরে চলে গেলে সে ওই যুবককে ডেকে তার সাথে ব্যভিচার করত এবং নানা অপকর্মে সময় পার করত। একবার কোনো কারণে যুবকের সাথে মহিলার মনোমালিন্য হলো। যুবক রেগে গিয়ে কসম করে বসল যে, আমি তোমার স্বামীর সামনে তোমার সাথে ব্যভিচার করে তবেই ক্ষান্ত হব। কিছুদিন পর তাদের মিটমাট হয়ে গেলে যুবক বলল, বুঝতে পারছি না আমার শপথ আমি কীভাবে পূরণ করব? মহিলা বলল, তোমার জন্য তো পূরণ করা কঠিনই বটে। তবে আমি যদি চাই তাহলে সহজেই করতে পারি। যুবক তার বুদ্ধির প্রশংসা করে বলল, হ্যাঁ, সত্যি সত্যি তুমি অনেক বুদ্ধিমতী। এই অসাধ্যকে সাধ্য করা তোমার দ্বারাই সম্ভব। মহিলার বাড়িতে অনেক উঁচু একটি খেজুর গাছ ছিল। গাছটির খেজুর ছিল অনেক সুস্বাদু। কিন্তু উঁচু হওয়ার কারণে উঠতে-নামতে অনেক সময় লেগে যেত। একদিন মহিলা তার স্বামীকে বলতে লাগল, আমার মন চায় এই গাছের খেজুর আমি নিজ হাতে ছিঁড়ে এনে তোমাকে খাইয়ে দিই। স্বামী মনে করল, স্ত্রী হয়তো তার প্রতি ভালোবাসা দেখাতে চাচ্ছে। তাই স্ত্রীকে অনুমতি দিয়ে দিল। মহিলা কোমড়ে রশি বেঁধে গাছে উঠে গেল। স্বামী নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। মহিলা খেজুর ছিঁড়া শেষ করে যখন নিচে তাকাল, সাথে সাথেই চিৎকার-চ্যাঁচামেচি

শুরু করে দিল। মহিলা গাছে বসেই কাঁদতে লাগল। এদিকে স্বামী পেরেশান হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল, হায় আল্লাহ! আমার স্ত্রীর কী হয়ে গেল? মহিলা নিচে নেমে স্বামীর সাথে ঝগড়া জুড়ে দিল যে, আমি যখন গাছে চড়ছিলাম তখন নিচে তাকিয়ে দেখলাম তুমি এক নারীর সাথে ব্যভিচার করছ। আমাকে বলো, সেই মহিলা কে ছিল? স্বামী তো আকাশ থেকে পড়ল! সে স্ত্রীকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, নিচে আমি ছাড়া অন্য কেউই ছিল না। তাহলে আমি কোনো নারীর সাথে কীভাবে ব্যভিচার করতে পারি? স্ত্রী কোনোভাবেই তার কথা মানল না। শেষমেশ স্ত্রী বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিলাম। হয়তো আমি ভুল দেখেছি। তোমার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও বিশ্বাসের কারণে আজকে নিজের চোখকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তোমার কথাই বিশ্বাস করলাম। তোমাকে যে অনেক ভালোবাসি।

ব্যস, সবকিছু সিস্টেমে এসে গেল। কয়েক মাস পর মহিলা যুবককে ডেকে বলল, অমুক দিন তুমি আমার ঘরের পাশে এসে লুকিয়ে থাকবে। আমি কোনোভাবে আমার স্বামীকে খেজুর গাছে চড়িয়ে দেব। আমার স্বামী যখন খেজুর গাছে উঠে যাবে তখন দ্রুত এসে আমার সাথে ব্যভিচার করবে এবং কাজ সেরে দ্রুত কেটে পড়বে। এদিকে যুবককে সবকিছু বুঝিয়ে দেয়ার পর মহিলা একদিন মজার মজার খাবার রান্না করে স্বামীর সামনে পেশ করে বলল, তুমি যদি সত্যি সত্যি আমাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আজকে নিজ হাতে ওই গাছের খেজুর ছিঁড়ে এনে আমাকে খাইয়ে দাও। স্বামী রাজি হলো এবং কোমরে রশি বেঁধে গাছে উঠে গেল। স্বামী যখন খেজুর ছিঁড়তে লাগল মহিলা ঘরের পাশে লুকিয়ে থাকা যুবককে ইশারায় ডেকে নিল। যুবক ছুটে এসে তার সাথে ব্যভিচার শুরু করে দিল। স্বামী যখন খেজুর ছিঁড়ে নিচে তাকাল, একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করতে দেখল। স্বামী চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল। এদিকে যুবক তার কাজ সেরে দ্রুত সরে পড়ল। নিচে নেমে স্বামী স্ত্রীকে বলতে লাগল, আমি যখন ওপরে ফল ছিঁড়ছিলাম তখন নিচে একজন পুরুষকে তোমার সাথে ব্যভিচার করতে দেখলাম। সত্যি করে বলো, ওই পুরুষ কে ছিল? স্ত্রী বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এখানে তো কোনো পুরুষই ছিল না, তাহলে আমার সাথে ব্যভিচার করবে কে? স্বামী যখন কোনোভাবেই স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করল না এবং বলল, আমি নিজ চোখে দেখেছি। তখন স্ত্রী জবাব দিল, কিছুদিন পূর্বে আমি যখন গাছের ওপর ছিলাম তখন আমিও তোমার সাথে এমন কিছু হতে দেখেছিলাম।

তখন তো আমি নিজ চোখে দেখেও তোমার কথা মেনে নিয়েছিলাম। তাহলে আজকে তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আমার মনে হচ্ছে এই গাছে জিন-ভূতের আছর আছে। যে-ই ওপরে চড়ে সে-ই নিচে এমন কিছু হতে দেখে। সুতরাং কী দেখেছ না দেখেছ সেসব ভুলে যাও এবং আমার কথা মেনে নাও। অতঃপর স্বামী স্ত্রীর কথা মেনে নিল। এভাবে স্বামীর চোখের সামনে ব্যভিচার করেও স্ত্রী সতীসাধ্বী রয়ে গেল। একেই বলে :

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

'নিশ্চয়ই তোমাদের ফন্দি বড়ই শক্তিশালী।'[১৪৫]

৩. এক নারী অনেক দুশ্চরিত্রা ছিল। বান্ধবীর কাছে নিজের সকল অপকর্মের গল্প করত। বান্ধবী তাকে অনেক বুঝিয়েছে যে, পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখা হারাম। এভাবে নিজের স্বামীর সাথে খেয়ানত করা বড় গুনাহ। তুমি এসব গুনাহ ছেড়ে দাও। কিন্তু ওই মহিলা ফিরল না; বরং যখনই কোনো অপকর্ম করত বান্ধবীকে এসে তার বিস্তারিত বিবরণ শুনাত। মহিলার বান্ধবী তার স্বামীকে ইশারা-ইঙ্গিতে সতর্ক করল যে, নিজের স্ত্রীর দিকে নজর রাখুন। সে বিপথে চলে যাচ্ছে। কিন্তু মহিলা এত বাক্পটু ও ধুরন্ধর ছিল যে, স্বামীর মনে আগ থেকেই এ কথা গেঁথে দিয়েছিল যে, তার মতো এমন পুণ্যবতী স্ত্রী খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটে। বান্ধবী তার স্বামীকে বারবার বলার পর সে বলল, আমি যেদিন সরাসরি তার মুখ থেকে শুনব সেদিনই বিশ্বাস করব এবং তার খবর করব। বান্ধবী বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি আমার ঘরে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকবেন। আমি তার মুখেই তার অপকর্মের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাব।

একদিন বান্ধবী মহিলার স্বামীকে ডেকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখল। অতঃপর মহিলাকে বলল, আজ তোমার প্রেমকাহিনি বিস্তারিত শুনব। বলো তো শুনি, তোমার প্রেমিকের সাথে কীভাবে সময় পার করো? মহিলা তাকে প্রতিটি ঘটনা বিস্তারিত শুনাতে লাগল। এরই মাঝে হঠাৎ তার স্বামীর হালকা কাশি চলে এল। মহিলা বুঝতে পারল পর্দার পেছনে কোনো পুরুষ রয়েছে। সে তার গল্প চালু রাখল। সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করে শেষে বলল, 'এরপর আমার চোখ খুলে গেল'। বান্ধবী বলল, মানে? 'এরপর তোমার চোখ খুলে গেল' মানে? মহিলা

---

১৪৫. সূরা ইউসুফ, ২৮

বলল, এতক্ষণ আমি তোমাকে একটা স্বপ্ন শুনাচ্ছিলাম। এখানে এসে আমার চোখ খুলে গেল। মানে ঘুম ভেঙে গেল। এবার স্বামী পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলতে লাগল, এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু বললে তা কি সত্য? মহিলা বলল, কখনো না। এটা কী করে সম্ভব? এগুলো তো স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন আবার সত্য হয় নাকি? আর স্বপ্নে এসব দেখার কারণে তো আল্লাহ্ তাআলাও পাকড়াও করেন না। তাহলে আপনি কী করে আমার ওপর রাগ করতে পারেন? স্বামী লজ্জিত হয়ে চলে গেল। আর স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় চতুরতা ও ধুরন্ধরতা দ্বারা পার পেয়ে গেল।

৪. এক মহিলা শহরে যাওয়ার জন্য দু-পায়ের গাড়িতে চড়ে বসল। পথিমধ্যে গাড়িওয়ালার তার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে গাড়িওয়ালা থেকে দুই হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। পথে দেখা হয়ে যাওয়ায় বন্ধু গাড়িওয়ালাকে তার পাওনা দুই হাজার টাকা দিয়ে দিল। গাড়িওয়ালা টাকাগুলো কোন পকেটে রাখে মহিলা তা ভালোভাবে দেখে নিল। শহরে পৌঁছার পর গাড়িওয়ালা মহিলার কাছে দশ টাকা ভাড়া চাইলে মহিলা বলল, আমাকে তো আবার এ পথেই ফিরতে হবে। শহরে আদালতে ছোট একটা কাজ সেরেই গ্রামে ফিরে যাব। তুমি যদি অপেক্ষা করো তাহলে তোমার গাড়িতেই নাহয় চলে যেতাম, আর তুমিও ফিরতি যাত্রী পেয়ে যেতে। গাড়িওয়ালা তার কথা মেনে নিল। মহিলা আবার বলতে লাগল, আসলে আদালতে আমার একটা বিষয় সমাধান করার আছে। তুমি যদি আমার সাথে আদালতে গিয়ে বিচারকের সামনে শুধু এটুকু বলো যে, আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়ে দিলাম, তাহলে আসা-যাওয়ার ভাড়া ছাড়াও তোমাকে এক শ টাকা অতিরিক্ত দেব। গাড়িওয়ালা লোভে পড়ে গেল এবং রাজি হয়ে গেল। মহিলার কথামতো সে আদালতে গিয়ে বিচারকের সামনে তাকে তালাক দিল। আর সাথে সাথে মহিলা মিছেমিছি হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। গাড়িওয়ালা যখন তালাক দিয়ে চলে যেতে লাগল, মহিলা বিচারককে বলল, সে তো আমাকে তিন তালাক দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার থেকে আমার মোহরের দুই হাজার টাকা আদায় করে দিন। বিচারক গাড়িওয়ালাকে ডেকে বললেন, তাকে তার মোহরের দুই হাজার টাকা দিয়ে দাও। সে বলল, এই মহিলা তো আমার স্ত্রী না। মহিলা বলতে লাগল, তুমি টাকা বাঁচানোর জন্য এমনটা বলতে পারো না। তোমার অমুক পকেটে দুই হাজার টাকা আছে। আমি তোমার স্ত্রী। তোমার সবকিছুই আমি ভালোভাবে জানি। গাড়িওয়ালাকে তল্লাশি করা হলে মহিলার বাতানো

পকেট থেকেই দুই হাজার টাকা পাওয়া গেল। তখন বিচারক মোহরস্বরূপ দুই হাজার টাকা মহিলাকে দিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। গাড়িওয়ালা লজ্জিত হয়ে দুই হাজার টাকা মহিলাকে দিয়ে চলে গেল। ওইদিকে টাকা নিয়ে মহিলা মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

৫. হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'হে বৎস, বাঘের পেছন পেছন হেঁটো, তবুও কখনো কোনো নারীর পেছনে যেয়ো না। কেননা, বাঘ ফিরে এলে হয়তো তুমি প্রাণ হারাবে। কিন্তু নারী ফিরে এলে তোমার ঈমান হরণ করে নেবে।'

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, 'ভদ্র নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো, আর মন্দদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখো।'

পুরুষের স্বভাবপ্রকৃতি

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

> 'পুরুষের জন্য প্রবৃত্তি চাহিদার বস্তু, যেমন নারীর ভালোবাসাকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে।'[১৪৬]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পুরুষের প্রবৃত্তিতে সবচেয়ে বেশি রাখা হয়েছে নারীর সাথে স্বীয় জৈবিক চাহিদা পূরণ করার কামনা-বাসনা। হাদীস শরীফেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

> 'আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে ভয়াবহ কোনো ফিতনা দেখি না।'[১৪৭]

নারীর ফিতনা অন্য সকল ফিতনা থেকে অধিক মারাত্মক ও ভয়াবহ। এ জন্যই তো নারীদের ব্যাপারে শয়তানের বক্তব্য হলো, 'নারী আমার এমন তির যা

১৪৬. সূরা আলে ইমরান, ১৪
১৪৭. বর্ণনাকারী উসামা ইবনু যায়িদ রাযি., সহীহ বুখারী, ৫০৯৬; সহীহ মুসলিম, ২৭৪০

কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।' আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. বলেন,

اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ

'নারীরা শয়তানের রশি।'[১৪৮]

শিকারি যেমন রশি দিয়ে তার শিকারকে ফাঁসিয়ে দেয়। তদ্রূপ শয়তানও নারীদের দ্বারা পুরুষদের গুনাহে ফাঁসিয়ে দেয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশল পেশ করা হলো :

পুরুষকে সুযোগ দেয়া যাবে না

নারীদের উচিত তারা পরপুরুষ থেকে দূরে থাকবে। যদি কোনো পুরুষের ওপর ভরসা করে বসে তাহলে নিশ্চিত ধোঁকা খাবে। অধিকাংশ পুরুষ এ কারণে গুনাহ করে না যে, তাদের আসলে গুনাহের সুযোগই লাভ হয় না। কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে অপকর্ম করার সুযোগ পেয়েও যদি তাতে লিপ্ত না হয়, তাহলে সে হয়তো আল্লাহর ওলী হবে, না হয় সে নির্বোধ। সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ এ সকল ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে গুনাহ করেই ফেলে। আমাদের বুযুর্গরা বলেন, এ যুগে কোনো বোন তার সহোদর ভাইকে ভরসা করে তার সাথে নির্জনে একাকী অবস্থান করা উচিত নয়। কেননা শয়তান যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো বাহানায় গুনাহে লিপ্ত করে দিতে পারে। বস্তুত নারী একজন পুরুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

পুরুষ-হৃদয় কখনো বৃদ্ধ হয় না

নারী-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরুষ কখনো বৃদ্ধ হয় না। পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোবাসনা সব সময় যুবকই থাকে। যখন কোনো যুবকের বিয়ে হতে থাকে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত তার বাবা-দাদার মন তখন আক্ষেপে ভরা থাকে। আহ! এটি যদি আমার বিবাহ-অনুষ্ঠান হতো!

হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. লেখেন, এক লোকের বয়স শত বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। একদিন কিছু নারী একত্রে বসে পরস্পর কথাবার্তা বলছিল। কেউ বলল, উনার বয়স শত বছর পেরিয়ে গেছে। এখন উনার সাথে পর্দা না করলেও

---

১৪৮. মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবাহ, ৩৪৫৫২। মাওকূফ।

সমস্যা নেই। হযরত থানবী রহ. তাদের কথা শুনে বললেন, এই তো কিছুদিন আগের কথা, এক জায়গায় আমার তার সাথে থাকার সুযোগ হয়েছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি খাদেমকে বললেন, রাতে স্বপ্নদোষ হয়েছে; গোসলের জন্য পানির ব্যবস্থা করো। এ কথা শুনে মহিলারা একদম চুপ হয়ে গেল। যেন তাদেরকে কোনো বিষধর সাপ দংশন করল।

মন কখনো পরিতৃপ্ত হয় না

আলেমগণ লিখেছেন, কিছু জিনিস আছে যা থেকে মানুষের মন কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। যেমন :

১. আকাশ দেখে

মানুষ প্রতিদিনই আকাশ দেখে। আকাশের নীল রং, ভাসমান মেঘমালা, উজ্জ্বল সূর্য, আলোকিত চাঁদ, তারার মেলা ইত্যাদি। কিন্তু একজন ব্যক্তিও এমন পাওয়া যাবে না যে বলবে, প্রত্যেক দিন আকাশ দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গেলাম; বরং মানুষ প্রতিদিন নতুন আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে প্রতিদিনের আকাশকে দেখতে থাকে।

২. পানি পান করে

প্রতিটি মানুষ দৈনিক পানি পান করে। এতৎসত্ত্বেও পানিকে কখনো বিস্বাদ মনে হয় না। এক দিনে যতই উদরপূর্তি করে পানি পান করুক না কেন, পরের দিনই আবার পিপাসার তাড়নায় পানির জন্য ছটফট করতে থাকবে। মানুষের তৈরি কৃত্রিম কোমল পানীয় পান করে বিরক্তি আসতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক পানি পান করে মন কখনো পরিতৃপ্ত হয় না।

৩. বাইতুল্লাহ্ শরীফ দেখে

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় ঘর বাইতুল্লাহ্ শরীফে এমন মজা ও আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন যে, একবার দেখলে দ্বিতীয়বার দেখার আগ্রহ জেগে ওঠে। একবার দেখে বারবার দেখার শখ জাগে। কবির ভাষায় :

يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا ... إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا

'হে প্রিয়! যত বেশি দেখি তোমাকে,
তত বেশি ভালোবাসা ঘিরে ধরে আমাকে।'

পুরুষের মন নারী থেকে

এ কথাও দ্বীপ্তিময় সূর্যের মতোই পরিষ্কার যে, পুরুষের মন নারী থেকে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। যদিও একবার প্রয়োজন পূরণ করে নেয়ার দ্বারা আকর্ষণে সাময়িক ঘাটতি আসতে পারে; কিন্তু দু-চারদিন পর আবার নতুন করে মেলামেশার আগ্রহ জাগতে থাকে। এমনকি মেলামেশা করা ছাড়া ভালোমতো ঘুমও হয় না। সম্ভবত ক্ষুধা, পিপাসা, ঘুমের মতো জৈবিক চাহিদাও মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অংশ; যা মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের পিছু ছাড়ে না।

ভাটা পড়েছে যৌবনে আজ, কামনা কমেনি তাতে

এক ধনী ব্যক্তি পুরো জীবন আমোদ-প্রমোদে কাটিয়েছে। অতঃপর বার্ধক্যে এসে নারীদের সাথে মেলামেশা করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তখনো সে চড়ামূল্য দিয়ে বাজারি পতিতাদের নিয়ে আসত এবং বাহ্যিক ঘষামাজা ও জড়াজড়ি করে বিদায় দিত। একবার এক নারী বলল, আপনি তো নারীদের সাথে মেলামেশা করতে সক্ষম না, তাহলে শুধু শুধু এত টাকা বিনিময় দিয়ে তাদেরকে কেন নিয়ে আসেন? সে জবাব দিল, যদিও আমার মেলামেশার সক্ষমতা নেই, কিন্তু আমি নারীদের বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে, তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে, জড়াজড়ি করে মজা পাই। এতেই আমার চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। বার্ধক্যের কারণে আমার বিশেষ অঙ্গে হরতাল চলছে। তাই অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা ভেঁপু বাজিয়ে সময় পার করি।

কথিত আছে, এক কবি অত্যন্ত ভোজনপ্রিয় ছিল। খাবার টেবিলে খাবার খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে তার শরীর ছেড়ে দিত। যখন তার স্ত্রী খাবারের পাত্র গুছিয়ে রাখতে যেত, সে বলত :

گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے
رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے

হাত যদিও স্পন্দনহীন, চোখে তো আছে জ্যোতি
থাকুক না সামনে এ শরাব-পেয়ালা; ওগো রূপবতী!

বকরিতে বকরিতে খেলা

আল্লামা দামেরী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ 'হায়াতুল হায়াওয়ান'-এ লেখেন, এক বৃদ্ধ বকরি লালনপালন করত। সে প্রতিদিন বসে বসে বকরা-বকরির শারীরিক মেলামেশা দেখত। কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনি প্রতিদিন নিজের সময় এভাবে কেন নষ্ট করেন? বৃদ্ধ জবাব দিল, বার্ধক্যের কারণে আমি তো আর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে পারি না; তাই বকরা-বকরির খেলা দেখি। যখন কোনো বকরা বকরির ওপর সওয়ার হতে দেখি, এতে আমার যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়।

শুকনো হাড়ের আকর্ষণ

হযরত উমর রাযি. বলতেন, যদি দুটি শুকনো হাড়কেও কোথাও একত্রে রাখা হয়, তারাও পরস্পর মিলিত হতে চাইবে। কেউ এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বললেন, কোনো বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাও যদি একত্র হবার সুযোগ পেয়ে যায়, তাহলে তারা দুজনও পরস্পর মেলামেশা করবে।

হযরত সিদ্দিকী রহ.-এর উক্তি

আলেম ও পুণ্যবানদের ইমাম খাজা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সিদ্দিকী রাহিমাহুল্লাহ নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলতেন, পুরুষের মধ্যে নারীর প্রতি আকর্ষণ এত বেশি রাখা হয়েছে যে, যদি নারী কোনো পথ দিয়ে অতিক্রম করে আর জমিনে তার পায়ের ছাপ লেগে থাকে এবং এরপর কোনো পুরুষকে ওই পথ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, আর তার পা নারীর পায়ের ছাপে পড়ে যায়, তাতেও তার মধ্যে একধরনের কামনার উদ্রেক হবে।

উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। বিবাহিত পুরুষদের মাঝে বিয়ের আলোচনা জুড়ে দিলে প্রত্যেককেই নববিবাহের জন্য প্রস্তুত মনে হবে। এক প্রফেসর সাহেব ঘরে বসে বসে উপন্যাস পড়ছিলেন। তার স্ত্রী সেজেগুজে তার পাশেই বসা ছিল।

তখন স্ত্রী স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে, কিন্তু স্বামী তার দিকে মনোযোগই দিচ্ছিল না; বরং উপন্যাসের পাতায় ডুবে রইল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর স্ত্রী কাছে এসে বলল, হায়! আমি যদি কোনো উপন্যাসের বই হতাম, তাহলে আপনি আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতে থাকতেন। প্রফেসর সাহেব বললেন, হায়! তুমি যদি আমার ডায়েরি হতে। প্রতিবছর আমি তা বদলাতে পারতাম। বোঝা গেল, পুরুষ অবিবাহিত হোক বা বিবাহিত, তাকে পরনারীর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগই দেয়া উচিত না।

এক যুবক ট্রেনে কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্টেশনে পৌঁছল। প্লাটফর্মে পর্দানশিন এক নারীও ট্রেনের অপেক্ষায় ছিল। কোনোভাবে জানা গেল ট্রেন আসতে দুই ঘণ্টা দেরি হবে। যুবক ভাবল, ট্রেন আসতে তো এখনো অনেক সময় বাকি। ওই মহিলার সাথেই গিয়ে কথাবার্তা বলি। সময় কেটে যাবে। যুবক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, আপনিও কি ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন? মহিলা মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিল। যুবকের সাহস বেড়ে গেল। হাতে সময়ও আছে, পরিবেশও নিরিবিলি, মহিলাও প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, সুতরাং কথা বাড়ানো যায়। যুবক বলতে লাগল, আপনি কি শরবত বা ঠান্ডা কিছু খাবেন? আমি কি নিয়ে আসব? মহিলা প্রথমে না-সূচক মাথা নাড়ল। কিন্তু পরে যুবকের পীড়াপীড়িতে রাজি হলো। যুবক ছুটে গিয়ে ঠান্ডা বোতল নিয়ে এল। মহিলা কয়েক চুমুক খেয়ে একপাশে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পর যুবক আবার বলতে লাগল, কিছু খাবেন? খাওয়ার কিছু নিয়ে আসি? মহিলা মাথা নেড়ে নিষেধ করল। যুবক বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু মহিলা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। এদিক থেকে বারবার পীড়াপীড়ি করা হচ্ছে, আর ওদিক থেকে প্রতিবারই না-সূচক জবাব আসছে। এভাবে দীর্ঘ সময় কেটে গেল। শেষমেশ যুবক খুব কোমলভাবে বলল, তাহলে নাহয় ফল খান? কিছু ফল নিয়ে আসি? মহিলা তাতেও রাজি হলো না। যুবক অত্যন্ত দরদমাখা কণ্ঠে বলল, কী হয়েছে? আপনি যে আমার থেকে কিছুই নিতে চাচ্ছেন না? মহিলা চুপ রইল। কিছুই বলল না। অতঃপর যুবক অনেক বেশি অনুনয়-বিনয় করে জানতে চাইল এটুকু তো বলুন, আপনি আমার থেকে ফল কেন নিতে চাচ্ছেন না? যুবক নাছোড় হলে পরে মহিলা জবাব দিল, আরে ভাই, আমার মুখে তো দাঁতই নেই। আমি তো আশি বছরের বুড়ি। যুবক অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং সেখান থেকে কেটে পড়ল।

একদিকে তো নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের এমন নড়বড়ে অবস্থা। অপরদিকে কোনো নারীর মনে যদি কুমন্ত্রণা বাসা বাঁধে, তাহলে স্বীয় কূটকৌশল ও ছলনা দ্বারা সে স্বামীর নাকের নিচে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ কারণেই শরীয়ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং তা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। যাতে করে শয়তানও ধোঁকা দিতে না পারে, মান-সম্মানও ধুলোয় লুটিয়ে না যায় এবং সমাজেও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

সহশিক্ষার কুফল

বর্তমানে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিগুলোতে সহশিক্ষা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ফলে এর ক্ষতিকর ও ভয়াবহ চিত্র প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে। অভিজ্ঞতা দ্বারাও এ কথাই প্রমাণিত হয় যে :

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

'এবং তার ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশি।'[১৪৯]

পরনারী-পুরুষের মধ্যকার সংকোচবোধের বিদায়

সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনটি দেখা যায় তা হচ্ছে, পরনারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে সহজাত যে সংকোচবোধ থাকে তা শেষ হয়ে যায়। ছাত্রীরা শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সাথে অবাধে কথাবার্তা বলতে থাকে। হোমওয়ার্ক, অ্যাসাইনমেন্ট, গ্রুপস্টাডি ইত্যাদি শিরোনামে সারা দুনিয়ার কথাবার্তা, আড্ডা এবং গল্পগুজব চলতে থাকে। একসময় বিষয়টি অনেক গভীরে পারস্পরিক জীবন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন :

ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا ... بات پہنچی تری جوانی تک

'কেয়ামতের কথা যখন ভুলে যায় মন,
আলোচনা ছুঁয়ে যায় তোমারই যৌবন।'

অতঃপর যখন যৌবনের আলোচনা শুরু হয়ে যায় তো অবস্থা এই দাঁড়ায় :

---

১৪৯. সূরা বাকারা, ২১৯

دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی

'দুদিকেই আগুন, জ্বলছে দ্বিগুণ।'

পরনারী-পুরুষের সাথে কথা বলতে পরস্পর সংকোচবোধ হওয়া আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। এর ফলে গুনাহের দ্বার রুদ্ধ থাকে। সাধারণত প্রয়োজনবশত পরপুরুষ কোনো নারীর সাথে কথা বললে লজ্জায় নারীর মাথা ঝুঁকে যায়। পুরুষও চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সংকোচবোধ করে। কিন্তু বর্তমান সহশিক্ষার প্রভাবে যখন পরনারী-পুরুষের মধ্যকার এ সংকোচবোধ বিদায় নিচ্ছে তখন দৃষ্টি নত হওয়ার পরিবর্তে তা পরস্পরের চেহারায় নিবদ্ধ থাকছে। আর বাস্তবতা হলো যখন দৃষ্টি লাগামহীন হয়ে পড়ে তখন চাটনির মতো একে অন্যের প্রতি লালায়িত হতে থাকে। যেন চেখে দেখার ইচ্ছে জাগে। মন বলে :

انتہا تک ہی پہنچ جائے گی ... تم کہانی کی ابتدا تو کرو

'চূড়ান্তে পৌঁছে যাবে ভাবতে পারো
তুমি শুধু সূচনাটুকু করো।'

ফ্যাশনপূজা

যখন মেয়েরা এমন পরিবেশে থাকে যেখানে পরপুরুষের তীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি সব সময় তাদের দিকে নিবদ্ধ থাকে; তখন মেয়েরাও এমন মনোভাব লালন করে যে, পরপুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হোক। তার রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হোক। তার রূপের প্রশংসা করুক। খোলামেলা লাইফস্টাইলের গুণকীর্তন করুক। এ উদ্দেশ্যে মেয়েরাও সেজেগুজে সব সময় ফিটফাট হয়ে থাকে। নিজেকে জান্নাতী হুর বানিয়ে পরিবেশন করতে চায়। কথা বলার সময় নরম স্বরে কোমলতা বজায় রেখে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলে। চলনে-বলনে রাজকীয় ভাব ফুটিয়ে তোলে। কবির ভাষায় :

بجلیاں دیکھنے والوں پہ گراتے آئے .. تم جدھر آئے ادھر آگ لگاتے آئے

'দর্শকদের ওপর যেন আছড়ে পড়ে বিজলির চমক,
যে পথে চলো তুমি সে পথে দেখি আগুনের ঝলক।'

এরূপ পরিবেশে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ থাকে না; বরং মন পড়ে থাকে ছবির কাছে। অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় উঠে যায়। গুনাহের প্রতি ঘৃণা জাগার

পরিবর্তে অন্তরে গুনাহের আফসোস সৃষ্টি হয়। মানুষ প্রবৃত্তিপূজা, নারীপূজা এবং যৌনপূজার পথে ধাবিত হয়। নারীরা ফ্যাশনপূজায় উৎসর্গিত হয়ে যায়। শেষ পরিণতি এই হয় যে, যুবক-যুবতি উভয়ই আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়ে অনেক দূরে সরে যায়।

বন্ধু বন্ধু সম্পর্ক

সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সংবাদ নিত্যদিনই শোনা যায়। এটি সেখানকার সাধারণ চিত্র। এর ফলে শয়তানের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। স্কুল-কলেজে আসা-যাওয়ার পথে ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। এক শহরে একটি রাস্তার নাম 'সিক্সরোড' (Six Road)। লোকেরা তার নাম দিয়েছে 'সেক্সরোড' (Sex Road)। ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে পৌঁছেও ফোনে পরস্পরের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা বলতে থাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোবাইলের মাধ্যমে পরস্পর মেসেজ (SMS) বিনিময় করে।

পশ্চিমা নারীরা বেপর্দা হয়ে খোলামেলা চলাফেরা করে, নারী-পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠানগুলোর শোভাবর্ধক হিসেবে নিজেকে পেশ করার মাধ্যমে তারা মূলত নিজেদের মূল্যকে কমিয়েছে। পুরুষের অবস্থা এমন মৌমাছির মতো হয়ে গেছে, যার সামনে ফুলের স্তূপ পড়ে আছে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, যখন সে কোনো ফুলের ঘ্রাণ শুঁকে নেবে, তার মধু চেখে নেবে, এরপর সে পুনরায় এই ফুলে বসার পরিবর্তে নতুন কোনো ফুলে বসবে। এই পুরো খেলায় নারী কেবল খেলনামাত্র এবং খেলা শেষে নারীই হবে তামাশার পাত্র। বেপর্দা হয়ে নিজের রূপ-সৌন্দর্য এভাবে মেলে ধরে নারীদের শেষ পর্যন্ত কী অর্জিত হলো? পুরুষরা স্বাধীনতার নামে নারীদের বোকা বানিয়েছে। প্রতিনিয়ত তাদের ধোঁকা দিয়েই যাচ্ছে। যখন নারীদের সাথে ব্যবহৃত কাগজের ন্যায় আচরণ করা হচ্ছে, তারা স্বামীর পরিবর্তে কুকুরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কুকুরের সাথেই নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করে নিচ্ছে। এমন নারীর বার্ধক্যের করুণ পরিণতির কথা একটু ভাবুন তো, কতটা ভয়াবহ সে দৃশ্য! বেচারি তো জীবিত থেকেও মৃত; বরং এমন জীবনের চেয়ে মরে যাওয়াই তো ভালো।

آدمی کے پاس سب کچھ ہے ... مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں

'আজ সবই আছে মানুষের কাছে

শুধু মনুষ্যত্ব বোধটুকু হারিয়ে গেছে।'

ইসলামী শরীয়তে পর্দানশিন জীবনযাপনের শিক্ষা এ জন্যই দেয়া হয়েছে যে, নারী-পুরুষ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দ্বারা সম্মানজনক জীবন লাভ করবে। কুরআন মাজীদে لِتَسْكُنُوْٓا إِلَيْهَا 'যাতে তোমরা তার কাছে স্বস্তি পেতে পারো'[১৫০] শব্দ ব্যবহার করে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের স্বস্তি লাভের মাধ্যম। এ জন্য সম্মিলিত বেহায়াপনার অনুষ্ঠানগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা দরকার। যাতে করে স্বামী-স্ত্রীর মনোযোগ পরস্পরের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। পরস্পর প্রেম-ভালোবাসার জীবনযাপন করে স্বস্তি লাভ করতে পারে। বাস্তবতা হলো, প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় ঘরে যে শুকনো রুটি আর বাসি তরকারি পায় মানুষ, তাকেই বড় নেয়ামত মনে করে এবং আগ্রহের সাথে খুশি মনে তা খেয়ে নেয়। অনুরূপভাবে যদি যৌথ অনুষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়, পথেঘাটে রূপসি বেপর্দা নারী দৃষ্টি না কাড়ে, তাহলে পুরুষ নিজের ঘরের সাধারণ স্ত্রীকেও অনেক বড় নেয়ামত মনে করবে। প্রয়োজনের সময় তাকেই বিশ্বসুন্দরী মনে করবে। তার সাথেই নিজের চাহিদা পূরণ করবে। না তালাকের ধমকাধমকি থাকবে, আর না অসুন্দর বলে হেয় করবে। স্বামী রাত করে ঘরে ফেরার দুশ্চিন্তাও থাকবে না। এমতাবস্থায় তো প্রতিটি ঘর নারীদের জন্য জান্নাতের ছোটখাটো একটা নমুনায় পরিণত হবে। আর এটিই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَّ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا

'আমি আল্লাহকে প্রভু, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।'

১৫০. সূরা রূম, ২১
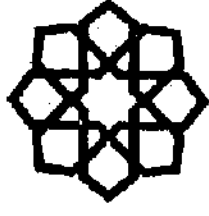
পঞ্চম অধ্যায়

ব্যভিচারের উপকরণসমূহ

আল্লাহ তাআলা মানুষের বংশধারা চালু রাখার জন্য নারী-পুরুষের মাঝে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও শারীরিক সম্পর্কের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানুষের মাঝে যখন শারীরিক সম্পর্কের প্রয়োজন জেগে ওঠে তখন অন্য সকল প্রয়োজন ম্লান হয়ে যায়। মন-মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, লজ্জাস্থানে উত্তেজনা অনুভব হয়, চোখ ঘুমশূন্য হয়ে পড়ে, ইবাদত-বন্দেগীতে মন বসে না। মন চায় কী হয় হোক, কোনো না কোনোভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে নিই। অধিকাংশ সময় বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার মতো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

> 'পুরুষের জন্য প্রবৃত্তি চাহিদার বস্তু, যেমন নারীর ভালোবাসাকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে।'[১৫১]

এরূপ অবস্থায় যখন পুরুষের প্রকৃতিতে কামনা-বাসনার ভূত এভাবে চড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তখন কোনো নারী যদি তার সাথে মিলনের সুযোগ করে দেয় তাহলে পুরুষের জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা নবীদের সাফল্যের মতো। অনুরূপভাবে পুরুষ যদি নারীকে ফুসলায়, তাহলে নারীরাও ফেঁসে যায়। বাস্তবতা হচ্ছে, যখন উট জৈবিক তাড়নায় শব্দ করে তো উটনীরও নেশা লেগে যায়। যখন বকরি ডাকে বকরাও উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠে। কবুতর গড়গড় শব্দ করলে মাদি কবুতরও মজা পেতে থাকে। মোরগ কুড়কুড় শব্দ করলে মুরগিও দিশেহারা হয়ে

১৫১. সূরা আলে ইমরান, ১৪

যায়। অনুরূপভাবে পুরুষ যখন প্রেম-ভালোবাসার মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাতে থাকে নারীও অবনত মস্তকে পুরুষের বশে চলে আসে। সাধারণভাবে নারী-পুরুষ পরস্পর থেকে দূরে থাকবে—এটাই নিয়ম। পরস্পরের সংস্পর্শে তখনই আসবে, যখন পরস্পর মেলামেশা করা জায়েয হবে। শরীয়ত এই চাহিদা পূরণের জন্যই বিয়ের নির্দেশ দিয়েছে এবং ব্যভিচার হারাম করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا

'তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা এবং মন্দ পথ।'[১৫২]

এ থেকে বোঝা যায়, ব্যভিচার এতই ভয়াবহ গুনাহ যে, তার কাছে যেতেও বারণ করা হয়েছে। অন্যভাবে বললে, প্রত্যেক এমন কাজ ও বস্তু যা ব্যভিচারের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা থেকেই নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। সে সমস্ত উপকরণসমূহ এখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

১. পরনারীকে দেখা

ব্যভিচারের সূচনাই হয় পরনারীর দিকে দৃষ্টি দেয়া থেকে। এ জন্য শরীয়ত নারীদের ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছে। কখনো শরয়ী প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার দরকার হলে পর্দাবৃত হয়ে বের হওয়ার আদেশ করেছে। নারী-পুরুষ উভয়কে তাদের দৃষ্টি সংযত রাখতে বলা হয়েছে। যাতে করে একে অন্যের দৃষ্টিতেই না পড়ে এবং ব্যভিচারের ভাবনাই অন্তরে উদয় না হয়। যখন পর্দা পালনে অলসতা করা হবে এবং নারী-পুরুষ পরস্পরকে দেখতে থাকবে, মনমস্তিষ্কে জৈবিক তাড়না জেগে উঠবে। প্রবৃত্তি ও শয়তান ঘোড়ার ডাকের কাজ করবে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত করেই ছাড়বে। অপরিচিত নারীর সাথে মিলনে বাধাবিপত্তি বেশি। কিন্তু আত্মীয় পরনারীর সাথে মিলিত হওয়া খুবই সহজ। এ জন্যই হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ

'দেবর মৃত্যুতুল্য।'[১৫৩]

---

১৫২. সূরা বনী ইসরাঈল, ৩২

১৫৩. বর্ণনাকারী উকবা ইবনু আমির রাযি., তিরমিযী, ১১৭১। সহীহ।

শরীয়ত দেবর-ভাবি ও শ্যালিকা-দুলাভাইয়ের মাঝে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে।

সাধারণত চাচাতো, ফুপাতো, মামাতো, খালাতো এ চারটি সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আর এ চারটি সম্পর্কই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ হয়ে থাকে। মেয়েরা খালাতো, মামাতো, চাচাতো, ফুপাতো ভাইদের ভাইয়া বলে ডাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে 'কসাই'। সাধারণ মানুষ বলে থাকে শ্যালিকা হলো অর্ধঘরনি। পরে দেখা যায় শ্যালিকাই হয়ে যায় প্রেমিকা।

নারীর দুর্বলতা হচ্ছে যখনই কারও ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য, মিষ্টি কথা, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়, তো তার জন্য নরম হয়ে যায়। এমনকি তার সাথে মেলামেশার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায়। কবির ভাষায় :

عورت جدوں کسے تے مہربان ہووے ... پیالہ بول والا اگے ڈاہ دیوے

'নারী কারও প্রতি হলে দয়াবান,
বোল-পেয়ালা সর্বস্ব করে তারে দান।'

নারীরা যখনই কারও প্রতি কোমল হয় নিজের সবকিছুই তার সামনে মেলে ধরে। তাই নারীর জন্য নিরাপদ হচ্ছে সে কোনো পরপুরুষকে দেখবেও না এবং নিজের ওপরও কোনো পরপুরুষের দৃষ্টি পড়তে দেবে না। পুরুষের কল্যাণও এরই মাঝে যে, তারা নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখবে। এমন না হয়ে যায়, কুদৃষ্টির কারণে ফিতনায় ফেঁসে গেল আর কেয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলো।

পরনারীকে দেখা যেমন হারাম, তাদের ছবি দেখাও অনুরূপ হারাম। পত্রিকায় বিনোদনের পাতাগুলোতে বা পথের ধারের বিলবোর্ডগুলোতে টানানো বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, ঘুড়ির সুতায় ঢিল দিয়ে রাখলে তা কোথাও না কোথাও প্যাঁচ লেগেই যায়। আল্লাহ আমাদের পরিপূর্ণ হেফাজত করুন।

সুতরাং যে ব্যক্তি ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকতে চায় তার প্রথম করণীয় হচ্ছে যথাসম্ভব পরনারীর দিকে দেখা থেকে বিরত থাকা। মোটকথা কাজের সূচনাই করবে না, তাহলে আর শেষ পর্যন্ত পৌঁছার প্রশ্নই আসবে না।

২. গাইরে মাহরামের সাথে কথা বলা

পরনারীর সাথে কথা বলাও ব্যভিচারের মাধ্যমসমূহের মধ্যে বড় একটি মাধ্যম। তাই কুরআন মাজীদে নারীদের এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, কখনো বিশেষ প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে কোমল স্বরে নরম হয়ে কথা বলবে না। কৃত্রিমভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দকে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উচ্চারণ করবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفاً

'(পরপুরুষের সাথে) কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বোলো না। ফলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে কুবাসনা করবে। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথাই বলবে।'[১৫৪]

নারীরা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার সময়ও স্বরে মাধুর্য ও আকর্ষণ সৃষ্টি হতে দেবে না; বরং রুক্ষ ও কর্কশ উচ্চারণে কথা বলবে। এমন রসরসিকতার কথা যা শুনে পরপুরুষের মনে কুবাসনা জাগতে পারে, তা বর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। পরপুরুষের সাথে ইনিয়ে-বিনিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে কথা বলবে না; বরং স্পষ্ট, ঠাটবাটবিহীন এবং সংক্ষেপে কথা বলবে। যে কথা দুই বাক্যে বলা যায় তা একবাক্যে শেষ করতে পারলে উত্তম। তাহলে পরপুরুষও অযথাই আগ বাড়িয়ে একটির বদলে দুটি বলার সাহস করবে না।

কথায় কথা বাড়ে

পরনারী-পুরুষের মাঝে যখন সময়ে অসময়ে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার অভ্যাস হয়ে যায়, বিষয়টি তখন আরও একধাপ এগিয়ে যায়। অর্থাৎ পরস্পরকে দেখার আগ্রহ জাগে। একসময় আর না দেখে থাকতে পারে না। কুরআন মাজীদে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী-রাসূলগণের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। কিন্তু তাঁদের কেউই দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেননি; শুধু হযরত মূসা আ. ব্যতীত। তিনি দুনিয়াতেই আল্লাহকে দেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

---

১৫৪. সূরা আহযাব, ৩২

رَبِّ أَرِنِيْ أَنظُرْ إِلَيْكَ

'হে আমার রব, আমাকে আপনাকে দেখার সুযোগ করে দিন।'[১৫৫]

মুফাসসিরীনে কেরাম লেখেন, হযরত মূসা আ. যেহেতু তুর পাহাড়ে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথা বলতে যেতেন, তাই কথা বলার কারণেই তাঁর অন্তরে প্রকৃত প্রেমাস্পদকে দেখার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, কথায় কথা বাড়ে। প্রথমে কথা দিয়ে শুরু হয়। পরে দেখার শখ জাগে। আর দেখাদেখি হয়ে গেলে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। মন বলে :

نہ تو خدا ہے نہ مرا عشق فرشتوں جیسا ..

دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے

'না তুমি স্রষ্টা, আর না আমার প্রেম ফেরেশতাতুল্য,
দুজনই মানুষ, তবে এত পর্দার মাঝে মিলার কী মূল্য?'

অতঃপর যখন পর্দা সরে যায় তো মেলামেশার ধারা শুরু হয়ে যায়। যার ফলাফল অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

স্বরের জাদু

নারীর স্বর যদিও সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, প্রয়োজন হলে পর্দায় থেকে পরপুরুষের সাথে কথা বলার অনুমতি রয়েছে। বা ফোন ধরার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এটিও সত্য যে, নারীর স্বরে আকর্ষণ থাকে। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম নারীকে আযান দিতে বারণ করেছেন। কেননা আযান সুর দিয়ে দেয়া হয়। এতে ফিতনা হওয়ার আশঙ্কা আছে। এখান থেকেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রেডিওতে প্রোগ্রামকারীদের অদেখা অনেক ভক্ত অনুরাগী থাকে। বোঝা গেল স্বর ও সুরের জাদুও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে নেয়। এ কারণেই নারীদেরকে পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় যথাযথ স্বর ও উপযুক্ত ভঙ্গিতে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে সকল নারীকে অপারগতাবশত কেনাবেচা, লেনদেন ইত্যাদি নিজেকেই করতে হয় তারা অনেক ঝুঁকিতে থাকে। দোকানদার, দর্জি, স্বর্ণকার, রংমিস্ত্রি, ডাক্তার, বিচারক, শিক্ষক এদের সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কথা বলা উচিত। পুরুষ

১৫৫. সূরা আরাফ, ১৪৩

তো শুরু থেকেই নারীকে পটানোর চেষ্টা করতে থাকে। কোনো নারী যদি সামান্য শিথিলতা করে তাহলে বিষয়টি বহুদূর গড়িয়ে যায়। এক অশিক্ষিত দোকানদার যুবক বলেছে, স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা নিজ থেকেই তাকে এসে বলতে থাকে, 'যা করার দ্রুত করে নাও। আমাকে ফিরতে হবে।' তখন দোকানদার যুবক তাকে পণ্য দেখানোর বাহানায় স্টোর রুমে নিয়ে যায় এবং অপকর্মে লিপ্ত হয়। যে সকল নারী দর্জির কাছে কাপড় সেলাই করতে যায় তাদেরকে শরীরের মাপ দিতে হয়। নতুন নতুন ফ্যাশন ও বিভিন্ন সাইজের কাপড় তৈরির বাহানায় দর্জি খোলামেলা কথা বলার সুযোগ পেয়ে যায়। অনেক সময় সেলাই করা কাপড়ের ফিটিং দেখতে পরনের কাপড় খুলে নতুন কাপড় পরতে হয়।

আর স্বর্ণকারের কাজই তো সৌন্দর্য-সংশ্লিষ্ট। অনেক নারী নতুন আংটি বা চুড়ি কিনে স্বর্ণকারকে পরিয়ে দিতে বলে। যখন হাতে হাত ছুঁয়ে দিল তো আর কী বাকি রইল? কবির ভাষায় :

مجھے سہل ہو گئیں منزلیں تو خزاں کے دن بھی بدل گئے
ترا ہاتھ ہاتھ میں آگیا تو چراغ رہ کے جل گئے

'ধাপগুলো হয়েছে সহজ, তো শরৎ বদলে দিলে
তোমার হাত রেখে হাতে পথের বাতি জ্বেলে দিলে।'

ডাক্তারের কাছে অসুস্থতার কথা বলার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এমন না হয়ে যায় যে, শরীরের চিকিৎসা করতে করতে অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে গেল। অনেক ডাক্তার সাহেব রোগীর চিকিৎসা করতে করতে নিজেই রোগীর প্রেমে আক্রান্ত হয়ে যায়।

সেলফোন নাকি হেলফোন

বর্তমানে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে সেলফোন বা মুঠোফোনের ব্যবহার ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। মোবাইল কোম্পানিগুলো এশা থেকে ফজর পর্যন্ত অফার দিয়ে রাখে। শয়তানি ও যৌনালাপের এটিই সময়। যুবক-যুবতিরা নিজেদের কামরায় নির্জনে সেলফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে থাকে। এভাবে এই সেলফোন হেলফোনে (Hell Phone) পরিণত হয়েছে। বাবা, মা, ভাই, বোন কাছে থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। কাঁথার নিচে শুয়ে শুয়ে

ম্যাসেজের (sms) মাধ্যমে প্রেম নিবেদন চলতে থাকে। ফোনে রিংটোনের পরিবর্তে ভাইব্রেশন (Vibration) দিয়ে রাখলে শব্দও হয় না। ফোনের ঝাঁকুনিতে হৃদয়ে কাঁপুনি উঠে যায়।

এই ফোন যে কত অবলা নারীর সম্ভ্রম কেড়ে নিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। দরিদ্র পরিবারের কোনো মেয়ে যদি ফোন কেনার সামর্থ্য না রাখে প্রেমপ্রত্যাশী যুবক নিজেই ফোন কিনে তাকে উপহার দেয়। না বিলের চিন্তা আছে, না বেল বাজার ভয়। এটি জাহান্নামে যাওয়ার ব্যবস্থাপনা নয় তো আর কী?

চ্যাটিং নাকি চিটিং

কম্পিউটার বা মুঠোফোনের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান করাকে চ্যাটিং বলা হয়। আর একে অন্যকে ধোঁকা দেয়ার নাম হলো চিটিং। বর্তমানের যুবক-যুবতিরা পরস্পর চ্যাটিং করে না; বরং চিটিং করে। কলেজপড়ুয়া এক ছাত্র বলল, আমি আমার জীবনের সমস্যাগুলো মা-বাবাকে বলতে পারি না। আমার এক আন্টি পাঁচ সন্তানের জননী। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি কি তার সাথে কম্পিউটারে চ্যাট করতে পারব? তাকে নিষেধ করা হলো যে, এটি হারাম। কিন্তু সে মানল না। ছয় মাস পর জানা গেল, পরস্পর গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেছে।

টিউশন সেন্টার নাকি টেনশন সেন্টার

অনেক বাবা-মা যুবতি মেয়েদের পুরুষ শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে পাঠায় বা বাসায় এসে পড়ানোর জন্য হোম টিউটর নিয়োগ দেয়। উভয় অবস্থায়ই পরিণাম ভয়াবহ হয়ে থাকে। শরীয়তের বিধান থেকে উদাসীন থাকার পরিণাম সব সময় মন্দই হয়ে থাকে। ছাত্রী শিক্ষকের পাশে বসে তার সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে যায়। তখন শয়তান প্ররোচনা দিতে থাকে যে, পড়ালেখার পাশাপাশি পরস্পরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু জানাশোনা হয়ে যাক। যখনই পার্সোনাল লাইফের আলোচনা শুরু করে দেয়, আর ফিতনার দরজা খুলে যায়। টিউশন পড়তে পড়তে টেনশনের চাষাবাদ হতে থাকে। পুরুষেরও নারীদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আল্লামা জাযারী রাহিমাহুল্লাহ লেখেন :

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْضَعَ الرجُل لِغَيْرِ امرأَتِهِ أَيْ يَلِينُ لَهَا فِي الْقَول بِمَا يُطْمِعُهَا مِنْهُ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর সাথে কোমল স্বরে এমনভাবে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, যার ফলে পরনারী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়।'[১৫৬]

চাকরিজীবী নারী

বর্তমানে অনেক নারী ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানা পরিস্থিতিকে অজুহাত বানিয়ে বিভিন্ন অফিস-আদালত ও মিল-ফ্যাক্টরিতে পুরুষদের সাথে সমানতালে কাজ করে যাচ্ছে। শয়তানের জন্য এ সকল নারীদের গুনাহে লিপ্ত করে দেয়া বাম হাতের খেলমাত্র। অধিকাংশ সময় অফিসারই সম্ভ্রম লুটে নেয়। অথবা সহকর্মীরাই তার সাথে মেলামেশার পথ করে নেয়। পুরুষরা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, নারীদের গুনাহে জড়িয়েই যেতে হয়। একদিকে কঠোরতা করা হয় যে, তোমার কাজ ভালো হচ্ছে না, তুমি কাজে মনোযোগী না, তোমাকে বরখাস্ত করা হবে। এতে নারী ভয় পেয়ে যায়। চিন্তায় পড়ে যায়। অপরদিকে আশা দেয়। সাহায্যকারী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পেশ হয়। টেনশন কোরো না, তোমার কিছু হবে না, আমি তোমার পাশে আছি, আমিই তোমাকে সাহায্য করব। কিছুদিন পর দেখা যায় হিতাকাঙ্ক্ষীর জালে ফেঁসে গেছে। চাকরিজীবী নারীদের কমবেশি এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতেই থাকে। অবশ্য সবার ক্ষেত্রেই এক রকম হয় না। হাতের পাঁচ আঙুলই তো আর সমান না। কর্মস্থলে যে নারী কম কথা বলে, কোনো পুরুষের ওপর ভরসা করে না, কাউকে নিজের জীবনের বেদনাদায়ক দাস্তান শুনাতে যায় না, নিজের একান্ত বিষয়গুলো কারও সাথে শেয়ার করে না, নিজের মতো কাজে ব্যস্ত থাকে, পুরুষদের সাথে ঢিলাকথা বলতে যায় না, অহেতুক গল্পগুজবে লিপ্ত হয় না, বরং কাউকে পুরুষদের সাথে অবাধে মিশতে দেখলে

---

১৫৬. হাদীসটি আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. তাঁর কিতাব আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীসী ওয়াল আছারে কোনো ধরনের সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় হলো, মূল হাদীস হচ্ছে কেবল نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يخضع الرجل بغير إمرأته এতটুকুই, বাকিটুকু তাঁর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যাস্বরূপ যুক্ত করা হয়েছে। ২০১০ সালে জামিয়া ইসলামিয়া গাজা থেকে ড. মুহাম্মাদ রেদওয়াতের তত্ত্বাবধানে এ কিতাবের হাদীসের তাখরীজ-সংক্রান্ত মাস্টার্সের একটি কিতাব বের হয়। সেখানে লেখক মাজদি মুহাম্মাদ আওয়াদ বলেন, আমি এ হাদীসের কোনো সনদ খুঁজে পাইনি।

ধমক দেয়, শাসন করে। তার সহকর্মীদের মাঝে যদিও সে কিছুটা অসামাজিক হিসেবে পরিচিত থাকে, কিন্তু কমপক্ষে তার ইজ্জতটুকু বেঁচে যায়।

হযরত উমর রাযি.-এর আমল

ফারুকী খেলাফতকালে এক ব্যক্তি কোথাও যাওয়ার সময় পথে দুজন নারী-পুরুষকে পরস্পর কথা বলতে দেখল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল তারা পরস্পর গাইরে মাহরাম (বেগানা নারী-পুরুষ)। সে কিছু একটা হাতে নিয়ে ওই পুরুষের মাথায় এত জোরে নিক্ষেপ করল যে, তার মাথা ফেটে গেল। পরে হযরত উমর রাযি.-এর নিকট অভিযোগ করা হলে তিনি আঘাতকারী ব্যক্তিকে কোনো শাস্তিই দিলেন না। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, এমন কঠোরতা করে মন্দ ও অশ্লীলতার মূলোৎপাটন করে ফেলা উচিত। যাতে অন্যরা শিক্ষা নিতে পারে।

৩. পরনারী-পুরুষের নির্জনে অবস্থান

নারীদের জন্য পরপুরুষের সাথে নির্জনে বসা অত্যন্ত বিপজ্জনক। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

'কোনো নারী-পুরুষ পরস্পর একান্তে একসাথে হলে তাদের তৃতীয়জন শয়তান সেখানে উপস্থিত থাকে।'[১৫৭]

এমতাবস্থায় শয়তান উভয়ের মাঝে কুবাসনা জাগিয়ে তুলে এবং অন্তরে গুনাহের কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়। যদি তাদের ক্ষেত্রে সফল হতে নাও পারে, তাহলে তৃতীয় কাউকে উসকানি দেয় যে, এ দুজনের ব্যাপারে অপবাদ রটাও।

হাসান বসরী রহ. ও রাবেয়া বসরী রহ.

মাশায়েখগণ লেখেন, যদি হাসান বসরী রহ.-এর মতো ব্যক্তি শিক্ষক হন এবং রাবেয়া বসরী রহ.-এর মতো মহীয়সী নারী ছাত্রী হয়, আর দুজনে নির্জনে বসে কুরআন পড়তে থাকেন, তারপরেও শয়তান পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকবে।

---

১৫৭. বর্ণনাকারী উমর ইবনুল খাত্তাব, তিরমিযী, ২১৬৫; মুসনাদু আহমাদ, ১৫৬৯৬। সহীহ।

হযরত উমর রাযি. বলতেন, যদি দুটি শুকনো হাড়কেও কোথাও একত্রে রাখা হয়, তারাও পরস্পর মিলিত হতে চাইবে। অর্থাৎ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাবে।

বারসিসা পাদরির শিক্ষণীয় ঘটনা

হাদীস শরীফে শয়তানের ধোঁকা ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কিত অনেক বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বারসিসা পাদরির ঘটনা সেগুলোর অন্যতম। ইবনু আমের, উবাইদ ইবনু ইয়াসার থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এর সনদ পৌঁছিয়েছেন। বিখ্যাত গ্রন্থ 'তালবীসে ইবলিস'-এ ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলে বারসিসা নামে একজন পাদরি ছিল। সে সময় বনী ইসরাঈলে তাঁর চেয়ে অধিক ইবাদতগুজার দ্বিতীয় কেউ ছিল না। তিনি একটি ইবাদতখানা বানিয়ে দিনরাত তাতে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। মানুষের সাথে তার কোনো কাজ ছিল না। আর তিনিও কারও সাথে সাক্ষাৎ করতেন না এবং কারও কাছে যেতেন না। একবার শয়তান তাকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করল।

বারসিসা কখনো ইবাদতখানার বাইরে বের হতো না। ইবাদতে এতই নিমগ্ন ছিল যে, এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট হতে দিত না। শয়তান লক্ষ করল দীর্ঘক্ষণ ইবাদতের পর সে যখন ক্লান্তি অনুভব করে তখন জানালার পাশে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য বাইরে তাকিয়ে থাকে। সেখানে কাছাকাছি কোনো জনবসতিও ছিল না। বারসিসার ইবাদতখানার আশেপাশে শুধু খেত-খামার ও বাগান ছিল। যখন শয়তান দেখল সে দিনে এক-দুইবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে; তো শয়তান তার জানালার পাশে এসে নামাযের ভান ধরে দাঁড়িয়ে গেল। বারসিসা যখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, সেখানে একজন লোককে নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলো। দীর্ঘ সময় পর দ্বিতীয়বার ইচ্ছাকৃত বাইরে তাকালে সে তাকে রুকুরত অবস্থায় দেখতে পেল। তৃতীয়বার লোকটিকে সেজদারত দেখতে পেল। এভাবে কয়েকদিন চলতে থাকল। আস্তে আস্তে বারসিসার মনে হতে লাগল, যেভাবে রাতদিন আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন আছেন, ইনি তো অনেক উঁচু মাপের বুযুর্গ হবেন হয়তো। এভাবে কয়েক মাস পর্যন্ত শয়তান নামাযী সেজে দাঁড়িয়ে, রুকুতে এবং সেজদায় কাটাতে লাগল। এমনকি বারসিসা মনে মনে ভাবতে লাগল যে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব, তিনি আসলে কে?

যখন বারসিসার মনে এই ভাবনা এল, শয়তান জানালার কাছাকাছি জায়নামাজ বিছানো শুরু করে দিল। বারসিসা যখন মাথা ঝুঁকিয়ে শয়তানকে জানালার কাছেই পেয়ে গেল, তো সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? শয়তান জবাব দিল, আমার পরিচয় জেনে তোমার কী কাজ? আমি তো আমার কাজ করছি। দয়া করে আমাকে ডিস্টার্ব কোরো না। বারসিসা বড়ই অবাক হলো। এ কেমন মানুষ কারও কোনো কথাই কানে নিচ্ছে না। দ্বিতীয় দিন বারসিসা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, আপনার পরিচয়টা তো দিলেন না? শয়তান জবাব দিল, আমাকে আমার কাজ করতে দাও। তোমার সাথে কথা বলার মতো সময় আমার নেই।

আল্লাহর কি মর্জি একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হতে লাগল। আর শয়তান এই ভারি বর্ষণের মাঝেও নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। বারসিসা মনে মনে ভাবতে লাগল, এই ব্যক্তি যখন এতই ইবাদতগুজার যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে ঝড়-বৃষ্টিরও কোনো পরোয়া করছে না, তাহলে আমি কেন তাকে উত্তম আখলাক দেখাব না? আমার তাকে ঘরে ডাকা উচিত। সুতরাং সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শয়তানকে বলল, বাইরে তো প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আপনি ভেতরে চলে আসুন। শয়তান উত্তর দিল, ঠিক আছে! এক মুমিনকে অন্য মুমিনের দাওয়াতে সাড়া দেয়া উচিত। তাই তোমার দাওয়াত কবুল করে নিলাম। শয়তান তো এই দিনের অপেক্ষায়ই ছিল। শয়তান ভেতরে এসেই নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। শয়তান কয়েক মাস পর্যন্ত বারসিসার ঘরে নামাযের ভান করতে লাগল। সে আসলে নামায পড়ছিল না। শুধু নামাযের অভিনয় করছিল। কিন্তু বারসিসা বুঝতেছিল সে সর্বদা নামাযে মগ্ন থাকে। বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে বারসিসা তাকে বাস্তবিকই অনেক বড় বুযুর্গ মনে করতে লাগল এবং তার মনে শয়তানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাতে থাকল। এতদিন পর হঠাৎ একদিন শয়তান বারসিসাকে বলতে লাগল, এখানে আমার বর্ষপূর্তি হয়ে গেছে। এখন আমাকে এখান থেকে যেতে হবে। এখন থেকে আমার অবস্থান অন্য কোথাও হবে।

বিদায়ের সময় এমনিতেই মন নরম থাকে। এ সুযোগে শয়তান বারসিসাকে বলতে লাগল, আচ্ছা, যাওয়ার সময় আমি তোমাকে এমন একটি উপহার দিয়ে যাচ্ছি যা আমি আমার পূর্বসূরি বুযুর্গদের থেকে লাভ করেছি। উপহারটি হচ্ছে, যদি তোমার কাছে কোনো রোগী আসে তাহলে তুমি তা পড়ে তার ওপর দম করে দেবে, সে নিশ্চিত সুস্থ হয়ে যাবে। বারসিসা বলল, আমার এই আমলের কোনো

প্রয়োজন নেই। শয়তান বলল, আমি দীর্ঘ সাধনার পর এই দৌলত লাভ করেছি। আজ যখন আমি তা তোমাকে উপহার হিসেবে দিতে চাচ্ছি, তখন তুমি তা নিতে অস্বীকার করছ? তুমি তো দেখছি বড়ই অপদার্থ। এ কথা শুনে বারসিসা বলল, আচ্ছা জনাব! আমাকে তা শিখিয়ে দিন। শয়তান তাকে একটি আমল শিখিয়ে দিল এবং এ কথা বলতে বলতে চলে গেল, 'আবার দেখা হবে'।

শয়তান সেখান থেকে বের হয়ে সোজা রাজপ্রাসাদে চলে গেল। বাদশাহর তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। শয়তান বাদশাহর কন্যার ওপর ভর করল। এতে রাজকন্যা পাগলের মতো হয়ে গেল। সে উচ্চশিক্ষিত এবং অত্যন্ত সুন্দরী ছিল। কিন্তু শয়তানের প্রভাবে পুরো উন্মাদ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো। বাদশাহ ডাক্তার, কবিরাজ ডেকে কয়েকদিন পর্যন্ত তার চিকিৎসা করাল। কিন্তু কোনো উপকারই হলো না। এভাবে কারও চিকিৎসায়ই যখন কোনো কাজ হলো না। তখন শয়তান বাদশাহর মনে এ কথা ঢেলে দিল যে, ডাক্তার, কবিরাজ তো অনেক দেখানো হলো। এবার কোনো ইবাদতগুজার বুযুর্গ দ্বারা দম করিয়ে দেখা দরকার। বুযুর্গের বরকতে হয়তো আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ করে দেবেন। সুতরাং বাদশাহ পুরো রাজ্যে দূত পাঠাল বর্তমানে রাজ্যে সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী কে? খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল বারসিসা সে সময়ের সবচেয়ে বড় আবেদ। রাতদিন সে ইবাদতে মশগুল থাকে। কিন্তু সমস্যা হলো বারসিসা তো কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় না। সে তার ইবাদতখানা থেকে কোথাও বের হয় না। বাদশাহ বলল, সে যদি রাজদরবারে না আসে তাহলে আমিই তার দরবারে যেতে চাই।

সুতরাং কিছু লোককে বারসিসার কাছে অনুমতি চাইতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারা বারসিসাকে বাদশাহর সাক্ষাতের বিষয়ে বললে সে বলল, তোমরা কেন আমাকে বিরক্ত করতে এসেছ? তারা বলল, বাদশাহর কন্যা অত্যন্ত অসুস্থ। অনেক চিকিৎসা করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। ডাক্তার, কবিরাজ সবাই ব্যর্থ হয়েছে। তাই বাদশাহ আপনার দ্বারা দম করাতে চাচ্ছেন। আর এ ক্ষেত্রে বাদশাহ আপনার ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটাতে চান না। তাই বাদশাহ নিজেই তার কন্যাকে এখানে নিয়ে আসবেন। আপনি শুধু অনুমতি দিয়ে দিন। বারসিসার মনে পড়ল, কিছুদিন আগে সে একটি আমল শিখেছে। তা যাচাই করার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং বারসিসা অনুমতি দিয়ে দিল।

বাদশাহ তার কন্যাকে নিয়ে বারসিসার ইবাদতখানায় উপস্থিত হলো। বারসিসা

দম করতেই বাদশাহর কন্যা সুস্থ হয়ে গেল। আসলে তার অসুস্থতা হয়েছিল শয়তানের প্রভাবে। আর বারসিসাকে আমলও শিখিয়েছিল শয়তান। তাই বারসিসা দম করতেই শয়তান বাদশাহর কন্যা থেকে ভর সরিয়ে নেয় আর সে সুস্থ হয়ে যায়। পুরোটাই ছিল শয়তানের সাজানো খেলা।

যাইহোক, বাদশাহ বিশ্বাস করে নিল যে, এই মহান বুযুর্গের বরকতেই তার কন্যা আরোগ্য লাভ করেছে। মাস দেড়েক পর শয়তান আবার ওই মেয়ের ওপর ভর করল। এতে সে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। পুনরায় তাকে বারসিসার কাছে নিয়ে আসা হলো। বারসিসা দম করে দিলে এবারও সে সুস্থ হয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার হওয়ার পর বাদশাহর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তার কন্যার সুস্থতা এই বুযুর্গের দমেই রয়েছে। এবার চারদিকে বারসিসার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল যে, তার ফুঁ দ্বারা বাদশাহর কন্যা কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছে।

কিছুদিন পর বাদশাহর রাজত্বে কেউ আক্রমণ করল। বাদশাহ তার পুত্রদের নিয়ে তাকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল বাদশাহর মেয়েকে নিয়ে। বাদশাহ যদি রাজপুত্রদের নিয়ে যুদ্ধে চলে যায় তাহলে রাজকন্যাকে কে দেখবে? তাকে কার কাছে রেখে যাবে? কেউ কেউ পরামর্শ দিল, রাজকন্যাকে কোনো মন্ত্রীর বাড়িতে রেখে যান। বাদশাহ বলল, কিন্তু সে যদি আবারও অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার চিকিৎসা কে করাবে? বারসিসা তো কারও কথাই শুনবে না। তাই বাদশাহ সিদ্ধান্ত নিলেন মেয়েকে খোদ বারসিসার কাছেই রেখে যাবেন।

বাদশাহ তার তিন পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে বারসিসার ইবাদতখানায় গিয়ে বললেন, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব, নাকি যুদ্ধে নিহত হয়ে যাব জানা নেই। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বেশি ভরসা আপনার ওপর। আর আমার কন্যার চিকিৎসাও আপনার হাতে। সুতরাং আমার কন্যাকে আপনার কাছে রেখে যেতে চাচ্ছি। বারসিসা বলল, তাওবা! তাওবা! এটা কী করে হয়? সে একা আমার কাছে এক ঘরে কীভাবে থাকতে পারে? বাদশাহ বলল, এটা কোনো সমস্যা না। আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার ইবাদতখানার কাছে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দেব। সে তার ঘরেই থাকবে। এবার বারসিসা অনুমতি দিয়ে দিল। বারসিসার অনুমতি পেয়ে বাদশাহ একটি ঘর নির্মাণ করে মেয়েকে বারসিসার তত্ত্বাবধানে রেখে যুদ্ধে চলে গেল।

বারসিসা ভাবল, আমি তো নিজের জন্য খাবার রান্না করি। রাজকন্যার খাবারও যদি একসাথে রান্না করে নিই তাতে তো কোনো ক্ষতি নেই। সে একাকী ঘরে রান্না করবে কি না, নাকি না খেয়েই কাটাবে—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই বারসিসা রাজকন্যার খাবারও তার খাবারের সাথে একত্রে রান্না করতে শুরু করল। সে খাবার প্রস্তুত করে অর্ধেকটা নিজে খেতো, বাকি অর্ধেক রাজকন্যার ঘরের দরজার সামনে রেখে শব্দ করলেই রাজকন্যা বুঝে যেত যে, খাবার এসে গেছে। বারসিসা খাবার রেখে চলে এলে রাজকন্যা তা ঘরে নিয়ে খেয়ে নিত। এভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হবার পর শয়তান বারসিসার মনে এ কথা ঢেলে দিল যে, এভাবে দরজার বাইরে খাবার দিয়ে আসা নিরাপদ নয়। হতে পারে রাজকন্যা দরজা খুলে বাইরে এসে খাবার নেয়ার সময় কারও নজরে পড়ে যাবে। এতে তার ক্ষতি হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তাই বারসিসা বাকি খাবারটুকু দরজার বাইরে না রেখে দরজা ফাঁক করে দরজার ভেতরে রেখে আসতে লাগল।

আরও কয়েক মাস অতিবাহিত হবার পর শয়তান তার মনে ঢেলে দিল, তুমি তো নিজে খুব ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকো। ওই দিকে রাজকন্যা ঘরে একা একা থাকে। এভাবে একাকী থাকতে থাকতে সে আবার অসুস্থ না হয়ে যায়? তাই ভালো হয় দৈনিক কিছু সময় তুমি তাকে উপদেশ দাও। যাতে সেও কিছু সময় ইবাদতে কাটায় এবং সময় নষ্ট না করে। এ কথা মনে আসতেই বারসিসা ভাবল, এটা তো ভালো একটা চিন্তা মাথায় এল। এমনটা তো হতেই পারে। এতে তো ক্ষতির কিছু নেই। কিন্তু এই উপদেশ দেয়ার কী পদ্ধতি হতে পারে? সে পদ্ধতিও শয়তান অন্তরে ঢেলে দিল। দুজন যার যার ঘরের ছাদে উঠে বসবে। এভাবে বারসিসা তার ঘরের ছাদে বসে উপদেশ দিতে লাগল আর রাজকন্যা তার ঘরের ছাদে বসে তা শুনতে লাগল। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর শয়তান তার মনে ঢুকিয়ে দিল, দেখুন আপনার উপদেশে রাজকন্যার মধ্যে কত পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং এমন উপদেশ প্রতিদিনই হওয়া দরকার। এতে রাজকন্যার আরও বেশি উপকার হবে। এবার বারসিসা প্রতিদিনই উপদেশ দেয়া শুরু করল।

এভাবে একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে শয়তান তার মনে এ কথা ঢেলে দিল, এভাবে আপনি আপনার ছাদে আর সে তার ছাদে বসে দূর থেকে রোজ রোজ উপদেশ দিতে থাকলে আশেপাশের মানুষ কী ভাববে? এতে তো বড় ধরনের ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা রয়েছে। এরচেয়ে যদি আপনি রাজকন্যার ঘরের

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উপদেশ দেন আর সে তার ঘরে থাকল, তাহলে ভালো হয়। যেই ভাবা সেই কাজ। পরদিন থেকে এভাবেই রাজকন্যা ঘরের ভেতর আর বারসিসা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উপদেশ চলতে থাকল। এভাবে কিছুদিন চলার পর শয়তান বারসিসার মনে এ কথা ঢুকিয়ে দিল যে, এভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে থাকলে মানুষ দেখলে কী ভাববে, লোকটা পাগলের মতো দরজায় দাঁড়িয়ে একা একা বকবক করছে কেন? তারচেয়ে বরং ঘরের ভেতরে গিয়েই উপদেশ দেয়া উচিত। রাজকন্যা দূরে দাঁড়িয়ে শুনে নিল।

এরপর থেকে এভাবেই চলতে থাকল। বারসিসা ঘরের ভেতর ঢুকে উপদেশ দিত আর রাজকন্যা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শ্রবণ করত। এভাবে উপদেশের ধারা চালু থাকল। রাজকন্যা বারসিসাকে জানাল যে, সে এত এত ইবাদত করেছে। এই পরিমাণ নামায পড়েছে। এতে বারসিসা যারপরনাই খুশি হলো। সে ভাবতে লাগল, আমার উপদেশ রাজকন্যার ওপরে ভালোই প্রভাব ফেলেছে। এখন আর আমি একাই ইবাদত করছি না; বরং রাজকন্যাও ইবাদতে সময় কাটাচ্ছে। এখানে এসে শয়তান রাজকন্যার মনে বারসিসার ভালোবাসা ঢেলে দিল। তাই রাজকন্যা একদিন বলল, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকেন, এতে আপনার কষ্ট হয়। তাই আমি আপনার জন্য একটি চৌকির ব্যবস্থা করেছি। আপনি এটাতে বসে কথা বলুন, আমি দূরে দাঁড়িয়ে শুনছি। বারসিসা ভাবল, ভালো প্রস্তাব। এমনটা হতেই পারে। রাজকন্যা দরজার কাছে চৌকি রেখে দিল। বারসিসা তাতে বসে উপদেশ দিতে লাগল। আর মেয়েটি দূরে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকল।

এ পর্যায়ে শয়তান বারসিসার মনে রাজকন্যার প্রতি স্নেহ-মমতা ও আকর্ষণ ঢেলে দিল। কিছুদিন এভাবে চলার পর শয়তান বারসিসার মনে এ কথা ঢেলে দিল যে, উপদেশ তো দিচ্ছেন রাজকন্যাকে। কিন্তু দূরে বসার কারণে উঁচু আওয়াজে বলতে হচ্ছে। এতে করে রাস্তার মানুষজনের কানেও যাচ্ছে। তারা কী মনে করবে? তারচেয়ে চৌকি একটু কাছে টেনে নিয়ে নিচু আওয়াজে বললে ভালো হয়। তাহলে আর বাইরের কেউ শোনার সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং চৌকি কাছাকাছি আনা হলো এবং উপদেশের ধারা চালু থাকল।

বেশ কিছু সময় এভাবে চলার পর শয়তান রাজকন্যাকে সুসজ্জিত করে বারসিসার সামনে পেশ করতে লাগল। এমনিতেই সে অনেক সুন্দরী। তা ছাড়া শয়তান তার রূপ ও সৌন্দর্য আরও স্পষ্ট করে তুলল। এবার শয়তান বারসিসার

মনে যৌবনের কল্পনা-জল্পনা ঢুকাতে থাকল। একপর্যায়ে বারসিসার মন ইবাদত থেকে উঠিয়ে রাজকন্যার প্রতি নিবদ্ধ করে দিল। এখন বারসিসা ইবাদতখানার চেয়ে বেশি সময় রাজকন্যার ঘরে কাটায়। তার অধিকাংশ সময় রাজকন্যার সাথে কথা বলেই কেটে যায়।

বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। একবার রাজপুত্র এসে তাদের বোনকে দেখে গেল। সে খোঁজখবর নিয়ে ভালো রিপোর্ট পেল। রাজকন্যাও বারসিসার ব্যাপারে সন্তোষজনক জবাব দিল এবং তার অনেক গুণকীর্তন করল। রাজপুত্র আশ্বস্ত হয়ে পুনরায় যুদ্ধে ফিরে গেল। রাজপুত্র ফিরে গেলে শয়তান তার মেহনত আরও জোরদার করল এবং পরস্পরকে অপকর্মে লিপ্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে থাকল। সুতরাং শয়তান বারসিসার মনে রাজকন্যার প্রতি ভালোবাসা ও প্রবল আকর্ষণ ঢুকিয়ে দিল। রাজকন্যার হৃদয়েও বারসিসার ভালোবাসা ও আসক্তি গেঁথে দিল। এভাবে শয়তান উভয় পাশ থেকে ভালোবাসার অনল প্রজ্বলিত করল।

এখন যতটুকু সময় বারসিসা রাজকন্যাকে উপদেশ দেয়, পুরো সময়টাই তার দৃষ্টি থাকে রাজকন্যার চেহারায়। শয়তান রাজকন্যাকে বারসিসাকে আকৃষ্ট করার অঙ্গভঙ্গি শিখিয়ে দিত। রাজকন্যা আপাদমস্তক সুসজ্জিত করে বারসিসার মন ভুলানোর চেষ্টা করত। একপর্যায়ে বারসিসা নিজের চৌকি ছেড়ে রাজকন্যার চৌকিতে তার পাশে বসে গেল। এখন দুই চৌকির পরিবর্তে পরস্পর এক চৌকিতে বসে বসে কথা বলে। বারসিসা যখনই রাজকন্যার দিকে তাকায়, তার আপাদমস্তক রূপে ও সৌন্দর্যে ভরপুর দেখে। বারসিসার মনে লাড্ডু ফুটতে লাগল। সে একটু একটু করে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকল। একপর্যায়ে বারসিসা আত্মসংবরণ করতে না পেরে রাজকন্যার দিকে হাত বাড়াল। রাজকন্যাও তাকে বাধা দেয়ার পরিবর্তে মুচকি হেসে তাকে বরণ করে নিল। পরিশেষে বারসিসা রাজকন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। দুজনের মধ্য থেকে যখন লাজ-লজ্জার অদৃশ্য পর্দা সরে গেল এবং তারা ব্যভিচার করে বসল, তখন থেকে পরস্পর একসাথে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতে শুরু করল।

এভাবে কিছুদিন যেতেই রাজকন্যা গর্ভবতী হয়ে গেল। এতদিনে বারসিসার বোধোদয় হলো। ভাবতে লাগল, কেউ জেনে ফেললে কী উপায় হবে? কিন্তু শয়তান অন্তরে ঢেলে দিল, চিন্তার কিছু নেই। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে

জীবন্ত পুঁতে ফেললেই হয়ে গেল। আর রাজকন্যাকে বলে দিতে হবে সে যেন নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করে এবং বারসিসার সম্মানও রক্ষা করে। অর্থাৎ পুরো বিষয়টি যেন গোপন রাখে। এই বুদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বারসিসার সব ভয় ও চিন্তা দূর হয়ে গেল। সে আগের মতোই অপকর্মে ডুবে থাকল।

এভাবেই একদিন বাচ্চা প্রসবের সময় চলে এল। রাজকন্যা সন্তান জন্ম দিল। বাচ্চার যখন দুধপানের অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল, শয়তান বারসিসার মনে ঢেলে দিল, এখন তো বাচ্চার বয়স দেড়-দুই বছর হয়ে গেছে। বাদশাহরও যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। এখন আর একে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এই বাচ্চাকে মেরে ফেলো এবং পাপের চিহ্ন মুছে ফেলো। যেই ভাবা সেই কাজ। একদিন রাজকন্যা ঘুমিয়ে ছিল। এ সময় বারসিসা বাচ্চাটিকে হত্যা করে বাড়ির আঙিনায় পুঁতে রাখল। মা তো মা-ই। রাজকন্যা ঘুম থেকে জেগে তার বাচ্চাকে খুঁজতে লাগল। বারসিসা বলল, সে কোথায় গেছে আমি জানি না। রাজকন্যা পাগলের মতো বাচ্চাকে খুঁজতে লাগল। অনেক খুঁজেও যখন কোথাও পেল না, সে বারসিসার ওপর ক্ষিপ্ত হলো। এবার শয়তান বারসিসাকে কুমন্ত্রণা দিল যে, মা কখনো বাচ্চাকে ভুলতে পারে না। রাজকন্যা তার বাচ্চাকে না পেলে নিশ্চয়ই সবকিছু মানুষকে বলে দেবে। তারচেয়ে বরং রাজকন্যাকেও মেরে ফেলো। বাঁশ না থাকলে আর বাঁশিও বাজবে না। বাদশাহ এসে তার কন্যার সন্ধান করলে বলে দেবে, তার রোগ অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং সে তাতে মারা গিয়েছে। এ কথা মনে আসতেই বারসিসা বলল, একদম ঠিক। এটাই করতে হবে। তাহলেই সব ঝামেলা শেষ। সুতরাং বারসিসা রাজকন্যাকেও হত্যা করে বাচ্চার পাশে মাটিচাপা দিয়ে দিল। এরপর আগের মতো সে তার ইবাদতখানায় গিয়ে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেল।

কয়েক মাস পর বাদশাহ সুস্থ অবস্থায় ফিরে এলেন। বাদশাহ এসেই তার তিন পুত্রকে পাঠালেন, যাও তোমাদের একমাত্র বোনকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসো। ভাইয়েরা বারসিসার কাছে এসে বোনের কথা জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বোনকে আপনার কাছে রেখে গিয়েছিলাম। আমরা তাকে নিতে এসেছি। বারসিসা তাদের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, তোমাদের বোন অনেক ইবাদতগুজার ছিল। কিন্তু সে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে চলে গেছে। এই তো আঙিনায় তার কবর। ভাইয়েরা বারসিসার কথা বিশ্বাস করে কান্নাকাটি করে প্রাসাদে ফিরে গেল।

রাতে যখন তারা ঘুমাল শয়তান স্বপ্নে বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বোনের কী অবস্থা? সে বলল, আমরা যুদ্ধে চলে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের বোনকে বারসিসা পাদরির নিকট রেখে গিয়েছিলাম। পরে সে মারা গিয়েছে। শয়তান বলল, না, তোমাদের বোন মারা যায়নি। সে বলল, তার মৃত্যু না হলে সে এখন কোথায় আছে? শয়তান বলল, বারসিসা তার সাথে ব্যভিচার করেছে। তার সন্তানকে হত্যা করে অমুক স্থানে পুঁতে রেখেছে। এরপর তোমাদের বোনকে হত্যা করে বাচ্চার পাশে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছে। এভাবে বাকি দুই ভাইয়ের কাছেও শয়তান স্বপ্নে অনুরূপ কথা ব্যক্ত করল। সকালে উঠে তিন ভাই পরস্পরকে নিজেদের স্বপ্নের কথা জানাল। তারা অত্যন্ত বিস্মিত হলো, সবাই একই রকম স্বপ্ন কীভাবে দেখতে পারে! ছোট ভাই বলল, এটা কাকতালীয় কোনো বিষয় নয়। নিশ্চয়ই কোনো কাহিনি আছে। আমি গিয়ে বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করব। মেঝো ভাই বলল, থাক! এসব নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই। ছোট ভাই মানল না। সে বলল, অবশ্যই অবশ্যই আমি এর তদন্ত করব।

সে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে গেল। তাকে দেখে বাকি দুজনও তার সাথে রওনা হলো। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি খুঁড়ে তাদের বোনের হাড়ের সাথে একটি বাচ্চারও হাড় অর্থাৎ কঙ্কাল পেল। তখন আর তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, বারসিসা তাদেরকে মিথ্যা বলেছে। তারা বারসিসাকে গ্রেপ্তার করে কাজির দরবারে উপস্থিত করল। বারসিসা বিচারকের সামনে স্বীয় সকল অপকর্ম অকপটে স্বীকার করে নিল। বিচারক তাকে ফাঁসির আদেশ দিলেন।

বারসিসাকে যখন ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানোর জন্য আনা হলো, ফাঁসি কার্যকর করার পূর্ব-মুহূর্তে শয়তান সেই নামাযী ইবাদতগুজার বুযুর্গের বেশ ধারণ করে বারসিসার সামনে এসে বলল, আমাকে চিনতে পারছ কি? বারসিসা বলল, হ্যাঁ, আপনিই তো আমাকে রোগমুক্তির আমল শিখিয়েছিলেন। শয়তান বলল, হ্যাঁ ঠিক চিনেছ। এবার শোনো, তোমাকে দম করার আমলও আমি শিখিয়েছিলাম, রাজকন্যার ওপর ভরও আমিই করেছিলাম এবং সবশেষে মা-ছেলেকে হত্যাও আমিই করিয়েছি। আর এখন যদি তুমি বাঁচতে চাও তাহলে সেটাও কেবল আমিই করতে পারি। বারসিসা বলল, এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কীভাবে বাঁচাতে পারেন? শয়তান বলল, তুমি শুধু আমার একটি কথা মেনে নাও। দেখো আমি কীভাবে তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি! বারসিসা বলল, কী এমন কথা? শয়তান বলল, শুধু এটুকু বলে দাও যে, আল্লাহ্ নেই। বারসিসা ততক্ষণে শয়তানের

জালে পুরোপুরি ফেঁসে গিয়েছিল। সে ভাবল, একবার না হয় বলেই দিই। এরপর এখান থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে তাওবা করে পুনরায় ঈমান নিয়ে এলেই হবে। সুতরাং শয়তানের শেষ চালেও বারসিসা পরাজিত হলো এবং বলে দিল, 'আল্লাহ্ নেই'। বারসিসার বলাও শেষ, আর ঠিক সে মুহূর্তে জল্লাদ রশিতে টান দিল। বারসিসা ঈমানহারা হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল।

এবার ভাবুন, শয়তান কত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করে মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। মৃত্যুর আগমুহূর্তেও এসে ঈমান হরণের চেষ্টা করতে থাকে। এ চক্রান্ত থেকে মানুষ নিজ গুণে বাঁচা সম্ভব নয়; বরং আল্লাহই মুমিনদেরকে শয়তানের কুপরিকল্পনা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাই আমাদের আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দুআ করতে হবে :

> اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُوْنَ

> 'হে আল্লাহ্, আমাদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে হেফাজত করুন। হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার রব, শয়তান আমার কাছে পৌঁছা থেকেও আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।'[১৫৮]

সাজাহ এবং মুসায়লামাতুল কাজ্জাব

সাজাহ্ বিনতে হারিস হাওয়াযেনের বনু তামীম গোত্রে জন্মগ্রহণ করে। সে আরবের উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ডে বেড়ে ওঠে। যাকে বর্তমানে ইরাক বলা হয়। এটি দুই সমুদ্রের (দাজলা-ফুরাত) মধ্যবর্তী স্থানে হওয়ার কারণে একে আল-জাযিরাও বলা হয়। সাজাহ্ ছিল খ্রিষ্ট-ধর্মাবলম্বী। সে ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাষী এবং উঁচু মনোবলের অধিকারিণী। বক্তৃতাদানে খুব পটু ছিল। বুদ্ধিমত্তায় তার মতো দ্বিতীয় আরেকজন ছিল না। সে যুগের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিল।

রূপ ও সৌন্দর্যে সে চাঁদকেও হার মানাত। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সে নবুওয়াতের দাবি করে বসল। সর্বপ্রথম বনু তাগলিব গোত্রের লোকেরা তার নবুওয়াতের স্বীকৃতি দেয়।

---

১৫৮. মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ২৫৭৮। তাউস রহ.-এর দুআ।

সাজাহ কাব্যাকারে চিঠি লিখে আরবের সকল গোত্রের কাছে তার এই নতুন ধর্মের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকে। বনু তামিম গোত্রের সর্দার মালেক ইবনু হোবায়রা তার চিঠির ভাষা-মাধুর্য ও পাণ্ডিত্য দেখে তার দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে স্বল্প সময়ে সে অনেক মানুষকে তার দলভুক্ত করে নিল।

এরপর সাজাহ সর্বপ্রথম বনু তামিম গোত্রে হামলা চালায়। তারা সাজাহর সাথে সন্ধি করে নেয়। পরদিন সাজাহ আরও আবেগময় ও প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তৃতা প্রস্তুত করে তার সৈন্যদলকে বলল, এবার আল্লাহর ঐশী বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ইয়ামামায় হামলা করতে চাই। ইয়ামামা ওই জায়গা যেখানে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ও তার সৈন্যরা উপস্থিত ছিল। মুসায়লামা যখন সাজাহর আক্রমণের বিষয়টি জানতে পারল, উপায়ান্তর না দেখে সে কূটবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করল। মূল্যবান উপহারসহ সে নিজের লোকদের একটি দল সাজাহর নিকট এই পয়গাম দিয়ে পাঠাল যে, সমগ্র আরবের শহরসমূহ অর্ধেক ছিল আমাদের কর্তৃত্বে, আর অর্ধেক ছিল কুরাইশদের অধীনে। কিন্তু কুরাইশরা যখন তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, সেহেতু সেই অর্ধেক আমরা তোমাদের কাছে অর্পণ করতে চাচ্ছি। সাথে সাথে সে এই বার্তাও পাঠাল যে, আমার বড় আগ্রহ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব। কিন্তু তোমার অনুমতির প্রতীক্ষায় আছি। অনুমতি পেলেই রওনা হয়ে যাব। সাজাহ চিঠিতে সাক্ষাতের সময় দিয়ে দিল। মুসায়লামা তার বিচক্ষণ চল্লিশজন সেনা নিয়ে সাজাহর সাক্ষাতে চলে এল এবং অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরতার সাথে সাক্ষাৎপর্ব সমাপ্ত করল। সে সাজাহর রূপ ও সৌন্দর্যের প্রেমে আসক্ত হয়ে গেল। তার বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধ দিয়ে নারীর মন জয় করা যায় না। তবে প্রেম-ভালোবাসার জালে তাদেরকে অতি সহজেই জব্দ করা যায়।

মুসায়লামা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সাজহার প্রশংসা করতে লাগল এবং তাকে নিজের তাঁবুতে আসার দাওয়াত দিল। মুসায়লামা বলল, আমার তাঁবুতে এলে সেখানে আমরা আরও আন্তরিকতার সাথে কথাবার্তা বলতে পারব। পরস্পরের নবুওয়াত সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা করার সুযোগ পাব।

সাজাহ তার অতিরিক্ত প্রশংসার কোনো প্রভাব গ্রহণ করল না। তবে তাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিল এবং বলল, সাক্ষাতের সময় উভয়ের ভক্ত-অনুরাগীরাই তাঁবুর বাইরে দূরে কোথাও অবস্থান করবে। তাদের কেউ তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করবে না। এ প্রস্তাবে মুসায়লামা অত্যন্ত খুশি হলো।

সাজাহর কাছ থেকে ফিরে এসে মুসায়লামা তার সৈন্যদের একটি অতি আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ তাঁবু নির্মাণের নির্দেশ দিল। সেখানে উন্নত সব ব্যবস্থা রাখতে বলল। তাঁবুটি সুগন্ধি ও পুষ্পরাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে বাসর ঘরের মতো মনোরম করে তৈরি করতে বলে দিল। নির্দেশমতো সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেলে মুসায়লামা সাজহাকে আসার আমন্ত্রণ জানাল।

সাজাহ এমনিতেই অনেক রূপসি ছিল, তার ওপর সেজেগুজে আরও সুন্দর হয়ে মুসায়লামার তাঁবুতে এসে উপস্থিত হলো। পূর্ব শর্তানুযায়ী তারা দুজন ছাড়া তাঁবুতে আর কেউ প্রবেশ করল না। উভয়ের ভক্ত-অনুরাগীরা তাঁবুর বাইরে দূরে অবস্থান করল।

মুসায়লামা বয়সে সাজাহর দ্বিগুণ হলেও শারীরিক অবয়ব বেশ ভালো ছিল। সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল। মুসায়লামা মুচকি হেসে সাজাহকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। সে অত্যন্ত কোমল ও মিষ্টি ভাষায় সাজাহর সাথে কথাবার্তা বলতে লাগল। তার মিষ্টি কোমল কথাবার্তা সাজাহর ভালো লেগে গেল। এদিকে তাঁবুর ভেতরের সুগন্ধি সাজহাকে পাগল করে দিচ্ছিল।

মুসায়লামা ভালো করেই জানত, নারীরা যখন সুগন্ধিতে মুগ্ধ হয়ে যায়, তখন পুরুষের প্রতি তাদের আসক্তি বেড়ে যায়। কথায় কথায় মুসায়লামা বলতে লাগল, এ মুহূর্তে তোমার কাছে কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়ে থাকলে তা বলো। সাজাহ বলল, আপনিই আগে বলুন। মুসায়লামা তো এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। সে আগে থেকেই কাম-উত্তেজক কথাবার্তা বলার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাই সাজাহ তাকে বলতে বললে সে বলতে লাগল, আমার ওপর এ মুহূর্তে এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে :

> أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ فَعَلَ بِالْحُبْلَى؟ أَخْرَجَ مِنْهَا نَسَمَةً تَسْعَى، مِنْ بَيْنِ صِفَاقٍ وَحَشَا
>
> ‘তুমি কি দেখোনি, তোমার প্রভু গর্ভবতী নারীর সাথে কী আচরণ করেছেন? তিনি তার থেকে জলজ্যান্ত প্রাণী বের করেছেন, যা আবরণ ও চামড়ায় মোড়ানো থাকে।’[১৫৯]

যেহেতু মুসায়লামার ওহী সাজাহর প্রবৃত্তি-চাহিদার অনুকূলে ছিল, জৈবিক

১৫৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৩২১

তাড়নার উন্মাদনায় সে বোধ হারিয়ে ফেলল। এমনিতেই একজন সুঠামদেহী পুরুষের সাথে নির্জনে বসে আছে। তাই কামতাড়নার বশবর্তী হয়ে সাজাহও চাচ্ছিল কাম-উদ্রেককর কথাবার্তা চলতে থাকুক। তাই সে মুসায়লামার ওহীর প্রশংসা করে বলল, বাহ! বেশ সুন্দর তো। আরও শুনান দেখি। মুসায়লামা যখন দেখল সাজাহ এমন অশ্লীল বক্তব্যের প্রশংসা করছে এবং তাতে বিরক্ত হচ্ছে না; বরং সে খুশিই হচ্ছে, তাই সে আরও সাহস পেয়ে গেল। বুঝতে পারল যে, তার মেডিসিনে কাজ হচ্ছে। তাই এবার সে সাজাহর চেহারার দিকে তাকিয়ে তার রূপ ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে লাগল। সে আবারও বলতে লাগল, এখনই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই আয়াত অবতীর্ণ হলো :

إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلنِّسَاءِ أَفْرَاجًا، وَجَعَلَ الرِّجَالَ لَهُنَّ أَزْوَاجًا، فَنُوْلِجُ فِيْهِنَّ قُعْسًا إِيْلَاجًا، ثُمَّ نُخْرِجُهَا إِذَا نَشَاءُ إِخْرَاجًا، فَيُنْتِجْنَ لَنَا سِخَالًا إِنْتَاجًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্য যৌনপথ সৃষ্টি করেছেন। আর পুরুষদেরকে করেছেন তাদের স্বামী। সুতরাং আমরা তাদের যৌনপথে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাব। অতঃপর যখন ইচ্ছা তা বের করে নেব। এতে নারীরা আমাদের জন্য সন্তান জন্ম দেবে।'

মুসায়লামার মুখে এমন লজ্জাজনক, অশ্লীল ও কাম-উদ্দীপক কথাবার্তা শুনে সাজাহর উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। তার চোখেমুখে সে আভাস ভেসে উঠল। মুসায়লামা ছিল খুবই ধুরন্ধর ও চতুর প্রকৃতির লোক। নারীদের প্রকৃতি তার ভালোই রপ্ত করা ছিল। তাই সুযোগ বুঝে মুসায়লামা বলতে লাগল, আল্লাহ তাআলা আমাদের অর্ধ আরবের কর্তৃত্ব দিয়েছেন। আর অর্ধেক রয়েছে কুরাইশদের অধীনে। কিন্তু বর্তমানে কুরাইশদের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের কারণে আমি তাদের ওপর অসন্তুষ্ট। তাই তুমি যদি আমার সাথে যোগ দাও তাহলে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারও থাকবে না। সমগ্র আরবে আমাদের কর্তৃত্ব অর্জিত হবে। আর তোমাকে বলা হবে আরবের রানি। তোমার সেনাবাহিনীর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব। চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি। এতে আমাদের নবুওয়াতের কাজেরও প্রসার ঘটবে।

যেহেতু সাজহাও যৌন-চাহিদা চরিতার্থ করতে অস্থির ছিল, মুসায়লামার জাদু

সাজাহর ওপর খুব ভালোই কাজ করল। সে রাজি হয়ে গেল এবং নিজের সম্মতি জানাল। এ কথা শুনে মুসায়লামা মুচকি হেসে বলল, এ মুহূর্তে এটা করার জন্যও আমার ওপর ঐশী প্রত্যাদেশ হয়েছে। মোটকথা 'বর-কনে রাজি তো, কে ডাকে আর কাজি'। কোনো সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়াই তারা বিয়ে করে নিল এবং সে তাঁবুতেই তারা পরস্পর মেলামেশায় লিপ্ত হলো।

নির্জনে পরপুরুষের সাথে একান্ত অবস্থানের পরিণতি এমনই হয়। এদিকে তাঁবুর বাইরে উভয়ের অনুসারীরা ভাবছিল, হয়তো ভেতরে পরস্পরের নবুওয়াতের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। চূড়ান্ত পর্যায়ের যুক্তিতর্ক চলছে। তাই তারা যুক্তিতর্কের ফলাফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে চোখ-কান খোলা রাখল। অথচ তাঁবুর ভেতরে নবুওয়াতের দাবিদার দুই প্রার্থী চূড়ান্ত যৌনখেলায় মেতে উঠেছে। পরস্পর মৌজ-মাস্তির অবস্থা এই ছিল যে, তিনদিন পর্যন্ত তাঁবুর দরজা বন্ধ রইল। দুজনের কেউই বাইরে বের হলো না। পরস্পর তৃপ্তিভরে নিজেদের জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করল।

নিজের সর্বস্ব ভূলুণ্ঠিত করে তিনদিন পর যখন সাজাহ বের হয়ে এল, মুসায়লামার কাছে নিজের সম্মান-সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়ে লজ্জা ও লাঞ্ছনার মালা গলায় পড়ে সে হেলেদুলে সৈন্যবাহিনীর কাছে ফিরে এল। বাহিনীর প্রধানরা জিজ্ঞাসা করল, কী খবর? তিনদিনের দীর্ঘ বৈঠকের ফলাফল কী? সাজাহ জবাব দিল, তিনিও সত্য নবী। আমি তার নবুওয়াত মেনে তাকে বিয়ে করে নিয়েছি।

সাজাহর মুখে এ কথা শুনে ভক্তদের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। একজন জিজ্ঞাসা করল, আপনার বিয়ের সাক্ষী কে? বিয়ের মোহর কত? সাজাহ লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল। কোনো রকমে জবাব দিল, আমি মোহরের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। সবাই বলতে লাগল, মোহর ছাড়া আবার বিয়ে হয় নাকি? আপনি পুনরায় গিয়ে মুসায়লামা থেকে মোহর নির্ধারণ করে আসুন। এ ছাড়া এ বিয়ে বৈধ হবে না। সৈন্যদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে সাজাহ জীবন্ত মূর্তির ন্যায় মুসায়লামার তাঁবুতে ফিরে গেল। মুসায়লামা তাঁবুর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সে ভেবেছিল সাজাহর সৈন্যরা তাদের নবীর এমন অপমান সহ্য করতে না পেরে হয়তো তারা তাকে হত্যা করতে আসবে।

সাজাহ তাঁবুর সামনে গিয়ে দরজা নক করলে মুসায়লামা দরজার ফাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আবার কেন এসেছ? সাজাহ বলল, আমার বিয়ের মোহর

নির্ধারণ করার জন্য। মুসায়লামা উত্তরে বলল, 'মুহাম্মাদ তার উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ তাআলা সাজাহর মোহরস্বরূপ মুমিনদের জন্য ফজর আর এশার নামায মাফ করে দিয়েছেন।'

সাজাহ ফিরে এসে এ কথা জানালে তার বাহিনীর পুরুষ সদস্যরা সন্দেহ করতে লাগল। তারা বুঝতে পারছিল, ভেতরে ভেতরে কোনো ঘাপলা আছে। যে সাজাহ মানুষের সামনে বুক উঁচিয়ে চলত, নিজের বাক্‌পটুতা ও শব্দের ঝংকারে মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিত, যে বক্তৃতার আকর্ষণ ও রূপের জালে সকলকে কাবু করে নিত; আজ লাঞ্ছনা, অপদস্থতার কারণে তার লজ্জায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে। সে এলোমেলো অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে লাগল। নারীরা যখন তাদের অমূল্য সম্পদ সম্মান-সম্ভ্রম এভাবে বিকিয়ে দেয় তখন তাদের অবস্থা এমনই হয়। তাদের মানসিক ভারসাম্য স্বাভাবিক থাকে না। কী বলতে চায়, আর কী বলে ফেলে বুঝে উঠতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত সাজাহর বাহিনী বিরক্ত হয়ে চলে যেতে লাগল। সে সময় হযরত খালিদ বিন ওলীদ রাযি. ইয়ামামায় আক্রমণ করলেন। মুসায়লামাকে হত্যা করা হলো। আর সাজাহ কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে জাজিরা গিয়ে আত্মরক্ষা করল। পরবর্তীকালে সাজাহ নবুওয়াতের দাবি থেকে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বনু তাগলিবের সাথে তার মাতৃবংশের আত্মীয়তা ছিল। সে সেখানে গিয়ে নিরাপদে জীবনযাপন করতে লাগল। সেখানে তার দাওয়াতে পুরো সম্প্রদায় মুসলমান হয়ে গেলে সে বসরায় চলে যায়। সেখানে অত্যন্ত সৎ ও তাকওয়ার জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। নেকী ও খোদাভীরুতাকে নিজের ভূষণ বানিয়ে নেয়। অতঃপর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাযি.-এর যুগে তার ইন্তেকাল হয়। তখন এক সাহাবী হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব রাযি. তার জানাযা পড়ান।[১৬০]

এই পুরো ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, সাজাহ যদি মুসায়লামার সাথে একান্তে তাঁবুতে অবস্থানের ভুল না করত, তাহলে মুসায়লামা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিত। উল্লিখিত ঘটনা দুটিতে দুই বৃদ্ধ একাকিত্ব ও নির্জনতার সুযোগ নিয়ে দুজন রূপসি সতী-সাধ্বী নারীকে সারা জীবনের জন্য কলঙ্কিত করে দিল। তাদের সম্মান-মর্যাদা নিঃশেষ করে দিল। আর তাদের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হলো না। কয়েক সেকেন্ডের ভুল সারা জীবনের ইজ্জত-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিল। সাজাহ এই দুঃখ ও অনুশোচনায় মুসলমান হয়ে

---

১৬০. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৩২১-৩২৩

গেল। কেননা তার সামনে নিজের ও মুসায়লামার বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনুশোচনার অনুভূতিও কত বিস্ময়কর নেয়ামত হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা সাজাহ্র পরিণতি কল্যাণময় করে দিয়েছিলেন। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, তাওবার দরজা সর্বদাই খোলা আছে। গুনাহ্গার বান্দা যেকোনো মুহূর্তে খাঁটি তাওবা করে স্বীয় মুনিব আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতকে সন্তুষ্ট করে নিতে পারে।

পরপুরুষের কাছে গোপন বিষয় প্রকাশ করা

মানুষ অনেক সময় ভুলবশত এমন কিছু করে বসে, যার ফলে সারা জীবন পস্তাতে হয়। এ ধরনের ভুলগুলোর অন্যতম হচ্ছে, কোনো নারীর পরপুরুষের কাছে নিজের ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করা। এর শুরু যত নিষ্ঠার সাথেই হোক না কেন, এর পরিণতি সব সময় ভয়াবহ হয়ে থাকে। অনেক মেয়ে নিজের পিতামাতার কাছে নিজের বিষয়গুলো বলতে সংকোচবোধ করে। অনেক সময় এমন কোনো বোনও থাকে না যার সাথে নিজের একান্ত বিষয়গুলো শেয়ার করা যায়। যার ফলে সে নিজের কাজিনদের মধ্যে কোনো ভাইকে বা বান্ধবীর ভাইকে বা কোনো প্রতিবেশী ভাইয়ের কাছে কিংবা সহপাঠীদের কারও সাথে নিজের একান্ত বিষয়গুলো শেয়ার করতে থাকে। পুরুষরা অত্যন্ত সহমর্মিতার সাথে তাদের কথা শুনে এবং সাহায্যও করে। কিন্তু সাথে সাথে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টাও করতে থাকে।

প্রথমদিকে দুজনের কারও কাছেই এ ধরনের কথাবার্তা বা মেলামেশায় মন্দ কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরস্পর অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। এ যুগের ছেলেরা সহজ-সরল অবলা মেয়েকে কীভাবে নিজের জালে ফাঁসাতে হয়, আর কীভাবে তাকে বশ্যতায় নিয়ে আসতে হয়, তা তারা ভালোভাবেই রপ্ত করে থাকে। সাধারণত মেয়েরা অনভিজ্ঞ হয়। বুঝবুদ্ধি কিছু কম থাকে। আর ছেলেরা ভালোবাসার জালে বন্দী করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়। এ জন্যই ছেলেরা প্রতিটি নতুন মেয়েকে এমন বুদ্ধিমত্তার সাথে কাছে নিয়ে আসে যে, এসব নিয়ে ভাবলে অবাক হতে হয়। মেয়ে যদি কিছুটা দ্বীনদার ধার্মিক মেজাজের হয়, তাহলে তার সাথে নেকী ও নামাযের আলোচনা জুড়ে দেয়। সে মেয়েকে বলতে থাকে, তোমার কারণে আমি ভালো হয়ে জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি।

যদি মেয়ের প্রকৃতিতে সহনশীল ও সহমর্মিতা দেখতে পায় তাহলে তার কাছে নিজের মায়ের কঠোরতা, রূঢ় আচরণ, স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য ও তিক্ত বিষয়গুলোর বিবরণ এভাবে চিত্রায়িত করবে যে, তার প্রতি ওই মেয়ের মায়া জন্মে যাবে। তার সাথে এমন ভাব নেবে যে, সে মনে করতে থাকবে সে এই ছেলের সাথে কথা না বললে বা তাকে সঙ্গ না দিলে হয়তো সে চাপা কষ্টে আত্মহত্যা করে ফেলবে।

যদি মেয়ে দরিদ্র হয়, তাহলে তাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়ার বা স্বাবলম্বী হওয়ার পরামর্শ দেবে। মেয়ে যদি আধুনিকমনা ও ফ্যাশনপ্রিয় হয়, তাহলে তার জুতা-কাপড়ের প্রশংসা করবে। তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ এলেও সে বলবে গোলাপের মতো সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। পোশাকের কালার ম্যাচিংয়ের প্রশংসা করে মেয়েকে কাছে টেনে নেয়ার চেষ্টা করবে।

যে মেয়ের চেহারা সাধারণ, তাকে বলবে তোমার চেহারায় সরলতা আছে। মেয়ে বয়সে বড় হলে বলবে আপনাকে তো কিউট লাগছে। যে মেয়ে দেখতে কিছুটা বোকা, তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা শুরু করবে। যে মেয়ে মোটা তাকে বলবে আপনার সুস্বাস্থ্যের রহস্য কী? আপনি কোন ভিটামিন গ্রহণ করেন, আমাদেরও বলে দিন। বলার মতো কিছু যদি খুঁজে নাও পায় অন্তত এভাবে বলবে, আমার অন্তরে আপনার প্রতি অনেক শ্রদ্ধা। আপনার আচার-ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। মোটকথা এমন কোনো কথা বলবে যাতে মেয়েটি প্রভাবিত হয় এবং ভাবে যে, আমাকে বোঝার মতো কেউ আছে তাহলে!

সাথে সাথে এ কথাও বোঝাতে সচেষ্ট হবে যে, আমি অন্য ছেলেদের মতো নই। আমি তো মেয়েদের সাথে কথাই বলতে পারি না। জানি না আপনার সাথে কথা বলে এতটা কমফর্ট ফিল করছি কেন? এরপর মেয়ে যখন কথাবার্তা শুরু করে দেয়, তখন থেকে মেয়েকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা শুরু করে দেয়। কী উপায়ে তার মন জয় করা যায় সে চেষ্টা চালাতে থাকে। তার জন্মতারিখ জেনে নেয়, যাতে ওই দিন শুভেচ্ছা জানাতে পারে। পত্র আদান-প্রদান হলে তাতে এমন এমন কবিতা বা পঙ্ক্তি লিখে দেয়, যাতে মেয়ের মনে তার প্রতি আকর্ষণ জেগে ওঠে। কখনো বলতে থাকে, আমার সব সময় কেবল তোমাকেই মনে পড়ে। খাওয়ার সময়, ঘুমের সময়, নামাযে—সবখানে শুধু তোমাকেই মিস করি। অবশ্য ওয়াশরুমে গিয়েও মিস করে! কিন্তু সেটা তো আর বলা যাবে না।

মেয়ে ভদ্র শালীন হলে বলবে, আমি খারাপ পথে চলে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে ভালো পথে এনেছ। তোমার কাছে অনেক ঋণী হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে তুমি পাশে থাকলেই আমি ভালো থাকব। তোমাকে আমার অনেক দরকার। মেয়ে নামাযী হলে বলবে, তুমি আমার জন্য মন থেকে দুআ করো। আমার বিশ্বাস তোমার দুআ অবশ্যই কবুল হবে। মেয়ের অসুস্থতা থাকলে তার চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবে। সহমর্মিতায় ঢলে পড়বে। মেয়ের মনে হবে সে তার কত হিতাকাঙ্ক্ষী। এভাবে তার শরীর-স্বাস্থ্যের খবর তো তার পরিবারও নেয় না।

উদ্দেশ্য হচ্ছে, মেয়ের অবস্থা অনুপাতে এমন কথা বলা যা তার অন্তরে রেখাপাত করবে। যার ফলে মেয়েটি তাকে ভালো মনে করে তার সাথে বন্ধুত্ব করে নেবে বা অন্তত তার সাথে কথাবার্তা বলতে শুরু করবে। আর কথায়ই কথা বাড়তে থাকে। পরস্পর যখন কথাবার্তা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন পারস্পরিক সংকোচবোধ কেটে যায়। একপর্যায়ে ছেলে বলতে থাকে, আচ্ছা তোমাকে আমার এত ভালো লাগে কেন বলো তো? এ কথা শুনে মেয়ে মুচকি হেসে দেয়। সে আবার বলতে থাকে, প্লিজ আমাকে লজ্জা কোরো না। আমি আর দশজন ছেলের মতো না। আমার উদ্দেশ্য ভালো। এমন না হয়ে যায় যে, তোমাকে ভুলে থাকা আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে!

কখনো-বা আলোচনার ফাঁকে বলে বসবে, আচ্ছা জানো? তোমার আমার পছন্দ-অপছন্দে কিন্তু অনেক মিল। আবার বলবে, তোমার অনেক বুদ্ধি। বুদ্ধিমত্তায় তোমার ধারেকাছেও অন্যরা নেই। তোমার পরামর্শে আমার অনেক উপকার হয়েছে। এভাবে চলতে থাকে। একপর্যায়ে মেয়ের মনে যখন একটা অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়, তখন স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেয়, আসলে তোমাকে আমি আপন করে পেতে চাই। এই দূরত্ব আর নিতে পারছি না। তোমাকে ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার। দেখো, আমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। আমি শুধু তোমাকে আমার জীবনের আলো হিসেবে পেতে চাই।

এতশত কূটকৌশলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, মেয়েটি তার সাথে সখ্য করে নিক। তার সাথে ওঠাবসা, কথাবার্তা বলুক। হাসি-তামাশা ও মেয়ের জীবনের একান্ত বিষয়াবলি তার সাথে ভাগাভাগি করুক। এরপর মেয়ে তার সাথে মেলামেশা, কথাবার্তা শুরু করে দিল মানে তার ফাঁদে ফেঁসে গেল। এবার দ্বিতীয় ধাপে সে মেয়েকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে, তার কোনো কুমতলব নেই।

সে শুধু তার মায়ায় বন্দী হয়ে গেছে। তাকে ছাড়া তার প্রতিটি মুহূর্ত বিস্বাদ লাগে। আসলে সে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। ব্যস মুখে বলে "I Love You" (তোমাকে আমি ভালোবাসি) আর মনে থাকে "I Need You" (তোমাতে আমার প্রয়োজনই বেশি)।

মেয়েটাকে এভাবে বশে আনার পর যখন দেখে আরও অগ্রসর হওয়া যায়, তখন কৃত্রিম-অকৃত্রিম নানা রঙের ভালোবাসার উপাখ্যান শুনাতে থাকে। মেয়ে এগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকলে সে কথা আগে বাড়ায়। কখনো বলে, আজকে স্বপ্নে অমুক মেয়েকে এই বলেছি। অমুকের সাথে এমন এমন করেছি ইত্যাদি। যখন দেখে মেয়ে এগুলো শুনে আনন্দ পাচ্ছে, বিরক্ত হচ্ছে না, তখন কথা আরও অগ্রসর হয়। তোমার কোন গান পছন্দ? কোন মুভি বেশি ভালো লাগে? এভাবে নাটক-সিনেমার অশ্লীল আলোচনা একসময় স্বাভাবিক হয়ে গেলে বুঝতে হবে সফলতার সম্ভাবনা হাতছানি দিচ্ছে।

তৃতীয় ধাপে মেয়েকে বলে, ইচ্ছে হয় সারা দিন তোমার কাছে থাকি। তোমার চোখে চোখ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই। নিরিবিলি কোনো স্থানে অপলক নয়নে তোমাকে মন ভরে দেখি। কখনো বলে, ইচ্ছে করে তোমাকে নিয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যাই। সমুদ্র সৈকতে দুজন কথা বলতে বলতে অজানায় হারিয়ে যাই। গ্রীষ্মকালে বলবে, মন চায় তোমায় নিয়ে শীতল পানিতে ডুবে যাই। শীতকালে বলবে, মন চায় দুজন এক খাটে একই কম্বলে পা মুড়িয়ে গল্প করি। ইচ্ছে জাগে পরস্পরের উষ্ণতায় শীত নিবারণ করি। মেয়ে যদি এসব কথায় সংকোচবোধ না করে, বরং শুনে আনন্দ পেতে থাকে বা সেও এই কল্পনায় ডুবে যেতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে গন্তব্য অতি সন্নিকটে।

চতুর্থ ধাপে দুজন একান্ত নির্জনে কোথাও সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। একান্ত সাক্ষাৎগুলোতে কিছু কথাবার্তার পর একটু কাছাকাছি গা ঘেঁষে বসার অনুরোধ করে, কখনো একটু জড়িয়ে ধরে আদর করে, কখনো বলে তোমার চোখে একটু চুমু খেতে দাও। এভাবে অনুমতি মিলতে মিলতে আর একেক অঙ্গ খুলতে খুলতে শেষ পর্যন্ত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়।

এক দুশ্চরিত্র যুবক তাওবা করে ফিরে আসার পর বিবরণগুলো এভাবেই শুনাচ্ছিল। সে আরও বলেছে, একই সময়ে পাঁচজন মেয়ের সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। একজনের সাথে ফোনালাপ শেষ না হতেই অন্যজনকে

বলত, আজ আমি তোমার সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে আছি। তাকে বিদায় দিতেই তৃতীয়জনের ফোন। তাকে বলতে থাকত, তোমার ফোনের জন্য উন্মাদ হয়ে ছিলাম। অবশেষে তোমার কণ্ঠ শুনে সুমতি ফিরে পেলাম। এ সকল শয়তানি কাজের জন্য প্রতি কদমে কসম খেয়ে খেয়ে প্রেমিকাদের বিশ্বাস ধরে রাখে। উদ্দেশ্য শুধু মেয়েদের সাথে একান্ত নির্জনে নিজের কামবাসনা চরিতার্থ করা। অতঃপর একবার যখন কারও সাথে প্রয়োজন পূরণ করে নেয়, তাকে আর বিয়ে করতে প্রস্তুত থাকে না। সে ভাবে, যে মেয়ে কুমারী অবস্থায়ই আমার বিছানায় আসতে পেরেছে সে আমার সাথে বিয়ের পর অন্য কারও বিছানার শোভাবর্ধন করবে না তার কী নিশ্চয়তা? তাই এই উদ্দেশ্যপ্রবণ ভালোবাসার সমাপ্তিও সে ধাপে ধাপেই সম্পন্ন করে।

প্রথম ধাপ : মেয়েকে ব্যবহার করা

মেয়ের সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে হবে, সে জন্য যতদিনই তার পেছনে পড়ে থাকতে হোক না কেন। যখন মেয়ে তার বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে পীড়াপীড়ি করবে তখন নানা অজুহাতে দূরে সরতে থাকবে। মেয়ে যদি বুঝবান হয় এবং ছেলের মতলব বুঝতে পেরে পিছু হটতে থাকে, তাহলে তাকে অপকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে।

দ্বিতীয় ধাপ : মেয়েকে অপকর্মে বাধ্য করা

মেয়েকে যেকোনোভাবে বাধ্য করে তার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে। কখনো বলবে, গুলি করে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব, আমি গলায় দড়ি দেব, ছাদ থেকে লাফ দেব, সুইসাইড করব আর মরার আগে কাগজে তোমার নাম লিখে যাব। আমার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী থাকবে। যদি এতে রাজি থাকো তাহলে তা-ই করে দেখাব। আর যদি রাজি না থাকো তাহলে অবশ্যই আমার সাথে দেখা করবে। এভাবে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে যত সময় মেয়ের সাথে কাটানো দরকার কাটিয়ে নেবে।

তৃতীয় ধাপ : মেয়েকে বিভ্রান্তিতে ফেলা

মেয়ের পরিবার অন্য কোথাও মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইলে ছেলে তার সামনে উদাস উদাস ভাব নেবে। বিরহবাক্য শুনাবে। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। আমার লাশের ওপর পা রেখে তোমাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে। তুমি আমার জীবনের সুখ কেড়ে নিয়েছ। তোমার কারণে আমার পড়াশোনা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি পরীক্ষায় ফেল করলে তার জন্য তুমি দায়ী থাকবে। তোমার কারণে আজ আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেছে। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো, তোমার বিয়ের দিনই হবে আমার জীবনের শেষ দিন। তোমার বিয়ের আসরে এসে আমি আত্মহত্যা করব। তুমি যদি আমার না হও তাহলে তোমাকে আমি কারও হতে দেব না। তোমার স্বামীকে সবকিছু বলে দেব। তোমার লিখিত চিঠি, আমার সাথে তোলা ছবি—সব তোমার স্বামীকে দেখাব। তোমাকে অন্য কারও সংসার করতে দেব না। যেভাবেই হোক তার থেকে তোমার বিচ্ছেদ ঘটিয়েই ছাড়ব। সুতরাং তুমি শুধু আমাকে বিয়ে করেই শান্তিতে বাঁচতে পারবে। অন্যথায় আমার শান্তি কেড়ে নিলে আমি তোমাকে অন্য কারও সাথে স্বস্তিতে থাকতে দেব না।

এদিকে অবলা মেয়ে এই ধুরন্ধর ছেলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ভালো ভালো সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিতে থাকে। মা-বাবার কাছে লাঞ্ছিত অপদস্থ হতে থাকে। তাদের গালমন্দ শুনতে থাকে। তারপরেও তার এক কথা, আমি বিয়ে করলে অমুক ছেলেকেই করব। অন্যথায় আমি এ জীবন রাখব না। কোথাও নিখোঁজ হয়ে যাব। তোমাদের মান-সম্মান ধুলোয় মিটিয়ে দেব। যেকোনোভাবে মেয়ে যদি তার পরিবারকে রাজি করতে সক্ষম হয় এবং মেয়ের পরিবার মেয়ের পছন্দের ছেলের সাথেই বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যায়, আর মেয়ে ছেলেকে তা জানায় যে, আমার পরিবার মেনে নিয়েছে, এখন তুমি তোমার অভিভাবকদের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠাও। তখন ছেলে বুঝে নেয়, এখন চতুর্থ ধাপ শুরু করার পালা।

চতুর্থ ধাপ : মেয়েকে বর্জন করা

ছেলে যখন দেখে মেয়ে সকল সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়ে কেবল তার অপেক্ষায় আছে, তখন সে মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্কের ধারা অব্যাহত রাখে। কিন্তু মেয়ের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তার অভিভাবক পাঠানোর ক্ষেত্রে টালবাহানা করতে থাকে। কখনো বলে আম্মু অমুক কাজে খুবই ব্যস্ত। কখনো বলে আমার পরিবার

এখন একটা ঝামেলায় আছে। এমতাবস্থায় আমি ঘরে এসব কথা কীভাবে বলি? মেয়ে খুব বেশি পীড়াপীড়ি করলে ছেলে বলে, আমার আম্মু মেনে নিচ্ছে না। আমি এখন কী করব? আব্বুও নারাজ। এভাবেই হবে, হচ্ছে বলে বলে সময় কাটিয়ে দেয়। মেয়ে চতুর্মুখী বিপদে পড়ে যায়। না সামনে এগোতে পারে, আর না পিছু হটতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে অনেক মেয়েই আত্মহত্যা করে ফেলে। অনেকে দিনরাত এই চেষ্টায় লেগে থাকে যাতে ছেলে তার অভিভাবক পাঠিয়ে দেয়। কেউ আবার তাবিজ-কবজের পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট করে। কেউ কেউ নিজের ভুল স্বীকার না করে নামায-ইবাদত ছেড়ে দেয়। বলতে থাকে, নামায পড়ে কী হবে? আল্লাহ তো আমার দুআ কবুল করে না। অথচ ভুল তো করেছে সে নিজে। পরপুরুষকে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দিয়েছে। এখন ওই ছেলেরও আর তার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। থাকবেই-বা কেন? সে তো তার কাজ করে নিয়েছে। এই মেয়ে এখন তার কাছে ব্যবহৃত টয়লেট টিস্যুর মতো হয়ে গেছে। তাই ছেলে নানা টালবাহানা করে মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দেয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, যেন মেয়েটিকে কোনো আবদ্ধ গলিতে ছেড়ে দিয়ে ছেলেটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

ফলাফল

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোপন প্রেমগুলো বিয়ের মুখ দেখে না। কোনো কোনোটি যদি বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছেও, সাধারণত দুই কারণে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে :

১. স্বামী স্বীয় স্ত্রীর ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হয়ে যায়। এমনকি স্ত্রী নিজের সহোদর ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে কথা বললেও স্বামী সেটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। স্ত্রী তার মা-বাবাকে দেখতে যেতে চাইলেও স্বামী এই ভয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় না যে, বাবার বাড়ি গিয়ে যদি আবার কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়।

এক জেনারেল শিক্ষিত যুবক তার নিজ পছন্দমতো বিয়ে করেছিল। সে অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে ঘরের বাহির থেকে তালাবদ্ধ করে যেত। কেউ বলল, ঘরে তোমার স্ত্রীর তো বাইরে বের হওয়ার জরুরি প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাকে এভাবে বাহির থেকে তালাবন্ধ করে রেখো যাও কেন? সে জবাব দিল, যে মেয়ে নিজের মা-বাবা থেকে লুকিয়ে প্রেম করতে পারে, সে আমার অবর্তমানে কোনো

প্রতিবেশীর সাথে প্রেমে জড়িয়ে যাবে না, তার কী নিশ্চয়তা? এ থেকে বোঝা যায় যে, চুপিচুপি প্রেমে জড়িয়ে যাওয়া মেয়েরা সারা জীবনের জন্য নিজের আস্থাকে নষ্ট করে ফেলে।

২. প্রেম করে বিয়ে হলেও দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, বিয়ের আগে প্রেমিক প্রেমিকার প্রতিটি বিষয়েরই প্রশংসা করত। প্রেমিকার ভুলগুলোও সঠিক বলে মেনে নিত। এখন বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা দেখায় না। সঠিককে সঠিক এবং ভুলকে ভুলই বলে। স্বামীর এরূপ আচরণ স্ত্রীর ভালো লাগে না। সে ভাবে, আগে আমি ভালো ছিলাম। এখন কী হয়ে গেল যে, সে আমার মধ্যে ভুল খুঁজে বেড়াচ্ছে। এভাবে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে যায়। বিয়ের পূর্বে প্রেমিক, প্রেমিকার প্রশংসার ফুলঝুড়ি ঝরাত; এখন বিয়ের পর স্বামী আর স্ত্রীর তেমন প্রশংসা করে না। যার ফলে স্ত্রী মনে করে, এখন আর আমার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই।

আবার অনেক সময় ছেলে বিয়ে তো করে নেয়, কিন্তু ততদিনে তাকে গোপন প্রেমের নেশায় পেয়ে বসে। যার ফলে বিয়ের পরেও সে কোনো না কোনো মেয়ের সাথে প্রেম-প্রেম খেলা অব্যাহত রাখে। যে কারণে প্রথম বিয়ে সফল হতে পারে না।

কিছু উপদেশ

এটি বাস্তব সত্য যে, কোনো নারী পরপুরুষের খাঁচায় তখন বন্দী হয়, যখন তার নিজ ঘরের পরিবেশ ভালো থাকে না। মা মারা গেলে সৎ মা এই সৎ মেয়ের সাথে ভালো আচরণ করে না। মা অশিক্ষিত হলে মেয়ে সহজেই তাকে ধোঁকা দিয়ে দেয়। অশিক্ষিত মা মেয়ের পুরোপুরি খোঁজখবর নিতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ঝগড়াবিবাদে লেগে থাকলে সন্তানদের থেকে উদাসীন হয়ে যায়। ছেলে-মেয়েরাও এমন মা-বাবা থেকে দূরে সরতে থাকে। কখনো মা বুঝবান না হওয়ার কারণে ছেলেকে সব বিষয়ে ছাড় দিতে থাকে, আর মেয়েকে সাধারণ সাধারণ বিষয়ে শাসাতে থাকে। অথবা মায়ের অতিরিক্ত শাসনের ফলে মেয়ে নিজের ভুলত্রুটি ও সমস্যাগুলো মা থেকে গোপন রাখে। কখনো-বা মা মেয়েকে ঘরে একা রেখে বাইরে চলে যায়। আর মেয়ে একা ঘরে পরপুরুষের সাথে ফোনালাপের সুযোগ পেয়ে যায়। কখনো নিকটাত্মীয় পরপুরুষদের সাথে অবাধে

মিশতে দিয়ে মেয়েকে প্রেমখেলার দিকে ঠেলে দেয়। তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সব সময় মনোমালিন্য হতে থাকলে বা স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসা না দিলে, সঙ্গপ্রিয় স্ত্রী তো পরপুরুষের মিষ্টি কথায় নিজেকে উৎসর্গ করবেই। কখনো স্বামী দূরে থাকে। এদিকে স্ত্রী পরপুরুষের চক্রান্তে ফেঁসে যায়। অথবা স্বামী সর্বদা রূঢ় আচরণ করে। কর্কশ ভাষায় কথা বলে। তো স্ত্রী যেখানে কোমল আচরণ পায় সেদিকে ঝুঁকে যায়। কোথাও নারীদের একাকী বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়। কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়। এতে পরপুরুষদের সাথে পরিচিত হতে থাকে। মেয়েরা একাকী বা সহপাঠীর সাথে স্কুল-কলেজে আসা-যাওয়া করে। এমতাবস্থায় পথেঘাটে ছেলেরা তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম দায়ী পরিবার। পরিবার মেয়েদেরকে পরপুরুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ কেন করে দেয়? দ্বিতীয়ত, পরপুরুষ দায়ী। তারা নানা কূটকৌশলের মাধ্যমে নারীদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, নারীরা নিজেরাই নিজেদের সম্ভ্রমহানির জন্য দায়ী। কেননা, পরিবেশ-পরিস্থিতি যতই প্রতিকূলে থাকুক না কেন, এ সকল ক্ষেত্রে নারীরা পরপুরুষের সংস্পর্শে আসে কেন? কেনই-বা নিজের ইজ্জত-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে সারা জীবনের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানি মাথায় তুলে নেয়? যেখানে অন্যের দোষ থাকে সেখানে নিজের ভুল কিছু হলেও থাকে।

যে সকল মেয়েদের কাছে নিজের ইজ্জত-আবরুর মূল্যায়ন আছে তারা হাজারও পেরেশানী, দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও কখনো কোনো পরপুরুষের প্রতি চুল পরিমাণও আগ্রহ দেখায় না। আর না কাউকে তার নিকটে আসার সুযোগ দেয়। এমন নারীদের আল্লাহ তাআলা নিজের নৈকট্যভাজন করে নেন এবং বেলায়েতের নূর দান করেন।

৫. একাকী বা কোনো পরপুরুষের সাথে ভ্রমণ করা

ইসলামী শরীয়ত নারীদের একাকী বা পরপুরুষের সাথে ভ্রমণ করার অনুমতি দেয়নি। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে ফরয হজের জন্য একাকী বের হওয়া জায়েয নেই। নারী যুবতি হোক বা বৃদ্ধা; উভয়ের জন্য একই নির্দেশ। ইমাম হাম্মাদ রহ.-এর মতে সৎ ও নেককার পরপুরুষের সাথে নারীদের সফর করতে কোনো বাধা নেই। ইমাম মালেক রহ.-এর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ী

রহ.-এর মতে পরহেজগার নারীর সাথে সফর করতে পারবে। ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর আরেকটি অভিমত হলো, যদি নারী নিজেকে নিরাপদ মনে করে তাহলে একা ভ্রমণ করতে পারবে। কিন্তু হানাফী ফুকাহায়ে কেরামগণের মতে কোনো নারী যদি পরপুরুষের সাথে হজ আদায় করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার হজ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু পরপুরুষের সাথে সফর করার কারণে তার গুনাহ হবে। বিবাহ অবৈধ এমন পুরুষের সাথেও তখন সফর করা যাবে, যখন কামবাসনা জাগার আশঙ্কা থাকবে না। যদি সফরের দূরত্ব একদিন থেকে কম হয়, তাহলে বিবাহ অবৈধ এমন পুরুষ ছাড়া নারীরা একাকী সফরে বের হওয়া জায়েয আছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

'আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে এমন নারীর জন্য একদিন একরাতের দূরত্বে মাহরাম পুরুষ ছাড়া ভ্রমণ করা বৈধ নয়।'[১৬১]

মাহরাম এমন পুরুষকে বলা হয় যার সাথে কখনো কোনো অবস্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। যেমন : পিতা, পুত্র, ভাই ইত্যাদি।

বিষয়টি এভাবেও বোঝা যেতে পারে যে, কোনো নারী যখন একাকী সফরে বেরিয়ে যায় তখন তার জান, মাল, সম্মান তিনটিই ঝুঁকিতে থাকে। আল্লাহ না করুন, হঠাৎ যদি এ নারী কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে হয়তো তার জীবন ঝুঁকিতে পড়ে যাবে, নাহয় পরপুরুষ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এমতাবস্থায় তার সম্ভ্রমহানির আশঙ্কা রয়েছে। নারীর বুঝবুদ্ধি কম হয়। বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাদের অত জানাশোনা থাকে না। তাই পরপুরুষ তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ধোঁকা দিয়ে ইজ্জত লুটে নিতে পারে, অথবা সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যাও করে ফেলতে পারে। নারীরা শারীরিক দিক থেকেও পুরুষের তুলনায় দুর্বল হয়। এ জন্য কোনো পুরুষ জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করারও প্রবল আশঙ্কা থাকে। অথবা তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মাহরাম পুরুষ সাথে থাকলে জান, মাল, সম্মান সবকিছুই নিরাপদ থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

---

১৬১. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ বুখারী, ১০৮৮; সহীহ মুসলিম, ১৩৩৯

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

'কোনো নারী মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফরে বের হবে না। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি অমুক অমুক যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি, আর আমার স্ত্রী হজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ পালন করো।[১৬২]

এ থেকে বোঝা যায় যে, পুরুষ জিহাদে যাওয়ার চেয়ে হজে ভ্রমণরত তার স্ত্রীর সাথে হজে যাওয়া বেশি উত্তম। যাতে তার স্ত্রী নিরাপদ থাকে।

হাইসাম ইবনু আদী ঘটনা লিখেছেন, এক রূপসি নারী হজের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় এল। উমর ইবনু রবীয়া তাকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল। উমর ইবনু রবীয়া ওই নারীর সাথে কথা বলতে চাইল। কিন্তু মহিলা তার কথা না শোনার ভান করে বিদায় নিল এবং কোনো জবাব দিল না। দ্বিতীয় দিন মহিলা পুনরায় উমর ইবনু রবীয়ার সামনে পড়লে সে আবারও তার পিছু নিল। মহিলা বলল, এখান থেকে সরে যাও, তুমি হারাম শরীফে এবং হারাম দিবসে রয়েছ। এ কথা উমর ইবনু রবীয়ার ওপর কোনো প্রভাব ফেলল না; বরং সে পীড়পীড়ি করতেই থাকল। মহিলা সৎ ও পবিত্র ছিল। সে বুঝতে পারল এই লোক আমার পিছু ছাড়বে না। তার চিকিৎসা করতে হবে। এ জন্য তৃতীয় দিন বের হওয়ার সময় সে তার ভাইকে বলল, আমার সাথে চলো, আমাকে হজের বিধিবিধান ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবে। ওই দিনও উমর ইবনু রবীয়া মহিলার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু যখন তার সাথে তার ভাইকে দেখল, সেখান থেকে কেটে পড়ল। এ অবস্থা দেখে মহিলা কবিতা আবৃত্তি করল :

تَعْدُو الذِّئَابُ عَلَى مَنْ لَا كِلَابَ لَهُ
وَتَتَّقِي صَوْلَةَ الْمُسْتَأْسِدِ الضَّارِي

'বাঘ তাকেই হামলা করে যার সাথে কুকুর না রয়,
সে নিজেও তার চেয়ে হিংস্র শিকারিকে করে ভয়।'[১৬৩]

---

১৬২. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., সহীহ বুখারী, ১৮৬২; সহীহ মুসলিম, ১৩৪১
১৬৩. আল্লামা জাহিয; আল-হায়াওয়ান, ২/২৯৬

খলীফা মানসুরকে এই ঘটনা শোনানো হলে তিনি বলেন, আমার মন চায় এই ঘটনা কুরাইশের সকল নারীকে শোনানো হোক। কোনো নারীরই যেন এ ঘটনা অজানা না থাকে।

আরবীতে প্রবাদ আছে :

لَا يَحْفَظُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بَيْتُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ قَبْرُهَا

'নারীর নিরাপত্তা তার ঘরে, নাহয় তার স্বামীর ছায়ায়, আর নাহয় কবরে।'

কোনো প্রয়োজনে পুরুষকে ঘর ছেড়ে দূরে থাকতে হলে তার জন্য আবশ্যক হলো বিবি-বাচ্চাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তা ছাড়া সফরে বের হবার সময় এই দুআ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

'হে আল্লাহ, আপনি সফরে আমার অভিভাবক, পরিবার-পরিজনদের রক্ষক। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য এবং সম্পদ ও পরিবারের কোনো অনিষ্ট দেখা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১৬৪]

ভ্রমণে বের হওয়া ব্যক্তিকেও এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, সে তার প্রয়োজন পূরণ হতেই দ্রুত ঘরে ফিরে আসবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وطَعامَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

'সফর আযাবের অংশবিশেষ। তা তোমাদেরকে যথাসময়ে পানাহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই নিজের প্রয়োজন মিটে গেলে সফরকারী যেন দ্রুত পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যায়।'[১৬৫]

যারা দ্বীনের কাজে বা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে পরিবার থেকে দূরে

---

১৬৪. ইমাম নববী; আল-আযকার, ৩৭৪
১৬৫. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ বুখারী, ৫৪২৯; সহীহ মুসলিম, ১৯২৭

থাকে, ইসলাম তাদের স্ত্রীদের সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি সাধারণ মুসলমানের স্ত্রীদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

> حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى
>
> 'ঘরে থাকা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণের (পরিবারের) নারীগণের মর্যাদা তাদের মায়েদের সম্ভ্রমের মতো। মুজাহিদের প্রতিনিধি হিসেবে ঘরে রয়ে যাওয়া কোনো পুরুষ যদি তার সাথে খেয়ানত করে, তাহলে কেয়ামতের দিন তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। আর মুজাহিদ তার নেক আমল থেকে নিজ ইচ্ছামতো মন ভরা পর্যন্ত যত খুশি নিয়ে নেবে।'[১৬৬]

ইসলামী শরীয়ত এ সকল শিক্ষার আলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রথমত নারীরা ঘরের বাইরে একাকী বেরই হবে না। যদি সফরে যেতে হয় তাহলে মাহরাম পুরুষ সাথে থাকবে। তেমনিভাবে পুরুষরাও নারীদের ঘরে একা রেখে যাবে না। তবুও বিশেষ প্রয়োজনে যদি যেতেই হয় তাহলে তাদেরকে আল্লাহর হেফাজতে রেখে যাবে এবং প্রয়োজন পূরণ হতেই দ্রুত ঘরে ফিরে আসবে। যদি দ্বীনী প্রয়োজনে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যেতে হয় এবং বাড়িতে পরিবার-পরিজনদের একা রেখে যায়, তাহলে হাদীস শরীফের ভাষ্যমতে অন্যদের জন্য তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার ন্যায়। আর এ কথা স্পষ্ট যে, কারও মাঝে যদি অণু পরিমাণ লজ্জাও থাকে তাহলে সে নিজের মায়ের সাথে কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না।

১৬৬. বর্ণনাকারী বুরাইদা রাযি., সহীহ মুসলিম, ১৮৯৭

গানবাজনা ব্যভিচারের ভূষণ

ইসলামে গানবাজনার নিন্দা

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

'এক শ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত রাখার উদ্দেশ্যে অজ্ঞতাবশত অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।'[১৬৭]

তাফসীরগ্রন্থ 'রুহুল মাআনী'-তে 'لَهْوَ الْحَدِيْثِ' (অবান্তর কথা) এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, প্রত্যেক এমন জিনিস যা আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে উদাসীন করে দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাযি.-এর কাছে এই শব্দের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলে তিনি তিনবার কসম খেয়ে বলেন :

"هُوَ وَاللهِ الْغِنَاءُ"

'আল্লাহ্‌র কসম! তা দ্বারা গানবাজনা উদ্দেশ্য।'[১৬৮]

এখানে এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস ও মনীষীদের উক্তি উল্লেখ করা হলো :

১. হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গানবাজনাকারী দাসী ক্রয়-বিক্রয় করা এবং তাদের গান শিক্ষা দিতে নিষেধ করেছেন, এবং এর বিনিময় খাওয়াকে হারাম বলেছেন। এরপর তিনি ওপরে উল্লেখিত আয়াত পাঠ করেন।

২. হযরত আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দুই প্রকার আওয়াজ শোনা থেকে বারণ করেছেন। এক. গানবাদ্যের আওয়াজ। দুই. বিলাপের আওয়াজ।

৩. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি গায়িকা বাঁদির মজলিসে বসে তা শুনে, কেয়ামতের দিন তার কানে গলিত সিসা ঢেলে দেয়া হবে।

---

১৬৭. সূরা লুকমান, ৬

১৬৮. তাফসীরে ইবনু জারীর, মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা, সুনানু বাইহাকী।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. বলেন, সংগীত অন্তরে ব্যভিচারের কল্পনা এভাবে জাগিয়ে তোলে, যেমন পানি সবজি উৎপন্ন করে।

৫. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাখালের বাঁশির আওয়াজ শুনে সে দূরে চলে যাওয়া পর্যন্ত কানে আঙুল চেপে রাখেন।

৬. হযরত ফুযাইল ইবনু আয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, গানবাজনা ব্যভিচারের মন্ত্র। হযরত দাহহাক রহ. বলেন, গানবাজনা অন্তরকে নষ্ট করে এবং আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে। হযরত ইয়াজিদ ইবনু ওলীদ রহ. বলেন, হে বনী উমাইয়া, তোমরা গান-বাদ্য থেকে দূরে থাকো। কেননা, গান কামোত্তেজনা জাগায়।

৭. এক বুযুর্গ বলতেন, অধীনস্থ নারীদের গান-বাদ্য থেকে দূরে রাখো। কেননা, গান-বাদ্য ব্যভিচারের দিকে আহ্বানকারী।

৮. হযরত সফওয়ান ইবনু উমাইয়া থেকে বর্ণিত, একবার উমর ইবনু কুররা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অশ্লীল গান ছাড়া অন্য গানের ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে কখনো এর অনুমতি দেব না। না আমি তোমাকে সম্মান দেব, আর না তোমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে দেখব। হে আল্লাহর দুশমন! তুমি তো মিথ্যাচার করছ। আল্লাহ তোমাকে হালাল ও পবিত্র রিযিক দান করেছেন। কিন্তু তুমি হারামকে বেছে নিয়েছ। আমি যদি আরও আগেই তোমাকে বারণ করে দিতাম তাহলে তুমি এর চেয়ে জঘন্যভাবে উপস্থিত হতে। যাও, তুমি আমার সামন থেকে দূরে সরে যাও। আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা করো। মনে রেখো, তুমি যদি গানবাজনা করো, তাহলে আমি তোমাকে কঠিন সাজা দেব। তোমার চেহারা বিকৃত করে দেব। তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করে দেব। তোমার ধনসম্পদ মদীনার যুবকদের মাঝে বণ্টন করে দেব। উমর ইবনু কুররা যখন পেরেশান হয়ে চলে গেল, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই লোক গুনাহগার ও অবাধ্য। এর মতো আরও যারা আছে, তাদের মধ্যে যে কেউ তাওবা করা ছাড়া মারা যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে উলঙ্গ করে হাশরের মাঠে উঠাবেন। তার গায়ে এক টুকরা কাপড়ও থাকবে না। সে যখন দাঁড়াতে যাবে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবে।[১৬৯]

---

১৬৯. তালবিসে ইবলীস।

৯. হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ জামানায় কিছু মানুষ বানর ও শূকরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কি আল্লাহর একত্ববাদ ও আপনার নবুওয়াতের সাক্ষী দেবে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামায, রোযা, হজও পালন করবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাদের এরূপ অবস্থা কেন হবে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাদ্যযন্ত্র, নাচ-গানকারী নারী এবং ঢোল-তবলার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে। তারা মদ্যপান করবে, রাতভর নৃত্য-সংগীতে মশগুল থাকবে। অতঃপর সকালে বানর-শূকরের আকৃতি ধারণ করবে।[১৭০]

গান-বাজনার ক্ষতিকর প্রভাব (একটি পর্যালোচনা)

১. পাশ্চাত্যে ১৯২০-১৯৫০ সাল পর্যন্ত গান-বাদ্যকে চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো। কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেলে বা দাম্পত্য জীবনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মানুষ গান শুনত। কিছু সময়ের জন্য মনের দুঃখ-বেদনা ভুলে গিয়ে স্বীয় মস্তিষ্ককে শত চিন্তা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন নিশ্বাসের অনুভূতি জাগানোর চেষ্টা করত। মনের বোঝা কিছুটা হালকা হতো। আর কিছু সময় পর সে স্বস্তির নিদ্রায় ঢলে পড়ত। অথবা পুনরায় নব-উদ্যমে কাজে লেগে যেত।

২. ১৯৫০-১৯৮৫ সাল। এ সময়ে পুঁজিবাদীরা গান-বাজনাকে নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা শুরু করে। যেমন : কোনো বিশেষ গায়ক বা গায়িকা মানুষের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করলে তাকে পণ্যের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ তাকে টিভিতে পেপসিকোলা পান করতে দেখাত। এতে তার পানকৃত পানীয়ের চাহিদা বেড়ে যেত। অথবা সেই গায়ক-গায়িকাকে কোনো বিশেষ পোশাক পরিয়ে তার সাক্ষাৎকার প্রচার করত। এতে যুবক-যুবতিরা ওই বিশেষ পোশাক পরা পছন্দ করত। ফলে পুঁজিবাদীরা তাদের কারখানায় ওই মডেলের পোশাক তৈরি করে অনেক অর্থ উপার্জন করত। বিজ্ঞাপনে এক শ ডলার খরচ করে হাজার হাজার ডলার উপার্জন করে নিত। মানুষের প্রকৃতিগত একটি প্রবণতা হচ্ছে, যখন কারও দ্বারা প্রভাবিত হয় বা কাউকে পছন্দ করতে

---

১৭০. আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। ইবনু আবিদ দুনইয়া, যাম্মুলা মালাহী, ৮। সহীহ লিগায়রিহী। সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : সুনানু ইবনি মাজাহ, ৪০২০; সুনানু আবি দাউদ, ৩৬৮৮।

থাকে, তখন তার বেশভূষা ধারণ করে আনন্দ পায়। তার অনুসরণ-অনুকরণ করতে থাকে। তার মতো পোশাক পরিধান করে। তার মতো করে পানাহার করে। মডেলরা যখন এক একটি জিনিসে অটোগ্রাফের বিনিময়ে লাখো ডলার পেতে থাকে, যুবকরা নিজেদের সকল প্রতিভা মডেল হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্যয় করতে থাকে। সংগীতজগতে প্রবেশের হিরিক লেগে যায়। স্বীয় সুরের জাদুতে কার থেকে কে বেশি শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারে, যুবক-যুবতিরা পরস্পর সে প্রতিযোগিতায় অস্থির থাকে।

৩. ১৯৮৫-২০০০ সাল। এ সময়ের মধ্যে গানবাজনা, সুর-সংগীত সমাজে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে নেয়। এদিকে শয়তান মানুষের মাথায় নতুন নতুন সুর ও ছন্দ সরবরাহ করতে থাকে। গায়ক-গায়িকারা গানের সাথে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মিউজিক ও নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে। মিউজিক-সংবলিত এ সকল গান খুব বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করায় “Popular” শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয় “Pop Music” (পপ মিউজিক)। এ ধরনের মিউজিক গানগুলোর উদ্দেশ্যই ছিল নারী-পুরুষের মধ্যকার জৈবিক আকর্ষণ ও ভালোবাসার আলোচনা সুরে সুরে তুলে ধরা। যেমন :

To be in love (ভালোবাসা কীভাবে হবে?)

Guy missing a girl (প্রেমিক তার প্রেয়সী ছাড়া)

Pain is real but no one knows (ব্যথা আছে কিন্তু বোঝার কেউ নেই)

এ গানগুলোই পাশ্চাত্যে জৈবিক তাড়না এবং বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ডের প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ধরনের গানগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্যই ছিল প্রেম-ভালোবাসার পরিবেশ স্বাভাবিক করে তোলা। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা পরস্পর অবৈধ সম্পর্কে জড়াতে লাগল। শুরুর দিকে তাদের কাছে এ গানগুলো ভালোই লাগছিল, যখন বলা হচ্ছিল প্রেয়সী ছাড়া প্রেম কীভাবে হবে? কিন্তু কিছুদিনের বন্ধুত্ব যখন নানা সমস্যার বীজ বপন করতে লাগল, পারস্পরিক মনোমালিন্য দেখা দিতে শুরু করল, তখন তাদের কাছে ওই গানগুলো ভালো লাগত যা প্রেয়সীর বিয়োগ-বিরহে প্রেমিক গেয়ে থাকে। মোটকথা নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী যে যুবকের কাছে যে গান ভালো লাগত সে ঘরে, গাড়িতে, রাস্তায়, ক্যাম্পাসে বরং সবখানে সে গান হাজারবার শুনতে থাকে। এভাবে গান-বাদ্য অনুরাগীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। সময়ের ব্যবধানে এ কথা প্রমাণিত

হয় যে, এ সকল গান-বাদ্য ভালোবাসার নামে শুরু হয়ে কুবাসনা পূরণের রূপ লাভ করেছে। বর্তমান পপ মিউজিকের গানগুলো মানুষের মনে-প্রবৃত্তিতে উত্তেজনা জাগিয়ে তোলে। জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। গায়ক গান গাইতে থাকে আর তার মডেলস্বরূপ অর্ধনগ্ন রূপসি রমণী গানের তালে তালে নাচতে থাকে। যা জ্বলন্ত অঙ্গারে পেট্রোলের কাজ দেয়। যুবক-যুবতিরা গান শুনে নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। কোনো না কোনোভাবে কামচাহিদা পূরণের ফন্দি এঁটে নেয়। সুতরাং ভালোবাসার শিরোনামে যে গান-বাদ্যের সূচনা হয়েছিল পরিশেষে তা জৈবিক স্বাদ আস্বাদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গান-বাজনার ফলে অন্তরে ব্যভিচারের কল্পনা এভাবে জেগে ওঠে, বৃষ্টির পানিতে যেমন শুষ্ক জমিনে ঘাস গজিয়ে ওঠে।

৪. পাশ্চাত্য সমাজে ব্যভিচারের ব্যাপকতার ফলে বিয়ে-বহির্ভূত গর্ভপাতের ঘটনা বেশি দেখা যায়। অনেক মেয়ে দশ বছর বয়সেই গর্ভবতী হয়ে যায়। এগারো, বারো, তেরো বছর বয়সি মেয়েরা গর্ভবতী হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সকল মেয়েরা যত দ্রুত পারে নিজেদের বাচ্চাকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এ বাচ্চাগুলো স্কুলে গিয়ে নিজের একাকিত্ব ঘুচানোর জন্য কারও না কারও সাথে সম্পর্ক করে নেয়। এ সকল উঠতি বয়সের ছেলেরা সময় কাটানোর জন্য নিজেদের স্বতন্ত্র গ্রুপ বানিয়ে নেয়। যাদেরকে 'কিশোর গ্যাং' বলা হয়। যেহেতু তাদের কোনো পরিবার থাকে না, তাই এই 'গ্যাং' হয়ে যায় তার পরিবার। তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রথমে ছোটখাটো অপরাধ দিয়ে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে বড় ধরনের সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়। তাদের মনমস্তিষ্কে সমাজের প্রতি ক্ষোভ ও ক্রোধ গাঁথা থাকে। পারস্পরিক মারামারি, ঝগড়া-বিবাদের কারণে ঘৃণা চরম আকার ধারণ করে। এরা নিজেদেরকে দুর্ভাগা মনে করতে থাকে। এ জন্য অন্যদের সবকিছু ছিনিয়ে নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এ ধরনের অপরাধপ্রবণ যুবকদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে অন্যদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো এবং নিজের ক্রোধ দমন করো। সুতরাং Take anger out অর্থাৎ রাগ দমনের ধারাবাহিকতায় তারা গান-বাদ্যের এক বিশেষ ধরন আবিষ্কার করে নেয়। যাকে Rap Song (রেপ

সংগীত) বলা হয়। এসব গানে গতানুগতিক ছন্দের পরিবর্তে মুক্ত ছন্দ ও স্বাধীন ভাষা ব্যবহারে বেদনাদায়ক উপাখ্যান আকর্ষণীয় সুর ও স্বরে মিউজিকের সাথে এভাবে পরিবেশন করা হয় যে, তা শ্রোতাদের হৃদয়ে আঘাত হানে। শ্রোতারা সহমর্মিতার স্রোতে ডুবে গিয়ে এই সংগীতের একান্ত অনুরাগী হয়ে যায়।

বর্তমানের মুসলমান যুবকরাও এই সংগীতকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। যুবকরা মা-বাবাকে বোঝায় আমরা গান শুনছি না; বরং গানের বাস্তব ঘটনাটি শুনছি। সাধারণত এ ধারার গায়কদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লম্বা চুল, বেসাইজ জামা, শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে আঁকা রঙিন ট্যাটু, হাতে গিটার ইত্যাদি। আফ্রিকা ও আমেরিকায় সংগীতের এ ধারাটির সূচনা হয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সাদা কালো সবাই একে গ্রহণ করে নিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের নিকট রেপ সংগীত বেশ জনপ্রিয়। যুবক-যুবতিরা পথেঘাটে চলাফেরার সময়, জগিংয়ের সময়, গাড়িতে, বিছানায় পকেটে ওয়াকম্যান রেখে কানে হেডফোন দিয়ে সারাক্ষণ এই সংগীত শুনতে থাকে। কিছুদিন শ্রবণের পর শ্রোতাদের মাঝে এর কুপ্রভাব দেখা দিতে থাকে। যার ফলে সাধারণ ঘরের ভদ্র যুবক-যুবতিরাও ওই সকল কাজে ধাবিত হতে থাকে, যা 'গ্যাং' এর যুবকরা করে থাকে। তারা বড় ধরনের কিছু করে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। টিভিপর্দায় আসতে চায়। জাতীয় পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতার শোভা হতে চায়। এমন যুবকদের যদি প্রশ্ন করা হয় তোমার জীবনের লক্ষ্য কী? তাহলে বলে, কোনো অপরাধের মাধ্যমে বড় বড় আসামিদের সাথে জেলে বন্দী হতে চাই। কবি বলেন :

پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا

'ওইখানে চাই পৌঁছতে, মাটি যেখানে লুটায় কাদাতে।'

সংগীতের এ ধারাটি প্রথমে পশ্চিমারা পছন্দ করেনি; বরং অনেকেই এর বিরোধিতায় স্বীয় ক্রোধ ও ক্ষোভ দেখিয়েছে। কিন্তু কালপ্রবাহে যুবক-যুবতিদের মাধ্যমে এটি ব্যাপকতা লাভ করে। বর্তমানকালে জনপ্রিয় সংগীত ধারাগুলোর এটি অন্যতম। এই গানের সিডি, ভিডিও অনেক বেশি কেনাবেচা হয়ে থাকে। পুঁজিবাদীরা একে গ্রামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সবার দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে।

৫. গায়করা কিছুদিন পর্যন্ত নিজেদের দুঃখ-যাতনার খুব চর্চা করে জনপ্রিয়তা লাভের পর আরও একধাপ সামনে অগ্রসর হয়। এ ক্ষেত্রে তারা সংগীতের এমন এক ধারা আবিষ্কার করে, যা নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে দোলা দিয়ে

যায়। পশ্চিমা বিশ্বে হতাশাগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বেশি। কেউ পরিবারহারা, কেউ বাড়ি থেকে বিতাড়িত, কেউ প্রেমিকার বিচ্ছেদ-ব্যথায় ব্যথিত, কেউ বার্ধক্যে একাকিত্বের শিকার। বস্তুত আল্লাহ্ তাআলা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তারা বহুবিধ অস্থিরতা ও ডিপ্রেশনের শিকার। এরা হতাশার পিল গ্রহণ করে। এদের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। এই শ্রেণির লোকদের কাছে সংগীতের এই ধারা—যা Heavy Metal নামে পরিচিত—বেশ ভালো লাগতে থাকে। এ ধারার গায়করা খুব চিৎকার করে, সজোরে পায়চারি করে। উঁচু আওয়াজে গলা ছেড়ে গান পরিবেশন করে। খুব শোরগোল সৃষ্টি করে। শ্রোতাদের মাঝে একরকম ঝড় বইয়ে দেয়। যেমন : কোনো উন্মাদ স্বীয় উন্মাদনার প্রকাশ ঘটায় বা মৃত্যুমুখে পতিত কোনো পথিক চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে মনের দুঃখ হালকা করে। একসময় সংগীতের এ ধারাটিও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একে Rock Music (রক মিউজিক) এর একটি প্রকার হিসেবে ধরা হয়।

৬. শয়তান মানুষকে আল্লাহ্ থেকে বিমুখ করতে স্বীয় পূজায় লাগিয়ে দিতে কিছু গায়কের মনে সংগীতের নতুন নতুন ধারা উদ্ভাসিত করতে থাকে। যার অন্যতম হলো Satanic Worship (শয়তানপূজা)। একে Rock Music এর দ্বিতীয় প্রকার হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ধারায় প্রবৃত্তি এবং শয়তানপূজা-সংশ্লিষ্ট গান গাওয়া হয়ে থাকে। এসব গানে 'আমরা শয়তানের পূজারি, প্রবৃত্তির গোলাম, এগুলোই আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য' টাইপ বাক্য খোলামেলা উচ্চারিত হতে থাকে। এসব গানের গায়িকারা স্টেজে একেবারে খোলামেলা হয়ে নগ্নপ্রায় শরীরে নেচে নেচে গান পরিবেশন করে। স্বীয় দেহের আকর্ষণীয় অঙ্গগুলো নাচের অঙ্গভঙ্গিতে ইচ্ছাকৃত প্রদর্শন করে। যা যুবকদেরকে যারপরনাই উত্তেজিত করে তোলে। তাদের উত্তেজনা জাগানিয়া অঙ্গভঙ্গি এবং সুললিত সুরের মোহে মাতাল হয়ে যুবকরা তাদেরকে স্বীয় বাহুতে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলার ভয়কে এভাবে মিটিয়ে দেয় যে, প্রতি শব্দ ও বাক্যে কেবল শয়তানি পূজার দীক্ষা দেয়া হয়। এ ধারার গায়করা এলোমেলো পোশাক পরিধান করে। এরা প্রথমে জিন্স পড়ত। এরপর স্থানে স্থানে ছিঁড়াফাটা জিন্স পরা শুরু করে। ইদানীংকালে তাদের মধ্যে Stone wash Jeans (স্টোন ওয়াশ জিন্স) এর ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করেছে। পুঁজিবাদীরা এর অনেক প্রচার-প্রসার করেছে। যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে গার্মেন্টসগুলোতে নতুন নতুন ফ্যাশনের জিন্স তৈরির সুযোগ হয়ে গেছে। এতে তাদের ব্যবসার মুনাফা বেড়ে গেছে।

মার্কেটে তাদের তৈরি পোশাক খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, নতুন নতুন অর্ডার পেতে শুরু করেছে। এ ধারার গায়করা অধিকাংশ সময় কালো পোশাক পরিধান করে। চেহারার বিভিন্ন স্থানে ছিদ্র করে দুল পরে। নাকে, কানে, ঠোঁটে, ভ্রুতে, জিহ্বায় অর্থাৎ অদ্ভুত সব অঙ্গে দুল পরার প্রবণতা দিন দিন স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। বাহ্যিকভাবেও এমন বেশভূষা ধারণ করে, দেখলে মনে হবে যেন, 'এই শয়তানের বাচ্চাটা আবার কোথা থেকে এসে গেল'। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মাঝেও Country Music (দেশের গান) নামে এই গান ব্যাপকতর হচ্ছে।

৭. সংগীতের এই নবযুগ নতুন নতুন রং দেখিয়েছে। যার ফলে প্রতিটি গানেরই ভিডিও হয়। এগুলো প্রচারের জন্য একটি টিভি চ্যানেলও চালু করা হয়েছে। সংগীত অনুরাগীরা সারাক্ষণ এই চ্যানেলের সংগীত-মিউজিকের জাদুতে মজে থাকে। এ ধরনের টিভি চ্যানেলগুলো পশ্চিমা বিশ্ব ছাড়াও বিশ্বের ছোট-বড় সকল দেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে। নতুন প্রজন্মের ওপর এর কুপ্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে। এসব চ্যানেলগুলো শুধু গানই পরিবেশন করে না; বরং পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচার মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছে। একেই মিডিয়াভিত্তিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলা হয়। মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। যুবসমাজকে এই পয়গাম দেয়া হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আমাদের জন্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে :

> "Live, Love And Laugh. Your dreams will come true."
>
> 'জীবন উপভোগ করো, হাসো, ভালোবাসো। তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে।'

৮. শয়তানের গভীর ষড়যন্ত্র

অনুভূতিশূন্য

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানব মস্তিষ্ক নিয়ে নানা রকম গবেষণার বেশ তোড়জোড় চলছে। দৈনন্দিন হাজারো বিজ্ঞানী ল্যাবরেটরিতে বসে বসে মানব মস্তিষ্কের উপাদান ও এর প্রকৃত রহস্য বোঝার পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে প্রতিদিন নিত্যনতুন তথ্য সামনে আসছে। একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য হচ্ছে, মানুষ তার নিজ দেহের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য মস্তিষ্কের মাত্র পনেরো

ভাগ ব্যবহার করে। তবে বাকি পঁচাশি ভাগও সার্বক্ষণিক কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু এই পঁচাশি ভাগ কী কাজে নিয়োজিত, সে রহস্য আজও পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি। নানা গবেষণায় এ কথা সুস্পষ্ট যে, আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের মস্তিষ্ককে এমন সিগনাল পাঠাতে থাকে যা আমরা অনুভব করতে পারি। আবার এমন সিগনালও পৌঁছায় যা আমরা অনুভব করতে পারি না। কিন্তু মস্তিষ্কে সেই তথ্য পৌঁছার ফলে মানুষের মাঝে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন : আমরা রাস্তায় একটি গাড়ি দেখলাম। এতে আমাদের মস্তিষ্কে দুই ধরনের সিগনাল পৌঁছে।

১. অনুভূতিসম্পন্ন সিগনাল : যেমন আমরা বুঝতে পারি যে, গাড়ি চলমান ছিল, রং লাল ছিল, গতি কম ছিল, কোনো পুরুষ গাড়িটি চালাচ্ছিল।

২. অনুভূতিহীন সিগনাল : এ তথ্যগুলোও আমাদের জানা হয়ে যায় যে, গাড়িটি দামি ছিল, ইঞ্জিন অকেজো ছিল না, নির্জনতার ঝুঁকি ছিল না।

দ্বিতীয় আরেকটি দৃষ্টান্ত রং দিয়ে দেয়া যেতে পারে। মানুষের চোখে সবুজ রঙের প্রভাব বেশি পড়ে। এ জন্যই আল্লাহ্ তাআলা গাছপালা, ঘাস, ফসলের মাঠ সবুজ বানিয়েছেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটিগুলোতে ব্লাকবোর্ডের পরিবর্তে গ্রিনবোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রাফিক সিগনালে চলার নির্দেশ বোঝাতে সবুজ আলো ব্যবহার করা হয়। লাল রং সব সময় ভয়ংকর কিছু বোঝায়। চোখে লাল রং পড়তেই মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ বিপদের আশঙ্কা করতে থাকে। এ জন্য থামার নির্দেশ বোঝাতে লাল আলো ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীরা রাতদিন এক করে এই গবেষণা চালিয়েছে যে, মস্তিষ্ক পর্যন্ত সংবাদ কীভাবে পৌঁছানো যায়? পুঁজিবাদীরা এই রিসার্চ দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে। এর পেছনে বহু অর্থ ব্যয় করেছে। যেমন : একপ্রকার সুগন্ধি নাকে গেলে মানুষের মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। পেশাদার পতিতারা তা ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। যাতে তাদের পেশা জোরদার হয়। আরেক প্রকার সুগন্ধি শোঁকার দ্বারা মানুষের মনে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার আগ্রহ বেড়ে যায়। এ জন্য ইউরোপের বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে এসির বাতাসের সাথে এই সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। অভিজ্ঞতা দ্বারাও এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এক শ টাকা খরচের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছে, সে কয়েক শ টাকার জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। এ পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদীরা ভাবতে লাগল, তাহলে তো আমরাও এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারি যার ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের

পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য থাকবে। এ উদ্দেশ্যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা সেক্টরে মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করে তাদের পণ্যের প্রতি কীভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করা যায় সে থিওরি আবিষ্কারের নির্দেশ দেয়। বিজ্ঞানীরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের চাহিদাকে অনুভূতিহীন পদ্ধতিতে মানব মস্তিষ্কে পৌঁছানোর পন্থা আবিষ্কার করে নেয়।

বিজ্ঞাপনের মোড়কে শিকার

যখন টিভিতে বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তার সাথে মিউজিক সংযোজন করা হয়। এই মিউজিকে একটি বার্তা সেট করে দেয়া হয় যা মানুষের মনমস্তিষ্কে বসে যায়। অতঃপর মানুষ যখন জিনিসপাতি ক্রয়ের জন্য বাজারে যায়, ওই পণ্য ক্রয় করা ব্যতীত স্বস্তি পায় না। বর্তমানে এ পদ্ধতি প্রয়োগের আইনি বৈধতাও অর্জিত হয়ে গেছে। তাই বিজ্ঞাপনের মোড়কে মূলত মানব মস্তিষ্ক শিকার করা হচ্ছে।

শয়তানি ফাঁদ

সংগীত ও মিউজিকের মাধ্যমে অনুভূতিহীন পদ্ধতিতে মানুষের মনে বার্তা পৌঁছানোর গবেষণা সফল হলে এর দ্বারা ব্যবসায়ীরা এবং কোম্পানিগুলো উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি শয়তান এবং শয়তানের দোসররাও তাদের মন্দ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর বহুল ব্যবহার শুরু করেছে। নগ্নতা, বেহায়াপনা এবং অশ্লীলতার পৃষ্ঠপোষকরা বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে এগুলোকে সুর-সংগীতের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছিল, যেই সংগীতটি জনপ্রিয়তা লাভ করবে তা মানুষ শতবার নয়, বরং হাজারবার শুনতে থাকবে। সুতরাং এ পন্থায় মানুষের মস্তিষ্কে শয়তানি বার্তা হাজারবার পৌঁছে যাবে। একে Back Track বা পার্শ্ববার্তা বলা হয়। যেমন : শ্রোতা মনে করে সে সংগীত শ্রবণ করছে। আসলে তার মস্তিষ্কে শয়তানি কল্পনা জন্ম নিচ্ছে। কেননা গানে পার্শ্ববার্তা সংযোজিত রয়েছে যে, শয়তানের পূজা করো (Worship the Devil)। এক গানের শ্রোতা মানুষের মাঝে মায়ের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তার গানের পার্শ্ববার্তা ছিল মাকে হত্যা করো (Kill your mom)।
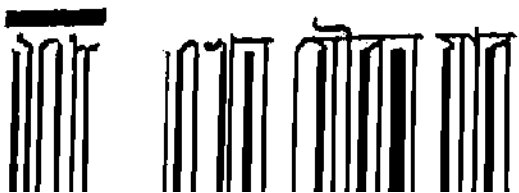
কয়েক বছর পূর্বেও পাশ্চিমা সমাজে সমকামীদের নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হতো। যখন আইনি বৈধতা দেয়া হলো, তখন ব্যাপক জনমত গঠনের লক্ষ্যে জনপ্রিয় সব সংগীতে পার্শ্ববার্তা সেট করা হলো, Gays Life Style অর্থাৎ সমকামিতা সঠিক।

এ কারণেই আজ পশ্চিমা বিশ্বে কেউ যদি সমকামিতাকে মন্দ বলে তাহলে তাকেই অত্যন্ত খারাপ মনে করা হয়। পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষ সকলেই এই জীবনধারাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছে। এমনকি ডাক্তাররা যারা শুরুতে এর শারীরিক কুফল বর্ণনা করত, তাদের মুখও এখন তালাবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের ঠোঁটে যেন নীরবতার কুলুপ এঁটে দেয়া হয়েছে।

এখন বিষয়টি বুঝে আসে যে, কোম্পানিগুলো নিজেদের পণ্যের বিজ্ঞাপনে লাখো ডলার কেন খরচ করে? শুধু বিজ্ঞাপন বানাতেই লক্ষ ডলার খরচ হয়ে যায়। অথচ এর দশ শতাংশ খরচ দিয়েই বিজ্ঞাপন বানানো যেত। মূলত বিজ্ঞাপনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে পার্শ্ববার্তা সংযোজনের জন্যই এত টাকা খরচ করতে হয়। তবে এতে তাদের লাভও আছে। তাদের পণ্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাস্টমার নিজেরাই তাদের পণ্যের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। এক কোম্পানি তো ঘোষণাই করেছে, আমরা আমাদের বার্ষিক আয়ের নব্বই শতাংশ পণ্যের বিজ্ঞাপনে ব্যয় করি। যার ফলে আমাদের পণ্য এত বেশি বিক্রি হয় যে, বাকি দশ শতাংশ আয় কোম্পানি চলার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

অবচেতন বার্তা (Subliminal messaging)

আমার এক দ্বীনদার আত্মীয় ডক্টরেট করছিল। প্রফেসর ক্লাসে তাদেরকে পড়াচ্ছিলেন যে, মানুষ কিছু বার্তা জ্ঞাতসারে লাভ করে। আর কিছু বার্তা অজ্ঞাতসারে লাভ করে। ছাত্ররা বলল, এটা কী করে হতে পারে? প্রফেসর ক্লাসের তিন শ শিক্ষার্থীর সামনে এক নামকরা সংগীতশিল্পীর জনপ্রিয় একটি গান বাজিয়ে শোনালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এই গান থেকে অনুভূতিহীন কোনো অবচেতন বার্তা পাচ্ছ? তিন শ শিক্ষার্থীর সবাই অস্বীকৃতি জানাল। এবার তিনি গানটি ধীর তরঙ্গে বাজালেন। এবার গানটি থেকে থেমে থেমে এই বার্তা ভেসে আসছিল, 'হে শয়তান! হে শয়তান!' বিস্ময়ে শিক্ষার্থীদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। প্রফেসর আরও বললেন, সরকারও নিজের মন্দ উদ্দেশ্য

বাস্তবায়নে এই পন্থা অবলম্বন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো সাধারণ আইন পাশ করতে হয় তাহলে অবচেতন বার্তার মাধ্যমে মানুষের মনে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা তৈরি করা হয় এবং আইনের পক্ষে জনমত গঠন করা হয়।

পৃথিবীর কোনো প্রান্তে যদি গণহারে মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নিহত হয়, তাহলে সে সংবাদ প্রচারের আগে এমন মিউজিক শোনানো হয় যার অবচেতন বার্তা হয়, 'এমনটি তো হয়েই থাকে। এ তো নতুন কিছু নয়'। যখন এভাবে সংবাদ প্রচার করা হয়, তো সারা দুনিয়ার কোনো মুসলমান এই সংবাদ শুনে ব্যথিত হয় না। সবার চেহারা এমন স্বাভাবিক থাকে যেন কিছুই হয়নি।

আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা অত্যন্ত দাপটের সাথে কর্তৃত্ব করে যাচ্ছে। পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর মত-অমতে তাদের কোনো পরোয়া নেই। তারা ভেবে নিয়েছে, গোটা পৃথিবীও যদি খারাপ বলে তবুও তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করে নেবে। অতঃপর অবচেতন বার্তার মাধ্যমে জনমত গড়ে নেবে। যারা আজকে তাদের গালি দিচ্ছে আগামীকাল তারাই তাদের প্রশংসার ফেনা উঠাবে।

এ থেকেও বিষয়টি সহজে বোঝা যায় যে, যারা গান-বাদ্য শুনে অভ্যস্ত তারা দ্রুত দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ে। অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকেরা যত উপদেশই দিক, তা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। সে এমন বেয়ারা ঘোড়ায় পরিণত হয় যে, গুনাহকে গুনাহই মনে করে না। দ্বীনে ফিরতে চাইলেও নিজের অজান্তেই গোমরাহীর পথে ছুটে চলে। এ সবই অবচেতন বার্তার কারসাজি; যা গান-বাদ্যের মাধ্যমে নেককার যুবককে গুনাহগার বানিয়ে দিচ্ছে।

৯. মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি

বর্তমানকালে সংগীত মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির রূপ ধারণ করেছে। গবেষণাগারগুলোতে এর ওপর ব্যাপক গবেষণা চালানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ো-মেডিসিন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অডিও প্রসেসিং প্রভৃতি বিষয়ে এডমিশন পাওয়া কঠিনতর হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়াররা কম্পিউটারের মাধ্যমে সুর-স্বরের গাণিতিক মডেল দাঁড় করাচ্ছে। যার ফলে যে কারও কণ্ঠে শ্রোতাকে নিজের বার্তা শুনিয়ে দেয়া সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পুরুষকণ্ঠকে নারীকণ্ঠে কনভার্ট করা বা নারীকণ্ঠকে পুরুষকণ্ঠে কনভার্ট খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। কোনো দলের মধ্য

থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির শব্দ সনাক্ত করে নেয়া সহজ হয়ে গেছে। একে Wavelet Analysis বা তরঙ্গ গবেষণা বলা হয়। কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে কারও আওয়াজ সহজেই সনাক্ত করা এবং রেকর্ড করা যায়। ইকো সিস্টেমের (Echo System) দ্বারা গায়কের স্বীয় সুর-স্বর আরও অধিক সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করা হয়।

আগে তো গান-বাদ্য শুধু এ কারণে হারাম ছিল যে, তাতে গায়ক-গায়িকাদের সুরের লহর থাকে। আর এখন তো সুরের সাথে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতায় উদ্বুদ্ধকারী অবচেতন বার্তাও সংযোজিত হচ্ছে। যার ফলে গান-বাদ্য আগের চেয়ে আরও কয়েক গুণ বেশি অবৈধতা লাভ করেছে। আগে গান-বাদ্য শ্রবণের দ্বারা আমলে ঘাটতি আসার ভয় ছিল। আর এখন তো ঈমান হারানোর প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আগে গানবাজনা শ্রবণের দ্বারা মানুষ নেক আমল থেকে বিমুখ হয়ে যেত। এখনকার সংগীত তো মানুষকে খোদ আল্লাহ থেকেই বিমুখ করে দিচ্ছে। সুতরাং এখনকার যুগে গান-বাদ্য শ্রবণ হারাম হারাম হারাম।

১০. এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা

একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা হচ্ছে সংগীতপ্রেমী মানুষগুলো সৎ লোকের সাহচর্যে এসে সংগীত বর্জন করলেও কখনো তাদের মনে সংগীতের প্রতি ঘৃণা জন্মায় না; বরং বিশ বছর পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগীর জীবন অতিবাহিত করার পরও যদি কখনো বাজার দিয়ে অতিক্রমের সময় কানে সংগীতের সুর ভেসে আসে, তাহলে সে তার মজা নিতে থাকে। কখনো কখনো তো মুখেও আওড়াতে থাকে। এক মুহূর্তে বিশ বছরের চেষ্টা-সাধনা অকেজো হয়ে যায়। অতীতের কথা মনে পড়ে যায়। এ কারণেই সুর-সংগীত অত্যন্ত ভয়াবহ একটি বিষয়। শৈশবের অনেক স্মৃতি মানুষ শৈশবেই ভুলে যায়। কিন্তু শৈশবের গান মানুষ শৈশবেই ভুলে যায় না; বরং সংগীতের প্রভাব মৃত্যু পর্যন্ত মস্তিষ্কে অটুট থাকে। ভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে এই মহামুসিবতের ধারেকাছেও ভিড়ে না। স্বীয় মন-মস্তিষ্ককে সুর-সংগীত থেকে সুরক্ষিত রাখে।

৭. নাটক ও সিনেমা

স্টেজ ও স্ক্রিনে তামাশা পরিবেশনের ইতিহাস তো অনেক পুরোনো। কিন্তু বর্তমান যুগে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত হলিউড চলচ্চিত্র জগতের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। মানুষ একে Sex Capital of The World বা বিশ্বের যৌন-রাজধানী নামে অভিহিত করেছে। ইউনিভার্সাল, সনি, কলম্বিয়া, ফোকাস এবং এমজিএম এর মতো প্রযোজকরা পুরো চলচ্চিত্র জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করে নিয়েছে।

নাটক (Drama)

নাটক এমন ফিল্মকে বলা হয় যেখানে নির্মাতা বিশেষ কিছু শেখাতে চায়। একটি তিক্ত বাস্তবতা হলো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলো ফিল্মের মাধ্যমে হাজারো যুবককে পথভ্রষ্ট তো করে দেখিয়েছে, কিন্তু একজন যুবককেও সুপথে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। এ থেকেই নাটকের কুপ্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

গোয়েন্দা কাহিনি (Detective story)

এ ধরনের চলচ্চিত্রে মারামারি, কাটাকাটি, মনমাতানো চিত্র, চিত্তাকর্ষক দৃশ্য ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। এগুলো দেখে দেখে বাচ্চাদের মারামারি, কাটাকাটির প্রবণতা তৈরি হয়। চুরি, হত্যা ইত্যাদি শিখে। অনেক সময় না বুঝে নিজের জীবনই ঝুঁকিতে ফেলে দেয়।

হাস্যরস (Comedy)

যে ফিল্মে হাসি-কৌতুকের দিকটি অধিক প্রাধান্য পায়, রস-রসিকতা বেশি থাকে, তাকে কমেডি বলা হয়। এসব ফিল্ম দেখার দ্বারা দর্শকরা কেবল সাময়িক আনন্দই লাভ করে না, বরং নিজের পুরো জীবন কমেডি বানানোর পেছনে এভাবে নিয়োজিত করে যে, তা ট্রাজেডিতে পরিণত হয়।

রঙ্গচিত্র (Cartoon)

বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আকৃতি, প্রাণী ও পশু পাখির দ্বারা তৈরি চিত্রই কার্টুন। এসবের দ্বারা শৈশবেই শিশুদের থেকে লজ্জা-শরম মিটিয়ে দেয়া

হয়। অবচেতন বার্তার মাধ্যমে শিশুমনে আমিত্ব ও অহংকারের বীজ বপন করা হয়। বাচ্চারা কার্টুনের প্রতি এতবেশি আসক্ত হয়ে পড়ে যে, খাওয়া-দাওয়া, পড়ালেখা, নামায ইবাদতের যা হয় হোক, কিন্তু কার্টুন দেখায় কোনো ব্যাঘাত ঘটতে পারবে না।

কল্পবিজ্ঞান (Science Fiction)

এ ধরনের ফিল্মগুলোতে বিজ্ঞানের আলোকে ভবিষ্যৎ-পৃথিবীর কল্পিত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়।

প্রেম-ভালোবাসা (Romance)

এ ধরনের ফিল্মগুলোতে প্রেমে পড়া, প্রেয়সীর মন জয় করা, প্রেমের বাজিতে আত্মোৎসর্গ করা, সব বাধা উপেক্ষা করে প্রেমকে জয় করা ইত্যাদি শেখানো হয়। যাতে করে যুবক-যুবতিদের প্রেমের ডায়লগ ব্যবহারে বেগ পেতে না হয়। রোমান্স ফিল্মগুলো বিভিন্ন ধরনের হয় এবং প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা কোড ব্যবহার করা হয়। যেমন :

G : সাধারণ রোমান্টিক চলচ্চিত্র।

PG : মা-বাবা পাশে বসে বাচ্চাদের ছবি দেখাবে এবং বুঝিয়ে দেবে।

PG ১৩ : বাবা-মা তেরো বছর বয়সি সন্তানদের পাশে বসিয়ে ছবি দেখাবে।

NC ১৭ : এ মুভিগুলো নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা শেখানোর জন্য তৈরি করা হয়।

R : এ ধরনের মুভি সবাই দেখতে পারে না। কেননা এগুলো অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনায় ভরা থাকে।

X : এগুলো দেখার দ্বারা মানুষের মাঝে জৈবিক উত্তেজনা জাগ্রত হয়।

N : এ মুভিগুলোতে নায়ক-নায়িকারা নিজেদের শরীর থেকে কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে যায়।

S : এগুলোতে নারী-পুরুষের ব্যভিচারের দৃশ্য দেখানো হয়।

এই বিশদ বিবরণ এ জন্য উল্লেখ করা হলো, যাতে অভিভাবকগণ অনুধাবন

করতে পারেন যে, তাদের সন্তানরা ভিডিও ফিল্ম এনে তাতে কী কী দেখে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের থেকে জানা গেছে, তারা ছাত্রীদের নানা বাহানায় অশ্লীল থেকে অশ্লীল ছবি দেখিয়ে দেয়। এসব দেখে মেয়ের উত্তেজনা জেগে ওঠে। একপর্যায়ে সে ব্যভিচারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অনেক নারী পুরুষদের থেকে লুকিয়ে ঘরের বাচ্চাদের দ্বারা গোপনে ভিডিও সিডি ভাড়া এনে দেখে। এটি এমন এক আসক্তি, একবার এতে মজা পেয়ে গেলে আর ছাড়তে মন চায় না। অনেক পুরুষ ফিল্মে বিকৃত পন্থায় নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের চিত্র দেখে নিজ স্ত্রীর সাথে অনুরূপ আচরণের চেষ্টা করে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার পরিবর্তে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। নারীরা মুভিতে নায়িকাদের কুরুচিপূর্ণ নতুন ফ্যাশনের পোশাক পরতে দেখে অনুরূপ পোশাক বানাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। এভাবেই ফ্যাশনপূজা ব্যাপকতা লাভ করে।

অনেক মা-বাবা ছেলে-মেয়েদের সাথে একত্রে বসে ফিল্ম দেখে। পাঁচ বছর বয়সি এক বাচ্চা বলেছে, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমি আব্বু-আম্মুর সাথে বসে ফিল্ম দেখি। হঠাৎ কোনো অশ্লীল দৃশ্য এসে গেলে আম্মু হাত দিয়ে আমার চোখ ঢেকে রাখে। কিন্তু আমি আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুপিচুপি দেখতে থাকি। আগে মানুষ ফিল্ম দেখতে সিনেমা হলে যেত এবং সিনেমা হলে যাওয়ার কারণে বদনাম হওয়ার ভয় করত। আজ ভিসিআর, ডিভিডি, ডিশ প্রতিটি ঘরকে সিনেমা হলে পরিণত করেছে। আগে কোনো বদমাইশ লোক কোনো মেয়ের সাথে অশ্লীল কথা বলতে চাইলে তাকে হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এখন তো মোবাইল স্ক্রিনের মাধ্যমে মেয়েকে যা খুশি তা-ই দেখানো হয়। মা-বাবার কোনো খবরও থাকে না। আগে কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করতে চাইলেও তাকে সম্মত করা কঠিন হতো। এখন তো নাটক-সিনেমায় অশ্লীল দৃশ্য দেখে দেখে মেয়েরা আগে থেকেই প্রস্তুত থাকে; বরং আক্ষেপ করতে থাকে যে, কোনো পুরুষ যদি তার কাছে এসে যেত! পশ্চিমা বিশ্বে রাত বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত নাইটক্লাবের ফিল্ম প্রচার করা হয়। যাতে নানা রকম বিকৃত পন্থায় নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের দৃশ্য দেখানো হয়। মুসলিম দেশগুলোতে যুবক-যুবতিরা রুমের দরজা বন্ধ করে সকাল সকাল এগুলো দেখে দেখে ইসলামের বিধিনিষেধকে তাদের নিকট সংকীর্ণ ও কঠিন মনে হতে থাকে।

এ যুগে টিভি দেখা আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ভয়াবহ ও হারাম। যে ঘরে

টিভি আছে, মনে করতে হবে সেখানে শয়তানের এক বিশাল সশস্ত্র বাহিনী বিদ্যমান আছে। অনেকে ঘরে টিভি রাখার ক্ষেত্রে অজুহাত পেশ করে বলে যে, কী করব, বাচ্চাকাচ্চা টিভি দেখতে পড়শির ঘরে চলে যায়। অন্যের ঘরে গিয়ে ভিড় করে। তাই নিজের ঘরেই টিভি কিনে দিতে বাধ্য হয়েছি। এ কথা তো এমনই হলো যে, কী আর করব, বাচ্চারা বাইরে গিয়ে বিষ খায়, তাই ঘরে আমরা নিজেরাই বিষ খাইয়ে দিচ্ছি।

টিভির কুপ্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে ঘরের স্ত্রীর ওপর। পুরুষরা প্রতিনিয়ত টিভিপর্দায় বা ফোন-স্ক্রিনে অর্ধনগ্ন নারীদের ছবি দেখে দেখে ঘরে নিজের স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। সুন্দর থেকে সুন্দর নারীদের প্রতি তার লালসা বাড়তে থাকে। যার ফলে নিজ স্ত্রীকে আর ভালো লাগে না। ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে যায়। ছোট ছোট বিষয়ে পরস্পর মনোমালিন্য হতে থাকে। এ কারণেই আজকাল ঘরে ঘরে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া 'টিভি' আর 'বিবি' শব্দ দুটি কাছাকাছি। যেন একে অন্যের সতীন।

নেট সংযোগ নাকি জালে আটক (Internet Or Enter Net)

ইন্টারনেট (Internet) বলতে কম্পিউটার বা মোবাইলের ডাটা সংযোগকে বোঝানো হয়। আর এন্টার নেট (Enter Net) মানে হচ্ছে জালে ফেঁসে যাওয়া।

আধুনিককালের শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতির লক্ষ্যে পশ্চিমা বিশ্ব ইন্টারনেট উদ্ভাবন করেছে, যাতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ সহজতর হয়। আর এ কথা সত্য যে, জ্ঞান আহরণের জন্য ইন্টারনেট একটি উত্তম মাধ্যম।

তার সুব্যবহার তো যথাস্থানে ঠিক আছে, কিন্তু মুসিবত হলো আজকাল এর অপব্যবহারই বেশি হচ্ছে। শয়তান ও তার দোসররা ইন্টারনেট ক্লাবের অপব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। যুবক-যুবতিরা পরস্পরের সাথে বন্ধুত্ব গড়তে ইন্টারনেটে চ্যাট করতে থাকে। এখন তো পরস্পর নগ্ন ছবিও আদান-প্রদান করে। যার ফলে এমন ঘটনাও সামনে আসছে যে, মুসলিম তরুণী ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাফের যুবকের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলছে। কোথাও তো এমনও শোনা যাচ্ছে যে, ইন্টারনেটে পরিচিত বন্ধুর কারণে মেয়ে তার বাবা-মা-পরিবার ত্যাগ করে সেই বন্ধুর নিকট চলে যাচ্ছে। বংশের মানসম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে।

অধিকাংশ অভিভাবক মনে করে তাদের সন্তান সারাক্ষণ পড়াশোনায় মগ্ন আছে। কিন্তু তাদের জানা নেই যে, সে কম্পিউটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধুর সাথে প্রেম-ভালোবাসার চ্যাটে ডুবে আছে। এ রোগে শুধু যুবকরাই আক্রান্ত নয়, বরং অনেক বৃদ্ধও এই রোগের রোগী। তারা মোবাইল বা কম্পিউটারে মেয়েদের সাথে এমনভাবে চ্যাট করে, মনে হয় যেন কোনো যুবক কথা বলছে।

নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা প্রচারকারী পেশাদার লোকেরা ইন্টারনেটকে তাদের মন্দ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। গ্রাহক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তাদের নিকট টাকা পৌঁছে দিলে তারা একজন নগ্ন রূপসি যুবতির সাথে তার সংযোগ করে দেয়। অতঃপর নির্ধারিত বিশ মিনিট বা আধা ঘণ্টা পর্যন্ত ওই তরুণী তার সামনে উত্তেজনা-জাগানিয়া অঙ্গভঙ্গি করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের অশ্লীল কথাবার্তা বলতে থাকে। এতে তার মাঝে উত্তেজনার ঝড় বয়ে যায়। এরপর বৈধ বা অবৈধ পন্থায় স্বীয় জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করে। কোনো শিক্ষার্থী যদি ইন্টারনেটে স্বীয় প্রয়োজনীয় কাজ করতে থাকে, তো আচমকা স্ক্রিনে নগ্ন পতিতা নারীদের ছবি ভেসে ওঠে। ছবির নিচে লেখা থাকে, আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইলে এই নাম্বারে কল করো। কয়েক মুহূর্তের এই অশ্লীল প্রচারণা একজন সৎ লোকের জীবন ধ্বংস হওয়ার কারণ হতে পারে।

কখনো কখনো ইমেইলে এমন এমন বিষয়ের আলোচনা ভেসে ওঠে, যেগুলো পড়ার দ্বারা রুহানিয়্যাতের অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইদানীং ইন্টারনেটে ইসলামের নামে অনেক ওয়েবসাইট, গ্রুপ, ইভেন্ট, পেইজ দেখা যায়। আসল কথা হচ্ছে, এর অধিকাংশগুলোতে ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। একবার খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এক হিন্দু ইসলামের নামে ওয়েবসাইট খুলে তা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোতে লিপ্ত আছে। জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক ও সাধারণ লোকেরা এগুলোকেই ইসলাম মনে করতে থাকে। অথচ ইসলামের সাথে তার দূরবর্তী কোনো সম্পর্কও নেই। এ সকল চিত্র ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সামনে রাখলে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, Internet (নেট সংযোগ) আসলে Enter Net (জালে আটক)। অর্থাৎ নেট সংযোগ দেয়া মানে শত শত গুনাহে আটকে যাওয়া। এ জন্য যুবক-যুবতিদের এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

ভিডিও গেমস

পশ্চিমা কোম্পানিগুলো বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য মোবাইল-কম্পিউটারে এমন এমন গেমস তৈরি করেছে, যেগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলেও বাচ্চারা ক্লান্ত হয় না। একটি গেম বানানোর জন্য কয়েকটি টিমকে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হয়। যেমন :

১. গ্রাফিক্স ডিজাইনার
২. গেম ডিজাইনার
৩. প্রোগ্রামার
৪. মিউজিক ডিজাইনার
৫. কালার ডিজাইনার
৬. সাইকোলজিস্ট (মনোবিশেষজ্ঞ)

শুধু গেইম ডিজাইনের জন্য প্রায় দুই শ বিশেষজ্ঞ একযোগে কাজ করতে থাকে। মনোবিশেষজ্ঞগণ বাচ্চাদের স্বভাবপ্রকৃতি অনুযায়ী এমন এমন গেমস তৈরি করে, যাতে বাচ্চারা তাতে আসক্ত হয়ে যায় এবং এর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকে। এ কারণেই বাচ্চারা যখন গেমস খেলতে থাকে তখন তাদের না পড়াশোনার কথা মনে থাকে, আর না নামায-তিলাওয়াতের খবর থাকে। আমার এক নিকটাত্মীয় তার বাচ্চার ঘটনা শুনিয়েছে, সে এশার নামাযের পর গেমস খেলতে বসে এবং এক বসায় ফজর করে দেয়; অথচ গেমস খেলার সময় চোখ, মস্তিষ্ক এবং উভয় হাতই ব্যস্ত থাকে। তারপরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রিনের সামনে কীভাবে বসে থাকে? সত্যি সত্যি বড় আজব লাগে। বাহ্যিকভাবে তো শুধু এটুকু নজরে আসে যে, বাচ্চা গেমসে আসক্ত হওয়ার ফলে তার সময় নষ্ট হচ্ছে, নামায-ইবাদত থেকে উদাসীন থাকছে; কিন্তু গেমসের মিউজিকে যে অবচেতন বার্তা সংযুক্ত থাকে, তা তো আর সাধারণ মানুষেরা জানে না। গেমসের মিউজিকগুলোতে এমন বিষ ভরা থাকে যার ফলে বাচ্চারা খুব দ্রুত দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়।

যুবকদের জন্য যে গেমসগুলো বানানো হয় তাতে অর্ধনগ্ন নারীদের ছবি সংযুক্ত থাকে। কথা পরিষ্কার, বিজলি চমকালে বৃষ্টি তো বর্ষিত হবেই। আর এসবের পরিণাম তো ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছবেই।

৮. গল্প-উপন্যাস

আজকাল প্রেম-ভালোবাসার গল্প-সংবলিত নতুন নতুন উপন্যাস লেখা হচ্ছে। পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন পর্যন্ত এসব গল্প-উপন্যাসে ভরা থাকে। 'তিন নারী তিন কাহিনি' শিরোনামে এমন এমন গল্প লেখা হয়, যুবক-যুবতিরা অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে সেগুলো পড়তে থাকে। অনেকে তো নিজেই তেমন করা শুরু করে দেয়। যে সকল যুবক যুবতিদের সাথে প্রেম করতে পারে না, তারা নির্জনে উপন্যাসের চরিত্রগুলো কল্পনা করে করে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এসব গল্প-উপন্যাস পড়ার ফলে চিন্তাভাবনা দূষিত হয়ে যায়। বাহ্যিকভাবে নামায-রোযা করলেও ভেতরে ভেতরে কল্পনায় রানির ছবি সাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নামাযে দাঁড়িয়েও সেই কল্পনাতেই বিভোর থাকে। কেমন যেন এক কল্পিত মূর্তির পূজা করে যাচ্ছে।

পশ্চিমা বিশ্বে পর্নোগ্রাফি নামে সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারীর ছবি ছাপানো হয়। যুবকদের আকৃষ্ট করার জন্য কাছ থেকে যুবতিদের বিশেষ অঙ্গগুলোর ছবি ধারণ করে সেগুলো ছাপানো হয়। এসব ছবি দেখা এতটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, কামতাড়নার উত্তাল তরঙ্গে বৃদ্ধও যুবক হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের এক দেশে এক দেহব্যবসায়ী পতিতাকে সেক্সচ্যাম্পিয়ান (Sex champion) অভিহিত করে তার ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি পর্যায়ক্রমে তিন শ পুরুষের সাথে মিলিত হওয়ার বিশ্বরেকর্ড করেছে। বিধর্মীরা ব্যভিচারকে ফুটবলের মতো খেলা মনে করতে শুরু করেছে। মাঠ তো ফাঁকাই আছে, যত খুশি গোল করো।

৯. পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning)

বর্তমান সময়ে পরিবার পরিকল্পনার নামে গৃহীত সরকারি কার্যক্রমগুলোও নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়ার একটি বড় মাধ্যম। কল্যাণকামিতার নামে মূলত এটি সাম্রাজ্যবাদীদের একটি ষড়যন্ত্র; যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলাফল-পরিণামের চিন্তাভাবনা ছাড়াই মিডিয়ার মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণকে সাধারণ মানুষের মনমস্তিষ্কে গেঁথে দেয়া হচ্ছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এসব কার্যক্রম ধর্মীয়, চারিত্রিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর। বড় হুমকির কারণ। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, বিজ্ঞাপন-যুদ্ধের মাধ্যমে এগুলোকে কল্যাণকর হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

কবির ভাষায় :

خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد ... جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے

'সুস্থতার নাম উন্মাদনা, আর উন্মাদনাই সুস্থতা,

যে চায় দেখাতে পারে স্বীয় সৌন্দর্যের কারিশমা।'

এসব প্রোগ্রামের সামাজিক কুপ্রভাবের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পেশ করা হচ্ছে :

শরয়ী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ

১. আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের মাঝে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও শারীরিক সম্পর্কের আগ্রহ এ জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীতে মানুষের বংশধারা অব্যাহত থাকে। অপরপক্ষে পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে নারী-পুরুষ পরস্পরের দ্বারা কেবল জৈবিক স্বাদ লাভ করবে। নিজেদের কামচাহিদা চরিতার্থ করবে। কিন্তু মানুষের বংশবৃদ্ধিকে রুদ্ধ করে রাখা হবে। যা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারী নারীকে বিয়ে করো। কেননা আমি কিয়ামত দিবসে অন্যান্য নবীদের সাথে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব।'[১৭১]

এসব পরিবার পরিকল্পনার ধ্বজাধারীরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্বকে খর্ব করতে চায়।

৩. মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখতে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মাঝে ভারসাম্য বজায় থাকার প্রাকৃতিক ধারা স্থাপন করে দিয়েছেন। আর এতে আল্লাহ তাআলার হেকমত নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যে প্রাণ দুনিয়ায় প্রেরণ করেন তার রিযিকের ব্যবস্থাও আল্লাহ তাআলাই করেন। এখন কেউ যদি

---

১৭১. বর্ণনাকারী মাকাল ইবনু ইয়াসার, সুনানু আবী দাউদ, ২০৫০; মুসনাদু আহমাদ, ১২৬১৩, ১৩৫৬৯। সহীহ লিগায়রিহী।

এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে যে, এতসংখ্যক সন্তান নিতে হবে বা এতসংখ্যক নেয়া যাবে না, সাথে সাথে জন্মহার হ্রাস করার নানা পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকে, তাহলে এটি যেন (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ তাআলার প্রভুত্বে অনধিকার অংশীদারত্ব দাবি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টারই নামান্তর। এটি নিছক মূর্খতা এবং দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

৫. জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো জায়েয পদ্ধতিও কেবল তখনই অবলম্বনের অনুমতি রয়েছে, যখন মায়ের স্বাস্থ্যহানির ঝুঁকি থাকে। মায়ের সুস্থতা নিশ্চিত করতে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো জায়েয পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয আছে। মনে রাখতে হবে, এর দ্বারা কেবল একজনের জীবন বাঁচানো উদ্দেশ্য, জন্মহার কমানো কখনো উদ্দেশ্য হতে পারে না।

সাংস্কৃতিক কুপ্রভাব

পরিবার পরিকল্পনার এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যকার শারীরিক সম্পর্কের এমনসব বিষয় খোলামেলা প্রচার করা হয়, যা প্রকাশ করাকে পূর্বে আমাদের সমাজে লজ্জাজনক মনে করা হতো। কিন্তু আজকাল এসব আলোচনাকে ততটা লজ্জাজনক মনে করা হয় না; বরং দিন দিন এগুলো আমাদের সংস্কৃতিতে মিশে যাচ্ছে। ফার্মেসি, জেনারেল স্টোর, মার্কেট ও অন্যান্য পাবলিক প্লেসে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ও এর অন্যান্য জিনিসপত্র বড় আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে রাখা হয়। যার ফলে এগুলো বড়দের পাশাপাশি ছোট বাচ্চাদেরও নজরে পড়ে। আর স্বভাবজাত অনুসন্ধিৎসু প্রবণতার দরুন তারাও এগুলোর উদ্দেশ্য ও ব্যবহার-পদ্ধতি সম্পর্কে খুব দ্রুতই অবগত হয়ে যায়। মোটকথা, পরিবার পরিকল্পনার এসব পদক্ষেপ সমাজ থেকে লজ্জা-শরমের মূলোৎপাটন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

অবাধ ব্যভিচার

জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ও এর অন্যান্য মাধ্যমের খোলামেলা প্রদর্শন এবং এগুলো অত্যন্ত সহজলভ্য হওয়ার ফলে এসব পরিকল্পনার পরিণামস্বরূপ ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করছে। কেননা, যখন এসব জিনিস সম্পর্কে মানুষ অবগত ছিল

না এবং এতটা সহজলভ্য না হওয়ার কারণে নারীরা অপকর্মে লিপ্ত হতে বদনাম ও লাঞ্ছনার ভয় করত, যার ফলে কোনো ধরনের অপকর্মের কথা ভাবতেও পারত না। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল, পদ্ধতি ও অন্যান্য জিনিসপত্র অতি সহজেই পাওয়া যাওয়ার কারণে অপকর্মে লিপ্তে হওয়ার ক্ষেত্রে মান-সম্মানের যে ভয় ছিল, তা দূর হয়ে গেছে। ফলে যেখানে-সেখানে যখন-তখন নারী-পুরুষ অবাধে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আশীর্বাদে সমাজ অবাধ ব্যভিচারের কল্যাণ লাভ করছে!

সামাজিক কুপ্রভাব

পরিবার পরিকল্পনার পৃষ্ঠপোষকগণ এ কথা খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছে যে, অধিক সন্তানের ফলে জনসংখ্যা বেড়ে যাবে। জনসংখ্যা বেশি হলে জীবনধারণের উপকরণে ঘাটতি দেখা দেবে। তারা বিষয়টি এভাবে চিন্তা করে, জন্ম নেয়া প্রতিটি নতুন প্রাণ উপকরণ ব্যবহার করবে। যার ফলে উপকরণ কমে যাবে। তারা এভাবে ভাবতে পারেনি যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে উপকরণ উৎপাদনের সামর্থ্যও দিয়েছেন। তাকে খাওয়ার জন্য মুখ তো দিয়েছেন একটি, কিন্তু কাজের জন্য হাত দিয়েছেন দুটি। সত্য কথা তো হলো, সদস্যশক্তি যত বাড়বে উৎপাদনক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তকদের স্লোগান হচ্ছে, 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়'। সুস্থ বিবেকে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে বোঝা যায়, সবাই যদি এই স্লোগান অনুযায়ী আমল করে তাহলে এক প্রজন্ম পরেই পৃথিবীতে যুবকের সংখ্যা কমে যাবে এবং বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তখন আহার গ্রহণকারী মুখ নয়, বরং আহার জোগানদাতা হাতেরই সংকট দেখা দেবে। বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতাও এমনই। যেসব দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের হার অধিক তাদের জনশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে জনশক্তির ঘাটতি পূরণের জন্য তাদেরকে অন্য দেশের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

স্বাস্থ্যের ওপর কুপ্রভাব

পরিবার পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য যত পদ্ধতি ও মেডিসিন প্রয়োগ করা হয় এবং জন্মসক্ষমতা বিনাশের যে অপারেশন করা হয়, এর সবগুলোই শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। একটি কমন সমস্যা হচ্ছে এসব

অবলম্বনের ফলে শরীরে নানা রকমের ব্যথা-বেদনা (Toxication) জন্ম নেয়। যা খুবই কষ্টদায়ক পীড়া। কখনো কখনো অবস্থা এত খারাপ আকার ধারণ করে যে, মৃত্যু পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। জি হ্যাঁ, এ সবই নিজের কৃতকর্মের ফল।

ওপরে উল্লেখিত আলোচনার সারমর্ম হলো, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সরাসরি আল্লাহর তাআলার বিধানবিরোধী। এর দ্বারা লাভের পরিবর্তে নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বহুবিধ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

শরীয়তে মুহাম্মাদী ও উপকরণে নিষেধাজ্ঞা

শরীয়তে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য দেখুন, সমাজ থেকে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দূর করতে চেয়েছে। তো শুধু ব্যভিচারকেই হারাম করেনি, বরং তার উপায়-উপকরণের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কথায় বলে, 'বাঁশও থাকবে না, তো বাশিও আর বাজবে না'। 'যে গন্তব্যে যেতে মানা তার পথ কেন জানা?' তাই প্রত্যেক এমন জিনিস যার দ্বারা ব্যভিচারে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, শরীয়তে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো।

১. নারীদের নাম

ফুকাহায়ে কেরাম পরপুরুষের সামনে নারীর নাম প্রকাশ না করাকে অপছন্দ করেছেন। প্রয়োজনবশত বলতে হলে উম্মে হাবীব, সাইফের সহধর্মিণী, অধমের স্ত্রী, বিনতে আহমাদ বা মাহরাম পুরুষের সম্বন্ধ অনুযায়ী এ ধরনের কোনো উপনাম ব্যবহার করবে। তবে পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট বা এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে নিজের আসল নাম লিখবে। কেননা নারীদের নামেও আকর্ষণ থাকে। হতে পারে 'আমির' নামের কোনো যুবকের সাথে 'আমিরা' নাম্নী কোনো যুবতির দেখা হলো, তো নামের মিলের কারণে পরস্পরের মধ্যে ভাব জমে গেল।

২. নারীর স্বর

নারীরা নিজেদের ঘরে আস্তে কথা বলার অভ্যাস করবে। নারীদের জন্য এতটুকু আওয়াজ করে কথা বলার অনুমতি নেই, যার কারণে অযথাই তার কণ্ঠস্বর পরপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ কারণেই জামাতে নামাযের সময় ইমাম সাহেবের

ভুল হলে নারীর জন্য সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার বা এ ধরনের কোনো তাকবীর বলে সংশোধনের অবকাশ নেই; বরং তারা এক হাতের ওপর অপর হাত দ্বারা আঘাত করে শব্দের মাধ্যমে ভুলের দিকে ইমাম সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কিছু ফুকাহায়ে কেরাম তো নারীর স্বরকেও সতরের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে অধিকাংশের অভিমত হলো, নারীর স্বর সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে অপ্রয়োজনে বা মাধুর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে পরপুরুষকে শোনানোর অনুমতিও নেই।

৩. নারীর কথায় কোমলতা না থাকা

নারীরা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার সময়ও স্বরে মাধুর্য ও আকর্ষণ সৃষ্টি হতে দেবে না; বরং রুক্ষ ও কর্কশ উচ্চারণে কথা বলবে। যাতে করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে কু-বাসনা করতে না পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

> '(পরপুরুষের সাথে) কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বোলো না। ফলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে কু-বাসনা করবে। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথাই বলবে।'[১৭২]

নারীরা স্বীয় স্বামীর সঙ্গে যেমন কোমল, মাধুর্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলে, তা কেবল স্বামীর জন্যই নির্ধারিত। পরপুরুষের সাথে এভাবে কথা বলতে পারবে না। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার সময় রুক্ষ স্বর ও কর্কশ ভাষায় কথা বলবে। ইনিয়ে-বিনিয়ে, ঠোঁট চিবিয়ে এমন আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কখনো কথা বলা যাবে না, যার ফলে পরপুরুষের প্রবৃত্তিতে উত্তেজনা জেগে ওঠে। এভাবে কথা বলা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হবে।

আল্লামা শামী রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, কোনো নির্বোধ যেন 'صَوْتُ الْمَرْاَةِ' অর্থাৎ 'নারীর স্বর' দ্বারা এটা না বুঝে যে, আমরা পরপুরুষের সাথে নারীর কথা বলাকে বৈধ বলছি! বরং আমরা একান্ত প্রয়োজনের সময় প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলাকে বৈধ বলি। তবে এই বৈধতার অর্থ এই নয় যে, নারী কোমল, মাধুর্যপূর্ণ ও আকর্ষণ জাগানিয়া ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলতে থাকবে। যার ফলে পরপুরুষের

১৭২. সূরা আহযাব, ৩২

মন তার দিকে ঝুঁকে যাবে; বরং এ কারণেই নারীদেরকে আযান দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। কেননা আযান মিষ্টি সুরে দেয়া হয়।[১৭৩]

৪. নারীদের সালাম করা

পুরুষদের যেমন পথচলার সময় পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই সালাম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নারীদেরকে তেমন নির্দেশ দেয়া হয়নি। নারীরা পথচলার সময় পরপুরুষকে সালাম করবে না। তবে যদি পরিচিত বা আত্মীয় হয়, তাহলে পর্দা রক্ষা করে সালাম দেয়া জায়েয আছে। তার পরেও উত্তম হলো নিজ মাহরাম পুরুষদের মাধ্যমে সালাম পৌঁছে দেয়া।

৫. নারীর উচ্ছিষ্ট পানি

নারী পান করার পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি কোনো পরপুরুষকে দেয়া জায়েয নেই। অনুরূপভাবে নারীর অবশিষ্ট খাবারও পরপুরুষকে দেয়া জায়েয নেই। এটি গোপন বার্তা প্রেরণের অংশ। তবে যদি পরপুরুষ মেহমান হয় তাহলে তার অবশিষ্ট খাবার বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজন পূরণে নারীর জন্য খাওয়ার অবকাশ রয়েছে। সে ক্ষেত্রেও বিষয়টি তার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। নিয়ত ঠিক থাকলে অনুমতি আছে। নিয়তে গড়বড় থাকলে অনুমতি নেই।

৬. নারীর কাপড়চোপড়

নারীরা তাদের জামাকাপড় এমন স্থানে খুলে রাখবে না বা শুকাতে দেবে না, যেখানে পরপুরুষের দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা আছে বা পরপুরুষ দেখে নেয়ার ও স্পর্শ করার সুযোগ রয়েছে।

৭. নারীর চুল

নারীরা মাথা আঁচড়ানোর সময় যদি চুল উঠে আসে তাহলে সেগুলো কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখবে। এমন জায়গায় রাখবে না, যেখানে পরপুরুষ দেখে ফেলার আশঙ্কা রয়েছে।

---

১৭৩. দুররুল মুখতার, ১/২৮৪

৮. নারীর গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করা

নারীরা হাতে-পায়ে নানা রকমের অলংকার ব্যবহার করে। তবে এমন নূপুর যাতে শব্দ হয় বা অন্য অলংকার যদি এমন ঘণ্টি বা ঝালর-বিশিষ্ট হয়, যার কারণে নূপুরের মতো শব্দ হয়, তাহলে তা ব্যবহারের অনুমতি নেই। কেননা অলংকারের বাহারি আওয়াজ অনেক সময় ফিতনার কারণ হয়। 'তাফসীরে কাবীর' গ্রন্থে আছে, নারীর নূপুরের শব্দ পরপুরুষের মাঝে উত্তেজনা জাগিয়ে তোলে।

'মিশকাত' শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, এক আযাদকৃত দাসী একটি ছোট মেয়ে সাথে নিয়ে হযরত উমর রাযি.-এর কাছে এল। মেয়েটির পায়ে শব্দ হয় এমন অলংকার ছিল। হযরত উমর রাযি. তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا

'প্রতিটি ঘণ্টাধ্বনির সাথে শয়তান থাকে।'[১৭৪]

একবার এক মহিলা শব্দ হয় এমন অলংকার পরে হযরত আয়শা রাযি.-এর ঘরে প্রবেশ করতে লাগল। হযরত আয়শা রাযি. তাকে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ

'যে ঘরে ঘণ্টা বাজে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[১৭৫]

৯. নারীরা বেপর্দা হয়ে বের হবে না

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

'এবং তারা স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না।'[১৭৬]

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোনো নারী বেপর্দা হয়ে ঘর থেকে বের হলে পুনরায়

---

১৭৪. বর্ণনাকারী, আলী ইবনু যুবাইর ইবনু সাহাল, সুনানু আবী দাউদ, ৪২৩০। সনদ দুর্বল।
১৭৫. বর্ণনাকারী আয়েশা রাযি., সুনানু আবী দাউদ, ৪২৩১। সনদ দুর্বল।
১৭৬. সূরা নূর, ৩১

ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারা তার ওপর লানত বর্ষণ করতে থাকে।

১০. নারীরা সেজেগুজে বাইরে বের হবে না

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا

'নিজ পরিবার-পরিজন ছাড়া সেজেগুজে অন্য লোকদের সামনে যাওয়া কিয়ামত দিবসের অন্ধকারের ন্যায়। যাতে সামান্যতম আলোও নেই।'[১৭৭]

১১. নারীরা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাবে না

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

اَلْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً

'যে নারী সুগন্ধি মেখে কোনো মজলিসে গমন করে, সে ব্যভিচারিণী।'[১৭৮]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর সাথে পথে এক মহিলার সাক্ষাৎ হলো। তার থেকে সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। আবু হুরায়রা রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, মসজিদ থেকে এলে? মহিলা বলল, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, সুগন্ধি লাগিয়েছ? মহিলা বলল, জি হ্যাঁ। আবু হুরায়রা রাযি. ইরশাদ করলেন, আমি আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে নারী সুগন্ধি মেখে মসজিদে আসে আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করেন না। এ কথা শুনে মহিলা ঘরে ফিরে গেল এবং কাপড় ভালো করে ধুয়ে নিল।[১৭৯]

বর্তমানে নারীরা এ পরিমাণ সুগন্ধি ব্যবহার করে যে, পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে অন্ধ ব্যক্তিও বুঝতে পারে যে, কোনো নারী হেঁটে গেল।

---

১৭৭. মাইমুনা বিনতু সাদ রাযি., তিরমিযী, ১১৬৭। সনদ দুর্বল।
১৭৮. বর্ণনাকারী আবু মুসা আশআরী রাযি., তিরমিযী, ২৭৮৬; আবু দাউদ, ৪১৭৩; নাসায়ী, ৫১২৬। হাসান।
১৭৯. ইবনু কাসীর।

১২. নারীদের চলা পথ

নারীদের উচিত ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য পথের মাঝ দিয়ে না হাঁটা। যেখানে পুরুষদের ভিড় হয়, ধাক্কাধাক্কি হয়, সেখান দিয়ে না যাওয়া। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ

'তোমাদের (নারীদের) জন্য পথের মাঝখান দিয়ে চলা উচিত নয়; বরং তোমরা রাস্তার একপাশ দিয়ে চলবে।'[১৮০]

এই নির্দেশ পাওয়ার পর নবীযুগে নারীরা রাস্তার এত কিনার দিয়ে হাঁটতেন যে, তাদের কাপড় পাশের দেয়ালে লেগে যেত।

১৩. নারীরা পরপুরুষের সাথে মুসাফাহা করবে না

পশ্চিমা সমাজে পরনারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে সাক্ষাতের সময় করমর্দন করে। ইসলাম ধর্মে এটি হারাম করা হয়েছে। পরনারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে মুসাফাহা করতে পারবে না। এক হাদীসে হযরত উমাইয়া বিনতে রুকাইকা রাযি. বলেন, একবার বাইআত গ্রহণের সময় আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলাম, আপনি আমাদের কাছে আসুন, যাতে আমরা আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করতে পারি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, আমি নারীদের সাথে মুসাফাহা করি না। মৌখিক স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট।

অপর এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এমন নারীর হাত স্পর্শ করবে যার সাথে তার বৈধ সম্পর্ক নেই, কেয়ামতের দিন তার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রেখে দেয়া হবে। হযরত আয়শা রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো পরনারীকে স্পর্শ করেননি।

---

১৮০. বর্ণনাকারী মালেক ইবনু রবীআ, আবু দাউদ, ৫২৭২। সনদ দুর্বল।

১৪. নারীরা পরপুরুষকে চিঠি লেখবে না

নারীদের যদি পরপুরুষের কাছে কোনো সংবাদ পৌঁছানোর প্রয়োজন হয় তাহলে নিজের মাহরাম পুরুষদের দ্বারা পৌঁছাবে। একান্তই যদি চিঠি লেখার প্রয়োজন পড়ে তাহলে মাহরাম পুরুষের অনুমতি নিয়ে লেখবে। যেমন : দ্বীনী মাসয়ালা জানার জন্য কোনো মুফতী সাহেবের নিকট পত্র লিখল।

১৫. পুরুষরা অন্যের ঘরে উঁকিঝুঁকি দেবে না

পুরুষরা যদি কারও ঘরে প্রবেশ করতে চায় তাহলে ঘরবাসীর নিকট অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

اَلْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ

'তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি পেলে ভালো। অন্যথায় ফিরে যাবে।'[১৮১]

অনুমতি এ জন্য চাইবে যাতে আগন্তুক হঠাৎ এসে ঘরের নারীদের বা পুরুষদের অশোভনীয় অবস্থায় দেখে না ফেলে। এ সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে চিরুনি দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছিলেন। সে সময় কেউ একজন এসে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমি যদি টের পেতাম তাহলে তার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। তার কি জানা নেই যে :

إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

'অনুমতি চাওয়ার বিধান রাখাই হয়েছে যাতে দৃষ্টি না পড়ে যায়।'[১৮২]

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, অনুমতি প্রার্থনাকারী সোজা ঘরের দরজা বরাবর দাঁড়াবে না; বরং ডানে-বামে সরে দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে দরজা বা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকিঝুঁকি করাও নিষেধ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

---

১৮১. বর্ণনাকারী আবু মূসা আল-আশআরী রাযি., সহীহ মুসলিম, ২১৫৪; তিরমিযী, ২৬৯০
১৮২. বর্ণনাকারী সাহল ইবনু সাদ রাযি., সহীহ বুখারী, ৬২৪১; সহীহ মুসলিম, ২১৫৬

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

'যদি কোনো লোক অনুমতি ছাড়া তোমার দিকে উঁকি মারে আর তখন তুমি তার প্রতি কংকর ছুড়ে তার চোখ উপড়ে ফেলো, এতে তোমার কোনো অপরাধ হবে না।'[১৮৩]

এ থেকে বোঝা যায় যে, অন্যের ঘরে উঁকি মারা কত বড় অপরাধ। অনেক যুবক নিজের বাসার ছাদে বসে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরের ছাদের নারীদের এভাবে দেখতে থাকে যেন এক হাত দূরত্বের কাউকে দেখছে। এরূপ করাও হারাম।

১৬. নিজের মায়ের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি

হাদীস শরীফে এসেছে, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করতেও কি আমাকে অনুমতি নিতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। সাহাবী বললেন, আমি তো তার সঙ্গে এক ঘরেই থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারপরও অনুমতি নেবে। সাহাবী বললেন, আমি তো সারাক্ষণ তার সেবা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবুও অনুমতি নিতে হবে। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ করবে? সাহাবী বললেন, কখনোই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।[১৮৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি.-এর স্ত্রী হযরত জয়নাব রাযি. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. যখনই কোনো প্রয়োজনে ঘরের ভেতর আসতেন, ভেতরে প্রবেশের পূর্বে দরজায় দাঁড়িয়ে কাশি দিতেন। তারপর ভেতরে আসতেন।

ইবনুল আরাবী রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়া জরুরি। নিজের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়া আবশ্যক নয়। তবে মা, বোন বা অন্যান্যরা যদি একত্রে এক ঘরে বাস করে, তাহলে দরজায় এসে পা দ্বারা

১৮৩. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ বুখারী, ৬৯০২; সহীহ মুসলিম, ২১৫৮
১৮৪. মুয়াত্তা মালেক, হাদীস : ৭৭৩

জোরে শব্দ করবে বা কাশি দেবে; যাতে ঘরের নারীরা বুঝতে পারে। কেননা অনেক সময় মা, বোনরাও ঘরে এমন অবস্থায় থাকে, যে অবস্থায় তাদের দেখা আমরা পছন্দ করি না।

১৭. হযরত উমর রাযি.-এর সতর্কতা

একবার হযরত উমর রাযি.-কে কেউ নিজ ঘরের দরজায় বসে থাকতে দেখলেন। তিনি হযরত উমর রাযি.-কে সালাম করলেন এবং চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ওই ব্যক্তি যখন ফিরছিলেন তখনো হযরত উমর রাযি.-কে সেখানে বসা দেখতে পেয়ে খুব অবাক হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি সেই তখন থেকেই দরজায় বসে আছেন? উমর রাযি. জবাব দিলেন, আমার মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হাফসা আজকে বাড়ি এসেছে। আর আমার স্ত্রী ঘরে নেই। তাই আমার মেয়ে ঘরে একা আছে। সে জন্যই আমি ঘরে একাকী তার কাছে বসার চাইতে এখানে দরজায় বসাকেই ভালো মনে করেছি।

১৮. পুরুষরা পথে বসে থাকবে না

পুরুষরা যদি পথে এমনভাবে বসে থাকে যে, পথে চলাচলকারী নারীদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাহলে তা হারাম হবে। অনেক সময় স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা পথে যাতায়াতের সময় পথে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু বখাটে ছেলে-পেলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করে। তাদেরকে ইঙ্গিত করে অশালীন কথাবার্তা বলে। প্রথম কথা তো হচ্ছে, মেয়েদের ঘর থেকে একাকী বের হওয়াই উচিত না। যদি একান্তই অপারগ হয় তাহলে কয়েকজন মেয়ে একত্র হয়ে গ্রুপ আকারে আসা-যাওয়া করবে। দ্বিতীয়ত, মহল্লাবাসী এমন ছেলে-পেলেদের দেখলে খুব করে তাদের শাসন করবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো এমন করার সাহস না করে।

১৯. পুরুষের কাছে পরনারীর বিবরণ

শরীয়ত নারীদের এই নির্দেশ দিয়েছে যে, কোনো নারী তার স্বামীর সামনে অপর নারীর অবস্থা খোলামেলা বর্ণনা করবে না। হতে পারে এই পুরুষের মনে ওই নারীর রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ জন্ম নেবে। যার ফলে সে তার পেছনে

পড়ে যাবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

'কোনো নারী অপর নারীর সাথে এভাবে থাকবে না যে, সে নিজ স্বামীর নিকট ওই নারীর বর্ণনা এমনভাবে দেবে, যেন সে তাকে (ওই নারীকে) চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে।'[১৮৫]

২০. পুরুষ নিজ স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ করবে না

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকেও নিজ স্ত্রীর একান্ত বিষয়গুলো অন্য পুরুষদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের হবে সে ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।'[১৮৬]

ইমাম নববী রহ. বলেন, সহবাসের আলোচনা অস্পষ্টভাবে করাও মাকরুহ। অবশ্য কোনো প্রয়োজনে করতে হলে ভিন্ন কথা।

২১. নারী-পুরুষ উত্তেজনা জাগানিয়া কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকবে

পুরুষ অপর পুরুষের সাথে বা নারী অপর নারীর সাথে প্রেম-ভালোবাসার এমন গল্প করবে না যাতে উত্তেজনা জেগে ওঠে এবং মন গুনাহের প্রতি ঝুঁকে যায়। হাসি-মজাকের ছলে এমন কথা বলা যাবে না, যা শয়তানি ও প্রবৃত্তির কুবাসনা জাগিয়ে তোলে।

---

১৮৫. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., সহীহ বুখারী, ৫২৪০
১৮৬. বর্ণনাকারী আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযি., সহীহ মুসলিম, ১৪৩৭

২২. দুজন পুরুষ বা দুজন নারী পরস্পর একত্রে ঘুমাবে না

ইসলামী শরীয়ত দুজন পুরুষ বা দুজন নারীকে একই চাদরের নিচে ঘুমাতে বারণ করেছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

> لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
>
> 'কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে একই কাপড়ের ভেতরে একত্রে ঘুমাবে না এবং কোনো নারীও অপর নারীর সাথে একই কাপড়ের ভেতরে একত্রে ঘুমাবে না।'[১৮৭]

নারী-পুরুষ পরস্পর স্বজাতির এতটা নিকটবর্তী হওয়াটাও অপকর্মের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. বলেন, এরূপ শয়ন কুবাসনার জন্ম দেয়। যার ফলে নারীদের মাঝে স্বমেহন এবং পুরুষদের মাঝে সমকামিতার প্রবণতা দেখা দেয়।

২৩. বিছানা পৃথক করা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

> مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
>
> 'তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাযের নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (নামায আদায় না করলে) এ জন্য তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দেবে।'[১৮৮]

সাধারণত এই বয়সে মানুষের মধ্যে জৈবিক কামনা জন্ম নেয়। এ জন্য শিশুদের পৃথক পৃথক বিছানায় শয়ন করানো জরুরি। পাশাপাশি শয়ন করার দ্বারা ঘুমের মাঝে বা জাগ্রত অবস্থাতেই শয়তান নিয়তে কুমতলব ঢেলে দিতে পারে। যার ফলে পরস্পরের মধ্যে অপকর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এই হাদীসের

---

১৮৭. বর্ণনাকারী আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযি., সহীহ মুসলিম, ৩৩৮

১৮৮. বর্ণনাকারী আমর ইবনু শুআইবের দাদা, আবু দাউদ, ৪৯৫। হাসান।

আলোকে ইমাম রাযী রহ. বলেন :

لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مُضَاجَعَةُ الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنْ الْفِرَاشِ

'দুজন পুরুষ একসাথে ঘুমানো জায়েয নেই। যদিও দুজন বিছানার দুই প্রান্তেই থাকুক না কেন?'[১৮৯]

যৌন-বিশেষজ্ঞরাও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে।

২৪. বিনা কারণে বিবাহ বিলম্ব করা

ব্যভিচার ও অশ্লীলতার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে কোনো কারণ ছাড়াই বিয়েতে বিলম্ব করা। মা-বাবা মনে করে, ছেলে পড়ালেখা শেষ করে চাকরি-বাকরি করবে। এরপর ঘরবাড়ি ঠিক করবে। তারপর গিয়ে বিয়ে-টিয়ে করে সংসার পাতবে। অথচ এ সবকিছু সম্পন্ন করতে করতে ছেলের বয়স ত্রিশ পেরিয়ে যায়। অনেক সময় বড় ভাইয়ের বিয়েতে দেরি হতে হতে ছোট তিন ভাইও বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যায়। অনেক সময় ছেলে আদর্শ বধূর সন্ধানে থাকে। আর তার মনমতো হুর-পরী সে কোথাও পায় না। কখনো বড় ভাই মনে করে আগে ছোট ভাই-বোনদের বিয়ে সম্পন্ন করি, তারপর আমি বিয়ে করব। আর এদিকে তার বয়স চল্লিশের ঘরে পৌঁছে যায়। পুরুষের জন্য বিয়ের আদর্শ বয়স পঁচিশ বছর। আর নারীদের জন্য আদর্শ বয়স আঠারো বছর। এরপর যত দেরি করা হবে, ফিতনার আশঙ্কা ততই বাড়তে থাকবে। সন্তান বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া মা-বাবা যত দেরি করবে, এর মাঝে সন্তানের কৃত গুনাহসমূহে তাদেরও একটি অংশ থাকবে।

হযরত আলী রাযি. বলেন, আমাকে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ে দ্রুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন :

১. নামায আদায়ে—যখন সময় হয়ে যায়।

২. মৃত ব্যক্তিকে দাফন দিতে।

৩. মেয়ের বিয়েতে যখন উপযুক্ত পাত্র মিলে যায়।[১৯০]

---

১৮৯. তাফসীরুর রাযী, ২৩/৩৬১; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩৮২

১৯০. মুসনাদু আহমাদ, ৮২৮; হাকীম, ২৬৮৬। ইমাম হাকীমের সনদ সহীহ।

অনেক ঘরে মেয়ের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে যায়, কিন্তু মা-বাবা পছন্দমতো সম্বন্ধ খুঁজে পায় না। এতটা বিলম্ব করা অনেক ক্ষতির কারণ হয়। আমাদের বুযুর্গরা যদি জানতে পারতেন যে, অমুক ঘরে বিবাহ্ উপযুক্ত মেয়ে আছে আর বাবা-মা তার বিয়েতে গড়িমসি করছে, তাহলে তারা সে ঘরে এক ঢোক পানিও পান করতেন না। মেয়েদের বিয়েতে বিলম্ব করলে বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে সন্তান প্রসবে সমস্যা হয়। ছেলের বিয়েতে বিলম্ব করার ফলে ছেলে নানা রকম যৌন সমস্যার শিকার হয়ে পড়ে। কোনো না কোনোভাবে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে করে যৌবন ফুরাতে থাকে। পরে বিয়ের পর দেখা যায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার সক্ষমতা থাকে না।

ছেলেরা সাধারণত পনেরো বছর বয়সেই বালেগ হয়ে যায়। এরপর ত্রিশ বছর পর্যন্ত নিজেকে পবিত্র রাখা অসম্ভব তো নয়, তবে অত্যন্ত কষ্টকর অবশ্যই। এ ক্ষেত্রে ছেলে, মা-বাবা থেকে লুকিয়ে কোনো মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। অনুরূপভাবে মেয়ের বয়স পঁচিশ বছরে পৌঁছে গেলে সেও গোপন সম্পর্কের দিকে পা বাড়াবে। মা-বাবার নাক কাটাবে। চাকরিজীবী নারীদের বিয়েতে সচরাচর বিলম্ব হয়েই যায়, যা মারাত্মক ক্ষতির কারণ। অনেক গ্রামাঞ্চলে সম্পদ ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার ভয়ে মেয়েদের বিয়েই দেয়া হয় না। অনেক গণ্ডমূর্খ অজ্ঞতাবশত কুরআনের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়। এটি কত বড় নির্বুদ্ধিতা!

একবার শাহ্ আতাউল্লাহ্ বুখারী রহ. জানতে পারলেন, অমুক ঘরে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে আছে, কিন্তু মা-বাবা মেয়েকে বিয়ে দিতে অলসতা করছে। তিনি মেয়ের মাকে বললেন, দ্রুত মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন। মা জবাব দিল, এখনই বিয়ের কী আছে? ওর বয়সই আর কত? এখনো মুখ থেকে দুধের ঘ্রাণ আসে। শাহ্ সাহেব রহ. বললেন, জি! তবে দুধ ফেটে গেলে কিন্তু দুর্গন্ধ আসবে। তখন সেই দুধ মানুষের কোনো কাজে আসবে না; বরং তা কুকুরের চাহিদা পূরণ করবে।

এক শহরে সৈয়দ বংশের এক মেয়ে বাস করত। সে অত্যন্ত নেক ও সৎ ছিল। কিন্তু তার বিয়ে হয়নি। সে সারা দিন রোযা রাখত আর রাতভর নফল নামায পড়ত। প্রতিবেশী নারীরা তার অনেক প্রশংসা করত। তারা এই মেয়ের দ্বারা দুআ করাত। তাকে হাদিয়া-উপঢৌকন দিত। একবার এই মেয়ে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। মহল্লার অন্যান্য যুবতি মেয়েরা তার সেবা করার জন্য তার ঘরে একত্র হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল,

তো এক মেয়ে সৈয়দ বংশের মেয়েটিকে বলল, আপনি আমাদের এমন কিছু নসীহত করুন যা সারা জীবন আমাদের কাজে আসবে। সৈয়দ বংশের মেয়েটি বলল, হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে জীবনের শ্রেষ্ঠ নসীহতটিই করব। আর তা হলো, যখনই তোমাদের উপযুক্ত পাত্র মিলে যায় বিয়ে করতে কখনো বিলম্ব কোরো না। এ কথা শুনে উপস্থিত মেয়েরা অনেক অবাক হলো। এক মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমাদেরকে দ্রুত বিয়ে করে নেয়ার উপদেশ দিচ্ছেন; অথচ আপনি নিজেই তো বিয়ে করেননি।

সৈয়দ বংশের মেয়েটি বলল, আমি নিজের মনের অবস্থা মানুষের কাছে কীভাবে প্রকাশ করি? আমার বিয়ে বিলম্বিত হয়ে গেছে, তাই আমার প্রবৃত্তি আমাকে জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য তাড়া করছিল। নামায, তিলাওয়াত কোনো কিছুতেই আমার মন বসতো না। আমি দিনে রোযা রাখতাম। রাতে ইবাদতে মগ্ন থাকতাম। এতৎসত্ত্বেও জৈবিক তাড়নার প্রভাবে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাতে যখন আমি কুরআন তিলাওয়াত করতাম আর গলির বৃদ্ধ পাহারাদার আওয়াজ করত, আমার মন চাইত তাকে ডেকে এনে আমার চাহিদা পূরণ করি। কয়েকবার আমি দরজা পর্যন্ত গিয়ে মান-সম্মানের ভয়ে ফিরে এসেছি। কেননা এতে সারা জীবনের অর্জিত মান-সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। লোকেরা বলাবলি করবে, সৈয়দ বংশের মেয়ে হয়ে এমন কাজ করেছে। আমি রাতভর বিছানায় ছটফট করতাম। কোনো পার্শ্বে ফিরেই স্বস্তি পেতাম না। আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছি, আমি চাই না তোমরাও সেই যন্ত্রণা ভোগ করো।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন, মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র পেয়ে গেলে দ্রুত তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। আর যৌতুক ইত্যাদি নিছক কুপ্রথা ছাড়া কিছুই নয়।
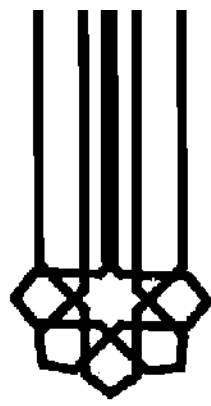
ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যভিচারের প্রকারসমূহ

নারী-পুরুষ নানা পন্থায় নিজেদের কামবাসনা চরিতার্থ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে বিয়ের পর স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে বা মুনিব স্বীয় দাসীর সাথে মেলামেশার মাধ্যমে জৈবিক চাহিদা পূরণ করা বৈধ। এ ছাড়া বাকি সকল পন্থাই অবৈধ। কামবাসনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক অবৈধ পন্থাই ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

প্রথম প্রকার : স্বমেহন

স্বমেহন ব্যভিচারের প্রথম প্রকার। নারী অথবা পুরুষ নিজে নিজেই স্বীয় কামবাসনা চরিতার্থ করে নেয়াকে স্বমেহন (Solo sex) বলা হয়। স্বমেহনের পদ্ধতি দুইটি। যথা :

(ক) কল্পনার ব্যভিচার

যখন কোনো পুরুষ নিজ কল্পনার জগতে কোনো নারীর সাথে মেলামেশা করার দৃশ্য ভাবতে থাকে অথবা কোনো নারী কোনো পুরুষের দৃশ্য কল্পনায় ভাবে, তখন তার যৌন-উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছতে থাকে। যুবক-যুবতিরা এ ধরনের কল্পনার দ্বারা স্বাদ পায়। কারও কারও বীর্যস্খলনের ঘটনা পর্যন্ত ঘটে। যার ফলে গোসল ফরয হয়ে যায়। এটা ব্যভিচারের সর্বনিম্ন প্রকার। এর দ্বারা অন্তরে অন্ধকার ছেয়ে যায়। একে মন-মস্তিষ্কের ব্যভিচার বলে। ইস্তেগফার দ্বারা এই গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এটা ব্যভিচারের প্রথম সিঁড়ি।

(খ) হস্তমৈথুন (Masturbation)

উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কোনো পুরুষ যখন নিজ হাত দ্বারা স্বীয় পুরুষাঙ্গ নাড়াচাড়া করার মাধ্যমে বীর্যস্খলন করে অথবা কোনো নারী নিজ লজ্জাস্থানে আঙুলের সাহায্যে জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করে তাকে হস্তমৈথুন বলে। এটিও অবৈধ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ

সুতরাং যারা এতদ্ব্যতীত অন্য পন্থা কামনা করবে, তারাই হলো সীমালঙ্ঘনকারী।[১৯১]

আল্লামা আলুসী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে লেখেন :

فَجَمْهُوْرُ الْأَئِمَّةِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ دَاخِلٌ فِيْمَا وَرَاءَ ذٰلِكَ

'সুতরাং অধিকাংশ ইমাম তা (স্বমেহন) হারাম হওয়ার ওপর একমত এবং তাদের মতে এটি "وَرَاءَ ذٰلِكَ" (এতদ্ব্যতীত অন্য পন্থা) এর অন্তর্ভুক্ত।'[১৯২]

আবু হিব্বান উন্দুলুসী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ 'আল-বাহরুল মুহীত'-এ লেখেন :

وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ

'অধিকাংশ আলেম স্বমেহন হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে একমত।'[১৯৩]

আল্লামা কুরতুবী রহ. স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন :

وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ

'অধিকসংখ্যক আলেম তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত।'[১৯৪]

আল্লামা ইবনু আরাবী রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরগ্রন্থে লেখেন :

وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ، وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُدَانَ اللهُ إِلَّا بِهِ

---

১৯১. সূরা মুমিনূন, ৭
১৯২. তাফসীরে আলুসী, ৯/২১৩
১৯৩. বাহরুল মুহীত, ৭/৫৪৯
১৯৪. তাফসীরে কুরতুবী, ১২/১০৫-১০৬।

‘অধিকাংশ আলেম তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। আর এটিই সঠিক মত। এ ছাড়া অন্য মত শরীয়তসম্মত হতে পারে না।’[১৯৫]

স্বমেহনের কুফল

যদি কোনো যুবক স্বমেহনে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার শরীর-স্বাস্থ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে। নিচে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

চেহারায় কুপ্রভাব

এমন যুবকদের চেহারা বিষাদময় হয়ে যায়। চেহারার লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়। চেহারার কুদরতি জ্যোতি ও উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে পড়ে। গাল বসে যায়। চোখে কালি পড়ে যায়। রক্তশূন্যতার দরুন মানুষ প্রথম দেখায়ই চেহারায় অসুস্থতার ছাপ বুঝে ফেলে।

স্নায়ুবিক প্রভাব

স্নায়ু দুর্বল হতে থাকে। একপর্যায়ে স্নায়ুদুর্বলতার ফলে স্বভাবপ্রকৃতিতে অস্থির ভাব চলে আসে। স্বভাবগত অস্থিরতার কারণে ধৈর্যশক্তি হ্রাস পায়। শরীরে সব সময় ক্লান্তি ক্লান্তি ভাব বিরাজ করে। এ ধরনের লোকেরা সব সময় শুয়ে বসে থাকতে পছন্দ করে। কোনো কাজে মন বসে না। অলস পড়ে থাকে। একসময় ফাঁকিবাজে পরিণত হয়। ক্রোধ বেড়ে যায়।

অন্তরে প্রভাব

হাঁটা-চলায় বা কাজের সময় হৃৎকম্পন বেড়ে যায়। যুবকরা যৌবনেই ‘মনভোলা’ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রদের পড়াশোনায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। পাঠ মুখস্থ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মুখস্থপাঠ দ্রুত ভুলে যায়। মাথা খাটাতে হয় এমন কোনো কাজ করার ইচ্ছা হয় না। ছাত্রদের কাছে পড়াশোনা ছাড়া অন্য সকল জিনিস ভালো লাগে।

---

১৯৫. আহকামুল কুরআন, ৩/৩১৫।

শারীরিক সুস্বাস্থ্যে প্রভাব

ওজন কমতে কমতে শরীর হাড্ডিসার হয়ে পড়ে। যে-ই দেখে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এমন শুকিয়ে যাচ্ছেন কেন? সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি চলে আসে। যৌবনে বার্ধক্যের ছাপ লেগে যায়। রক্তশূন্যতার দরুন কাজের সময় হাত-পা কাঁপতে থাকে। বসা থেকে ওঠার সময় চোখে ধাঁধা লেগে যায়। নাড়ি দুর্বল হতে হতে একসময় বাতাস নির্গমনের রোগ হয়ে যায়। প্রস্রাব করার পরও ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ঝরতে থাকে।

যৌনশক্তিতে প্রভাব

যৌনশক্তির দিক থেকে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে যায়। দ্রুত বীর্যপাতের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। স্বপ্নদোষের পরিমাণ বেড়ে যায়। বিশেষ অঙ্গ বেঁকে যায়। পুরুষাঙ্গের উত্থান-ক্ষমতা হ্রাস পায়। সহবাসকালে পূর্ণ উত্থান ঘটে না। যার ফলে স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় অক্ষম হয়ে পড়ে। অপমান, লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না। যুবতিরা ব্যাপকহারে 'মেহ' রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। নাড়ি দুর্বল হওয়ার ফলে খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগে না। আত্মপ্রশান্তি লাভের জন্য নিজে নিজেকে স্মার্ট মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা দেখে ভেতর থেকে হাঁক আসে :

اللہ تعالی کی شان ہے ... لکڑی میں بھی جان ہے

'আল্লাহর কী শান, লাঠিতেও প্রাণ!'

যদিও এই পাপের শারীরিক ক্ষতি অনেক বেশি। কিন্তু বান্দা যেহেতু নিজ হাতে নিজেরই ক্ষতি করেছে, নিজেই নিজেকে ধ্বংস করেছে, তাই তাওবা ইস্তেগফার ও লজ্জা অনুতাপের দ্বারা এই গুনাহ খুব দ্রুতই মাফ হয়ে যায়। নিজ বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার আচরণ হলো :

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ

'তিনি তো সেই সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং অপরাধসমূহ মাফ করে দেন।'[১৯৬]

১৯৬. সূরা শুরা : ২৫

দ্বিতীয় প্রকার : বিপরীত লিঙ্গের সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করা

আল্লাহ্ তাআলা নারী-পুরুষকে পরস্পরের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রাপ্তবয়স্ক নারীর লজ্জাস্থানে পুরুষের বিশেষ অঙ্গ প্রবেশ করানোকে সহবাস বলে। যদি পরনারী ও পরপুরুষের মাঝে এই সহবাস সংঘটিত হয়, তাহলে তাকে বলা হয় ব্যভিচার। এর বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। অধিক মন্দ ও ভয়াবহতার দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে সেগুলোর ধারাবাহিক বিবরণ পেশ করা হলো।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যভিচার

যদি নারী-পুরুষ পরস্পরের দিকে কামাসক্তির দৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে তা চোখের ব্যভিচার। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ

'চোখ ব্যভিচার করে। আর চোখের ব্যভিচার হলো দেখা।'[১৯৭]

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কামাসক্তির দৃষ্টিতে কোনো নারীকে দেখল, সে মনে মনে তার সাথে ব্যভিচার করে নিল।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ

'আর কানের ব্যভিচার হলো শ্রবণ করা।'[১৯৮]

বোঝা গেল, দেখা দেওয়া বৈধ নয় এমন নারী-পুরুষ পরস্পর জৈবিক আলাপচারিতা করা, হাসি-তামাশা করা কানের ব্যভিচার।

একে অন্যের শরীর স্পর্শ করা হাতের ব্যভিচার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

'তোমাদের কারও মাথায় লোহার সুই দিয়ে আহত করা এমন নারীকে স্পর্শ করা থেকে উত্তম, যে তার জন্য হালাল নয়।'[১৯৯]

---

১৯৭. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ বুখারী, ৬২৪৩; সহীহ মুসলিম, ২৬৫৭
১৯৮. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ বুখারী, ৬২৪৩; সহীহ মুসলিম, ২৬৫৭
১৯৯. বর্ণনাকারী মা'কিল ইবনু ইয়াসার রাযি., তাবরানী; মু'জামুল কাবীর, ২০/২১১ [৪৮৬]। সহীহ।

কাপড়ের ওপর দিয়ে নারী-পুরুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া, স্পর্শ করা, পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাত বুলানো—চাই বীর্যস্খলিত হোক বা না হোক—এ সবকিছুই ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। তাওবা-ইস্তেগফারের দ্বারা এই গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার

আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মিলনকে নেকী অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন। কিন্তু হায়েজ, নেফাসের সময় মেলামেশা করা থেকে বারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

'হায়েজ চলাবস্থায় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকো।'[২০০]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

> مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
>
> 'যে হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে অথবা কোনো গণকের কাছে গমন করে, সে যেন মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।'[২০১]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন :

> عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الَّذِيْ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ
>
> 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করল, সে যেন এক দীনার বা অর্ধ দীনার সদকা করে।'[২০২]

---

২০০. সূরা বাকারা : ২২২

২০১. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., তিরমিযী, ১৩৫; আবু দাউদ, ৩৯০৪; ইবনু মাজাহ, ৬৩৯; মুসনাদু আহমাদ, ১০১৬৭। হাসান শাহেদ।

২০২. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., নাসায়ী, ২৮৯; আবু দাউদ, ২১৬৮; ইবনু মাজাহ, ৬৪০। মারফু হাসান। তবে মাওকূফ সহীহ।

অধিকাংশ আলেম এ ক্ষেত্রে একমত যে, এই গুনাহও তাওবা-ইস্তেগফার এবং অনুতপ্ত হওয়ার দ্বারা দ্রুত মাফ হয়ে যায়।

পরনারীর সাথে ব্যভিচার

যখন পরনারী-পুরুষ এভাবে মিলিত হয় যে, পুরুষের বিশেষ অঙ্গ নারীর লজ্জাস্থানে প্রবেশ করে, তাহলে এটি ব্যভিচারের পূর্ণ রূপ। এর ওপরই 'হদ' তথা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً

'আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল ও মন্দ পথ।'[২০৩]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

'হে উম্মতে মুহাম্মাদী, আল্লাহর শপথ, এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ আর কারও জাগ্রত হয় না যে, কোনো নারী-পুরুষ পরস্পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশি।'[২০৪]

বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার

যদি অবিবাহিত নারী-পুরুষ পরস্পর ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি হচ্ছে এক শ বেত্রাঘাত। কিন্তু বিবাহিত নারী-পুরুষ পরস্পর ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের শাস্তি হলো জনসম্মুখে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। এ থেকে বোঝা যায়, বিবাহিতা নারী যেহেতু অন্য পুরুষের আমানত, তাই তার সাথে ব্যভিচার করার

---

২০৩. সূরা ইসরা : ৩২
২০৪. বর্ণনাকারী আয়েশা রাযি., সহীহ বুখারী, ১০৪৪; সহীহ মুসলিম, ৯০১

গুনাহ অধিক কঠিন। এতে আমানতের খেয়ানতও হয়, কারও বংশপরিচয়কে কলঙ্কিতও করা এবং স্বামীর মনে কষ্ট দেয়া হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

'শিরকের পর আল্লাহর তাআলার নিকট সর্বাধিক মারাত্মক গুনাহ হলো কোনো পুরুষের এমন গর্ভাশয়ে বীর্যস্খলন করা, যা তার জন্য হালাল নয় (অর্থাৎ ব্যভিচার করে)।'[২০৫]

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শিরক ও হত্যার পর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারকে বড় গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।[২০৬]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

'ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়।'[২০৭]

আরেক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ. قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

---

২০৫. বর্ণনাকারী হাইছাম ইবনু মালেক রহ., ইবনু আবিদ দুনইয়া; কিতাবুল ওয়ারা', ১৩৭। সনদ মুরসাল ও দুর্বল।
২০৬. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., সহীহ বুখারী, ৬৮১১; সহীহ মুসলিম, ৮৬।
২০৭. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ মুসলিম, ৪৬

'আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়! আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়! আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়! সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে কে? তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়।'[২০৮]

আলেমগণ লিখেছেন, নিজ ঘরের চারপাশের চল্লিশ ঘর পর্যন্ত লোকদের প্রতিবেশী বলা হয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করার দ্বারা ব্যভিচারের গুনাহের সাথে সাথে প্রতিবেশীর হক নষ্ট করার গুনাহও হয়।

নিকটাত্মীয় নারীর সাথে ব্যভিচার

যদি প্রতিবেশীদের কেউ নিকটাত্মীয় হয়, তাহলে তার স্ত্রী, কন্যার সাথে ব্যভিচার করা আরও বড় গুনাহ। কেননা তাতে প্রতিবেশীর হক নষ্ট করার পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার গুনাহও অন্তর্ভুক্ত থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ

> 'আর আল্লাহ তাআলা যে বন্ধন অটুট রাখার আদেশ দিয়েছেন তারা তা ছিন্ন করে।'[২০৯]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে শবে কদরের রাতেও মাফ করা হয় না। সাধারণত অবাধ দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশার ফলে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে প্রেমঘটিত সমস্যাগুলো বেশি দেখা যায় এবং সহজেই ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে যায়। সমাজের প্রচলিত প্রথানুযায়ী জীবনযাপনকারী জেনারেল মেয়েরা খালাতো, মামাতো, চাচাতো, ফুপাতো ভাইদের ভাইয়া বলেই ডাকে এবং তাদের সাথে পর্দা করাকে জরুরি মনে করে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে পর্দাহীন এ অবাধ মেলামেশার ফলাফল 'দিবসে ভাই ভাই, রাত্রে তোমায় খাটে চাই' পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। পরিশেষে যখন অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন চিরদিনের জন্য পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

---

২০৮. বর্ণনাকারী আবূ শুরাইহ আল-আদাওয়ী, সহীহ বুখারী, ৬০১৬
২০৯. সূরা বাকারা : ২৭

মুজাহিদের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার

যারা আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যায় আর তাদের স্ত্রীরা একাকী ঘরে থাকে; শরীয়ত তাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি সাধারণ মুসলমানের স্ত্রীদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

> حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ أَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟
>
> 'মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্ভ্রম ঘরে রয়ে যাওয়া অন্য পুরুষদের জন্য তাদের মায়েদের সম্ভ্রমের মতো। মুজাহিদের প্রতিনিধি হিসেবে ঘরে রয়ে যাওয়া কোনো পুরুষ যদি তার সাথে খেয়ানত করে, তাহলে কেয়ামতের দিন তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। আর মুজাহিদ তার নেক আমল থেকে যত খুশি নিয়ে নেবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের কী ধারণা?'[২১০]

এখানে "فَمَا ظَنُّكُمْ؟" (তোমাদের কী ধারণা?) দ্বারা বোঝানো হয়েছে,

> أَيْ مَا ظَنُّكُمْ أَنْ يَتْرُكَ الْأَبُ لِابْنِهِ وَلَا الصَّدِيْقُ لِصَدِيْقِهِ حَقًّا يَجِبُ عَلَيْهِ
>
> 'তোমাদের কি মনে হয়, পিতা ছেলের জন্য বা বন্ধু বন্ধুর জন্য তার অবশ্যই প্রাপ্য কোনো অধিকার ছেড়ে দেবে?'[২১১]

মাদরাসায় গমনকারী তালিবে ইলম এবং তাবলীগের সফরে গমনকারী দাঈরাও মুজাহিদদের এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মাহরাম নারীর সাথে ব্যভিচার

আধুনিকতার এ যুগে ঘরে ঘরে টিভি, ভিডিও, ডিভিডি, ডিশ-ক্যাবল, ইন্টারনেট ইত্যাদির বহুল প্রচলন মানুষের চরিত্রকে এতটা নিচে নামিয়ে দিয়েছে যে, পুরুষ নিজের মাহরাম তথা বিয়ে অবৈধ এমন নারীর দিকেও কামাসক্তির দৃষ্টিতে

---

২১০. বর্ণনাকারী বুরাইদা রাযি., সহীহ মুসলিম, ১৮৯৭

২১১. আল জাওয়াবুল কাফী, ১১২।

তাকায়; বরং কেউ কেউ তো মাহরাম নারীর সাথে ব্যভিচারও করে ফেলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন :

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

'যে স্বীয় মাহরাম নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাকে হত্যা করে দাও।'[২১২]

অপর এক বর্ণনায় কুররা ইবনু ইয়াস রাযি. তার পিতা ইয়াস ইবনু হেলাল রাযি. সম্পর্কে বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَهُ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকে (ইয়াস ইবনু হেলাল রাযি.-কে) এমন লোকের কাছে পাঠালেন, যে তার পিতার স্ত্রীর (সৎমার) সাথে ব্যভিচার করেছে। তাই তিনি তাকে হত্যা করে দেন এবং তার সম্পদকে গনিমত বানিয়ে নেন।'[২১৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আবি মুতাররিফ রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন :

مَنْ تَخَطَّى الْحُرْمَتَيْنِ فَخُطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ

'যে মাহরাম নারীকে বিয়ে করল তার উদরে তরবারি ঢুকিয়ে দাও।' অর্থাৎ তাকে হত্যা করে ফেলো।[২১৪]

স্বীয় তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার

কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শনাবলি থেকে একটি নিদর্শন এটিও যে, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরেও নিজের কাছে রেখে দেবে এবং ব্যভিচার করতে থাকবে। বিভিন্ন দেশে এ দৃশ্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্বামী ক্রোধের বশবর্তী

---

২১২. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., সুনানু ইবনু মাজাহ, ২৫৬৪। হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আবু হাতেম তার কিতাব আল-ইলালের মধ্যে বলেছেন, এটি একটি মুনকার হাদীস।
২১৩. নাসাঈ; সুনানুল কুবরা, ৭১৮৬; বায়হাকী; সুনানুল কুবরা, ১২৭২২। সনদ হাসান সহীহ।
২১৪. বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ৫০৯০। সনদ মুরসাল ও দুর্বল।

হয়ে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়। পরে সন্তান-সন্ততির কারণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াকে কঠিন মনে করে। ফলে 'বর-কনে রাজি, তো কী করবে আর কাজি'-এর মতো করে পরস্পর আগের মতোই সংসার করতে থাকে। লোকলজ্জার ভয়ে তালাকের বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশও করে না; এমনকি কেয়ামতের দিনের লাঞ্ছনাকেও ভুলে যায়।

'তাফসীরে রুহুল মাআনী' গ্রন্থে লিখেছেন :

وَأَشَدُّ الزِّنَى مَا هُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مُقِيمٌ مَعَهَا بِالْحَرَامِ، وَلَا يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ، مَخَافَةَ أَنْ يَفْتَضِحَ، فَكَيْفَ لَا يَخَافُ فَضِيحَةَ الْآخِرَةِ، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، يَعْنِي تَظْهَرُ الْأَسْرَارُ، فَاحْذَرْ فَضِيحَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَاجْتَنِبِ الزِّنَى، وَلَا تُصِرَّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَكَ مَعَ عَذَابِ اللهِ، وَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيْمًا

'আরও সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের ব্যভিচার হলো স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরও তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখা। এ ধরনের ব্যক্তি সাধারণত লোকলজ্জার ভয়ে তালাকের বিষয়টি গোপন রেখে এই অপকর্ম করে চলে। অথচ সে আখিরাতে ভয়াবহ অবস্থার ভয় করে না, যেদিন তার সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। অর্থাৎ সমস্ত গোপন বিষয় সেদিন প্রকাশ করে দেয়া হবে। অতএব এ ধরনের জঘন্য অপকর্মে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই আজ এখন থেকেই আখিরাতের ভয়ে এ ধরনের কলঙ্কজনক অপকর্ম থেকে বিরত থাকা উচিত। ব্যভিচার পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, আল্লাহ তাআলার আযাব সহ্য করার মতো ক্ষমতা আপনার নেই। সুতরাং এসব অপকর্ম ও নিন্দার ভয় ছেড়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আপন বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন। আরও তিনি তো তাওবা কবুলকারী এবং অশেষ দয়াময়।'[২১৫]

২১৫. তাফসীরে রুহুল বায়ান, ২/১৭৭। মূল বক্তব্য অবশ্য আবু লাইস সমরকন্দী রহ.-এর। তাম্বীহুল গাফিলীন, ৩৫৮।

বার্ধক্যে ব্যভিচার

যদি কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি ব্যভিচার করে তাহলে এটি নিকৃষ্টতম ব্যভিচার। আলেমগণ লিখেছেন :

فَإِنْ كَانَ شَيْخًا كَانَ أَعْظَمَ إِثْمًا، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'যদি ব্যভিচারী বৃদ্ধ হয়, তাহলে তার গুনাহ অনেক কঠিন। আর সে ওই তিন ব্যক্তির একজন কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা যাদের সাথে কথা বলবেন না, যাদের পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[২১৬]

তৃতীয় প্রকার : সমলিঙ্গের সাথে ব্যভিচার

কখনো কখনো দুজন পুরুষ বা দুজন নারী পরস্পর জৈবিক চাহিদা মিটিয়ে নেয়। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে :

১. সমকামিতা

কোনো পুরুষ অপর পুরুষের পায়ুপথে বিশেষ অঙ্গ প্রবেশ করানোকে সমকামিতা বলা হয়। হযরত লূত আ.-এর সম্প্রদায় থেকে এই নোংরা কাজের প্রচলন শুরু হয়েছে। এ জন্য একে "লেওয়াত্বত" বলা হয়। কুরআন মাজীদেও এর আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা হযরত লূত আ.-এর সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বলেন,

أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ

'তবে কি তোমরা বিশ্ববাসীর মধ্যে কেবল পুরুষদের সাথেই মিলিত হও এবং তোমাদের স্ত্রী—যাদেরকে তোমাদের রব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন—তাদেরকে ত্যাগ করো? বরং তোমরা তো হলে অবাধ্য জাতি।'[২১৭]

---

২১৬. আল জাওয়াবুল কাফী, ১১২।

২১৭. সূরা শুআরা : ১৬৫-১৬৬

পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ তাআলা নারী সৃষ্টি করেছেন। কোনো ব্যক্তি নারীকে রেখে পুরুষের সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করলে এটা তার নোংরা রুচির পরিচায়ক। সে মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত। তার অন্তর্দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে রান্না করা সুস্বাদু ভুনা গোশতের পরিবর্তে দুর্গন্ধযুক্ত পচা কাঁচা গোশত খেতে আগ্রহী। লূত সম্প্রদায়ের পূর্বে মানবজাতির ইতিহাসে কেউ কখনো এমন কাজ করেনি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

'তোমরা কি বেহায়াপনার কাজে জড়াতে চাচ্ছ, তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এরূপ করেনি।'[২১৮]

মানুষকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো পশুরাও সমকামিতা করে না। লূত সম্প্রদায় যদি এই নোংরা কাজের সূচনা না করত, সম্ভবত মানবজাতি এই গুনাহ থেকে বেঁচে যেত। ওয়ালিদ ইবনু আব্দুল মালিকের উক্তি হলো :

لَوْلا أَنَّ اللهَ ذَكَرَ آلَ لُوطٍ فِي الْقُرْآنِ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا

'আল্লাহ তাআলা যদি কুরআন মাজীদে লূত সম্প্রদায়ের আলোচনা না করতেন, তাহলে আমি ভাবতেই পারতাম না যে কেউ এমনটা করতে পারে।'[২১৯]

সমকামিতার সাজা

আল্লাহ তাআলা লূত সম্প্রদায়কে সমকামিতার অপরাধের কারণে পাঁচ ধরনের শাস্তি দিয়েছেন। যাতে অন্যরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

(ক) ধ্বংস : কয়েকজন মুমিন বান্দা ছাড়া সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, সমকামিতায় লিপ্ত ব্যক্তি প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করার দরুন তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। এরূপ ব্যক্তি জীবিত থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। বাঁশও থাকল না, আর বাঁশিও বাজল না।

---

২১৮. সূরা আরাফ : ৮০

২১৯. আমালিউল ইয়াযিদী, ১৪০; তারীখু দিমাশক, ৬৩/১৭৮; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ২/১১৮২ [২২৭]।

(খ) ঘরবাড়ি উল্টিয়ে ফেলা : লূত সম্প্রদায়ের ঘরবাড়িগুলো তাদের ওপর উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন :

وَإِذَا بِدِيَارِهِمْ قَدِ اقْتُلِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا، وَرُفِعَتْ نَحْوَ السَّمَاءِ حَتَّى سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ

'আর তাদের ঘরগুলো ভিতসহ উপড়িয়ে ঊর্ধ্বাকাশে এতটা উঁচুতে তোলা হয়েছিল যে, ফেরেশতারা তাদের কুকুরের ঘেউ ঘেউ ও গাধার ডাক শুনতে পাচ্ছিল।'[২২০]

(গ) পাথরবৃষ্টি : লূত সম্প্রদায়ের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে। 'লিসানুল আরব' অভিধানে "سِجِّيلٌ" (সিজিল) শব্দের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে :

حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ طُبِخَتْ بِنَارِ جَهَنَّمَ مَكْتُوبٌ فِيهَا أَسْمَاءُ الْقَوْمِ وَمَعْنَى مَنْضُودٍ بعضُه فَوْقَ بَعْضٍ

'জাহান্নামের আগুনে পুড়ানো মাটির পাথর, যাতে সম্প্রদায়ের লোকদের নাম লেখা ছিল। আর مَنْضُودٍ অর্থ হলো একের পর এক লাগাতার।'[২২১]

আল্লামা আলুসী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ 'রুহুল মাআনীতে' লেখেন :

حَتَّى إِنَّ تَاجِرًا مِنْهُمْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَوَقَفَتْ لَهُ حَجَرٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا حَتَّى قَضَى تِجَارَتَهُ وَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ

'এমনকি তাদের একজন ব্যবসায়ী হারাম শরীফে ব্যবসা করছিল। তার জন্য একটি পাথর চল্লিশ দিন পর্যন্ত থেমে ছিল। এরপর যখন ব্যবসার কাজ শেষ করে সে হারাম শরীফ থেকে বের হয় তখন পাথারটি তার ওপর আপতিত হয়।'[২২২]

(ঘ) মাটিতে ধসিয়ে দেয়া : পুরো সম্প্রদায়কে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা, সমকামীদের জন্য মাটির নিচের অংশ ওপরের অংশ থেকে উত্তম।

---

২২০. আল জাওয়াবুল কাফী, ১৭৩।

২২১. সিজিল শব্দের ব্যাখ্যা রয়েছে, লিসানুল আরব, ১১/৩২৭। আর 'মানযুদ' শব্দের ব্যাখ্যা রয়েছে, ৩/৪২৪।

২২২. তাফসীরে আলূসী (রুহুল মাআনী), ৪/৪০৯।

(৬) অপদস্থ করা : আল্লাহ তাআলা কুরআনে লূত সম্প্রদায়ের অপকর্মের আলোচনা করে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছেন। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের আলোচনায় এত লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, যতটা লূত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। সমকামিতা এত জঘন্য গুনাহ যে, নম্রতা ও স্নেহকে একদিকে রেখে চূড়ান্ত পর্যায়ের কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করা হয়েছে। এতটা শিক্ষণীয় শাস্তি এ কারণেই দেয়া হয়েছে, যাতে অন্যরা কানে আঙুল দিয়ে রাখে এবং এই গুনাহের কল্পনাও না করে।

ব্যভিচার ও সমকামিতার তুলনামূলক পর্যালোচনা

ব্যভিচার ও সমকামিতা দুটোই কবীরা গুনাহ। তবে সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ার কারণে তা অধিক মন্দ ও ভয়াবহ। বিস্তারিত আলোচনা নিচে পেশ করা হলো :

১. পরনারী-পুরুষ মিলিত হয়ে ব্যভিচার করে।

দুইজন পুরুষ মিলিত হয়ে সমকাম করে।

২. ব্যভিচার যদিও বড় গুনাহ; কিন্তু নারী-পুরুষের মিলন প্রকৃতিগত চাহিদা।

সমকামিতা মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাই এটি অধিক জঘন্য।

৩. ব্যভিচারী এমন স্থানে বীর্যস্খলন করে, যেখান থেকে মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়।

সমকামী এমন স্থানে বীর্যস্খলন করে যেখানে বীজ নষ্ট হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

৪. ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদে "فَاحِشَةً" শব্দটি অনির্দিষ্ট আকারে উল্লেখিত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, গুনাহসমূহ থেকে ব্যভিচারও একটি গুনাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيلًا

'নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ'[২২৩]

সমকামিতার বেলায় কুরআন মাজীদে "اَلْفَاحِشَةَ" শব্দটি নির্দিষ্ট আকারে

২২৩. সূরা বনী ইসরাঈল, ৩২

উল্লেখিত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সমকামিতা এমন একটি গুনাহ যা ইতিপূর্বে মানব-ইতিহাসে কেউ কখনো করেনি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

'তোমরা কি বেহায়াপনার কাজে জড়াতে চাচ্ছ, তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এরূপ করেনি।'[২২৪]

৫.

হাদীস শরীফে ব্যভিচারীর ওপর একবার লানত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে সমকামীর ওপর তিনবার লানত করা হয়েছে :

لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

'যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের মতো কাজ (সমকাম) করে, তার ওপর আল্লাহর লানত। যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের মতো কাজ (সমকাম) করে, তার ওপর আল্লাহর লানত। যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের মতো কাজ (সমকাম) করে, তার ওপর আল্লাহর লানত।'[২২৫]

৬.

ব্যভিচারীকে কুরআনে "خَبِيثٌ" তথা অপবিত্র বলা হয়েছে।

লূত সম্প্রদায়ের জন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি মন্দ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

ক. আল্লাহ তাদের ফাসিক তথা নাফরমান বলেছেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ

'তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল।'[২২৬]

খ. মুসরিফ তথা সীমা অতিক্রমকারী বলেছেন,

---

২২৪. সূরা আরাফ, ৮০

২২৫. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., মুসনাদু আহমদ, ২৯১৩, ২৯১৫। হাসান।

২২৬. সূরা আম্বিয়া : ৭৪

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

'বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।'[২২৭]

গ. মুফসিদ তথা দুষ্কৃতকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন,

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

'তিনি (লূত আ.) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।'[২২৮]

ঘ. জালিম তথা অত্যাচারী সাব্যস্ত করেছেন,

اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ

'(ফেরেশতারা ইবরাহীম আ.-কে বলল) আমরা এই (লূত) জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালেম।'[২২৯]

ঙ. আরও এক আয়াতে 'আদুন' তথা সীমালঙ্ঘনকারী বলে অভিহিত করেছেন,

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ

'বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'[২৩০]

৭.

মানুষের জন্য ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলার বিধান দেয়া হয়েছে। লূত সম্প্রদায়কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজে পাথরবৃষ্টি দিয়ে মেরে ফেলেছেন।

ফলাফল

সমকামিতা ব্যভিচার থেকেও অধিক ভয়াবহ গুনাহ। এ জন্যই ফুকাহায়ে কেরাম লেখেন, যদি কোনো দায়িত্ববান ব্যক্তি একদিকে নারী-পুরুষকে ব্যভিচার করা অবস্থায় দেখে এবং অন্যদিকে দুজন পুরুষকে সমকামিতায় লিপ্ত দেখে, তাহলে

---

২২৭. সূরা আরাফ : ৮১
২২৮. সূরা আনকাবুত : ৩০
২২৯. সূরা আনকাবুত : ৩১
২৩০. সূরা শুআরা : ১৬৬

তিনি প্রথমে পুরুষদ্বয়কে পরস্পর থেকে পৃথক করে বন্দী করবেন। এরপর ব্যভিচারে লিপ্ত নারী-পুরুষকে পরস্পর থেকে পৃথক করে আটক করবেন। কেননা নারী-পুরুষের মেলামেশায় বৈধতার সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো তারা স্বামী-স্ত্রী বা মুনিব-দাসীও হতে পারে। কিন্তু সমকামিতায় বৈধতার কোনো সম্ভাবনাই নেই। পরিশেষে ব্যভিচার যদি হয় মন্দ, তাহলে সমকামিতা তার চেয়ে অধিক জঘন্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা

ইসলামী শরীয়তে সমকামিতাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সমকামীর জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا

'আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে কোনো পুরুষের সঙ্গে সমকামিতা করে বা স্ত্রীর পায়ুপথে সংগম করে।'[২৩১]

সমকামিতা কতটা জঘন্য গুনাহ তা এ থেকেই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তার চেহারা দেখাকেও পছন্দ করেন না। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

'কাউকে সমকামিতায় লিপ্ত দেখলে 'কর্তা' ও 'কর্তৃ' উভয় সমকামীকেই হত্যা করে ফেলো।'[২৩২]

যেন সমকামিতায় লিপ্ত দুজনের কারোরই বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

স্ত্রীর সাথে সমকামিতা

ইসলাম স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মেলামেশাকে বৈধ করেছে এবং একে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু স্বামীকে স্ত্রীর পায়ুপথে সংগম করতে নিষেধ করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

---

২৩১. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা, ১৬৮০৩; তিরমিযী, ১১৬৫। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।
২৩২. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., সুনানু আবী দাউদ, ৪৪৬২, তিরমিযী, ১৪৫৬; ইবনু মাজাহ, ২৫৬১; মুসনাদু আহমাদ, ২৭৩২। সনদ দুর্বল।

إِتِيهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ

'তুমি স্বীয় স্ত্রী সাথে যেকোনো সময় মেলামেশা করতে পারো। তবে তা হতে হবে যোনিপথে (পায়ুপথে নয়)।'[২৩৩]

স্ত্রীর সাথে সবভাবেই মেলামেশা করার অনুমতি রয়েছে। তবে তা যোনিপথে হতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ

'সামনের দিক বা পেছনের দিক; যেকোনো দিক থেকে সংগম করতে পারো। তবে পায়ুপথ এবং হায়েজগ্রস্ত নারীর সাথে সংগম থেকে বেঁচে থাকো।'[২৩৪]

বোঝা গেল, সামনের দিক বা পেছনের দিক যেকোনো দিক থেকেই মেলামেশা করা যাবে। কিন্তু পায়ুপথ এবং হায়েজ অবস্থায় সংগম করা অবৈধ।

এক আনসারী সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন :

صِمَامًا وَاحِدًا

'কেবল এক পথেই হওয়া চাই (অর্থাৎ স্ত্রীর যোনিপথে)।'[২৩৫]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন :

مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا

'যে ব্যক্তি স্ত্রীর পায়ুপথে সংগম করে সে অভিশপ্ত।'[২৩৬]

আমর ইবনু শোয়াইব স্বীয় পিতার সূত্রে দাদা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাযি. হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِيْ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا: هِيَ اللُّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى

---

২৩৩. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., মুসনাদু আহমদ, ২৪১৪। হাসান লিগায়রিহী।

২৩৪. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., তিরমিযী, ২৯৮০; মুসনাদু আহমাদ, ২৭০৩; নাসাঈ; সুনানুল কুবরা, ৮৯২৮। হাসান লিগাইরিহী।

২৩৫. বর্ণনাকারী উম্মু সালামা রাযি., তিরমিযী, ২৯৭৯। সহীহ।

২৩৬. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সুনানু আবী দাউদ, ২১৬২; মুসনাদু আহমাদ, ৯৭৩৩। হাসান।

'স্ত্রীর পায়ুপথে সংগম করার বিষয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ বলেছেন, এটা লূত সম্প্রদায়ের কাজের ছোট অংশ (অর্থাৎ প্রকারান্তরে সমকামিতা)।'[২৩৭]

ইমাম দারেমী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় হাদীসগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনু ইয়াসার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, স্ত্রীর পায়ুপথে সংগম করা কেমন? উত্তরে তিনি বলেন :

هَلْ يَفْعَلُ ذَلكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'কোনো মুসলিম কি তা করে?'[২৩৮]

সমকামীর শাস্তি

কুরআন মাজীদে সমকামীদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا

'তোমাদের মাঝে যে দুজন সমকামিতায় লিপ্ত হয় তাদের উভয়কে শাস্তি দাও।'[২৩৯]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশকিছু হাদীসে সমকামিতার গুনাহের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। পাশাপাশি এই উম্মতের ব্যাপারে এর আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

'আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যে অপকর্মের ভয় করি তা হল লূত সম্প্রদায়ের অপকর্ম (সমকামিতা)।'[২৪০]

এই জঘন্য অপরাধকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

---

২৩৭. বর্ণনাকারী আমর ইবনু শুআইব, মুসনাদু আহমাদ, ৬৭০৬, ৬৯৬৭, ৬৯৬৮। হাসান।
২৩৮. মুসনাদু দারেমী, ১১৮২। হাসান গরীব।
২৩৯. সূরা নিসা : ১৬
২৪০. বর্ণনাকারী জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ, তিরমিযী, ১৪৫৭। হাসান।

‘কাউকে সমকামিতায় লিপ্ত দেখলে ‘কর্তা’ ও ‘কর্তৃ’ উভয় সমকামীকেই হত্যা করে ফেলো।’[২৪১]

এই হাদীসের ভিত্তিতে সমকামিতায় লিপ্ত দুজনকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই একমত। কিন্তু এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি কী হবে সে ক্ষেত্রে দুটি অভিমত রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও হাকীম রহ. বলেন, ব্যভিচার ও সমকামিতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ব্যভিচারীর জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ড রয়েছে। কিন্তু সমকামীর জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ড নেই। সুতরাং সমকামীর সাজা ব্যভিচারীর চেয়ে অধিক কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হওয়া উচিত। তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করা হবে বা হাতির পায়ের নিচে পিষে ফেলা হবে অথবা আগুনে ভস্ম করে দেয়া হবে।

হযরত আবু বকর রাযি. হযরত আলী রাযি.-এর পরামর্শে এক সমকামীকে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত খালেদ ইবেন ওলীদ রাযি. এই সাজা কার্যকর করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, খালেদ ইবনু যায়েদ, আব্দুল্লাহ ইবনু মামার যুহরী, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখের অভিমতও এটিই যে, সমকামীর শাস্তি ব্যভিচারীর চেয়ে অধিক কঠিন হবে।

দ্বিতীয় দলের অভিমত হচ্ছে, শরীয়ত ব্যভিচারের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে সমকামিতার শাস্তিও অনুরূপ হবে। হাসান বসরী, আতা ইবনু আবী রবাহ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইবরাহীম নাখয়ী, কাতাদাহ,. আওযায়ী, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ এই অভিমত পোষণ করেন।

বোঝা গেল, সমকামিতা হত্যার চেয়েও ভয়াবহ। কেননা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সমকামীর মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচার কোনো পথই নেই।

২৪১. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., সুনানু আবী দাউদ, ৪৪৬২, তিরমিযী, ১৪৫৬; ইবনু মাজাহ, ২৫৬১; মুসনাদু আহমাদ, ২৭৩২। সনদ দুর্বল।

শরীয়তে মুহাম্মাদীর সৌন্দর্য

শরীয়তে মুহাম্মাদীর সৌন্দর্যসমূহের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে, যে পথে শয়তান আক্রমণ করার আশঙ্কা থাকে শরীয়ত সেই পথই রুদ্ধ করে দেয়। যে গন্তব্যে যাওয়ার নয় শরীয়ত সেদিকে পা উঠাতেই বারণ করে। উদাহরণস্বরূপ সমকামিতা থেকে নিষেধ করতে গিয়ে শরীয়ত দাড়িবিহীন বালকদের দিকে কামাসক্তির দৃষ্টিতে দেখা থেকেই বারণ করে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কৈশোরে শরীর স্পর্শকাতর ও কোমল থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে চলাফেরা করাকেও মন্দ মনে করা হয় না। যার কারণে গুনাহ করাও সহজ হয়ে যায়।

দাড়িবিহীন বালকদের দেখা

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন :

> نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحِدَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى الْغُلَامِ الأَمْرَدِ
>
> 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাপ্তবয়স্কদের দাড়িবিহীন বালকদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন।'[২৪২]

হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

> لا تُجَالِسُوا أَبْنَاءَ الْمُلُوكِ، فَإِنَّ الأَنْفُسَ تَشْتَاقُ إِلَيْهِمْ مَا لا تَشْتَاقُ إِلَى الْجَوَارِي الْعَوَاتِقِ
>
> 'তোমরা ধনী ঘরের বালকদের সাথে বোসো না। কেননা মন তাদের থেকে এমন জিনিস কামনা করে যা রূপসি রমণীদের থেকেও করে না।'[২৪৩]

---

২৪২. ইবনু আদী; আল কামিল ফিয যুআফা, ৮/৩৮৮ [২০১৭]। সনদ দুর্বল।

২৪৩. তারীখু বাগদাদ, ৬/৪৩৭ [১৮৬৫]। এই বর্ণনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত নয়; বরং আল্লামা ইবনুল জাওযীর মতে বর্ণনাটি কোনো কোনো সালাফের মত। আল ইলালুল মুতানাহিয়া, ১২৮৫। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, সালাফগণ দাড়িবিহীন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত অপছন্দ করতেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন এবং আহমাদ রহ. নিজেদের আশেপাশে দাড়িবিহীন বালকের উপস্থিতি পছন্দ করতেন না। আল-জামিউ লি-উলূমি ইমাম আহমাদ, ১৯। ইমাম আজুররীর মতে এ ধরনের বালকের পাশে বসা এবং তাদের দৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকা উচিত। যাম্মুল লাওয়াত, ৫২। ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী মাশায়িখগণ এটা অপছন্দ করতেন। সুনানুল কুবরা, ১৩৫৬৭। তাবিঈদের এক জামাআত যুবকদের জন্য দাড়িবিহীন বালকের সঙ্গলাভকে বিষাক্ত প্রাণীর চেয়ে ভয়ংকর মনে করতেন। শুআবুল ঈমান, ৫০১৩।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলতেন :

فَإِنِّيْ أَرَى مَعَ كُلِّ امْرَأَةٍ شَيْطَانًا، وَمَعَ كُلِّ غُلَامٍ بِضْعَةَ عَشَرَ شَيْطَانًا

'নারীদের সাথে একজন করে শয়তান দেখা যায়। কিন্তু বালকদের সাথে দশেরও অধিক শয়তান দৃষ্টিগোচর হয়।'[২৪৪]

এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. লেখেন, ধনী ঘরের বালকদের সাথে উঠাবসা করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা তারা নিজেদের চেহারা, গঠন-আকৃতি এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, আপাদমস্তক পুরোটাই ফিতনা। অনেক ক্ষেত্রে তারা নারীর চেয়েও ভয়াবহ আপদে পরিণত হয়।

আল্লামা শামী রাহিমাহুল্লাহ 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে লেখেন :

فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْأَمْرَدِ إِذَا شَكَّ فِي الشَّهْوَةِ

'উত্তেজনা জাগার আশঙ্কা থাকলে নারী এবং দাড়িবিহীন বালকের চেহারার দিকে দৃষ্টি দেয়া হারাম।'[২৪৫]

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, দাড়িবিহীন সুশ্রী বালকরা নারীদের মতোই। যেন নারীর মতো তারও পুরো শরীর ঢেকে রাখা দরকার। মুহাদ্দিস ইবনুল কাত্তান লেখেন :

أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى غَيْرِ الْمُلْتَحِيْ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ بِالنَّظَرِ وَتَمَتُّعِ الْبَصَرِ بِمَحَاسِنِهِ. وَأَجْمَعُوْا عَلَى جَوَازِهِ بِغَيْرِ قَصْدِهِ اللَّذَّةَ وَالنَّاظِرُ مَعَ ذَلِكَ آمِنُ الْفِتْنَةَ

'দাড়ি গজায়নি এমন বালকের দিকে তার সৌন্দর্যের মজা নেয়ার ইচ্ছায় বা তার দিকে আসক্তির দৃষ্টিতে তাকানো হারাম। তবে যদি মজা নেয়ার উদ্দেশ্যে না হয় এবং দৃষ্টিদাতার উত্তেজনা জাগার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে দেখা জায়েয।'[২৪৬]

আল্লামা শামী রাহিমাহুল্লাহ যৌনাকাঙ্ক্ষার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

أَنَّهَا مَيْلُ الْقَلْبِ مُطْلَقًا

---

২৪৪. বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ৫০২১।
২৪৫. রদ্দুল মুহতার, ১/৪০৭।
২৪৬. রদ্দুল মুহতার, ১/৪০৭।

'মনের আকর্ষণই যৌনাকাঙ্ক্ষা।'[২৪৭]

হযরত আবু সাহল বলেন, অচিরেই এই উম্মতের মাঝে একধরনের লোকের আবির্ভাব হবে, যাদেরকে 'কিশোরপ্রেমী' বলা হবে। তাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণি থাকবে :

১. একদল শুধু সুদর্শন বালকদের দিকে দেখবে।
২. দ্বিতীয় দল তাদের সাথে সাক্ষাৎ এবং মুসাফাহা করবে।
৩. তৃতীয় দল তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হবে।

দাড়িবিহীন বালকদের ক্ষেত্রে পূর্বসূরি বুযুর্গদের কর্মপদ্ধতি

ইমাম মালেক রহ. দাড়িবিহীন বালকদেরকে হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে তাঁর মজলিসে বসতে বারণ করতেন। একবার হিশাম ইবনু আম্মার রহ—যার তখনো দাড়ি গজায়নি—চুপিচুপি লোকদের মাঝে এসে বসে যান এবং ইমাম মালেক রহ. থেকে ষোলোটি হাদীস শুনে নেন। হযরত মালেক রহ. যখন তার উপস্থিতি টের পেলেন, তাকে কাছে ডেকে ষোলোটি বেত্রাঘাত করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ প্রথমবার যখন ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট হাদীসের পাঠ শোনার জন্য এলেন তখন তিনি দাড়িবিহীন ছিলেন। তাই ইমাম আবু হানিফা রহ. তাকে বললেন, তুমি আমার সামনের দিকে বসবে না; বরং পেছনদিকে বসে হাদীস শুনবে। তাই কয়েক বছর পর্যন্ত আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ পেছনে বসেই হাদীস শুনতে থাকেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এ ক্ষেত্রে এতটাই সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, এই পুরো সময়ে তিনি একবারের জন্যও আবু ইউসুফ রহ.-এর দিকে দেখেননি। এমনকি একদিন যখন আবু ইউসুফ রহ. হাদীস পড়ে শোনাচ্ছিলেন আর সামনের দেয়ালে তার ছায়া পড়ছিল, তখন সেই ছায়া দেখে আবু হানিফা রহ. বুঝতে পারেন যে, তার দাড়ি গজিয়েছে। এরপর তিনি তাকে সামনের দিকে বসার অনুমতি দেন। সুবহানাল্লাহ! এ ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরি মনীষীগণ কতটা সতর্কতা অবলম্বন করতেন!

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর কাছে এক লোক এল। তার সাথে

---

২৪৭. রদ্দুল মুহতার, ১/৪০৭।
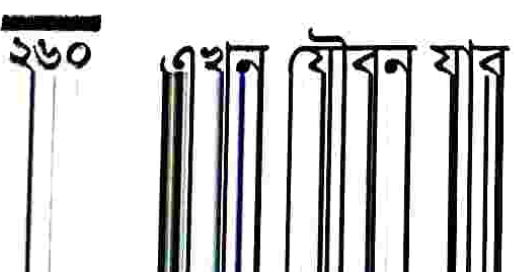
একজন বালকও ছিল। ইমাম আহমাদ রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটি কে? লোকটি বলল, আমার ভাতিজা। ইমাম আহমাদ রহ. বললেন, পুনরায় তাকে আর কখনো আমার এখানে আনবে না এবং তুমি নিজেও তাকে নিয়ে হাট-বাজারে ঘুরে বেড়াবে না। এমন না হয় যে, কেউ তোমার ব্যাপারে কুধারণা করার সুযোগ পেয়ে যায়।

হযরত শেখ ফাতাহ মাওসুলী রহ. বলতেন, আমি এমন ত্রিশজন মনীষীর সান্নিধ্য গ্রহণ করেছি যারা সকলেই 'আবদাল' পর্যায়ের ছিলেন। তারা আমাকে এ উপদেশ দিয়েছেন যে, তুমি দাড়িবিহীন বালকদের থেকে বেঁচে থাকবে।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন রহ.-এর এক শিষ্য মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন চল্লিশ বছর পর্যন্ত আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেননি। হযরত মুহাম্মাদ ইবনু আবুল কাসেম বলেন, একবার আমরা তার খেদমতে গেলাম। আমাদের সাথে একজন অল্পবয়স্ক বালকও ছিল। বালকটি তার সামনে বসল। তিনি বালককে বললেন, তুমি আমার সামনে থেকে উঠে যাও এবং পেছনের দিকে বসো।

দুজন পুরুষের এক বিছানায় শয়ন করা

এই সতর্কতার কারণেই দুজন পুরুষকে এক চাদরের নিচে শয়ন করতে নিষেধ করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

'এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে একই কাপড়ের নিচে না ঘুমায়।'[২৪৮]

এই হাদীসের আলোকে ইমাম রাযী রহ. বলেন :

لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مُضَاجَعَةُ الرَّجُلِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنَ الْفِرَاشِ

'দুজন পুরুষ একসাথে ঘুমানো জায়েয নেই। যদিও দুজন বিছানার দুই প্রান্তেই থাকুক না কেন?'[২৪৯]

এ জন্যই বাচ্চার বয়স দশ বছর হয়ে গেলেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

২৪৮. বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী রাযি., সহীহ মুসলিম, ৩৩৮।
২৪৯. তাফসীরে রাযী, ২৩/৩৬১।

ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হলো :

فرقوا بينهم في المضاجع

'তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।'

সমকামিতার কুফল

যুক্তি ও বর্ণনার আলোকে সমকামিতার কুফলগুলো এখানে আলোচনা করা হলো।

নারীর প্রতি ঘৃণা

সমকামী যেহেতু প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করে মজা পায়, তাই সে সুস্থ বিবেকবুদ্ধি এবং সহজাত প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে। সে নারীর চেয়ে পুরুষের প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করে। সমকামিতার আধিক্যের দরুন অনেক সময় সমকামী ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাসে অক্ষম হয়ে পড়ে। যার ফলে সংসার ভেঙে যায়। সমকামীর স্ত্রী এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যায় যে, তাকে তালাকপ্রাপ্তাও বলা যায় না, আবার স্বামীর অধীনস্থও বলা যায় না। এমতাবস্থায় এই নারী কীভাবে স্বস্তি পেতে পারে? যেখানে তার স্বামী তার প্রতি কোনো আকর্ষণই অনুভব করে না। এমতাবস্থায় ঘরে স্ত্রী থাকা আর তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়া একই কথা।

বংশবিস্তার রোধ করার গুনাহ

সমকামী ব্যক্তি স্বীয় বীর্য এমন স্থানে স্খলিত করে যেখানে বাচ্চা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এভাবে সে আল্লাহপ্রদত্ত আমানতের খেয়ানত করতে থাকে। ফলে সমকামিতার গুনাহের সাথে সাথে তার ভ্রূণহত্যার গুনাহও হতে থাকে।

জৈবিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত

আল্লাহ তাআলা নারীর লজ্জাস্থানকে পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের যথার্থ ও উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কোনো পুরুষ যখন স্বীয় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করে তখন স্ত্রীর লজ্জাস্থানে পুরুষের বীর্য স্খলিত হয়। যেমনিভাবে

পুরুষের বিশেষ অঙ্গেও স্ত্রী থেকে অনুরূপ তরল পদার্থ নির্গত হয়। যার ফলে জৈবিক তাড়নার দিক থেকে পুরুষ একপ্রকার প্রশান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে। এ কারণেই স্ত্রীর সাথে বেশ কয়েকবার মিলনের পরও ততটা দুর্বলতা আসে না, যতটা দুর্বলতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রক্রিয়ায় একবার মিলনের দ্বারা অনুভূত হয়।

মনে করুন, নারী যেন পুরুষের জন্য খাদ্যস্বরূপ। তাই সমকামী ব্যক্তি নারী ভিন্ন অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় যদি তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করেও নেয়, তার পরেও সে ক্ষুধার্তই রয়ে যায়। মনের মাঝে অন্যরকম একটা অস্থিরতা ও অস্বস্তিবোধ বিরাজ করে। জৈবিক প্রশান্তি বলতে যা বোঝায় সমকামিতা দ্বারা তা অর্জিত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অথচ স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার দ্বারা পূর্ণ স্বস্তি ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়। মহাসত্য আল্লাহ তাআলার মহাসত্য বাণী এর সাক্ষ্য বহন করে :

اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا

'তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তার কাছে স্বস্তি পেতে পারো।'[২৫০]

স্নায়ুবিক দুর্বলতা

সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রক্রিয়া হওয়ার ফলে তা স্নায়ুবিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শারীরিক সক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। সমকামী ব্যক্তির এমন মনে হতে থাকে, যেন তার শরীর কেউ নিংড়ে দিয়েছে। ক্লান্তি কাটার আগেই স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা

সমকামী ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি অনেক দুর্বল হয়ে যায়। প্রথমত কোনো কিছু মুখস্থই হয় না। কোনোভাবে মুখস্থ করে নিলেও আবার দ্রুতই ভুলে যায়। সমকামিতায় আসক্ত যুবক তালিবে ইলমরা যদি কষ্ট-মেহনত করে পাঠ মুখস্থ করেও নেয়, তারপরেও সবক শোনানোর সময় বা পরীক্ষায় লেখার সময় তা এভাবে ভুলে যায় যেন সে তা কখনো মুখস্থই করেনি।

---

২৫০. সূরা রুম : ২১

চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া

সমকামী ব্যক্তির চেহারা অনুজ্জ্বল ও জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে। যৌবনকালেই চেহারায় ভাঁজ পড়তে শুরু করে। চোখের চারপাশে কালি পড়ে যায়। চেহারায় লাবণ্য ও আকর্ষণ থাকে না বললেই চলে।

বিশেষ অঙ্গের ক্ষতিসাধন

সমকামিতার ফলে পুরুষাঙ্গ বেঁকে যায়। উত্থান-ক্ষমতা হারিয়ে নেতিয়ে পড়ে। অনেক সময় নপুংসকও হয়ে যায়। সিফিলিস, গনোরিয়া, সাইকোসিসের মতো ভয়াবহ যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ সকল রোগের কারণে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে যায়।

ওষুধহীন অস্থিরতা

ব্যভিচারী ব্যক্তি যেমন নারী দেখলে তার উত্তেজনা জাগ্রত হয়, তদ্রূপ সুদর্শন যুবক এবং পুরুষদের দেখার দ্বারা সমকামী ব্যক্তিরও উত্তেজনা জেগে ওঠে। ব্যভিচারীর জন্য পরনারীর সাথে পর্দা করা সহজ। কিন্তু সমকামীর জন্য পুরুষ থেকে দূরে থাকা কঠিন। যার ফলে সমকামীর অস্থিরতার কোনো চিকিৎসা নেই। যেখানেই যাবে তাকে পুরুষের সাথেই হাঁটাচলা, ওঠাবসা করতে হবে। এমনকি মসজিদে আসার পর যেখানে অন্যদের অন্তর আল্লাহর তাআলার ভয়ে ছেয়ে যায়, তখনো কোনো পুরুষের প্রতি দৃষ্টি পড়ার দ্বারা সমকামীর কামবাসনা জেগে ওঠে। জামাতে নামাযের সময় সামনের কাতারের পুরুষকে রুকু-সিজদা করতে দেখে তার বিশেষ অঙ্গ উত্থিত হয়ে যায়। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন :

میں سر بسجدہ ہوا کبھی ... تو زمیں سے آنے لگے صدی

تیرا دل تو صنم آشنا ... تجھے کیا ملے گا نماز سے

‘যখনই আমি জমিনে, সিজদায় লুটাই মাথা,
দেখোনি তুমি অন্তরে, সেথায় মূর্তিপ্রেম গাঁথা।
জমিন আমায় ধিক্কারে তুলে গর্জন,
নামাযে তোমার কী হবে অর্জন?’

পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট

সমকামী এমন কাজ করে যা পশুরাও করে না। তাই সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। সমকামিতা মানব-চরিত্রে বড় ধরনের কুপ্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে মানুষেরা সমকামীদের সাথে মিশতে সংকোচবোধ করে।

দুরারোগ্য ব্যাধি

সমকামী এইডসের মতো মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যায়। এখনো পর্যন্ত যার চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। এ রোগ সমকামী থেকে তার স্ত্রীর মাঝে ছড়িয়ে যেতে পারে। ভবিষ্যতে সন্তান-সন্ততির মাঝেও এ রোগের কুপ্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারে। সমকামিতার কারণে পরকালের শাস্তি তো আছেই, অধিকন্তু দুনিয়ার সাজাই-বা কম কিসে? এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তি তো চলাফেরাকারী জীবন্ত লাশের ন্যায়।

দুষ্পরিহর নাপাকি

সমকামিতা এমন নোংরা অপরাধ যার ফলে সমকামী ব্যক্তি সারাক্ষণ আধ্যাত্মিকভাবে অপবিত্র থাকে। মুহাদ্দিস ইবনু আবিদ দুনিয়া মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন :

> لَوْ أَنَّ الَّذِي يَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ اغْتَسَلَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ فِي السَّمَاءِ وَكُلِّ قَطْرَةٍ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَزَلْ نَجِسًا
>
> ‘যারা এ কাজ করে তারা আসমান-জমিনের প্রতি ফোঁটা পানি দিয়ে গোসল করলেও নাপাকই থাকবে।’[২৫১]

হযরত ফুযাইল ইবনু আয়ায থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে :

> لَوْ أَنَّ لُوطِيًّا اغْتَسَلَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنَ السَّمَاءِ لَقِيَ اللهَ غَيْرَ طَاهِرٍ
>
> ‘সমকামী ব্যক্তি আকাশের প্রতি ফোঁটা পানি দিয়ে গোসল করলেও আল্লাহর সামনে নাপাক অবস্থায় উঠবে।’[২৫২]

---

২৫১. যাম্মুল মালাহী, ১৩৬।
২৫২. ইবনুল জাওযী; যাম্মুল হাওয়া, ২০৮।

এর চেয়ে লাঞ্ছনার কথা আর কী হতে পারে যে, সমকামী ব্যক্তি আসমান-জমিনের সব পানি দিয়ে গোসল করলেও কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে নাপাক অবস্থায় উঠবে।

আল্লামা আলুসী রহ. স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ 'রুহুল মাআনীতে' এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন :

إِنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْلُ عَنْهُ ذٰلِكَ الْإِثْمَ الْعَظِيْمَ، الَّذِيْ بَعَّدَهُ عَنْ رَبِّهِ

'নিশ্চয়ই পানি তার থেকে ওই গুনাহ দূর করতে পারে না, যার দরুন সে তার রব থেকে দূরে সরে গেছে।'[২৫৩]

এ জন্যই কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমকামী ব্যক্তির চেহারা দেখাও পছন্দ করবেন না। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا

'আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে কোনো পুরুষের সঙ্গে সমকাম করে বা স্ত্রীর পায়ুপথে সংগম করে।'[২৫৪]

মন্দ মৃত্যু, অশুভ পরিণতি

সমকামী ব্যক্তি সমকামিতা থেকে খাঁটি তাওবা করে ফিরে না এলে মৃত্যুর সময় তার কালিমা নসীব হয় না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ

'যে নারীদের সাথে সমকামিতা করে সে কুফরী করল।'[২৫৫]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

'যে হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস

---

২৫৩. তাফসীরে আলুসী, ৪/৪১০।

২৫৪. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা, ১৬৮০৩; তিরমিযী, ১১৬৫। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

২৫৫. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., তাবরানী; মু'জামুল আওসাত, ৯/৭৮ [৯১৭৯]। সহীহ।

করে অথবা কোনো গণকের কাছে গমন করে, সে যেন মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।'[২৫৬]

এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামিতা এতই জঘন্য অপরাধ, যার কারণে মন্দ মৃত্যু ও অশুভ পরিণতির আশঙ্কা থাকে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. 'আল-জাওয়াবুল কাফী' গ্রন্থে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন,

এক ব্যক্তি একজন সুদর্শন বালককে পছন্দ করত। কিন্তু বালকটি তাকে ঘৃণা করত। লোকটি বালকের প্রতি এত বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছিল যে, বালককে না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকটি চাইত বালক 'আসলাম' যেন তার কাছে চলে আসে। কিন্তু সে এল না। অবশেষে যখন তার মৃত্যুর সময় চলে এল, মৃত্যুর আগে সে কবিতা আবৃত্তি করল :

أَسْلَمُ يَا رَاحَةَ الْعَلِيْلِ ... وَيَا شِفَا الْمُدْنَفِ النَّحِيْلِ

رِضَاكَ أَشْهَى إِلَى فُؤَادِي ... مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيْلِ

'আসলাম' হে রোগীর প্রশান্তি,

হে দুর্বল হৃদয়ের শক্তি!

এ মন উতলা দেখতে তোমার হাসি,

মহান স্রষ্টার দয়ার চেয়েও বেশি!

পাশের কোনো ব্যক্তি বলল, "يَا فُلَانُ اتَّقِ اللهَ" (হে অমুক, আল্লাহকে ভয় করো)। সে বলল "قَدْ كَانَ" (এমনই হয়েছে)। এরই মধ্যে তার প্রাণপাখি উড়ে গেল। আল্লাহ্ আমাদের অশুভ পরিণতি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।[২৫৭]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এ প্রসঙ্গে লেখেন :

إِنَّ هٰذَا الْمَرَضَ وَهٰذَا الْعِشْقَ تَارَةً يَكُوْنُ كُفْرًا: لِمَنِ اتَّخَذَ مَعْشُوْقَهُ نِدًّا يُحِبُّهُ كَمَا يُحِبُّ اللهَ

'এ ব্যাধি এবং প্রেমাসক্তি কখনো কুফরীর মতো হয়ে থাকে। যেমন

২৫৬. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., তিরমিযী, ১৩৫; আবু দাউদ, ৩৯০৪; ইবনু মাজাহ, ৬৩৯; মুসনাদু আহমাদ, ১০১৬৭। হাসান শাহেদ।
২৫৭. আল জাওয়াবুল কাফী, ১৬৮।

সে তার প্রেমাস্পদের ডাককে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসে।'[২৫৮]

তিনি সমকামীদের জন্য কিছু কবিতাও রচনা করেছেন।

فَيَا نَاكِحِي الذُّكْرَانِ يَهْنِيكُمُ الْبُشْرَى * فَيَوْمَ مَعَادِ النَّاسِ إِنَّ لَكُمْ أَجْرًا
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَازْنُوا وَلُوطُوا وَأَبْشِرُوا * فَإِنَّ لَكُمْ زَفْرًا إِلَى الْجَنَّةِ الْحَمْرَا
فَإِخْوَانُكُمْ قَدْ مَهَّدُوا الدَّارَ قَبْلَكُمْ * وَقَالُوا إِلَيْنَا عَجِّلُوا لَكُمُ الْبُشْرَى
وَهَا نَحْنُ أَسْلَافٌ لَكُمْ فِي انْتِظَارِكُمْ * سَيَجْمَعُنَا الْجَبَّارُ فِي نَارِهِ الْكُبْرَى
وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ الَّذِينَ نَكَحْتُمُو * يَغِيبُونَ عَنْكُمْ بَلْ تَرَوْنَهُمْ جَهْرًا
وَيَلْعَنُ كُلًّا مِنْكُمَا بِخَلِيلِهِ * وَيَشْقَى بِهِ الْمَحْزُونُ فِي الْكَرَّةِ الْأُخْرَى
يُعَذِّبُ كُلًّا مِنْهُمَا بِشَرِيكِهِ * كَمَا اشْتَرَكَا فِي لَذَّةٍ تُوجِبُ الْوِزْرَا

'হে পুরুষাকামী কাপুরুষের দল! তোমাদের জন্য সুখবর
পুনরুত্থান দিবসে তোমরা পাবে বিশাল খবর (বিনিময়)।'
'খাও, পান করো, ফুর্তিতে করো ব্যভিচার,
এসব তোমাদের ব্যভিচার স্বর্গে করবে পার।'
'ইতিপূর্বে তোমাদের ভাইয়েরা বানিয়েছে ঘর
তারা বলছে, দ্রুত এসো আমাদের কাছে
তোমাদের জন্যেও আছে শাস্তির সুখবর!'
'আমরা তোমাদের পূর্বসূরি রয়েছি অপেক্ষায়
আমাদের জমা করবেন আল্লাহ্ আগুনের শিখায়।'
'সুতরাং কোরো না এমন ধারণা
যাদের সাথে করেছিলে জিনা
সেদিন রবে তারা অদৃশ্যে,
বরং তারা সামনেই থাকবে প্রকাশ্যে।'
'তাদের প্রত্যেকেই বন্ধুকে করবে ভর্ৎসনা,
এভাবেই পৃথক হবে পুনরুত্থানে লাঞ্ছিতরা।'

---

২৫৮. আল জাওয়াবুল কাফী, ২১১.

'প্রত্যেকেই তার সাথিসহ একত্রে পাবে সাজা,
পাপবাহী একই স্বাদে যেমন দুজনেই ছিল রাজা।'[২৫৯]

২. নারী-সমকামিতা

যখন দুজন নারী পরস্পর মিলিত হয়ে নিজেদের জৈবিক স্বাদ চরিতার্থ করে তাকে নারী-সমকামিতা বলে। ইবনু কুদামা রহ. লেখেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ

'এক নারী অপর নারীর সাথে মেলামেশা করলে উভয়ই ব্যভিচারিণী।'[২৬০]

হযরত ওয়াসেলা ইবনু আসকা বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ

'নারীদের পরস্পর মেলামেশা ব্যভিচার।'[২৬১]

যদিও নারীদের এমন কাজে ব্যভিচারের গুনাহ হবে, কিন্তু এর ওপর শরয়ী দণ্ড প্রয়োগ হবে না। তবে শাস্তি দেয়া হবে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন কোনো পুরুষ পরনারীর লজ্জাস্থানে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ না করিয়ে শুধু চুমু এবং জড়াজড়ির মাধ্যমে জৈবিক স্বাদ ভোগ করল। এটিও লূত সম্প্রদায় থেকেই শুরু হয়েছে। হযরত হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ حِينَ اسْتَغْنَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ ، وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ

'বস্তুত লূত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে কথা তখন পূর্ণ হয়েছিল যখন তাদের নারীরা পুরুষদের থেকে এবং পুরুষরা নারীদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গিয়েছিল।'[২৬২]

---

২৫৯. আল জাওয়াবুল কাফী, ১৭৩-১৭৪.
২৬০. বর্ণনাকারী আবু মূসা আশআরী, বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ৫০৭৫। সনদ দুর্বল।
২৬১. বর্ণনাকারী ওয়াসিলা ইবনু আসকা রাযি., বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ৫০৮২। সনদ দুর্বল।
২৬২. বর্ণনাকারী হুযাইফা রাযি., বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ৫০৭৭। সনদ দুর্বল।

আল্লামা আলুসী রহ. বর্ণনা করেন, আবু হামযা রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আলী রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তাআলা লূত সম্প্রদায়ের নারীদের কি তাদের পুরুষদের কারণে শাস্তি দিয়েছিলেন? জবাবে তিনি বললেন :

اللهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ , اسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ , وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

'আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ। আসলে তাদের নারীরা পুরুষদের থেকে এবং পুরুষরা নারীদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গিয়েছিল।'[২৬৩]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ লেখেন :

لَكِنْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِذَلِكَ، لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا اسْمُ الزِّنَى الْعَامُّ، كَزِنَى الْعَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالْفَمِ

'কিন্তু তাদের ওপর শরয়ী দণ্ড আবশ্যক নয়। অর্থাৎ সমকামী নারীদের ওপর। কেননা তাদের মাঝে লজ্জাস্থানের পারস্পরিক প্রবেশ করানো পাওয়া যায় না। যদিও এ কাজের ওপরও সাধারণ ব্যভিচার শব্দ প্রযোজ্য হবে। যেমন : চোখের ব্যভিচার, হাতের ব্যভিচার, পায়ের ব্যভিচার, মুখের ব্যভিচার।'[২৬৪]

এ থেকে বোঝা যায় যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে লজ্জাস্থান প্রবেশ করানো না পাওয়া যাওয়ার কারণে শরীয়ত তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করেনি। কিন্তু যৌন-চাহিদা পূরণের দিক থেকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, এক নারী অপর নারীর সাথে সমকামিতার দ্বারা স্বীয় যৌনপিপাসা মিটিয়ে নিচ্ছে। তার শরীর থেকে নির্গত বীর্য নষ্ট হওয়ার মাধ্যমে মানুষের বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটছে।

এই পন্থায় জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার ফলে নারীদের মন ও চোখ থেকে লাজলজ্জা উঠে যায়। যে নারী স্বীয় লাজলজ্জার হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকার কথা ছিল, সে এখন অন্য নারী ও যুবতিদের খারাপ পথে পরিচালিত হওয়ার মাধ্যম হচ্ছে। শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে বেড়াচ্ছে। যেমনিভাবে খারাপ পুরুষেরা পরনারীকে ফুসলানোর চেষ্টায় থাকে, তদ্রূপ সমকামী নারীও অন্য যুবতিদের স্বীয় জালে ফাঁসানোর চেষ্টা করে। অন্য মেয়েদের দেখার দ্বারা তার

২৬৩. বর্ণনাকারী হুযাইফা রাযি., বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ৫০৮১।
২৬৪. আল জাওয়াবুল কাফী, ১৭৭।

অন্তরে যৌনতরঙ্গ আছড়ে পড়ে। তখন সে 'কর্তা' হয়ে স্বীয় মজা লুটে নেয়। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ

'সুতরাং যারা এতদ্ব্যতীত অন্য কাউকে কামনা করবে, তারাই হলো সীমালঙ্ঘনকারী।'[২৬৫]

চতুর্থ প্রকার : পশুর সাথে ব্যভিচার

কখনো কখনো মানুষ যৌনাকাঙ্ক্ষার এত গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত পশুর সাথে ব্যভিচার করে বসে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ

'যে কোনো পশুর সাথে ব্যভিচার করে সে অভিশপ্ত।'[২৬৬]

পশুর সাথে ব্যভিচার করা সমকামিতার চেয়েও বড় গুনাহ। হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন :

وَلَا رَيْبَ أَنَّ الزَّاجِرَ الطَّبْعِيَّ عَنْ إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ أَقْوَى مِنَ الزَّاجِرِ الطَّبْعِيِّ عَنِ التَّلَوُّطِ

'নিশ্চয়ই পশুর সাথে ব্যভিচার করা সমকামিতা থেকে অধিক মারাত্মক।'[২৬৭]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন :

مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ

'যে ব্যক্তি পশুর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে হত্যা করো। এবং তার সাথে পশুটিকেও মেরে ফেলো।'[২৬৮]

---

২৬৫. সূরা আল-মুমিনূন : ৭

২৬৬. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., মুসতাদরাকু হাকীম, ৮০৫৩; তিরমিযী, ১৪৫৬। ইমাম তিরমিযীর সনদ সহীহ।

২৬৭. আল জাওয়াবুল কাফী, ১৭৬।

২৬৮. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযি., সুনানু আবী দাউদ, ৪৪৬৪। সনদ দুর্বল।

এ ক্ষেত্রে আলেমদের থেকে দুই ধরনের বক্তব্য রয়েছে :

এক দলের অভিমত হচ্ছে, পশুকামীর ওপর ব্যভিচারের দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।

অপর দলের অভিমত হচ্ছে, পশুকামীর ওপর সমকামীর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। মোটকথা, যে শাস্তিই দেয়া হোক না কেন, সে তার উপযুক্ত।
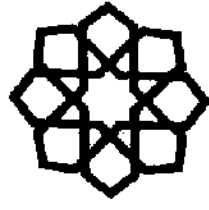
সপ্তম অধ্যায়

ব্যভিচারের কুফলসমূহ

খারাপ কাজের ফল সর্বদা খারাপই হয়; বরং কর্ম যত খারাপ হবে তার ফলও তত বেশি খারাপ হবে। ব্যভিচারী ব্যক্তি যেহেতু অনেক বড় ধরনের গুনাহ সম্পাদনকারী, তাই তাকে বহুমুখী ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তার ওপর 'যেমন কর্ম তেমন ফল'-এর নীতি প্রয়োগ হয়। আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত 'সাজা' ও 'জাযার' নীতিমালা শেষ পর্যন্ত তাকে পাকড়াও করে নেয়। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ :

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ

'যে কোনো মন্দ কাজ করবে, সে তার প্রতিদান পাবে।'[২৬৯]

এখানে ব্যভিচারী ব্যক্তিকে যে সকল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

(ক) জীবিকার ক্ষতি

ব্যভিচারী ব্যক্তি জীবিকার ক্ষেত্রে নানা রকম পেরেশানীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন :

১. বরকতহীনতা

ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার দরুন ব্যভিচারীকে জীবিকার বরকত থেকে বঞ্চিত করে

২৬৯. সূরা নিসা : ১২৩

দেয়া হয়। পক্ষান্তরে গুনাহ্ বর্জন ও তাকওয়া অবলম্বনের ফলে বরকতের দরজা খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

'যদি জনপদবাসী ঈমান আনতো এবং নেক আমল করত, তাহ্লে আমি তাদের জন্য আকাশ এবং জমিনের বরকতসমূহ্ উন্মোচন করে দিতাম।'[২৭০]

জীবিকার মাঝে বরকতহীনতার এই ফল প্রকাশ পেতে থাকে। ব্যভিচারী ব্যক্তি পানির মতো সম্পদ খরচ করেও তার কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি কোটিপতি হওয়া সত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত থাকে। কখনো মানুষের ঋণ আদায় করতে হয়, কখনো-বা ব্যাংকের লোন পরিশোধ করতে হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করার পরও সে টেরও পায় না যে, টাকা কোন দিক দিয়ে শেষ হয়ে যায়। সম্পদ উপার্জিত হতে দেখা যায়। কিন্তু ফুরিয়ে যাওয়া চোখে পড়ে না। সবকিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খরচের চাহিদা পূরণ হয় না। 'কোন প্রয়োজন উপেক্ষা করে কোনটা পূরণ করি' সদৃশ পরিস্থিতিতে পড়ে যায়।

২. রিযিকের সংকীর্ণতা

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার রিযিককে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়।'[২৭১]

ব্যভিচারী যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার বিধানের পরোয়া করে না, তাই অধিকাংশ সময় সে জীবিকার সংকীর্ণতায় ভোগে। হালাল রিযিকের স্বল্পতা দেখা দেয়। যার দরুন সে হারাম উপার্জনের পথ খুঁজে নেয়। অতঃপর হারাম উপার্জন দ্বারা হারাম কাজ করে বেড়ায়। এমন অনেক লোকের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রয়েছে যে শাহী খাবার-দাবার, সম্ভ্রান্ত বংশ ও ধন-দৌলতের স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে ছিল।

---

২৭০. সূরা আরাফ : ৯৬
২৭১. সূরা তোয়াহা : ১২৪

অতঃপর যখন যৌবনে পদার্পণ করল, যৌন-চাহিদার প্রবল ঝড় দমিয়ে রাখতে পারল না। ব্যভিচারে লিপ্ত হতে থাকল। ফলে একসময় এমন অধঃপতনের শিকার হলো যে, ব্যাংক-ব্যালেন্স সব ফুরিয়ে গেল। সহায়-সম্পদ সব শেষ হয়ে গেল। মাথা গোঁজার অবলম্বনটুকু রইল না। পিতা যে শহরের নবাব ও নগরপতি ছিল ব্যভিচারী পুত্র সেই শহরের অলিগলিতে হাত পেতে বেড়ায় আর ভিক্ষার গীত গায়।

اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا

'মস্তবড় দুনিয়ায়, দেখার কেউ নেই এই আমায়।'

৩. সফলতার পথ অবরুদ্ধ

ব্যভিচারী ব্যক্তি যদি তাওবা না করে তাহলে সময় বাড়ার সাথে সাথে তার জন্য সফলতার পথ অবরুদ্ধ করে দেয়া হয়। তার সব কাজই অপূর্ণ থেকে যায়। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পরেও সে তার কাজ গুছিয়ে নিতে পারে না। যখনই কোনো কাজ পূর্ণতায় পৌঁছার নিকটবর্তী হয়, কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতা এসে যায়। কখনো ব্যবসায়িক চুক্তি পূর্ণ করতে পারে না। কখনো মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য সম্বন্ধ মেলাতে পারে না। যে কাজই শুরু করে তা-ই অপূর্ণ রয়ে যায়।

একসময় সে নিজেই বলতে থাকে, 'কী এক সময় ছিল, যখন মাটি স্পর্শ করলে সোনায় পরিণত হতো। আর এখন তো সোনাও মাটি হয়ে যাচ্ছে।' তার কাছে মনে হতে থাকে কেউ হয়তো (জাদু-টাদু) কিছু করেছে। তার জীবিকা আটকে দিয়েছে। বিয়ে বন্ধ করে রেখেছে। আসলে কেউই কিছু করেনি; বরং তার নিজ কৃতকর্মের ফলেই তার সফলতার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

৪. বিপদাপদ ও দুর্দশা

ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় তার ওপর বিপদাপদ ও দুর্দশার ঢল নামতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

'তোমাদের ওপর যে বিপদ আপতিত হয় তা তোমাদের নিজ হাতের উপার্জন।'[২৭২]

---

২৭২. সূরা শুরা : ৩০

তাসবীহ্দানা ছিঁড়ে গেলে যেমন একের পর এক দানা নিচে পড়তে থাকে, তেমনিভাবে ব্যভিচারীর ওপর একের পর এক বিপদাপদ আসতেই থাকে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কী অবস্থা? দিনকাল কেমন যাচ্ছে? উত্তর আসে, Life is very difficult (জীবন বড় কঠিন), যেন ব্যভিচারী নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছে যে জীবন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ

'শাস্তি এমনই হয়ে থাকে। পরকালের শাস্তি আরও ভয়াবহ।'[২৭৩]

হযরত আবু বকর রাযি. যখন খলীফা হিসেবে নিযুক্ত হলেন তখন সর্বসাধারণের বাইআত গ্রহণের পর ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ইরশাদ করেন, যে সম্প্রদায়ে গুনাহ ব্যাপকতা লাভ করে আল্লাহ্ তাআলা সে সম্প্রদায়ে বিপদাপদ বর্ষণ করেন।

৫. দুর্ভিক্ষ

যখন কোনো জনপদে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে সর্বজনীন কুপ্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে। মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ

'যে জাতিতেই ব্যভিচার ছড়িয়ে যায়, তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেয়া হয়।'[২৭৪]

কখনো বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। কখনো ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়। জমিনে ফলন কমে যায়। যদি শাক-সবজি ও ফলফলাদির ফলন হয়েও থাকে, বিভিন্ন ব্যাধি ও কীটপতঙ্গের উৎপাত এত বেড়ে যায় যে, উৎপাদিত ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। ফুলে ঘ্রাণ থাকে না। ফলগুলো স্বাদহীন হয়ে পড়ে। মানুষের মাঝ থেকে আমানতদারি উঠে যায়। এমন মনে হতে থাকে, যেন কোনো একজন সকল জিনিস থেকে রুহ্ বের করে নিয়েছে।

---

২৭৩. সূরা আল-কলম : ৩৩

২৭৪. বর্ণনাকারী আমন ইবনুল আস রাযি., মিশকাত, ৩৫৮২। ইমাম তাবরিযি ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে যিনা (ব্যভিচার) শব্দ উল্লেখ করলেও মুসনাদু আহমাদে রিবা তথা সুদের উল্লেখ রয়েছে, ১৭৮২২। সনদ দুর্বল।

یہ خلاف ہو گیا آسمان یہ ہوا زمانے کی پھر گئی
کہیں گل کھلے بھی تو بو نہیں کہیں حسن ہے تو وفا نہیں

'এ আকাশ বিরোধী হয়েছে প্রকৃতির
এ বাতাস বয়ে চলেছে কালের ওপর,
কোথাও ফুল ফুটলেও তা গন্ধহীন
কোথাও সৌন্দর্য থাকলেও তা আস্থাহীন।'

(খ) সামাজিক কুফল

ব্যভিচারের সামাজিক কুফলগুলো নিম্নরূপ :

১. মানুষের প্রতি বিরক্তি

ব্যভিচারীর অন্তরে জনসাধারণের প্রতি বিরূপভাব জন্ম নেয়। ব্যভিচারী ব্যক্তির মানুষের সাথে মেলামেশা অনেক কমে যায়। একাকিত্ব তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। যার দরুন কোনো আড্ডায়ও মন বসে না। কোনো কবি খুব সুন্দর বলেছেন :

باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل
اب کہاں لے جاکے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم

'বাগানে বসে না মন, মরুতে ঘাবড়ে যায়
এই পাগলকে নিয়ে এখন বসি বলো কোথায়?'

ব্যভিচারী স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। সে মানুষদের থেকে বিমুখ হয়ে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। কবির ভাষায় :

رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو
ہمنوا کوئی نہ ہو اور رازداں کوئی نہ ہو
پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار
اور اگر مر جایئے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو

'অবস্থান এখন এমন স্থানে, যে পথে চলে না কেউ
না আছে সহযাত্রী, না মনোবেদনা শোনার কেউ।
অসুস্থ হলে নেই কেউ শুশ্রূষাকারী,
মরে গেলে নেই কেউ করবে আহাজারি।'

২. সাজানো সংসার বরবাদ

ব্যভিচারের কারণে অধিকাংশ সাজানো সংসার বরবাদ হয়ে যায়। ব্যভিচারী স্বামী নিজ স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না। অথচ তার স্ত্রীর মাঝে রূপ ও সৌন্দর্যের কোনো কমতিও থাকে না। অনুরূপভাবে ব্যভিচারিণী স্ত্রী তার স্বামী ও সংসারের প্রতি অমনোযোগী হয়ে যায়। শেষ পরিণতি এই হয় যে, হাসিখুশিতে ভরা সাজানো সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। যে ঘরে বসন্তের সুবাস বিরাজ করত, সেই ঘর দুর্ভিক্ষের হাহাকারে ছেয়ে যায়। যখন বাস্তবতা প্রকাশ পায় তখন বিচ্ছেদ-ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।

زانی تمہیں اس موڑ پر لے آئیں گے حالات
ہنسنا تو بڑی بات ہے تم رو نہ سکو گے

'হে ব্যভিচারী! পরিস্থিতি তোমায়
পৌঁছাবেই সেই চত্বরে,
কান্নাও করতে পারবে না তুমি
হাসা তো বহুদূরে!'

৩. লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা

ব্যভিচারী নিজ হাতে নিজের সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দেয়। স্রষ্টার কাছেও তার মর্যাদা থাকে না। মানুষের দৃষ্টিতেও মর্যাদাহীন হয়ে যায়। লোকে সামনাসামনি জি হুজুর জি হুজুর করলেও পেছনে বদনাম ছড়ায়। বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার সন্তানরা তাকে সম্মান করে না। কুরআন মাজীদে হযরত লূত আ.-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

'অতঃপর আমরা তাদের উল্টিয়ে দিয়েছি এবং তাদের ওপর পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করেছি।'[২৭৫]

দুনিয়াতে এটি চূড়ান্ত পর্যায়ের শাস্তি যে, তাদের ওপর পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে এবং তাদেরকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। এর সূচনা এভাবে হয়ে থাকে যে, শুরুতে ব্যভিচারের কারণে মানুষ সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্ছিত হতে থাকে এবং

---

২৭৫. সূরা হিজর : ৭৩

উন্নতির পরিবর্তে অবনতির শিকার হতে থাকে। চারপাশ থেকে তার ওপর অভিযোগ ও অপবাদের ভারী বর্ষণ হতে থাকে। কবির ভাষায় :

یوں ہی ذرا خموش جو رہے لگی ہیں ہم ... لوگوں نے کیسے کیسے فسانے بنالئے

'যখনই একটু চুপ রয়েছি আমরা,

কত কাহিনি যে বানিয়ে নিয়েছে লোকেরা।'

অবিবাহিত যুবক/যুবতিও যদি ব্যভিচার করে, এর কারণে বড়দেরও অপমানিত হতে হয়। কুরআন মাজীদে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত মারইয়াম আ. যখন তাঁর পুত্রকে নিয়ে লোকদের কাছে এলেন তখন লোকেরা বলল :

يَا أُخْتَ هَارُوْنَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

'হে হারুনের বোন! তোমার পিতা তো মন্দ লোক ছিল না। আর তোমার মাতাও ব্যভিচারিণী ছিল না।'[২৭৬]

লক্ষ করুন, ব্যভিচারের অপবাদ তো হযরত মারইয়াম আ.-এর ওপর ছিল। কিন্তু লোকেরা ইঙ্গিতে বাবা, মা ও ভাইয়ের নামও নিয়ে নিল। এমনই হয়। অপরাধ ছোটরা করলেও তার দায় বড়দের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। উঠতে-বসতে তাদের অপমানিত হতে হয়।

দ্বিতীয় আরেকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন, হযরত লূত আ. তাঁর সম্প্রদায়কে অপকর্ম থেকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু লোকেরা বিরত হয়নি; বরং গুনাহ করতেই থাকল। পরিশেষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি এসে গেল। এই ঘটনায় হযরত লূত আ. তো নির্দোষ ছিলেন। তিনি তো লোকদের অনেক বুঝিয়েছিলেন। তাদের দাওয়াত দেয়ায় তিনি সামান্যতম উদাসীনতা বা অলসতা করেননি। এতৎসত্ত্বেও পরবর্তী লোকেরা যখন এই ঘটনার আলোচনা করেছে, পুরুষের সাথে পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের (সমকামিতার) এই গুনাহের নাম 'লেওয়াতত' বা 'লূতী-অপকর্ম' রেখে দিয়েছে।

৪. বংশের মুখে চুনকালি

ব্যভিচারের দরুন যদি কোনো নারী গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে এই অবৈধ সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে কেবল একটি পরিবারই নয়, বরং পুরো বংশের মান-সম্মান,

২৭৬. সূরা মারইয়াম : ২৮

ইজ্জত সব ধূলিসাৎ হয় যায়। বংশের গায়ে কলঙ্ক লেগে যায়। এই অপমান থেকে বাঁচতে গিয়ে অধিকাংশ সময় গর্ভ নষ্ট করে ফেলা হয়। এভাবে মহিলা প্রথমে তো শুধু ব্যভিচারিণী ছিল, এখন হত্যাকারী ও জালেমে পরিণত হলো। কেয়ামতের দিন এই শিশু গায়ের জামা ধরে জানতে চাইবে আমাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? দুনিয়াতেও অপমান, আখেরাতেও অপদস্থতার শিকার হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

'দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততা।'[২৭৭]

৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

পরস্পর আত্মীয় নারী-পুরুষ যখন চুপি চুপি প্রেম করে একপর্যায়ে ব্যভিচার করে ফেলে, এ ঘটনা প্রকাশ পেলে উভয় পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা যে সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন, ব্যভিচারের ফলে মানুষ ওই সম্পর্ক ছিন্ন করায় উদ্যোগী হয়। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ :

وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ

'আল্লাহ যে সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন, তারা তা ছিন্ন করে।'[২৭৮]

এ ক্ষেত্রে ব্যভিচারের গুনাহের সাথে সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহও হলো। বিবাহিত নারীর ব্যভিচারের ফলে তা তালাক পর্যন্ত গড়ায়। এর দ্বারা দুটি পরিবার পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। যদি দেবর-ভাবির মাঝে ব্যভিচার সংঘটিত হয়, তাহলে দুই সহোদর ভাই একে অপরের চেহারা দেখাও পছন্দ করে না। যে সম্পর্ক তরবারি দ্বারাও ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না, তা এই গান্ধা ব্যভিচারের ফলে সহজেই শেষ হয়ে যায়।

৬. হত্যা ও বিপর্যয়

ব্যভিচারের ফলে কখনো কখনো দুটি পরিবারে, কখনো-বা দুটি বংশের মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। কখনো তা খুনাখুনি পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। নারীকে তার ঘরের লোকেরাই খুন করে ফেলে। পুরুষকে নারীর পরিবারের কেউ হত্যা করে দেয়।

---

২৭৭. সূরা হজ : ১১
২৭৮. সূরা বাকারা : ২৭

কখনো জোরপূর্বক ব্যভিচার করে নারীকে মেরে ফেলা হয়। কখনো নারী তার প্রেমিকের সাথে মিলার জন্য ষড়যন্ত্র করে স্বীয় স্বামীকে হত্যা করে ফেলে। কখনো ব্যভিচারের লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে বাঁচার জন্য নারী-পুরুষ উভয়েই আত্মহত্যা করে নেয়।

মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের সর্বপ্রথম খুন এক ভাইয়ের হাতে অপর ভাইয়ের নিহত হওয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল; আর তার নেপথ্যেও ছিল নারীজনিত কারণ।

حصول زن سے ہے ساری کائنات میں جنگ

'বিশ্বব্যাপী যত যুদ্ধ-বিগ্রহ
সবটাই তার নারীর অনুগ্রহ!'

(গ) আত্মিক অবক্ষয়

ব্যভিচারের ফলে আত্মিক অবক্ষয়গুলো নিম্নরূপ :

১. অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত

ব্যভিচারী যত সতর্কতার সাথেই ব্যভিচার করুক না কেন, চাই কাকপক্ষীও টের না পাক, তাকে বোঝানোর বা ফেরানোর কেউ যদি নাও থাকে, মনে রাখবে, ব্যভিচারের কুপ্রভাবসমূহের এটিও একটি যে, ব্যভিচারের দরুন অন্তরের প্রশান্তি দূর হয়ে যায়। আশ্চর্য এক অস্থিরতা তার অন্তরে ছেয়ে যায়। ভরা আড্ডায় বসে থেকেও সে কল্পনার জগতে হারিয়ে যায়। একাকিত্বের সময়টুকুতেও নিজ বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকে। দিনেও শান্তি পায় না। রাতও কাটে অস্বস্তিতে। কারও রাত ঘুমিয়ে কাটে তো কারও রাত কাটে কেঁদে। কিন্তু ব্যভিচারী না কেঁদে শান্তি পায়, না ঘুমিয়ে রাত কাটায়। কবির ভাষায় :

تاروں کا گوشمار میں لانا محال ہے
لیکن کسی کا نیند نہ آئے تو کیا کرے

'নক্ষত্ররাজি গুণে শেষ করা অসম্ভব বৈ কি!
কিন্তু কারও ঘুম না এলে সে করবে কী?'

জেবুন্নিসা মুখফীর কবিতায় এ অবস্থাটি আরও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে :

مرغ دل را گلشن بہتر ز کوئے یار نیست
طالب دیدار را شوق گل و گلزار نیست
گفتم از عشق بتاں اے دل چہ حاصل کردہ ای
گفت مارا جز نالہ ہائے زار نیست

মনপাখির বাগিচার চেয়ে
প্রেমিকার পথই লাগে বেশি ভালো।
দর্শন অন্বেষীর থাকে না
বাগ-বাগিচার প্রতি কোনো আগ্রহ।
জানতে চাইলাম, হে মন!
সুন্দরীদের প্রেমে কী হলো অর্জন?
বলল, আফসোস আহাজারি ছাড়া
সবাই আমায় করেছে বর্জন।'

কয়েক মুহূর্তের সাময়িক স্বাদের লোভে সার্বক্ষণিক ব্যাধি অন্তরে লালন করে বেড়ানো কেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয়?

২. বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয়

ব্যভিচারী যদি তাওবা করে ব্যভিচার থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তার চিন্তা-চেতনা স্বাভাবিক থাকে না। সে নিজের অপরাধ লুকানোর জন্য অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে। সে একচেটিয়া চিন্তার গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে যায়। কোনো কুমারী মেয়ে যখন কারও সাথে প্রেমে জড়িয়ে যায়, সে তাকেই বিয়ে করার মনস্থির করে নেয়। তাকে যতই বোঝানো হোক যে, তোমার বংশ, স্ট্যাটাস, সৌন্দর্য, ক্যারিয়ার, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা কোনো দিক দিয়ে এই ছেলে তোমার যোগ্য নয়। এর চেয়ে অনেক ভালো, যোগ্য ছেলে তোমার জন্য রয়েছে। তোমার পছন্দের ছেলের শিক্ষা, সম্পদ, সম্মান, সামাজিক মর্যাদা কিছুই নেই। তারপরও কেন তুমি তার জন্য এত উতালা হচ্ছ?

এসব কথা সে শুনবে না। যত কথাই তাকে শোনানো হোক, শেষ পর্যন্ত সে উত্তর দেবে, যেমনই হোক, আমি ওই ছেলেকেই বিয়ে করব। তাকে যদি বলা হয়, তোমার এমন আচরণের কুপ্রভাব তোমার ছোট ভাই-বোনদের ওপর পড়বে।

তাতেও সে কোনো পরোয়া করবে না। তার ভালো-মন্দ চিন্তা করার হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। একেই বলে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয়।

অনুরূপভাবে ব্যভিচারী পুরুষকে যদি বোঝানো হয় যে, তুমি তো বিবাহিত। সন্তানাদি আছে। ঘরে তোমার সুন্দরী স্ত্রী তোমার জন্য অপেক্ষায় আছে। নিজের ঘর-সংসারের ফিকির করো। এই দুশ্চরিত্রা নারীর পেছনে কেন পড়ে আছো? নিজের মাল-সম্পদ, জীবন-যৌবন এই পতিতা নারীর পেছনে কেন শেষ করছ? এ সবকিছু শুনেও সে কোনো কথাই কানে নেবে না। এক বেশ্যা নারীর জন্য উঠতে-বসতে, হাসতে-খেলতে সে নিজের সংসার ধ্বংস করে দেবে। পরে হয়তো এই ভুলের কারণে রক্ত-অশ্রু ঝরাবে, কিন্তু এখন যারা তাকে বোঝাচ্ছে তাদেরকেই সে শত্রু মনে করতে থাকবে। একেই বলে চিন্তার বিকৃতি।

কবির ভাষায় :

میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے

'আমাকে যে বোঝাচ্ছে ভেবে আপন,
তাকেই আমি ভেবে নেব দুশমন।'

৩. দেহমনে দুর্বলতা

ব্যভিচারীর মনে এক অজানা শঙ্কা গেঁথে যায়। যার ফলে সে সাহসিকতা ও উদ্যমতার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে। কাপুরুষতা তাকে ঘিরে নেয়। সাধারণত অধিক আয়েশী ও বিলাসিতাপূর্ণ হওয়ার কারণে শারীরিকভাবেও দুর্বল হয়ে যায়। রাতে অনিদ্রার দরুন শরীর ভেঙে যেতে থাকে। কবির ভাষায় :

عاشقاں را سہ نشانی اے پسر ... رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر

'হে বৎস! প্রেমিকের মাঝে থাকে নিদর্শন তিনটি
হলুদ চেহারা, চাপা হাহাকার ও অশ্রুসিক্ত আঁখি।'

৪. চেহারার নূর চলে যায়

ব্যভিচারীর চেহারায় অন্ধকার ও কালোভাব ফুটে ওঠে। চেহারার নিষ্কলুষতা ও নিষ্পাপ ভাব বিলীন হয়ে যায়। লাবণ্য নষ্ট হয়ে কর্কশতা স্পষ্ট হতে থাকে। হৃদয়ের অন্ধকারের ছাপ চোখে প্রকাশ পায়। ফলে লজ্জাশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। অন্ধকারের প্রভাব চেহারায় এসে পড়ে। ফলে চেহারার আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়।

যখন দেখবে কারও চেহারায় বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা টপকে পড়ছে, বুঝে নেবে এই চেহারা তার অগোচরে নানা রকমের গোমরাহির আঁধারে হাবুডুবু খাওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিচ্ছে।

৫. আয়ু কমে যায়

ব্যভিচারী ব্যক্তির জীবন থেকে বরকত উঠে যায়। কখনো কখনো জীবনের মাস ও বছর কমে যায়। আবার কখনো অসুস্থতার কারণে জীবনের উপকারী মুহূর্তগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এক হাদীসে আছে, ব্যভিচারীকে দুনিয়াতেই তিনটি শাস্তি দেয়া হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে আয়ুষ্কাল কমে যাওয়া।

৬. মৃত্যুহার বৃদ্ধি

যখন কোনো জনপদে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন সেখানে মৃত্যুহার বেড়ে যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ

> 'কোনো সম্প্রদায়ে যখনই ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে সেখানে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।'[২৭৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَى فِيْ قَرْيَةٍ إِلَّا أَذِنَ اللهُ بِإِهْلَاكِهَا

> 'যখন কোনো জনপদে সুদ, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করে, আল্লাহ তাআলা সে জনপদকে ধ্বংসের অনুমতি দিয়ে দেন।'[২৮০]

৭. মহামারি দেখা দেয়

একটি বড় হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বড় গুনাহ এবং সেগুলোর কুফল আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি এটাও বলেছেন যে, যে সম্প্রদায়ে ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করে অর্থাৎ প্রকাশ্যে ব্যভিচার চলতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে নানা রকমের মহামারি ছড়িয়ে দেন এবং

---

২৭৯. বর্ণনাকারী ইবনু আব্বাস রাযি., মুআত্তা মালিক (মুসআব যুহরী), ৯২৭। হাসান।
২৮০. ইবনু আব্দিল বার আত-তামহীদ, ১৬/২৪২। সনদ দুর্বল। তবে মুসনাদু আহমাদের হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। মুসনাদু আহমাদ, ৩৮০৯। সহীহ লিগায়রিহী।

তাদের ওপর এমন এমন বিপদাপদ চাপিয়ে দেন, যা তাদের পূর্বসূরিরা কখনো দেখেনি।

৮. দুরারোগ্য ব্যাধির বিস্তার

ব্যভিচারীরের ফলে সমাজে নানা রকমের দুরারোগ্য ও মরণব্যাধি বিস্তার লাভ করে। যেমন : এইডস, সিফিলিস, সাইকোসিস, গনোরিয়া, ক্যান্সার ইত্যাদি। ইবনু মাজাহ শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে সম্প্রদায়ে পাঁচটি গুনাহ ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে পাঁচ ধরনের কুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়ে :

(ক) যে জাতি মাপে কম দেয় তাদের ওপর অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত করে দেয়া হয়।

(খ) যারা যাকাতকে জরিমানা মনে করে তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে দেয়া হয়।

(গ) যারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের শত্রুদেরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

(ঘ) যে জাতি শরীয়তের বিধি-বিধানকে হালকা মনে করে তাদের মাঝে অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেয়া হয়।

(ঙ) যে জাতি নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত থাকে তাদের মাঝে ভয়াবহ মরণব্যাধি বিস্তার লাভ করে।

(ঘ) ধর্মীয় কুফলসমূহ

ব্যভিচারের ধর্মীয় কুফলগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. মন্দের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়

ব্যভিচারের একটি বড় কুফল হচ্ছে, ব্যভিচারের দ্বারা ধীরে ধীরে মন থেকে মন্দের অনুভূতি দূর হয়ে যায়। পরনারীর সাথে কাম-উদ্রেককর হাসি-তামাশা করা, তাকে সালাম-অভিনন্দন পাঠানো, তার সাথে নির্জনে সময় কাটানো ইত্যাদি নানা বিষয় ব্যভিচারীর কাছে খারাপ মনে হয় না। এমনকি কখনো কখনো সে মান্নত করে বসে এবং দুআও করতে থাকে, যাতে করে সে ব্যভিচার করার সুযোগ পেয়ে যায়! সে এ কথা ভুলে যায় যে, গুনাহের প্রার্থনা করাও একটি মারাত্মক গুনাহ। কিছু পাপিষ্ঠ তো এ সমস্ত নাজায়েয অপকর্মের কীর্তিকলাপ

বন্ধুদের আড্ডায় অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করতে থাকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ

'প্রত্যেককেই ক্ষমা করা হবে, তবে প্রকাশকারীরা ছাড়া।'[২৮১]

বড় আশ্চর্যের কথা যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার যে গুনাহ গোপন রাখেন বান্দা নিজেই নিজের সে সকল গুনাহ লোকদেরকে বলে বেড়ায়। এহেন পরিস্থিতিতে যখন বান্দার অন্তর থেকে গুনাহের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায় তখন তার মুখ থেকে কুফরী বাক্য উচ্চারিত হয়ে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। কবি বলেন :

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

'কাফেলা যাচ্ছে চলে, ওহে বিফল জিনিসপাতি!
কাফেলার মনে নেই লোকসানের অনুভূতি!'

এক বুযুর্গ তার শিষ্যদের বলতেন, তোমরা গুনাহকে ভয় করো। আমি তো নিজের ব্যাপারে কুফরের ভয় করি। এ কথাও সত্য যখন গুনাহের কাজকে মানুষ গুনাহই মনে না করে, তখন সেই গুনাহ থেকে মানুষের তাওবাও নসীব হয় না।

২. গুনাহ বেড়ে যায়

ব্যভিচারের কুপ্রভাবগুলোর এটিও একটি যে, ব্যভিচারীর জন্য অন্যান্য গুনাহের পথ খুলে যায়। এক পাপ অন্য পাপে জড়িয়ে যেতে বাধ্য করে। ব্যভিচারকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য মানুষদের সাথে মিথ্যা বলা তো সাধারণ বিষয়। যদি মানুষের মনে সন্দেহ জাগ্রত হয় তাহলে তাদেরকে তা বিশ্বাস করানোর জন্য কসম খাওয়াও ব্যভিচারীর জন্য বড় কিছু না। কলেজের এক মেয়ে অবৈধ সম্পর্ক গোপন করতে গিয়ে নিজ পিতার সাথে এই মর্মে কসম খেয়ে বসল যে, যদি অমুক ছেলের সাথে আমার কোনো ধরনের সম্পর্ক থাকে, তাহলে যেন মৃত্যুর সময় আমার কালেমা নসীব না হয়!

হায় আফসোস...! তা ছাড়া মেলামেশার সময় নামায কাযা হয়ে যাওয়া বা ফরয গোসলে বিলম্বের কারণে নামায কাযা হয়ে যাওয়াও তো স্বাভাবিক

---

২৮১. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ বুখারী, ৬০৬৯; সহীহ মুসলিম, ২৯৯০

ব্যাপার। বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচারের জন্য তাকে তার স্বামীর প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টাকে গুনাহই মনে করা হয় না। অথচ আলেমগণ লেখেন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারীকে শবে কদরের রাতেও ক্ষমা করা হয় না। অধিকন্তু ব্যভিচারীকে অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন করতে হয়। আবার কখনো ছেলেপেলেদের সাথে মদের আড্ডায়ও অংশ নিতে হয়। অতঃপর মদ্যপান গুনাহের ভান্ডার উন্মুক্ত করে দেয়।

৩. আত্মমর্যাদাবোধ লোপ পায়

ব্যভিচারীর অন্তর থেকে ঈমানী মর্যাদাবোধ হ্রাস পেতে পেতে একসময় তা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়। ব্যভিচারী নারী স্বীয় কন্যাকে ভুল পথে চলতে দেখেও তাকে বাধা দেয়ার মতো সাহস জোগাতে পারে না। ব্যভিচারী পুরুষ স্বীয় স্ত্রী-কন্যাকে অশ্লীলতা-বেহায়াপনায় লিপ্ত দেখেও তাদের বারণ করতে পারে না। ব্যভিচারী পুরুষ তো কখনো কখনো স্বীয় মাহরাম নারীদের সাথেও ব্যভিচার করে বসে। আবার কখনো মা তার মেয়ের, বোন তার বোনের, এক বন্ধু অপর বন্ধুর প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়। একসঙ্গে উভয়কে গুনাহ করার সুযোগ করে দেয়।

বাইরের কোনো এক দেশে এক মুসলিম যুবক এক বিধর্মী মেয়ের সাথে প্রেমে জড়িয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত উভয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। এরই মধ্যে যুবক তার সাথে প্রতারণা করলে মেয়েটি রেগে গিয়ে ইসলাম ধর্ম নিয়ে নানা রকম অশালীন কথা বলতে থাকে। কিন্তু যুবকের মধ্যে এর কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না। কেননা তার দ্বীনী চেতনা ও মর্যাদাবোধ আরও আগেই সমাধিস্থ হয়ে গেছে।

৪. তাওবা করার তাওফীক হয় না

ব্যভিচারী স্বীয় অবৈধ সম্পর্কের ওপর এতটাই দৃঢ়পদ হয়ে যায় যে, কখনো কখনো প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পর একসাথে বাঁচা-মরার কসম করে। নারীর জানা থাকে আমি অন্যজনের স্ত্রী। পুরুষও জানে এই নারী অন্য পুরুষের স্ত্রী। তার সাথে মেলামেশা করা আমার জন্য হারাম। এতৎসত্ত্বেও তারা ভালোবাসার নেশায় এতটাই মত্ত থাকে যে, জীবনভর তার সাথে মিলিত হওয়াকে পাকাপোক্ত করে নেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে তাওবার তাওফীক কীভাবে হতে পারে? কখনো কখনো ব্যভিচারী নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝেই এই অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, আমরা গুনাহ করছি। কিন্তু এর পরেও পরস্পরে মিলিত হবার প্রস্তুতি নিতে থাকে আর

মনকে প্রবোধ দেয় যে, এই তো শেষবারের মতো মিলিত হচ্ছি। আগামীকাল থেকে আর দেখা করব না। অতঃপর যখন একসাথে কিছু সময় অতিবাহিত করে তখন পূর্বের কথা ভুলে যায় এবং পরবর্তী সময় বারবারই মিলতে থাকে। এভাবে তাওবাকে বিলম্ব করতে করতে একসময় সবকিছু প্রকাশ পেয়ে অপমানিত হয় অথবা এমন কিছু ঘটে যা দুজনকে চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে যেতে বাধ্য করে। স্বেচ্ছায় তাওবা করে ফিরে আসার সুযোগ আর হয়ে ওঠে না।

৫. অন্তর শক্ত হয়ে যায়

ব্যভিচারের দ্বারা অন্তর শক্ত হয়ে যায়। উপদেশ-নসীহতের বাণী অন্তরে রেখাপাত করে না। আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে পাথরও কেঁপে ওঠে, কিন্তু মানুষের মনে কোনো প্রভাব পড়ে না। তা পাথরের চেয়েও অধিক কঠিন হয়ে যায়। বাহ্যিকভাবে তো মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু তার আত্মা মরে যায়। সে জমিনের ওপর বিচরণকারী এক জীবন্ত লাশে পরিণত হয়।

৬. ইবাদত থেকে বঞ্চিত

ব্যভিচারের কুপ্রভাব ব্যভিচারীকে আধ্যাত্মিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। তার অন্তর নেক আমলের দিকে ধাবিত হয় না। সে একজন রোগীর মতো হয়ে যায়, যে চলাফেরা করতে এবং কিছু বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অনুরূপ ব্যভিচারীর জন্যও উদ্যমতার সাথে নেক আমল করা কষ্টকর হয়ে যায়। দুআ-মুনাজাতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হয়, তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হয়, দৈনন্দিন সকাল-সন্ধ্যার আমল থেকে বঞ্চিত হয়, সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হয়, আল্লাহওয়ালাদের মজলিসগুলোতে বসা থেকে বঞ্চিত হয়। এগুলো ব্যভিচারীর নেক আমল থেকে বঞ্চিত হওয়ার কিছু দৃষ্টান্ত। কবি বলেন :

جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد ... پر طبیعت ادھر نہیں آتی

'পুণ্য, আনুগত্য, তপস্যা—সবই আছে জানা,
শুধু মনটা সেদিকে যেতে করে মানা।'

৭. আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের অবনতি

ব্যভিচারী ব্যক্তির আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে থাকে। আল্লাহর স্মরণ ভালো লাগে না। কুরআন তিলাওয়াতে মন বসে না। মুরাকাবা ও কলবী যিকিরের জন্য জায়নামাযে বসে থাকা কষ্টকর হয়ে যায়। মসজিদে যেতে ইচ্ছে

হয় না। নেক আমল করা ভারী ও কঠিন মনে হয়। পাপাচার ও অশ্লীলতার আড্ডাগুলোতে মন যতটা উৎফুল্ল থাকে, দ্বীনী সভা-সমাবেশে গমনকালে মন তেমন প্রফুল্ল থাকে না। অন্তর কেমন সংকুচিত হয়ে আসে। সুন্নতের অনুসরণকে বোঝা বোঝা মনে হয়। অথচ শরীয়তবিরোধী সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে মন আনন্দিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা জন্ম নিতে থাকে যে, আমার দুআ কবুল করা হয় না। আমি এত এত নামায পড়লাম, কিন্তু আমার অমুক কাজে সফলতা এল না।

এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মন থেকে আল্লাহ্ তাআলার ওপর খুশি হয়, আল্লাহ্ তাআলাও তার ওপর খুশি হন। আর যে মন থেকে আল্লাহ্ তাআলার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ্ তাআলাও তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন।

৮. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিশাপ লাভ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক প্রকারের গুনাহ্কারীর ওপর অভিসম্পাত করেছেন। যেমন :

► মদ পানকারীর ওপর, যে পান করায়, প্রস্তুত করে দেয়, বিক্রি করে, ক্রয় করে এবং বহন করে এনে দেয় তার ওপর।

► সুদদাতা, গ্রহীতা, লিপিকার, সাক্ষ্যদাতা এবং চোরের ওপর।

► মুসলমানদের ধোঁকাদাতা, কষ্টদাতা এবং মুসলমানদের প্রতি অস্ত্র উত্তোলনকারীর ওপর।

► পিতাকে গালিদাতা ও নিজ পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয়দাতার ওপর।

► ঘুসগ্রহীতা, ঘুসদাতা এবং মধ্যস্থতাকারীর ওপর।

► আল্লাহর বিধান গোপনকারী, শরীয়তে নতুন বিষয় সংযোজনকারী, গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাইকারী ও উদ্দেশ্যহীন প্রাণীকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণকারীর ওপর।

► শর্তসাপেক্ষে 'হিলা বিবাহ' যে করে, যে করায় এবং উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রাণীর ছবি অঙ্কনকারীর ওপর।

► মাজারে গমনকারিণী নারী এবং কবরে সিজদাহকারী নারীর ওপর।

► যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়, সাহাবায়ে কেরামদের মন্দ বলে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তার ওপর এবং মুসলমানদের বিপক্ষে কাফেরদের সাহায্যকারীর ওপর।

► স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দানকারী (বা স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দানকারী) এবং গোলামকে মুনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দানকারীর ওপর।

► যে নারী অন্যের চুল নিজের চুলে লাগায় তার ওপর।

► পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী এবং নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষের ওপর।

► স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাসকারী, সমকামী, পশুর সাথে সহবাসকারী অর্থাৎ ব্যভিচারীর ওপর।

► সতীসাধ্বী নারীকে অপবাদ দানকারীর ওপর।

► ওই নারীর ওপর, যে স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে তার থেকে পৃথক থাকে। অর্থাৎ সহবাস থেকে বাধা দেয়।

৯. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ

ব্যভিচারীর অন্তরে আঁধার ও কালিমার এমন দাগ পড়ে যায় যে, সে ছোট থেকে ছোট মামুলি বিষয়েও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়। হাজারো হতাশা তাকে ঘিরে নেয়।

১০. আল্লাহ্ তাআলার গাইরতের শিকার

ব্যভিচারী ব্যক্তির ওপর আল্লাহ্ তাআলার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

'হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ, এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ আর কারও জাগ্রত হয় না যে, কোনো নারী-পুরুষ পরস্পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আল্লাহর শপথ! আমি যা

জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশি।’[২৮২]

১১. ব্যভিচার করার সময় ঈমানের অবস্থা

মিশকাত শরীফের ‘আল-কাবায়ের’ (কবীরা গুনাহসমূহ) অধ্যায়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে :

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

‘বান্দা যখন ব্যভিচার করে তার ঈমান তার থেকে বের হয়ে যায় এবং মাথার ওপর ছায়ার মতো ঝুলে থাকে। যখন সে ওই অপকর্ম থেকে বিরত হয় তখন তার ঈমান পুনরায় তার কাছে ফিরে আসে।’[২৮৩]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ব্যভিচার এতই মন্দ কাজ যে, এর দরুন অন্তর থেকে ঈমান বের হয়ে যায়।

অপর আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে :

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

‘ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে না।’[২৮৪]

১২. শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ

হাফেয ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন :

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

‘শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কোনো ব্যক্তি এমন গর্ভে বীর্য স্খলিত করে, যা তার জন্য হালাল নয়’ (অর্থাৎ ব্যভিচার করে)।[২৮৫]

---

২৮২. বর্ণনাকারী আয়িশা রাযি., সহীহ বুখারী, ১০৪৪; সহীহ মুসলিম, ৯০১

২৮৩. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সুনানু তিরমিযী, ২৬২৫। সহীহ।

২৮৪. বর্ণনাকারী হায়ছাম ইবনু মালেক রহ., ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবুল ওয়ারা, ১৩৭; ইবনুল জাওযী; যাম্মুল হাওয়া, ১৯০; তাফসীরে ইবনু কাসির, ৫/৬৭। মুরসাল যঈফ।

২৮৫. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি., সহীহ বুখারী, ৬৮১০; সহীহ মুসলিম, ৫৭।

১৩. বড় গুনাহ

এক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর নিকট 'আকবারুল কাবায়ির' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহ' কোনটি? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। সাহাবী বললেন, অতঃপর কোন গুনাহ বড়? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজ সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করে ফেলা যে, সে খাবে-পরবে (অর্থাৎ দরিদ্রতার ভয়ে)। সাহাবী রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কোন গুনাহ বড়? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।[২৮৬]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ওই নারীর স্বামীকে ব্যভিচারী ব্যক্তির নেক আমলের ওপর কর্তৃত্ব দান করবেন। সে যত ইচ্ছা ব্যভিচারীর নেক আমল নিয়ে নিতে পারবে। অথচ এ কথা স্পষ্ট, সেই দিনের ভয়াবহতা ও দুশ্চিন্তার কারণে কেউ কাউকে সামান্য পরিমাণ নেকীও দিতে সম্মত হবে না। ব্যভিচারের সাময়িক অস্থায়ী স্বাদের লোভে নিজের সারা জীবনের নেক আমল অন্য কাউকে দিয়ে দেয়া কোনো বুদ্ধির কাজ হতে পারে না।

১৪. অশুভ পরিণতিতে মৃত্যুর আশঙ্কা

ব্যভিচারের অন্ধকার ঈমানকে এতটাই দুর্বল করে দেয় যে, মৃত্যুকালে অশুভ পরিণতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। আধ্যাত্মিক সাধকগণের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ব্যভিচার থেকে তাওবা না করা অবস্থায় মারা যায়, মৃত্যুর সময় সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়।

২৮৬. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., সহীহ বুখারী, ৬৮১১; সহীহ মুসলিম, ৮৬।
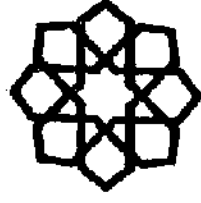
অষ্টম অধ্যায়

ব্যভিচারের শাস্তি

জন্মগতভাবেই দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ ইজ্জত ও সম্মানের জীবনযাপন করতে চায়। এ জন্য ইসলাম ধর্মে মুমিনের ইজ্জত-সম্মানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। সমাজে বসবাস করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের পরস্পরকে একে অন্যের ইজ্জত-আবরু রক্ষা করে চলার দীক্ষা দেয়া হয়েছে। এ কথা খুব স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানের রক্তের যেরূপ মূল্যবান, তার ইজ্জত-আবরুও তদ্রূপ মূল্যবান। কোনো মুসলমানকে সম্মানহানি করা যেন তাকে মেরে ফেলার মতোই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় ইরশাদ করেছেন, 'পবিত্র মক্কায় জিলহজ মাসের আরাফার দিন যেমন মর্যাদাপূর্ণ, মুসলমানের ইজ্জত-আবরুও অনুরূপ মর্যাদাপূর্ণ।'

অপর এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

'মুসলমানের রক্ত (প্রাণ), সম্পদ এবং ইজ্জত-আবরু অপর মুসলিমের জন্য হারাম।'[২৮৭]

এ থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহ তাআলার নিকট একজন মুমিনের ইজ্জত কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

---

২৮৭. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ মুসলিম, ২৫৬৪।

মুসলমানের সম্মান

যে সকল আমলের দ্বারা মুমিনের ইজ্জতে দাগ লাগার আশঙ্কা রয়েছে, শরীয়তে সে ধরনের আমলকে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন :

১. কুধারণা পোষণ করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

'তোমরা অধিক কুধারণা করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু কিছু কুধারণা পাপ।'[২৮৮]

এর বিপরীতে সুধারণা পোষণ করাকে পছন্দনীয় বলা হয়েছে। এ জন্য ছোট ছোট সাধারণ বিষয়ে একে অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা বড় গুনাহ।

আলেমগণ লিখেছেন, যদি কোনো মুসলমান ভাইয়ের নিরানব্বই দিক মন্দ হয়, আর মাত্র একটি দিক ভালো থাকে, তাহলে এই একটি দিককে সামনে রেখে তার সম্পর্কে সুধারণা করা উচিত। এখন তো সামান্য ইঙ্গিত পেলেই তা দিয়ে বাহারি কাহিনি রচনায় মানুষ বড় পারদর্শী। একেই বলা হয় তথ্যবিকৃতি। শরীয়ত একে হারাম বলেছে।

২. ছিদ্রান্বেষণ

কিছু মানুষের অভ্যাসই থাকে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো। সব সময় কারও না কারও পেছনে লেগেই থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অন্যের দোষ প্রকাশ করাই তার প্রধান পেশা। এরূপ ছিদ্রান্বেষণ হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَجَسَّسُوْا

'আর তোমরা অন্যের ছিদ্রান্বেষণ কোরো না।'[২৮৯]

শরীয়তে এটা খুবই অপছন্দনীয় যে, এক মুসলিম অযথাই অন্য মুসলিমের পেছনে পড়ে থাকবে। কবির ভাষায় :

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو

---

২৮৮. সূরা হুজুরাত : ১২

২৮৯. সূরা হুজুরাত : ১২

'অন্যকে নিয়ে কী এত ভাবনা?

নিজের পরিণতিই তো জানো না।'

শিকারি কুকুরের অভ্যাস হচ্ছে চলার সময় সব ধরনের লতাপাতা ও গাছে মুখ দেয়, ঘ্রাণ শুঁকে, শিকারের খোঁজ করে বেড়ায়। অনুরূপ কিছু মানুষের অভ্যাস হলো অন্যদের জীবনাচার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানা, তাতে মুখ দেয়ার চেষ্টা করা। মূলত এরা মানুষ হয়েও পশুসুলভ আচরণ করে থাকে।

৩. কানাকানি করা

সাধারণত কানাকানির মাধ্যমে দুজন লোক কোনো তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে। শরীয়ত মুমিনদের এরূপ কানাকানির ব্যাপারে সতর্ক থাকার তাগিদ দিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ

'তাদের অধিকাংশ সলাপরামর্শে (কানাকানিতে) কোনো কল্যাণ নেই।'[২৯০]

এ থেকে বোঝা যায় যে, অপারগতার অবস্থায় কানে কানে কথা বলার অনুমতি আছে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যাতে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এমন ধারণা করার সুযোগ না পায় যে, এরা পরস্পর বসে বসে অন্যদের দোষচর্চা করছে।

৪. পরনিন্দা

কিছু মানুষ পরস্পর কথাবার্তা বলার মাঝে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির দোষচর্চা শুরু করে দেয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা গীবত (পরনিন্দা) এবং কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ :

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

'তোমাদের একজন যেন অন্যজনের দোষচর্চা না করে। তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করে? তোমরা তো তা অপছন্দই করো।'[২৯১]

---

২৯০. সূরা নিসা : ১১৪

২৯১. সূরা হুজুরাত : ১২

বোঝা গেল, মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া যেমন মানুষ অপছন্দ করে অপর মুসলমান ভাইয়ের দোষচর্চাও মুমিনের কাছে তদ্রূপ অপছন্দনীয় হওয়া উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

'গীবত ব্যভিচার থেকেও ভয়াবহ।'[২৯২]

এবার নিজেরাই অনুধাবন করার চেষ্টা করুন, ইসলাম ধর্মে গীবত কতটা অপছন্দনীয় এবং নিকৃষ্ট কাজ। কেউ যদি ব্যভিচারও করে ফেলে তবুও তার জন্য গীবত করার অনুমতি নেই। এরপরও কেউ গীবতে লিপ্ত থাকলে সে ব্যভিচারীর চেয়েও অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে। এটাই ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করলেও তৃতীয় কারও এই চিন্তা করার দরকার নেই যে, হয়তো তারা আমার দোষচর্চা করছে। কেননা প্রথমত মুমিন হওয়ার কারণে তারা এমনটা করবেই না। আর যদি করেও, তাহলে কিয়ামত দিবসে নিজেদের নেক আমল দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করতে বাধ্য থাকবে।

৫. অপবাদ আরোপ

কোনো মুসলমানের এমন দোষ বর্ণনা করা যার পক্ষে শরীয়তসম্মত সাক্ষী থাকে না, তাকে অপবাদ বলে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন অপবাদ আরোপকারী শাস্তির উপযুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা সতীসাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, অতঃপর চারজন সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হবে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো। তাদের থেকে কখনো সাক্ষ্য গ্রহণ কোরো না। তারা তো পাপিষ্ঠ।'[২৯৩]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, অপবাদ আরোপকারীর ওপর তিন দফা শাস্তি কার্যকর করা হবে। যথা :

---

২৯২. বর্ণনাকারী জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযি., হান্নাদ ইবনুস সাররী; কিতাবুয যুহদ, ২/৫৬৫। সনদ দুর্বল।

২৯৩. সূরা নূর : ৪

(ক) আশিটি বেত্রাঘাত।

(খ) ভবিষ্যতে কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

(গ) এদের ফাসেক গণ্য করা হবে।

এই শাস্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি অপর মুসলমানের ওপর অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস করতে পারে না। আশিটি বেত্রাঘাতের ব্যথা তো তার জায়গায় আছেই। কিন্তু আশি বছর জীবনের পুরোটাই অগ্রহণযোগ্য ও মিথ্যুক হয়ে থাকা অনেক বড় শাস্তি। এই বিধানের দ্বারা মুসলমানদের ব্যাপারে অন্যদের জবানকে তালাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যদি কারও কিছু বলার থাকে সে যেন চিন্তাভাবনা করে মুখ খুলে। অন্যথায় চিরদিনের জন্য ইজ্জত-সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে।

মূলকথা হলো কুধারণা, ছিদ্রান্বেষণ, কানাকানি, পরনিন্দা, অপবাদ দেয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে শরীয়ত মুসলমানদের ইজ্জত-আবরুর পূর্ণ হেফাজত নিশ্চিত করেছে। এখন প্রতিটি মুসলমানের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হচ্ছে সে নিজেও এমন কোনো কাজে জড়াবে না, যার কারণে তার ইজ্জত-সম্মানে কোনো দাগ লেগে যায়। তারপরও কেউ যদি এ ধরনের কোনো কাজ করে ফেলে, তাহলে তার দায়ভারও তার ওপরই বর্তাবে এবং সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাতকারী বলে গণ্য হবে।

ব্যভিচারের ইহকালীন শাস্তি

কথায় বলে, 'লাতের ভূত কথায় নামে না'। তাই শরীয়ত শর্ত ভঙ্গকারী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। উপরন্তু এ সকল শাস্তি নির্ধারিত হয় অপরাধের ধরন অনুযায়ী। এখানে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

যেমন অপরাধ তেমন শাস্তি

শরীয়তে প্রতিটি অপরাধের শাস্তি তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন :

(ক) চুরি : চোর যেহেতু অন্যের সম্পদের দিকে হস্ত প্রসারিত করে, তাই

শরীয়তে চুরির সাজা হলো হাত কেটে দেয়া।

(খ) ডাকাতি : ডাকাত যেহেতু ঘোষণা দিয়ে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তাই শরীয়তে তার শাস্তি হলো এক হাত, এক পা কেটে ফেলা।

(গ) হত্যা : কোনো মুসলমানকে আহত বা নিহত করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

'প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ এবং চোখের বদলে চোখ।'[২৯৪]

(ঘ) ব্যভিচার : ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারের দ্বারা অন্য মুসলমানের সম্মান-সম্ভ্রম লুট করে নেয়। তাই তার শাস্তি সম্পদ লুটকারীর চেয়ে বেশি হওয়া উচিত। সাধারণ নিয়মানুযায়ী ব্যভিচারীর সাজা তো এটাই হওয়া উচিত যে, তার লজ্জাস্থান কেটে ফেলা হবে। তাহলে আর বাঁশও থাকল না, বাঁশিও বাজল না। কিন্তু এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়।

১. যদি এরূপ করা হয় তাহলে চিরদিনের জন্য মানুষের বংশবিস্তার বন্ধ হয়ে যাবে।

২. এ সাজা সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হবে না। ফলে তারা শিক্ষা নিতে পারবে না। এ জন্য শরীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ করেছে বেত্রাঘাত। ইরশাদ হচ্ছে :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

'ব্যভিচারী নারী-পুরুষ প্রত্যেককে এক শ বেত্রাঘাত করো এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি যেন তোমাদের সামান্যতম দয়া না জাগে; যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো।'[২৯৫]

এটা স্পষ্ট যে, ব্যভিচারের স্বাদ কেবল বিশেষ অঙ্গেই অনুভূত হয় না; বরং শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার উন্মাদনা ও আনন্দ ছড়িয়ে যায়। আর বীর্যস্খলনের সময় তো রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার স্বাদ অনুভূত হয়। এ কারণে বেত্রাঘাতের শাস্তিই যথোপযুক্ত

---

২৯৪. সূরা মায়িদা : ৪৫

২৯৫. সূরা নূর : ২

হয়েছে। যাতে বাহ্যিকভাবে পুরো শরীরে যন্ত্রণা পৌঁছে যায়। মনে রাখবেন, এই সাজা অবিবাহিতদের জন্য।

আর যদি কোনো বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং বিচারকের নিকট স্বীয় অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয় বা শরয়ী সাক্ষ্য দ্বারা বিষয়টি সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাতে প্রাণনাশ করা।

পাথর মারার পদ্ধতি

অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর তাকে এক উন্মুক্ত মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে কাজি (বিচারক), সাক্ষী এবং মুসলমানদের একটি বড় দল উপস্থিত থাকবে। যদি অপরাধীর স্বীকারোক্তি দ্বারা অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে কাজি সাহেব প্রথমে পাথর নিক্ষেপ করবে। আর যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে সাক্ষীরা পাথর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর উপস্থিত সকল মুসলমান পাথর নিক্ষেপ করতে থাকবে, যতক্ষণ না সে মারা যায়। ব্যভিচারী যদি নারী হয় তাহলে এতটুকু গভীর গর্ত খুঁড়ে নিতে হবে, যাতে তার শরীরের অর্ধাংশ গর্তের ভেতর আড়াল হয়ে যায়। এরপর তাকে পাথর মেরে মেরে প্রাণনাশ করা হবে।

ইসলামী দণ্ডবিধিসমূহ

বর্তমানকালে কাফির-মুশরিকদের এই আপত্তি করতে শোনা যায় যে, ইসলামী দণ্ডবিধিসমূহ বর্বরতাপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরেজদের ধ্যান-ধারণা লালনকারী কিছু লোককেও এই আপত্তির সাথে সহমত পোষণ করতে দেখা যায়। চলুন তাহলে একটু পর্যালোচনা করে দেখি প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলার শাস্তি কখন প্রয়োগ করা হয়।

এর বাস্তবতাকে বোঝার জন্য কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। যথা :

১. ইসলাম প্রাপ্তবয়স্কদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহকে অত্যন্ত সহজ করেছে। মোহর নির্ধারণপূর্বক দুজন শরয়ী সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করা কয়েক মিনিটের কাজ মাত্র।

২. যদি একজন স্ত্রী দ্বারা কোনো পুরুষের চাহিদা পূরণ না হয় এবং তার মন অন্য

নারীর প্রতি ধাবিত হয়, তাহলে শরয়ী অধিকার রক্ষা করে প্রয়োজন অনুপাতে একজন পুরুষকে একসাথে চারজন স্ত্রী রাখার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

৩. এতৎসত্ত্বেও যদি পঞ্চম কোনো নারীর প্রতি আসক্তি এসে যায়, তাহলে প্রথম চারজন থেকে একজনকে শরীয়তসম্মত পন্থায় তালাক দিয়ে এই পঞ্চমজনকে বিয়ে করে নিতে পারবে। অর্থাৎ যা কিছুই করুক, তার জন্য বৈধ পন্থা রয়েছে।

৪. একত্রে চার স্ত্রীর রাখার মধ্যে এই হেকমতও রয়েছে যে, চারজনের কেউ না কেউ হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্র থাকবে, যার দ্বারা স্বামীর প্রয়োজন পূরণ হবে। সুতরাং যে কাজের হালাল পন্থা রয়েছে তা হারাম পন্থায় করার কী প্রয়োজন?

৫. অপরপক্ষে যদি স্ত্রী স্বামীর প্রতি আশ্বস্ত হতে না পারে তাহলে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে সে নিজেকে স্বামী থেকে মুক্ত করে নিতে পারে।

৬. কোনো নারী বা পুরুষের ব্যভিচার সাব্যস্ত করা সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব তো নয়; কিন্তু অত্যন্ত কষ্টসাধ্য অবশ্যই। পর্দার বিধান আরোপ, নারী-পুরুষের যৌথ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধকরণ এবং অনুমতি ব্যতীত কারও ঘরে প্রবেশ করা থেকে বাধা দানের মাধ্যমে শরীয়ত ব্যভিচার সাব্যস্ত করার পথ একরকম বন্ধ করে দিয়েছে।

৭. কেউ যদি কোনো নারী-পুরুষকে নির্জনে বসে থাকতে দেখে বা হাসি-মজাক করতে দেখে, অথবা পরস্পর চুমু খেতে বা স্পর্শ করতে দেখে, কিংবা উলঙ্গ অবস্থায় পরস্পরকে জড়িয়ে থাকতেও দেখে ফেলে, তবুও তাকে মুখ বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় নেই। সে তাদের বোঝাতে পারে যাতে ভবিষ্যতে তারা এরূপ ভুল না করে।

কিন্তু সে যদি তাদের ব্যাপারে ব্যভিচারের দাবি করে তাহলে তাকে এর পক্ষে চারজন সাক্ষী পেশ করতে হবে। সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে আশিটি বেত্রাঘাত ভোগ করতে হবে এবং পরবর্তী সময় কখনো তার থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না; বরং সারা জীবনের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমানের মালা গলায় ঝুলিয়ে নিতে হবে।

৮. এটা কি সম্ভব যে, কোনো নারী-পুরুষ এমন স্থানে ব্যভিচার করবে যেখানে চারজন লোক তাদেরকে এতটা নিকট থেকে দেখতে পায় যে, তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুরুষাঙ্গ নারীর যোনিতে প্রবেশ করেছে? কয়েক ফুট দূর থেকে প্রত্যক্ষকারীও তো এই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে না। কেননা গোপনাঙ্গ মিলনের সময় গোপন হয়ে যায়। তা দেখা সম্ভব না।

৯. ব্যভিচারী নারী-পুরুষ কি এতটাই নির্লজ্জ যে, এত কাছ থেকে অন্য লোকদের দেখার সুযোগ করে দেবে? তাও আবার কর্মরত অবস্থায় দেখতে হবে, পরস্পর থেকে পৃথক অবস্থায় নয়।

১০. ব্যভিচারী নারী-পুরুষের কি এতটুকু ভয়ও নেই যে, সাক্ষীরা দেখে ফেলার পরোয়া করবে না? তারা কি পরস্পর মিলনের সময় গায়ে একটা চাদরও রাখতে পারবে না, যাতে মানুষেরা দেখে না ফেলে?

১১. এখন যদি ব্যভিচারী নারী-পুরুষ পরস্পর এভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় যেখানে একজন, দুজন, তিনজন নয়, বরং চার চারজন লোক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থায় এত কাছ থেকে তাদেরকে দেখে ফেলে; তাহলে তো বলতে হবে ব্যভিচারী নিজেই সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগ করে দিল। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের কথা তাদের মনেই নেই বা তাদের কোনো শাস্তির ভয় নেই। না তারা শরীয়তের হুকুমের কোনো পরোয়া করে, আর না নিজেদের সম্মান-অসম্মানের কোনো অনুভূতি তাদের আছে। এরা তো মানুষরূপী পশু। এদের যদি শাস্তি না দেয়া হয় তাহলে সমাজে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা ছড়ানোর পথ খুলে যাবে।

তাই উচিত হলো তাদেরকে এমন কঠিন সাজা দেয়া হবে, যাতে করে প্রথমত তাদের নিজেদের মন-মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়ত অন্যান্য মানুষেরাও যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আর এরূপ অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস করতে না পারে। এ জন্যই ইসলামী শরীয়তে অবিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য এক শ বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতদের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে।

প্রস্তরাঘাতের মৃত্যুদণ্ড বর্বরতা নয়

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, শরীয়ত বৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহকে সহজতর করেছে। অপরদিকে পর্দার বিধান আরোপ ও নারী-পুরুষের যৌথ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যভিচার সাব্যস্ত হওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি এরূপ হতে পারে :

(ক) কোনো ব্যক্তি জোরপূর্বক ব্যভিচার করার পর নারী আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সাব্যস্ত করবে যে, এক দুষ্কৃতকারী আমার ইজ্জত লুটে নিয়েছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে নেবে।

অন্য ভাষায় নারী তার সম্ভ্রমহানির কথা এভাবে ব্যক্ত করতে পারে :

► এই ব্যক্তি আমাকে সমাজে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকা থেকে বঞ্চিত করেছে।

► এই লোক আমার অন্তরের প্রশান্তি নষ্ট করে আমার জীবনকে দুর্বিষহ করে দিয়েছে।

► এই লোক আমার মাঝে অনিরাপত্তার অনুভূতি জাগ্রত করে চিরদিনের জন্য আমাকে ভীত করে দিয়েছে।

► এই লোক আমার সতীত্ব হরণ করে আমার হবু স্বামীর কাছে আমাকে কলঙ্কিত করেছে।

► এই ব্যক্তি আমাকে গর্ভবতী করে আমাকে জারজ সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করে দিয়েছে। এখন মানুষ আমাকে ধিক্কার দেবে। এমতাবস্থায় এই বাচ্চাকে আমি কীভাবে লালনপালন করব? তার অভিভাবক কে হবে?

► অথবা এভাবে বলবে, আমার গর্ভজাত সন্তান সারা জীবন জারজ সন্তান হিসেবে পরিচিত হবে।

সুতরাং কাজি সাহেব! আমার ওপর এবং আমার গর্ভজাত সন্তানের ওপর কৃত জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

ইনসাফের ধ্বজাধারীগণ বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একটু ভাবুন তো, এ ক্ষেত্রে নির্যাতিত নারীকে সহায়তা করা হবে নাকি অত্যাচারী পুরুষের পক্ষ নেয়া হবে? অত্যাচারীর পক্ষ নেয়ার অর্থ হচ্ছে, তাকে নামমাত্র সামান্য কিছু শাস্তি দিয়ে মুক্তি দিয়ে দেয়া। অর্থাৎ তাকে উক্ত অপরাধ পুনরায় করার সুযোগ করে দেয়া হলো। আর নির্যাতিতাকে সহায়তা করার অর্থ হচ্ছে অপরাধীকে এমন কঠিনতম শাস্তি দেয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ অপরাধের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই শরীয়ত ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এহেন জুলুমের পথ রুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছে। সুতরাং ব্যভিচারীকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত যাতে লোকেরা দেখে শিক্ষা নিতে পারে।

(খ) নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্মতিতেই ব্যভিচার করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলার ভয়ে কিয়ামত দিবসের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য এবং দুনিয়াতে পবিত্র হওয়ার জন্য সেচ্ছায় কাজির আদালতে এসে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুনিয়াতে তাদের যত কঠিন শাস্তিই দেয়া হোক না কেন, পরকালের লাঞ্ছনা, অপমান ও আযাবের তুলনায় তা কিছুই না।

(গ) নারী-পুরুষ পরস্পরে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু চারজন শরয়ী সাক্ষী তাদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় প্রকাশ্যে ভয়-ভাবনাহীন এভাবে দেখে ফেলেছে যে, পুরুষাঙ্গ নারীর যোনিতে প্রবেশ করেছে। আদালতে ব্যভিচার সাব্যস্ত হওয়ার পর দুই অবস্থা হতে পারে।

১. তাদেরকে অল্প-স্বল্প কিছু সাজা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। যাতে তারা গরু, ছাগল, গাধা, ঘোড়া বা কুকুরের ন্যায় পুনরায় পথের ধারে যেখানে-সেখানে শুয়ে-বসে যেভাবে খুশি ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে। পাশাপাশি অন্যদেরও গুনাহের প্রতি ধাবিত করতে পারে। এরূপ করলে তো সমাজ থেকে লজ্জা-শরম দাফন হয়ে যাবে। মানুষ এবং পশুর মাঝে কোনো পার্থক্যই অবশিষ্ট থাকবে না।

২. নারী-পুরুষ উভয়কে কঠিনতম শাস্তি দিয়ে এহেন বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার দ্বার বন্ধ করে দেয়া হবে। তাই শরীয়ত শালীনতা ও লজ্জার দিক বিবেচনায় প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে সর্বসাধারণের সম্মুখে ব্যভিচারী নারী-পুরুষের জন্য এমন শাস্তি নির্ধারণ করেছে, যাতে মানুষেরা তা দেখে কান ধরে এই শপথ করে নেয় যে, আমরা কখনো এরূপ অশ্লীলতায় লিপ্ত হব না।

সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বর্বরতা নয়; বরং অত্যন্ত ন্যায়সংগত বিধান। ন্যায়নিষ্ঠাবান কোনো ব্যক্তি এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে না।

প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডকে বর্বরতা মনে হয় কেন?

সাধারণ মানুষ দুটি কারণে রজমকে (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুকে) বর্বরতা মনে করে। যথা :

১. ব্যভিচারীর প্রাণনাশ করার কারণে

ঠান্ডা মেজাজ ও সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে, মৃত্যুদণ্ড বিরল কোনো বিষয় না। দৈনন্দিন জীবনে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

(ক) জড়পদার্থে দৃষ্টান্ত

ভবন নির্মাণকালে মার্বেল পাথর বা টাইলস বসানোর সময় প্রয়োজন অনুযায়ী পাথর ও টাইলস কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। অসুন্দর ও ত্রুটিপূর্ণ পাথরগুলো ফেলে দিয়ে বেছে বেছে সুন্দর পাথরগুলো লাগানো হয়। অনুরূপভাবে ব্যভিচারীও সমাজের অসুন্দর সদস্য। তাকে রজমের মাধ্যমে মৃত্যুর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাক-পবিত্র ও শালীন সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়।

(খ) উদ্ভিদ জগতে দৃষ্টান্ত

খেত-খামার ও চাষাবাদের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরা ভালো করেই জানেন, মাঝে মাঝেই জমিনে আগাছা জন্ম নেয়। এগুলো উপড়ে ফেলা না হলে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ বা কীটপতঙ্গ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তা ছাড়া মাটি থেকে অতিরিক্ত শক্তি শোষণের মাধ্যমে এগুলো মূল ফসলকেই দুর্বল করে দেয়। তাই বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করে এসব আগাছা মেরে ফেলা হয়। অথবা এগুলো সমূলে উৎপাটিত করে ফেলা হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই আগাছানাশক বিভিন্ন ওষুধ খুব সহজেই পাওয়া যায়। কেউ এই আপত্তি করে না যে, আগাছারও তো প্রাণ আছে। এগুলো কেন উপড়ে ফেলা হবে বা ওষুধ দ্বারা কেন মেরে ফেলা হবে?

ফুল ও ফলের গাছ থেকে অতিরিক্ত ডাল কেটে ফেলার কাজ প্রতিদিনই চলতে থাকে। মালিক যখন মালীকে তাজাপাতা-বিশিষ্ট কাটা ডালের স্তূপ দিতে দেখে তখন অত্যন্ত খুশি হয় যে, এবার আমার বাগান সুন্দর ও সজীব হবে। ফলগাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালগুলো কেটে না দিলে অন্য ডালগুলোতে ফল কমে যায়। এ কারণে এ ডালগুলো কেটে ফেলাকে আবশ্যক মনে করা হয়। অনুরূপভাবে ব্যভিচারীকে বাঁচিয়ে রাখলে সমাজ বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার আগাছায় ছেয়ে যাবে। যার ফলে পবিত্রতা ও শালীনতার ফসল নষ্ট হবে। মানুষের মাঝে লজ্জার ফুল, ফল কমে যাবে। তাই ব্যভিচারীর মূলোৎপাটন করাও আবশ্যক। যাতে করে সমাজের বাকি মানুষদের এই ব্যাধি থেকে রক্ষা করা যায়।

(গ) পশুদের মাঝে দৃষ্টান্ত

প্রাণীদের মাঝেও ক্ষতিকর প্রাণী মেরে ফেলা একটি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়। যেমন :

► সাধারণত মানুষ সাপ-বিচ্ছু মেরে আনন্দ পায় যে, আমরা একটা ক্ষতিকর প্রাণীর অনিষ্টতা থেকে বেঁচে গেলাম। অনুরূপভাবে ব্যভিচারীকে হত্যার দ্বারাও এক দুষ্কৃতকারীর অনিষ্টতা থেকে মুক্তি লাভ হয়।

► বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যখন কোনো চিতা, বাঘ, সিংহ বা হাতির দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করে, তখন সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও তারাই তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। তদ্রূপ ব্যভিচারী ব্যক্তিও মানুষের ইজ্জত-আবরুর শত্রু। সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। তাই তাকে হত্যা করার দ্বারা সমাজের বাকি লোকের সম্মান, সম্ভ্রমের পূর্ণ হেফাজত নিশ্চিত করা হয়।

► গৃহপালিত পশুর মধ্যে যখন সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেয় তখন হাজার হাজার পশু হত্যা করে মাংস পুঁতে ফেলা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সরকার এ কাজ করে আনন্দিত হয় যে, আমরা জনগণকে প্রাণনাশক ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পেরেছি। ব্যভিচারীও 'অনিয়ন্ত্রিত লজ্জাস্থানের' রোগে আক্রান্ত। ইসলাম তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে অবশিষ্ট মানুষদের 'চরিত্রনাশক' ব্যাধি থেকে রক্ষা করেছে।

► মুরগিতে ভাইরাসের মড়ক দেখা দিলে লক্ষ লক্ষ মুরগি মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। অনুরূপভাবে ব্যভিচারীর মাঝে নির্লজ্জতার মড়ক প্রকাশ পাওয়ার কারণে তাকেও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

সভ্য জাতির পত্রিকায় গর্বভরে সংবাদ প্রকাশ করা হয় যে, আমরা ভাইরাসের কারণে এত এত প্রাণী হত্যা করেছি। তাহলে মুসলমানরা কি এরূপ বলতে পারে না যে, আমরা নির্লজ্জতার ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যভিচারীকে হত্যার দ্বারা অন্যদের রক্ষা করেছি?

ঘ. মানুষের মাঝে উদাহরণ

মানুষের শরীরে কোনো অঙ্গে ক্যান্সার হলে তা কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। কত নারী স্তন-ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কারণে স্তন কেটে ফেলে

দেয়। কিন্তু এরপরও সে খুশি থাকে যে, আমি ক্যান্সার থেকে মুক্তি পেয়েছি।

বাতরোগে আক্রান্ত রোগীদের পা মাঝেই মাঝেই ফুলে ফোড়া হয়ে যায়। একপর্যায়ে পা কেটে বাকি শরীর আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়। অনেকের পায়ে দুরারোগ্য টিউমারের কারণে পুরো পা কেটে ফেলা হয়। তদ্রূপ ব্যভিচারী ব্যক্তিও সমাজ নামক শরীরে টিউমারের ন্যায়। একে প্রস্তরাঘাতের মাধ্যমে অস্ত্রোপচার করে সমাজকে নির্লজ্জতার রোগ থেকে সুস্থ করা হয়।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে রাষ্ট্রদ্রোহীর জন্য দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যুদণ্ডের আইন রয়েছে। মানবতার ধ্বজাধারীগণ একে মানবতাবিরোধী মনে করে না। আদালতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর সংবাদমাধ্যমগুলো এই খবর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। যাতে সর্বসাধারণের নিকট এই শাস্তির সংবাদ পৌঁছে যায়। ভবিষ্যতে কেউ যেন এরূপ অপরাধ করার দুঃসাহস না করে। অনুরূপভাবে শরীয়ত ও আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের সাথে বিদ্রোহকারী ব্যভিচারীকে রজমের (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর) হুকুম দিয়েছে এবং খোলা ময়দানে সর্বসাধারণের সামনে তা কার্যকর করে অন্যদের সতর্ক করে দিয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এরূপ করার সাহস না পায়।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে বোঝা গেল যে, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, পশু এবং মানুষ সকলের ক্ষেত্রে একই মূলনীতি কার্যকর যে, অসুস্থ অঙ্গ কেটে ফেলে পুরো শরীরকে রক্ষা করা হবে। আর এটিই স্বভাবজাত নিয়ম। সুতরাং ইসলাম যেহেতু স্বভাবজাত ধর্ম, তাই ইসলামী শরীয়ত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার আদেশ দিয়ে সমাজের বাকি লোকদের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা করেছে।

২. জনসম্মুখে পাথর মেরে হত্যা

সাধারণ মানুষ রজমকে বর্বরতা মনে করার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জনসম্মুখে পাথর মেরে হত্যা করা। পাথর মেরে মেরে প্রাণনাশের কথা ভাবতেই অন্তর কেঁপে ওঠে। তাহলে যারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে তাদের কী অবস্থা হবে? আর রজমের দ্বারা শরীয়তের উদ্দেশ্য তো এটাই যে, মানুষ একবার কাউকে রজম করতে দেখার পর চিরদিনের জন্য তাদের থেকে ব্যভিচারের উন্মাদনা বিলীন হয়ে যাবে। ব্যভিচারের পরিণাম কতটা ভয়াবহ হয় তা যেন প্রত্যেকেরেই ভালোভাবে জানা থাকে। এটি ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য যে, এক ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা

করে সমাজের অন্যদের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে দিল। বোঝা গেল, ইসলামের দণ্ডবিধিসমূহ বর্বরতা নয়, বরং অত্যন্ত ন্যায়সংগত এবং তা মজলুমের সহযোগী ও জালেমকে তার অপরাধের শাস্তি আস্বাদনকারী।

রজমের উপকারিতা

১. কোনো পুরুষ কোনো নারীকে একা পেয়ে দুর্বল ভেবে বা দরিদ্র ও আশ্রয়হীন মনে করে তার সম্মান-সম্ভ্রম লুটার চেষ্টা করবে না।

২. কোনো নারী কোনো পুরুষকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করবে না। বেপর্দা দূর হয়ে যাবে।

৩. কোনো নারী পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে না। যুবসমাজকে বিপথগামী করতে পারবে না। না বাজারে দেহব্যবসা চলবে, না অভিজাত এলাকার বড় বড় অট্টালিকায় মদ-নারীর আসর বসবে। সবই বন্ধ হয়ে যাবে।

৪. পুরুষ স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অধিক মনোযোগ দেবে। হাট-বাজারের বেপর্দা নারীরা গুনাহের প্রতি আহ্বান করতে পারবে না। রূপসি মডেলদের সৌন্দর্য দেখে স্বামী নিজ স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ হারাবে না।

৫. গোপনে গোপনে চুটিয়ে প্রেম করা বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধুত্বসুলভ প্রেমের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। মোবাইল কম্পিউটারে চ্যাটিংয়ের সুযোগ থাকবে না। যুবক-যুবতিদের সময়ের হেফাজত হবে।

৬. উঠতে-বসতে সংসার ধ্বংস করার লোক থাকবে না। কোনো পুরুষ কোনো নারীকে তার স্বামীর প্রতি অতিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টা করবে না। কোনো নারী কোনো পুরুষকে তার স্ত্রীর প্রতি বিরূপ করে তোলার চেষ্টা করবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংসারে শান্তি ও স্বস্তির জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হবে।

৭. স্বামী খেত-খামার, অফিস বা দোকানে চলে গেলে তার স্ত্রীকে ঘরে একা পেয়ে কেউ তার সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করবে না। স্ত্রীরও একাকী ঘরে কোনো ভয় থাকবে না। স্বামীও বাহিরে চিন্তামুক্ত থাকবে।

৮. প্রভাবশালীরা দরিদ্র লোকদের স্ত্রী-কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি দিতে পারবে না।

৯. বিত্তশালীরা এক স্ত্রীর সাথে কয়েকজন করে উপ-স্ত্রী রাখতে পারবে না।

১০. এমন হবে না যে, স্ত্রী ঘর করবে একজনের আর তার মন পড়ে থাকবে অন্যজনের কাছে।

১১. আধুনিক মায়েরা নিজেদের সন্তানদের গান্ধা পরিবেশে লাগামহীন ছেড়ে দিতে পারবে না।

১২. নারীরা ঘরে, বাহিরে, সফরে সর্বত্র নিজেকে নিরাপদ মনে করবে। ইয়ামান থেকে মদীনা পর্যন্ত কোনো নারী একাকী সফর করলেও কেউ তার জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর দিকে হাত বাড়াবে না। লজ্জা ও শালীনতাপূর্ণ পরিবেশে আল্লাহ তাআলার রহমত সর্বদা বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে থাকবে। রিযিকে বরকত হবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ কমে যাবে। প্রতিটি ঘর নারীদের জন্য জান্নাতের একটি ছোটখাটো নমুনায় পরিণত হবে।

১৩. কোনো পুরুষ কোনো নারীকে ফুসলানোর চেষ্টা করলেও জবাবে সে বলতে পারবে, "My Body, My Life, My decision, I say no." (আমার শরীর, আমার জীবন, আমার সিদ্ধান্ত, আমি বলছি হবে না।)

১৪. অনুরূপ কোনো নারী কোনো পুরুষকে ফুসলানোর চেষ্টা করলে সে জবাব দিতে পারবে, "مَعَاذَ اللهِ" (আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) এতে হযরত ইউসুফ আ.-এর কথা স্মরণ হয়ে যাবে।

১৫. চারিত্রিক পবিত্রতা উন্নত হওয়ার ফলে দ্রুত দুআ কবুল হতে থাকবে। চারপাশে আল্লাহর রহমতের নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের মর্যাদা উন্নীত হবে এবং কাফেরদের মুখ কালিমালিপ্ত হয়ে যাবে।

ধাপে ধাপে শাস্তি চূড়ান্তকরণ

মদ্যপান নিষিদ্ধের বিধান ও তার শাস্তি যেমন ধাপে ধাপে চূড়ান্ত করা হয়েছে, তদ্রূপ ব্যভিচারের শাস্তিও তিনটি ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা :

১. প্রথম ধাপে বলা হয়েছে :

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا

'তোমাদের মাঝে যে দুজন সমকামিতায় লিপ্ত হয় তাদের উভয়কে শাস্তি দাও।'[২৯৬]

---

২৯৬. সূরা নিসা : ১৬

দুজন পুরুষের মধ্যে অপকর্ম প্রমাণিত হলে বিচারক তাদেরকে বিচারের আওতায় আনবে। অর্থাৎ তাদেরকে যথোপযোগী সাজা দেবে।

২. দ্বিতীয় ধাপে বলা হয়েছে :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

'ব্যভিচারী নারী-পুরুষ প্রত্যেককে এক শ বেত্রাঘাত করো এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি যেন তোমাদের সামান্যতম দয়া না জাগে; যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো।'[২৯৭]

৩. তৃতীয় ধাপে বলা হয়েছে :

الرَّجْمُ لِلثَّيِّبِ، وَالْجَلْدُ لِلْبِكْرِ

'বিবাহিত নারীর শাস্তি হলো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু। আর অবিবাহিত নারীর সাজা হলো বেত্রাঘাত।'[২৯৮]

ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করার জন্য চারজন পুরুষের শর্তারোপ করা হয়েছে। যেহেতু অপরাধী দুজন, তাই দুজনের জন্য দুজন দুজন করে মোট চারজন বলা হয়েছে। নারীরা যেহেতু স্বভাবগতভাবে অপবাদ আরোপ করায় পটু, তাই এই নাযুক বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি।

সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট যে, সাজা যেমন কঠিন তেমনই তা বাস্তবায়নের শর্তাবলিও অত্যন্ত কঠিন। প্রথমত, ইসলাম বিষয়টি যথাসম্ভব গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু চারজন শরয়ী সাক্ষীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যখন অপরাধ সুপ্রমাণিত হয়ে যায়, তখন আবার অপরাধী নারী-পুরুষকে কঠিনতম শাস্তি প্রদানের আদেশও করেছে এবং লোকদেরকে তাদের প্রতি কোনোরূপ দয়া দেখাতে বারণ করে দিয়েছে। যাতে করে অন্যরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। সাধারণত পুরুষদের সম্বোধন করে বিধান জারি করা হয়, আর নারীদের সেই

---

২৯৭. সূরা নূর : ২

২৯৮. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযি., সহীহ্ বুখারী, ৪৫৭২ নং হাদীসের পর ইবনু আব্বাস রাযি.-এর মন্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে।

সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে পৃথকভাবে 'اَلزَّانِيَةُ' শব্দ উল্লেখ করে নারীদের অন্তর্ভুক্তিকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। যাতে কেউ মনে না করে যে, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর বিধান কেবল পুরুষের জন্য; নারীর জন্য নয়।

ব্যভিচারের পরকালীন শাস্তি

এক হাদীস থেকে বোঝা যায় ব্যভিচারের শাস্তি ছয়টি। তিনটি দুনিয়ায় ও তিনটি আখেরাতে।

► দুনিয়ার তিনটি হলো :

১. চেহারার লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়।

২. দরিদ্রতা ও অভাব-অনটন দেখা দেয়।

৩. বয়স কমে যায়।

► আখেরাতের তিনটি হলো :

১. আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন।

২. কেয়ামতের দিন হিসাব কঠিন করা হবে।

৩. চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

বিভিন্ন হাদীস অধ্যয়নে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হবার পর তাওবা না করেই দুনিয়া ত্যাগ করবে, তার ওপর বিপদাপদের ঢল নেমে আসবে। আল্লাহ তাআলা তার সাথে কঠোর আচরণ করবেন। ব্যভিচারের প্রতিটি কাজের পরিবর্তে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। নিচে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো :

১. পরপুরুষের জন্য চেহারা সজ্জিত করত। কেয়ামতের দিন চেহারা কালো হয়ে যাবে।

২. গাইরে মাহরামদের চেহারার দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাত। কেয়ামতের দিন তার চেহারার মাংস খসে পড়বে।

৩. গাইরে মাহরামের সামনে তার চেহারা খোলা রাখত। কেয়ামতের দিন তার চেহারা আগুনে ঝলসে দেয়া হবে।

৪. গাইরে মাহরামের সাথে মনকাড়া আলাপচারিতায় লিপ্ত থাকত। কেয়ামতের দিন ক্রন্দনরত অবস্থায় উঠবে।

৫. গাইরে মাহরামের সাথে রস-রসিকতা করত, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। কেয়ামতের দিন পিটিয়ে পিটিয়ে উঠানো হবে।

৬. গাইরে মাহরামের সাক্ষাৎ লাভে পুলকিত হতো। কেয়ামতের দিন উদাস ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠবে।

৭. গাইরে মাহরামকে কামাতুর দৃষ্টিতে দেখত। কেয়ামতের দিন চোখে গলিত সিসা ঢেলে দেয়া হবে।

৮. গাইরে মাহরামের সাথে দেখা করার জন্য পায়ে হেঁটে অগ্রসর হয়েছে। কেয়ামতের দিন পায়ে বেড়ি পরানো হবে।

৯. গাইরে মাহরামের হাত ধরাধরি করত। কেয়ামতের দিন হাতে আগুনের চুড়ি পরানো হবে।

১০. গাইরে মাহরামের সাথে চুমোচুমি করত। কেয়ামতের দিন অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১১. গাইরে মাহরামের সাথে গলা মিলাত। কেয়ামতের দিন গর্দানে আগুনের শেকল পরানো হবে।

১২. গাইরে মাহরামের সামনে লজ্জাস্থানের কাপড় খুলত। কেয়ামতের দিন আগুনের কাঁটাযুক্ত পোশাক পরিধান করানো হবে।

১৩. গাইরে মাহরামের সাথে মিলিত হয়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ করত। কেয়ামতের দিন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় উঠানো হবে।

১৪. গাইরে মাহরামের সাথে মিলনের সময় উত্তেজনার ঝড় বয়ে যেত। কেয়ামতের দিন লজ্জাস্থানে আগুনের ছেঁকা দেয়া হবে।

১৫. গাইরে মাহরামের সাথে মিলনের ফলে লজ্জাস্থান থেকে বীর্যস্খলিত হয়েছে। কেয়ামতের দিন লজ্জাস্থান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকবে।

১৬. গাইরে মাহরামের চুলে ভালোবাসার পরশ বুলিয়েছে। কেয়ামতের দিন চুল ধরে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে।

১৭. গাইরে মাহরামের স্তন স্পর্শ করেছে, মুখে নিয়েছে। কেয়ামতের দিন গুপ্তাঙ্গের লোম দিয়ে জাহান্নামে ঝুলানো হবে।

১৮. গাইরে মাহরামের শরীরের ঘ্রাণ শুঁকেছে। কেয়ামতের দিন শরীর থেকে অসহ্যকর, দুর্বিষহ গন্ধ বের হবে।

১৯. গাইরে মাহরামের সাথে এক বিছানায় একত্রে মিলিত হয়েছে। কেয়ামতের দিন আগুনের চুলায় দুজনকে একত্র করা হবে।

২০. গাইরে মাহরামের সামনে উলঙ্গ হয়েছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে উলঙ্গ করে উঠানো হবে।

২১. গাইরে মাহরামের সাথে ব্যভিচার করার জন্য লোকদের থেকে আড়াল হয়েছে। কেয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে অপদস্থ করা হবে।

২২. গাইরে মাহরামের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি গোপন রাখার জন্য মানুষকে মিথ্যা বলেছে। কেয়ামতের দিন মুখে মোহর মেরে দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

২৩. গাইরে মাহরাম থেকে নিজের শরীর ও রূপের প্রশংসা শুনেছে। কেয়ামতের দিন সকল মানুষ অভিশাপ দেবে।

২৪. গাইরে মাহরামকে সালাম করত। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা লানত বর্ষণ করবেন।

২৫. গাইরে মাহরামের শরীরে চুমু খেয়েছে। কেয়ামতের দিন পুরো শরীরে সাপ দংশন করবে।

২৬. গাইরে মাহরামের সাথে ব্যভিচারের সময় রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বাদ উপভোগ করেছে। কেয়ামতের দিন সর্বাঙ্গে বিচ্ছু দংশন করবে।

২৭. পরনারীর শরীরে স্বাধীনতা পেয়েছে। কেয়ামতের দিন ওই নারীর স্বামী তার নেক আমলে স্বাধীনতা লাভ করবে।

২৮. পরনারীর দেহের ওপর চড়েছে। কেয়ামতের দিন ওই নারীর স্বামীর গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

২৯. গাইরে মাহরামের সাথে চিরদিনের বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। কেয়ামতের দিন চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

৩০. গাইরে মাহ্‌রামের সাথে একান্তে আলাপনের স্বাদ আস্বাদন করেছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে একান্ত আলাপনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, ব্যভিচারের সাজা যতটা গুনে গুনে প্রতিটি পদক্ষেপ অনুযায়ী দেয়া হবে, অন্য কোনো অপরাধের সাজা ততটা পদক্ষেপ অনুপাতে দেয়া হবে না। সবচেয়ে বড় সাজা হলো আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে একান্ত আলাপনের সুযোগ পাবে না; বরং আল্লাহ্‌ লানত বর্ষণ করবেন। অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে, আমাদের পরিবার-পরিজনকে, আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে, কেয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মকে এবং আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ব্যভিচার থেকে পূর্ণ হেফাজত করেন। আমীন।
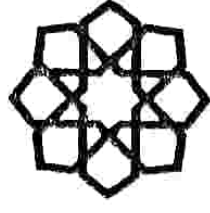
নবম অধ্যায়

যৌনতাড়না কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে

আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে কিছু জিনিসের চাহিদা দান করেছেন। যেমন : কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষ ক্ষুধা অনুভব করে। তখন সবাই খাবারের আয়োজন করে। পিপাসা লাগলে পানির ব্যবস্থা করে। মানুষ কাজ করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে। তাই মানুষ খাট, বিছানা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে। প্রস্রাব-পায়খানার বেগ হলে টয়লেটে গিয়ে প্রয়োজন পূরণ করে। এ সবই প্রাকৃতিক প্রয়োজন। মানুষ এগুলোকে কিছু সময়ের জন্য দমিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এ সকল প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে পারে না।

তদ্রূপ মানুষ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, সে নিজের মাঝে যৌন উত্তেজনার এক প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুভব করে। এই উত্তেজনাকে সে কিছু সময়ের জন্য দমিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু তা পূরণ করা ব্যতীত তার শান্তি ও স্বস্তি লাভ হয় না।

যৌনতাড়নার ঐশী চিকিৎসা

আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের যৌন-চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহকে ওষুধ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

'নারীদের যাকে তোমাদের ভালো লাগে বিয়ে করে নাও।'[২৯৯]

২৯৯. সূরা নিসা : ৩

বৈবাহিক বৈধতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ পরস্পর মিলনের মাধ্যমে যৌন-চাহিদার উত্তম চিকিৎসা লাভ করে। উত্তেজনার সময় মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে আশ্চর্য রকমের অস্থিরতা, উন্মাদনা ও আনমনাভাব পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় ইবাদত-বন্দেগীতেও মন বসে না। একাগ্রচিত্তে অন্য কোনো কাজও করা যায় না। মন-মস্তিষ্কে এমন নেশা ছেয়ে যায় যে, তা পূরণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। স্ত্রীর সাথে মিলনের দ্বারা এই নেশা, উন্মাদনা সব দূর হয়ে যায়। স্বভাবে ভারসাম্য ফিরে আসে। মনে প্রশান্তি লাভ হয়। সকল অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। মানুষ নিজের মাঝে একধরনের স্বস্তিভাব অনুভব করে। বস্তুত নারী-পুরুষ একে অন্যের জন্য খোদাপ্রদত্ত এক অনন্য নেয়ামত। এক আসমানী উপঢৌকন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মাঝে একটি হলো তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমার তার কাছে স্বস্তি পেতে পারো।'[৩০০]

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারী-পুরুষ একে অন্যের জন্য আল্লাহ তাআলার কুদরতের উত্তম নিদর্শন। পরস্পর মিলনের দ্বারা তাদের স্বস্তি লাভ হয়। ইসলাম যেহেতু স্বভাবজাত ধর্ম, তাই ইসলাম বৈরাগ্যের নির্দেশ দেয়নি এবং বৌদ্ধদের মতো বিয়ে না করে চিরকুমার থাকাকেও পছন্দ করেনি। সেই সাথে বিবাহকে আল্লাহ তাআলার মারেফত লাভের প্রতিবন্ধকও মনে করা হয়নি; বরং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

'আর নিশ্চয়ই আমি আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করেছি।'[৩০১]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর উম্মতকে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিবাহকে দ্বীনের অর্ধেক বলেছেন। মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

---

৩০০. সূরা রূম : ২১
৩০১. সূরা রাদ : ৩৮

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

'যে বিয়ে করে নিল সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল। বাকি অর্ধেক অর্জনের জন্য সে যেন আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) অর্জন করে।'[৩০২]

পবিত্র ও শালীন জীবনযাপনের জন্য বিয়ে উত্তম সমাধান। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجْ الْحَرَائِرَ

'যে আল্লাহ তাআলার সাথে পূত-পবিত্র অবস্থায় মিলিত হতে চায় সে যেন সম্ভ্রান্ত নারী বিয়ে করে নেয়।'[৩০৩]

এ থেকে বোঝা যায় যে, বিয়ে করার দ্বারা শুধু যৌনতাড়নাই নয়, বরং অন্যান্য বড় বড় গুনাহ থেকে বাঁচাও সহজ হয়ে যায়। উপকরণ হিসেবে গুনাহ থেকে পূর্ণরূপে বেঁচে থাকার জন্য বিয়ে করা অত্যাবশ্যকীয়। অবিবাহিত ব্যক্তি মেহনত-মুজাহাদার দ্বারা নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখতে সক্ষম হলেও তার মন-মস্তিষ্ককে জৈবিক কল্পনা-জল্পনা থেকে মুক্ত রাখতে পারে না। এ কারণে যেকোনো সময় তার গুনাহে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিবাহের পর গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে চলে না গেলেও অবশ্যই তা অনেকটাই হ্রাস পায়। মোটকথা, বিবাহের দ্বারা স্বীয় যৌনতাড়নাকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ বৈধ পন্থায় প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে হারাম থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়।

হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে লেখেন :

وَيَتَزَوَّجُ لِكَسْرِ الشَّهْوَةِ وَإِعْفَافِ النَّفْسِ وَتَكْثِيرِ النَّسْلِ

'বিবাহ হচ্ছে যৌনতাড়না নিবারণ, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং বংশ বৃদ্ধির মাধ্যম।'[৩০৪]

কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কোনো কারণ ছাড়াই যারা বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

---

৩০২. বর্ণনাকারী আনাস ইবনু মালেক রাযি. বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ৫১০০; তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭৬৪৭। হাসান।

৩০৩. বর্ণনাকারী আনাস ইবনু মালেক রাযি., সুনানু ইবনু মাজাহ, ১৮৬২। সনদ দুর্বল।

৩০৪. ফাতহুল বারী, ৯/১০৫

أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

'আমি নারীদের বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৩০৫]

আমার অন্তর্ভুক্ত নয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য এর চেয়ে কঠিন শব্দ আর কী হতে পারে?

হযরত আবু যর রাযি. বর্ণনা করেন, আকাফ ইবনু বাশীর তামীমী একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আকাফ, তোমার স্ত্রী আছে? তিনি বললেন, না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দাসী আছে? তিনি বললেন, না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো সচ্ছল। বিয়ে করার সামর্থ্য রাখো। তারপরও বিয়ে করোনি! তাহলে :

أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ

'তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই।'[৩০৬]

এই বাক্যের উদ্দেশ্য ও চাহিদা একজন সাধারণ ছাত্রও সহজেই বুঝতে পারবে।

যৌনতাড়নার উত্তম সমাধান এটিই যে, পুরুষ স্বীয় স্ত্রীর সাথে তৃপ্তিভরে মেলামেশা করবে এবং পরনারীদের ব্যাপারে নির্মোহ থাকবে। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে, 'ঘরে উদরপূর্তি ডাল রুটি খাওয়ার পর বাইরের মোরগ-পোলাও, রসগোল্লা দিলেও খাওয়ার আগ্রহ হয় না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীস থেকেও বিষয়টি বুঝে আসে যে, যদি কোনো পরনারীর প্রতি কারও দৃষ্টি পড়ে যায় এবং তার রূপ ও সৌন্দর্য তার মনে উত্তেজনা জাগায়, তাহলে সে ঘরে ফিরে আসবে এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। কেননা যা কিছু ওই নারীর কাছে আছে তা তার স্ত্রীর মাঝেও রয়েছে।

---

৩০৫. বর্ণনাকারী আনাস ইবনু মালেক রাযি., সহীহ বুখারী, ৫০৬৩

৩০৬. মুসনাদু আহমাদ, ২১৪৫০; মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ১০৩৮৭। সনদ দুর্বল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

> إنّ المرْأَةَ تقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطانٍ وتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطانٍ فَإذا رَأى أحدُكم امْرَأَةً أعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أهْلَهُ فَإن ذلِكَ يَرُدُّ ما فِي نفْسِهِ
>
> 'নিশ্চয়ই নারী শয়তানের আকৃতিতে আসে এবং শয়তানের আকৃতিতে ফিরে যায়। যদি তোমাদের কাউকে কোনো পরনারীর সৌন্দর্য মুগ্ধ করে এবং তার মন সেদিকে ধাবিত হয়, সে যেন তার স্ত্রীর নিকট ফিরে যায় এবং সহবাস করে। কেননা তা তার মনের উন্মাদনাকে প্রশমিত করবে।'[৩০৭]

কখনো কখনো নারীরা তাদের দৈহিক অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রথম দৃষ্টিতেই পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। পুরুষের মনে যৌনতাড়নার ঝড় বয়ে যায়। এই ব্যাকুলতার সমাধানও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতলে দিয়েছেন যে, নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নাও। বীর্যস্খলিত হয়ে গেলে শয়তান আর গুনাহে লিপ্ত করার দুঃসাহস করবে না। 'শরহে মুসলিম' গ্রন্থে আল্লামা নববী রাহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যায় লেখেন :

> أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً فَتَحَرَّكَتْ شَهْوَتُهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ فَلْيُوَاقِعْهَا لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ وَتَسْكُنَ نَفْسُهُ وَيَجْمَعَ قَلْبَهُ عَلَى مَا هُوَ بِصَدَدِهِ
>
> 'কোনো নারীকে দেখার দরুন যার মাঝে উত্তেজনা জাগ্রত হয় তার জন্য মুস্তাহাব হলো নিজ স্ত্রীর নিকট ফিরে আসা এবং তার সাথে সহবাস করে নেয়া। যাতে তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়, অন্তর শান্ত হয় এবং অন্তরে যা ছিল তা দূর হয়ে যায়।'[৩০৮]

এ কারণেই শরীয়তে কিছু সময়ে স্ত্রী-সহবাসকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে :

১. সফরে বের হবার পূর্বে।

২. সফর থেকে ফিরে আসার পর।

---

৩০৭. বর্ণনাকারী জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযি., সহীহ মুসলিম, ১৪০৩। গ্রন্থকার মূলত জামিউস সগীর (৩৭০৩) হতে মতন (মূল বক্তব্য) উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় সামান্য ভিন্নতা রয়েছে।

৩০৮. শরহুন নববী আলা মুসলিম, ৯/১৭৮।

৩. হজ-উমরার ইহরাম বাঁধার পূর্বে।

৪. পরনারীর প্রতি দৃষ্টির দরুন উত্তেজনা জাগার পর।

৫. হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, বৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণের দ্বারা অবৈধ পন্থা থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। পুরুষের উচিত স্ত্রীকে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত মনে করা এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করা। সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীকে খুশি রাখার চেষ্টা করা। তদ্রূপ স্ত্রীর জন্যও উচিত স্বামীকে আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান মনে করা। হৃদয় উজাড় করে তাকে ভালোবাসা। তার সেবাযত্নে অলসতা না করা। সাধ্যানুযায়ী স্বামীর মনে প্রশান্তি আনয়নের চেষ্টা করা। এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন স্ত্রী স্বামীকে দেখে মুচকি হাসে বা স্বামী স্ত্রীকে দেখে মুচকি হাসে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনকে দেখে মুচকি মুচকি হাসেন।

এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহকেই যৌনতাড়না প্রশমনের উত্তম পথ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

> يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
>
> 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা, বিবাহ দৃষ্টিকে অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী।'[৩০৯]

এই হাদীসে পুরো বিষয়টি খুব ভালোভাবে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এরপর আর আলোচনা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই।

যৌনতাড়নার কুরআনী সমাধান

যদি কোনো ব্যক্তি শরীয়ত সমর্থিত কোনো কারণে বিয়ে করতে অক্ষম হয়, তার জন্য উচিত হলো ধৈর্যধারণ করা এবং সবরের মাধ্যমে স্বীয় পবিত্রতা রক্ষা করা।

---

৩০৯. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., সহীহ বুখারী, ৫০৬৬; সহীহ মুসলিম, ১৪০০।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

'আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদের সামর্থ্যবান করা পর্যন্ত তারা যেন নিজেদের সংবরণ করে।'[৩১০]

সাধারণ অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় যে, যারা পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন করে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য দ্রুত বিবাহের বন্দোবস্ত করে দেন। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ: اَلْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'তিন শ্রেণির লোককে সাহায্য করা আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন :

১. চুক্তিবদ্ধ গোলাম, যে চুক্তির টাকা পরিশোধ করতে চায়।

২. বিয়ে করতে উদ্যত ব্যক্তি, যে পবিত্র থাকতে চায়।

৩. আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ।'[৩১১]

একটু ভাবুন, যাকে সাহায্য করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন, তাকে গন্তব্যে পৌঁছতে কে বাধা দিতে পারে? কুরআন মাজীদ অধ্যয়নের দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যৌনতাড়নাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চারটি জিনিস খুব উপকারী।

১. কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

---

৩১০. সূরা নূর : ৩৩

৩১১. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., নাসায়ী, ৩২১৮; তিরমিযী, ১৬৫৫; ইবনু মাজাহ, ২৫১৮; মুসনাদু আহমাদ, ৭৪১৬। হাসান।

'মুমিনদের বলে দিন তারা যেন স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'[৩১২]

কুদৃষ্টির দরুন মানুষের ভেতরে কামবাসনার আগুন ঝলসে ওঠে। সুইচ চাপার দ্বারা যেমন মেশিন স্টার্ট হয়ে যায়, তদ্রূপ পরনারীর দিকে দৃষ্টি পড়ার দ্বারা পুরুষের যৌনাঙ্গে কম্পন শুরু হয়ে যায়। যে ব্যক্তি পবিত্রতার জীবন অতিবাহিত করতে চায়, তার জন্য কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। দৃষ্টি পবিত্র না হলে কামবাসনার আগুন নিবারণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ জন্যই কুরআন মাজীদে দৃষ্টি অবনত রাখার হুকুম করা হয়েছে এবং এর সাথে সাথেই লজ্জাস্থান হেফাজতের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ পরস্পর সম্পূরক।

২. পাপিষ্ঠদের সাহচর্য বর্জন

যৌনতাড়না প্রশমিত করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, পাপিষ্ঠদের সাহচর্য বর্জন করা। পাপাচারীদের কথাবার্তা অনেক সময় মানুষের মন-মস্তিষ্ককে সাপের মতো দংশন করে এবং আত্মার মৃত্যু ঘটায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدٰى

'যারা তার (কিয়ামত দিবসের) প্রতি ঈমান রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা যেন আপনাকে তা থেকে বিরত না রাখে। তাহলে আপনি অধঃপতিত হবেন।'[৩১৩]

ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, খারাপ বন্ধু বিষধর সাপের চেয়েও বেশি মারাত্মক। কেননা সাপের দংশনে শারীরিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু মন্দ বন্ধুর কথায় আত্মার মৃত্যু সাধিত হয়।

অধিকন্তু মন্দ বন্ধু শয়তান থেকেও বেশি মারাত্মক হয়। কেননা শয়তান কেবল মানুষের মস্তিষ্কে গুনাহের কুমন্ত্রণা দেয়। আর মন্দ বন্ধু হাত ধরে তাকে গুনাহে লিপ্ত করে। হাজারও যুবক এমন রয়েছে যারা পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন করছিল। কিন্তু কোনো পাপিষ্ঠ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেছে।

৩১২. সূরা নূর : ৩০
৩১৩. সূরা ত্ব-হা : ১৬

৩. নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

'নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।'[৩১৪]

মানুষের উচিত ধৈর্য দ্বারা যৌনতাড়নাকে নিয়ন্ত্রণ করা। যদি ঝড় প্রবল আকার ধারণ করে তাহলে ধৈর্যের সাথে সাথে নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তাআলা অন্তরকে শীতল করে দেবেন। নিজেকে সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়লে, এহেন পরিস্থিতিতে দুই রাকাত 'সালাতুল হাজত' নামায আদায় করে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করবে। ইনশাআল্লাহ বিস্ময়কর ফলাফল প্রত্যক্ষ করবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[৩১৫]

অবিবাহিতদের জন্য ইশার নামাযের পর বা তাহাজ্জুদের সময় দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহ তাআলার কাছে জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণে থাকার প্রার্থনা করা এ বিষয়ের মহৌষধ। এর দ্বারা যৌনতাড়নার উত্তাল ঝড় থেমে যাবে। এটি যৌন-প্লাবনের প্রবল স্রোতের সামনে বাঁধ হয়ে দাঁড়াবে এবং পবিত্র ও শালীনতাপূর্ণ জীবনযাপন করা সহজ হয়ে যাবে।

৪. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা

আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, চিন্তাগত নাপাকি যিকির দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়। মস্তিষ্কে সর্বক্ষণ শয়তানি, যৌনতা ও খাহেশাতপূর্ণ কল্পনা-জল্পনাকে চিন্তাগত নাপাকি বলা হয়। যুবক-যুবতিরা স্বীয় কল্পনার জগতে নিজেদের কল্পিত প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের দৃশ্য ভেবে ভেবে যৌনস্বাদ উপভোগ করে। এমনকি ওঠাবসা, চলাফেরায় সর্বদা এসব কল্পনা মস্তিষ্ককে ঘিরে রাখে। এহেন দুরবস্থার

---

৩১৪. সূরা বাকারা : ৪৫

৩১৫. সূরা আনকাবুত : ৪৫

চিকিৎসা করা না হলে রোগ এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায় যে, নামাযরত অবস্থায়ও মন ওই জগতে ছুটে যায়।

مجھے کیا پتہ تھا قیام کا ... مجھے کیا خبر تھی رکوع کی
تیرے نقش پا کی تلاش تھی ... کہ میں جھک رہا تھا نماز میں

'কিয়ামের ব্যাপারে আমি কী জানি
রুকুর খবরই আমার কাছে আছে নাকি
আমি তো ছিলাম তোমার অবয়বের খোঁজে
তাই তো ঝুঁকছিলাম দাঁড়িয়ে নামাযে।'

তার জন্য নামায নিছক উঠাবসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লামা ইকবাল সত্যই বলেছেন :

میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی ... تو زمیں سے آنے لگی صدا
تیرا دل تو ہے صنم آشنا ... تجھے کیا ملے گا نماز میں

যখনি আমি জমিনে, সেজদায় লুটাই মাথা,
দেখোনি তুমি অন্তরে, সেথায় মূর্তিপ্রেম গাঁথা।
জমিন আমায় ধিক্কারে তোলে গর্জন,
নামাযে তোমার কী হবে অর্জন?

এমতাবস্থায় অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির মানুষের মন-মস্তিষ্ককে সব ধরনের নাপাকি থেকে পবিত্র করে দেয়।

যৌনতাড়নার নববী চিকিৎসা

১. রোযা রাখা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির বিয়ের সামর্থ্য নেই তার রোযা রাখা উচিত। ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

'আর যে বিয়ে করতে সক্ষম নয় সে যেন রোযা রাখে। কেননা এটিই তার উত্তেজনা প্রশমনকারী।'[৩১৬]

৩১৬. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, সহীহ বুখারী, ৫০৬৬; সহীহ মুসলিম, ১৪০০।

এখানে ‘وِجَاءٌ’ দ্বারা উত্তেজনা বিনষ্টকারী বা প্রশমনকারী বোঝানো হয়েছে। আর রোযা দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো ক্ষুধার্ত থাকা। উদর খালি রাখা। এতে অহংকার ও উত্তেজনা দুটোই কমে যায়। একবার হযরত বায়জিদ বুস্তামী রাহিমাহুল্লাহ ক্ষুধার্ত থাকার উপকারিতা বর্ণনা করছিলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, এটাও তাৎপর্যের কোনো বিষয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। ফেরাউন যদি ক্ষুধার্ত থাকত তাহলে নিজেকে খোদা দাবি করত না। বোঝা গেল, এসব রং-তামাশা উদরপূর্ণ থাকার কারণেই হয়। যে যুবক পূর্ব থেকে রোযা রাখায় অভ্যস্ত না, সে প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ অর্থাৎ ‘আইয়ামে বীজের’ রোযাগুলো রাখতে পারে।

এভাবে কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেলে এবং তখনো উত্তেজনা পুরোপুরি প্রশমিত না হলে, প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখবে। এভাবে রোযা রাখায় পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে যাবার পরও যদি আরও রোযা রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে হযরত দাউদ আ.-এর ন্যায় রোযা রাখবে। অর্থাৎ একদিন রোযা রাখবে এবং পরদিন রোযা ভাঙবে। আর এটিই উত্তম পদ্ধতি। মনে রাখতে হবে, প্রথমদিন রোযা রাখার দ্বারাই উত্তেজনায় প্রভাব পড়বে না। ধারাবাহিকভাবে কয়েকদিন নিয়মিত রাখার পর উত্তেজনা কমতে শুরু করবে। এ সময় সেহরী-ইফতারেও উদরপূর্ণ করে না খাওয়া চাই। নইলে উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

২. সর্বদা অযু অবস্থায় থাকা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَلْوُضُوْءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

‘অযু মুমিনের হাতিয়ার।’[৩১৭]

এ জন্য শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য অযু অবস্থায় থাকা উত্তম পথ্য। যুবকরা যদি সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস করে নেয় তাহলে ইবাদতে যত্নশীল হওয়া সহজ হয়ে যাবে। অযু দ্বারা মানুষের অভ্যন্তরীণ একাগ্রতা অর্জিত হয়। অস্থির অবস্থা দূর হয়ে যায়।

---

৩১৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ ধরনের কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। তবে সহীহ সনদে এ কথা বর্ণিত আছে যে ‘وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ’ (প্রকৃত) মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ অযুর প্রতি যত্নবান থাকে না। মুসনাদু আহমাদ, ২২৪৩৩, ২২৪৩৬। সনদ সহীহ।

৩. দুআ করা

উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের এক কার্যকরী পথ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করা। হে আল্লাহ, আমি অতিশয় দুর্বল। আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচান। এ বিষয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক দুআ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রাযি. বর্ণনা করেন, এক যুবক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ব্যভিচারের অনুমতি চাইল। সাহাবায়ে কেরাম তার এই কথাকে অত্যন্ত অপছন্দ করলেন এবং তাকে ধমক দিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার মায়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক, তা কি তুমি পছন্দ করবে? সে বলল, না। তোমার মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক তা কি তুমি পছন্দ করবে? সে বলল, না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বোনের সাথে ব্যভিচার করাকে তুমি পছন্দ করবে? সে বলল, না। তোমার ফুপির সাথে ব্যভিচার করাকে তুমি পছন্দ করবে? সে বলল, না। তোমার খালার সাথে ব্যভিচার করাকে তুমি পছন্দ করবে? সে বলল, না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি যার সাথে ব্যভিচার করবে সেও তো কারও মা, বোন, স্ত্রী, মেয়ে, ফুপি বা খালা হবে। তুমি যেমন তোমার আত্মীয়দের সাথে কারও ব্যভিচার করাকে পছন্দ করো না, তদ্রূপ অন্যরাও তাদের আত্মীয় নারীদের সাথে কারও ব্যভিচার করাকে পছন্দ করে না। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের বুকে স্বীয় স্নেহের হাত রাখলেন এবং বললেন :

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

'হে আল্লাহ, তার গুনাহ মাফ করে দিন, তার অন্তর পবিত্র করে দিন এবং তার লজ্জাস্থান হেফাজত করুন।'[৩১৮]

এই দুআ যুবকের মনে এতটাই প্রভাব ফেলল যে, এরপর আর কখনো তার মনে ব্যভিচারের আগ্রহ জাগেনি।

হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও অনেক

---

৩১৮. বর্ণনাকারী আবু উমামা, মুসনাদু আহমাদ, ২২২১১। সহীহ।

দুআ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো আমল করলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং প্রাচুর্য প্রার্থনা করছি।'[৩১৯]

কখনো কখনো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত বাক্যে দুআ করেছেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ، وَالْعِفَّةَ، وَالْأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرِّضَى بِالْقَدَرِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা, চারিত্রিক মাধুর্য এবং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি।'[৩২০]

কখনো এভাবে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ، وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

'হে আল্লাহ, আমাকে সঠিক পথের দিশা দান করুন এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুন।'[৩২১]

কোনো কোনো হাদীসে নিচের দুআগুলো বর্ণিত হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

'হে আল্লাহ, আপনার কাছে মন্দ চরিত্র, বদ আমল এবং প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৩২২]

আরও বর্ণিত হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে নারীর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৩২৩]

৩১৯. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., সহীহ মুসলিম, ২৭২১।
৩২০. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযি., মিশকাত, ২৫০০; তাবরানী; মু'জামুল কাবীর, ১৩/২৯ [৬০]। সনদ দুর্বল তবে দুআ হিসেবে আমলযোগ্য।
৩২১. বর্ণনাকারী ইমরান ইবনু হুসাইন রাযি., তিরমিযী, ৩৪৮৩। সনদ দুর্বল। তবে দুআ হিসেবে আমলযোগ্য।
৩২২. বর্ণনাকারী কুতবা ইবনু মালেক রাযি., তিরমিযী, ৩৫৯১। সহীহ।
৩২৩. বর্ণনাকারী সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাযি., ইমাম খরাইতী; ই'তিলালুল কুলূব, ২০০। সনদ দুর্বল। তবে দুআ হিসেবে আমলযোগ্য

পূর্বসূরিদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারাও দুআ কবুলের মুহূর্তগুলোতে উত্তেজনার ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এক রাতে হযরত বাইজিদ বোস্তামী রহ.-এর মাঝে উত্তেজনা প্রবল হলে তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে দুআ প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমার কাছে নারী আর দেয়ালের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকেনি।

একটা কথা বুঝে নেয়া দরকার, দুআ পাঠ করার দ্বারা দুআ কবুল হয় না; বরং দুআ প্রার্থনা করার দ্বারা দুআ কবুল হয়। দুআ প্রার্থনার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আপাদমস্তক দুআয় নিমগ্ন থাকবে। চোখ অশ্রুসিক্ত না হলেও অন্তরে অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হবে। মনের গহিন থেকে আবেদন উচ্চারিত হবে, হে আমার মুনিব! আমি অতিশয় দুর্বল। আপনি মহাপরাক্রমশালী শক্তিমান। এই দুর্বল বান্দা সর্বশক্তিমান সত্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে।

হে আল্লাহ, আপনার দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি আমাকে নারীর ফিতনা থেকে হেফাজত করুন। আমার উত্তেজনাকে আমার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিন। অতঃপর এই দুআর ফলাফল প্রত্যক্ষ করতে থাকুন। সত্যবাদী আল্লাহ তাআলার মহাসত্য গ্রন্থ 'আল কুরআনুল কারীম' সাক্ষ্য দিচ্ছে :

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

'কে আছে ব্যাকুল হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দেবে, যখন সে প্রার্থনা করে?'[৩২৪]

যৌনতাড়নার চিন্তাগত সমাধান (লেখকের পরামর্শ)

সাধারণত মানুষ নিজে কোনো ওষুধ ব্যবহার করে ভালো ফল পেলে অন্যদেরও তা সম্পর্কে অবগত করে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে থাকে যে, এই ওষুধটা অনেক ভালো। আমি ব্যবহার করে সুস্থ হয়েছি। আপনিও করে দেখতে পারেন, উপকার পাবেন ইত্যাদি। যৌনতাড়না নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই অধম যে সকল বিষয় থেকে উপকার পেয়েছি এখানে পাঠকদের খেদমতে সেগুলো পেশ করছি :

---

৩২৪. সূরা নামল : ৬২

১. অলস সময় কাটাবেন না

যৌন-উসকানি নিয়ন্ত্রণের উত্তম পন্থা হলো সর্বদা নিজেকে কোনো কাজে ব্যস্ত রাখা। কাজকর্মে এতটাই ব্যস্ত থাকবে, মাথা চুলকানোর সময়টুকুও যাতে না পায়। যখন হাতে দুটি কাজ থাকে তার মাঝে তৃতীয় কোনো কাজ ঢুকিয়ে দেবে। কাজ করতে করতে অবস্থা এমন হবে যে, শরীর বিশ্রাম চাইবে। চোখ ঘুমের জন্য কাতরাতে থাকবে। শোয়ার সময় শরীর নিজ থেকেই বিছানায় ঢলে পড়বে। ব্যস, এমন রুটিন করে নেবে যে, সারাক্ষণ কাজ আর কাজ, মাঝে এক টুকরো বিশ্রাম। ছাত্ররা নিজেদের পুরোটা সময় পড়াশোনায় ব্যয় করবে। দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষার্থীরা আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত সময়টুকুতে খেলাধুলা করাকে পড়াশোনার মতোই গুরুত্ব দেবে। অবসর সময়ে ব্যক্তিগত অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকবে। কিতাবকে বন্ধু বানিয়ে নেবে। মাদরাসাকে নিজের বাড়ি মনে করবে। আর কিতাবের পাতাকে মনে করবে কাফন। পড়াশোনার ফাঁকে কিছু সময় বেঁচে গেলে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করবে বা তা পুনঃপুন পাঠ করার মধ্যে ব্যস্ত থাকবে। কখনো অতিরিক্ত সময় পেলে কোনো শায়খ, মুফতী সাহেব বা উস্তাদের সাহচর্যে ও তাঁদের খেদমতে সময় ব্যয় করবে। কোনো প্রয়োজন ছাড়া অল্পবয়সি ছাত্রদের পাশে বসা বা তাদের সাথে সময় কাটানোকে বিষের মতো ক্ষতিকর মনে করবে। কথায় আছে :

> A young leading the young is like a blind leading the blind. They will both fall into the ditch.
>
> এক নবীন অন্য নবীনকে নির্দেশনা দেয়া, এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখানোর ন্যায়। উভয়েই যেকোনো মুহূর্তে গর্তে পতিত হবে।

কলেজ, ভার্সিটির ছাত্ররা অবসর সময়ে কুরআন মাজীদের অনুবাদ পড়াকে শখের ব্যস্ততা বানিয়ে নেবে। নিকটবর্তী কোনো মসজিদ-মাদরাসার ইমাম সাহেব বা আলেমের কাছে 'নাহু-সরফ' (আরবী ব্যাকরণ) এর প্রাথমিক পাঠগুলো পড়া শুরু করে দেবে। অতিরিক্ত সময় থাকলে পার্ট টাইম তালিবে ইলম হিসেবে হাদীসের কিতাবাদিও পড়া শুরু করবে। জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীন শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন করে নেয়ার দ্বারা ব্যক্তি 'মাজমাউল বাহরাইন' তথা দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে পরিণত হয়। স্মৃতিশক্তি ভালো হলে এবং সময় থাকলে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করা শুরু করবে। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে বা

একঘেয়েমি চলে এলে কোনো বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষায় সময় ব্যয় করবে, চুপিসারে তার কাজগুলো করে দেবে।

অফিসে চাকরিরত যুবকরাও দ্বীন শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন করতে পারে। ঘরের কাজে সময় দেয়ার সুযোগ হলে একে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মনে করবে। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করবে। ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য তাঁদের নেক দুআ অর্জনে সচেষ্ট থাকবে। যুবকদের অবকাশ থাকলে কোনো কামেল শায়খের সাহচর্যে সময় কাটাবে। অথবা তাবলীগ জামাতের কার্যক্রমে অংশ নেবে। অলস, অবসর থাকাকে নিজের জন্য হারাম করে নেবে। জনৈক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বলেছেন :

An Idle man's brain is devil's workshop

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

কারখানায় যেমন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা হয় তদ্রূপ অলস মস্তিষ্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা বিকশিত হয়। অবসর সময়ে আল্লাহওয়ালাদের জীবনাদর্শ পাঠ করার দ্বারা মৃত অন্তর নতুন জীবন লাভ করে। তাদের বাণী পথ্য এবং তাদের সুদৃষ্টি আরোগ্যের কারণ।

২. একা সময় কাটাবে না

উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখার দ্বিতীয় সোনালি নীতি হচ্ছে একাকী থাকা বর্জন করা। 'শতজনের মাঝে থেকেও নির্জন' এই নীতি অনুসরণ করবে। যুবকরা একা হলেই শয়তান তাকে কাল্পনিক প্রেমিকার কাছে পৌঁছে দেয়। এমন স্থানে বসে পড়াশোনা করবে, যাতে অন্যদের দৃষ্টিতে থাকে। আবদ্ধ কক্ষে একাকী থাকার দ্বারা শয়তান কুটকুট করার সুযোগ পেয়ে যায়। কোনো না কোনো রূপসি রমণীর চেহারা সামনে তুলে ধরে। কবি বলেন,

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا ... جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

'তুমি যেন আমার পাশেই থাকো
যখন অন্য কেউ কাছে থাকে নাকো।'

যদি কখনো নির্জনে উত্তেজনার ঢেউ জেগে উঠে তৎক্ষণাৎ ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাও। জনৈক অভিজ্ঞ যৌনবিশেষজ্ঞের মন্তব্য হলো, 'যখন উত্তেজনা জেগে উঠে

তখন মানুষের অর্ধেক জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর আবরণ পড়ে যায়।' এমতাবস্থায় যদি একাকী থাকে তাহলে পুরো জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (আল্লাহ আমাদের এরূপ পরিস্থিতি থেকে হেফাজত করেন।)

নির্জনতা ও নির্লজ্জতা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কয়েক বছরের শিশুও যদি সামনে থাকে মানুষ অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে। যখন দেখে কেউ তাকে দেখছে না তখন শয়তানী কুকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। নির্জনতা যুবকদের জন্য ক্ষতিকর হলেও বৃদ্ধদের জন্য উপকারী। কেননা যুবকরা বৃদ্ধদের মতো নিজ কামবাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম নয়। এমন যুবকরা একাকী থাকাকে হারাম মনে করবে। দুজন যুবকের নির্জন অবস্থান একজনের একাকী থাকার মতোই; বরং তার চেয়ে বেশি মারাত্মক। একাকী থাকার সময় উলঙ্গ হওয়া থেকে বেঁচে থাকবে। মুয়াবিয়া ইবনু হায়দা কুশাইরী রাযি. বলেন,

> قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَو مَا ملكت يَمِينكَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا؟ قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ

> '(আমার সাথে কথা প্রসঙ্গে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্ত্রী এবং দাসী ব্যতীত অন্যদের থেকে নিজ সতর ঢেকে রেখো। আমি বললাম, যদি কোনো ব্যক্তি একাকী থাকে তাহলে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করা অধিক জরুরি।'[৩২৫]

৩. ঘুমের চাপ ছাড়া বিছানায় শোবে না

যুবকরা এমন সময় বিছানায় শয়নের জন্য যাবে, যখন ঘুমের আধিক্যের দরুন তার এ কথা মনে থাকে না যে, বিছানায় শোয়ার পরে ঘুমিয়েছিল নাকি শোয়ার আগেই ঘুম এসে গিয়েছিল। চোখ খুলে গেলে সাথে সাথে বিছানা থেকে উঠে যাবে। অযথাই বিছানায় শুয়ে থাকার দ্বারা উত্তেজনা জাগ্রত হয়। বাবা-মা বিষয়টি খেয়াল রাখবে, সন্তান যাতে শুধু শুধু বিছানায় পড়ে না থাকে। বাচ্চাদের শয়নকক্ষ

---

৩২৫. বর্ণনাকারী মুআবিয়া ইবনু হাইদা আল-কুশাইরী, ইবনু মাজাহ, ১৯২০; সুনানু আবি দাউদ, ৪০১৭, মুসনাদু আহমাদ, ২০০৩৪। হাসান।

পৃথক পৃথক হলে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা রাখবে না। সন্তানের কক্ষে মা যখন-তখন দরজা খুলে ঢুকে যাবে। বাবাও সন্তানদের কক্ষে যখন ইচ্ছা দরজা খুলে প্রবেশ করবে। বাচ্চাদের অন্ধকারে না রেখে আলোতে ঘুমানোর অভ্যাস করাবে। ঘুমের মধ্যে বাচ্চাদের কী অবস্থা হয়, মা-বাবার সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তার হাত কোথায় কোথায় যায় এসব খেয়াল রাখতে হবে। যুবকরা উপুড় হয়ে শোয়া থেকে বিরত থাকবে। এভাবে শয়নে বৃদ্ধদেরই বিশেষ অঙ্গে তরঙ্গ জেগে ওঠে। আর যুবকরা তো জ্বলন্ত অঙ্গার। এক হাদীসে ইয়াঈশ ইবনু তখফা ইবনু কায়েস গিফারী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

فَبَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ. قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'একবার আমি মসজিদে পেটে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ কেউ আমাকে পা দিয়ে নাড়া দিল এবং বলল, এটা তো এমন শয়ন, যা আল্লাহ্ তাআলা অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, পরে আমি তাকিয়ে দেখি তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'[৩২৬]

দুজন যুবক একত্রে এক বিছানায় বা এক চাদরের নিচে কখনো শোবে না। ছাত্রাবাসগুলোতে পরিচালকরা এক কক্ষে তিনজনের কম ছাত্র কিছুতেই থাকতে দেবে না।

৪. টয়লেটে সময় কম দেবে

টয়লেট প্রয়োজন পূরণের স্থান। তাই প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে দ্রুত বের হয়ে যাওয়া উচিত। কেউ কেউ বাথরুমকে বেডরুম বানিয়ে নেয়। উলঙ্গ অবস্থায় সহজেই উত্তেজনা জেগে ওঠে। টয়লেটে গিয়ে অপ্রয়োজনে লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে না। অন্যথায় হস্তমৈথুনের অভ্যাস হয়ে যাবে। গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কারের সময়ও যথাসম্ভব কম সময় ব্যয় করবে। পিতামাতার উচিত সন্তান বাথরুমে কতক্ষণ অবস্থান করছে সেদিকে লক্ষ রাখা। যে যুবক বিছানা ও ওয়াশরুমে

---

৩২৬. বর্ণনাকারী তখফা ইবনু কায়েস গিফারী রাযি., সুনানু আবি দাউদ, ৫০৪০। হাসান লিগায়রিহী।

গুনাহ্ করা থেকে বেঁচে গেল তার জন্য পবিত্র জীবনযাপন করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। বাথরুমে প্রবেশের, বের হওয়ার মাসনূন দুআগুলো অর্থের দিকে খেয়াল করে পড়ার দ্বারা অনেক উপকার হয়।

যুবক-যুবতিরা বাথরুমে দীর্ঘ সময় অবস্থান করলে মায়ের উচিত হবে প্রথমে তাদের বোঝানো। এতে বুঝ না হলে ধমক দেবে। শাসন করবে। যখন দেখবে অনেকক্ষণ থেকে বাথরুমে অবস্থান করছে, সাথে সাথে দরজায় শব্দ করবে। মা এতটা কঠোরতা করবে যাতে বাচ্চারা টয়লেটে সামান্য কয়েক মিনিট দেরি করতেও ভয় পায়। ভেতরে প্রবেশ করলেই যেন আতঙ্কে থাকে এই বুঝি মা দরজায় শব্দ করল, গালিগালাজ শুরু করল।

৫. অশ্লীল হাসি-তামাশা থেকে বেঁচে থাকবে

যৌবনকালে হাসি-কৌতুকের প্রবণতা বেশি থাকে। যুবক-যুবতিরা নানা ধরনের চুটকি শুনতে ও শোনাতে পছন্দ করে। অথচ অতিরিক্ত হাসি-তামাশার দ্বারা অন্তর মারা যায়। এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে হাসি-তামাশা যুবক-যুবতিদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে চলতে চলতে যাদের সামনে কিছু বলতে, করতে সংকোচবোধ করত, একসময় তাদের সাথেও অশ্লীল হাসি-তামাশায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। এটা অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়াকে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ্ তাআলা ঠিকই জানেন। কিন্তু তোমরা জানো না।'[৩২৭]

► কিছু যুবক আছে পরস্পর দেখা হলে বলে, 'আজকে গোসল করেছ মনে হচ্ছে?' ব্যস, এর দ্বারা অশ্লীল হাসি-কৌতুকের দরজা খুলে গেল।

কোনো কোনো যুবকরা পরস্পরকে আদর করে অশ্লীল গালাগালি দিয়ে বন্ধুত্ব প্রকাশ করে। এর চেয়ে জঘন্য কাজ আর কী হতে পারে?

৩২৭. সূরা আন-নূর : ১৯

অনেক যুবক একে অন্যের গায়ে হাত দেয়, সুড়সুড়ি দেয়, পরস্পর খোঁচাখুঁচি করে মজা নেয়। এটা অশ্লীলতার দরজা খোলার চাবি।

কিছু যুবক সাক্ষাতের সময় পরস্পরকে শক্ত করে চেপে ধরে, ঝাকাঝাকি করে। এতে পরস্পরের যৌনাঙ্গ স্পর্শ লাগে। তা উত্থিত হয়ে যায়। এভাবে ব্যভিচারের পথ সহজ হয়ে যায়।

যখন পরস্পর আত্মীয় যুবক-যুবতির মাঝে অশ্লীল হাসি-মজাক করার অভ্যাস হয়ে যায় তখন কবির ভাষায় বলতে হয় :

بات پہنچی تیری جوانی تک

'সেথায় পৌঁছবে বিষয়টি

যেথায় তোমার যৌবনের ঘাঁটি।'

দেবর-ভাবি, খালা-ভাগিনা, বিয়াই-বিয়াইন—এ ধরনের অন্যান্য সম্পর্কের মাঝে আমোদ-প্রমোদের অভ্যাসের ফলাফল অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে থাকে।

অনেক বিবাহিতদের একটা বাজে অভ্যাস হলো, তারা যুবকদের কাছে নিজের দাম্পত্য জীবনের নানা বিষয় এতটা খোলামেলা বর্ণনা করে যে, যুবকদের কল্পনার দর্পণে স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশার এক জীবন্ত চিত্র ভেসে ওঠে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

'কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওই ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীর সাথে মেলামেশার পর গোপন বিষয়গুলো অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দেয়।'[৩২৮]

এমন লোকদের কথা শোনাও হারাম

অনেক যুবক আছে যারা একে অন্যকে নিজেদের প্রেমকাহিনি শোনাতে থাকে। পাপাচারে অভ্যস্ত অনেক যুবকদের আড্ডায় এসব নিয়ে আলোচনা হতে থাকে যে, কোনো মেয়েকে একা পেলে কে কী করবে? অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ

৩২৮. বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী রাযি., সহীহ মুসলিম, ১৪৩৭।

বাজে মন্তব্য ও মন্দ স্পৃহাগুলো এভাবে বলতে থাকে যে, প্রতিটি যুবকের মন ব্যভিচারের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। এসব আড্ডাগুলো মানুষের দ্বীন-দুনিয়া দুটোই বরবাদ করে দেয়। এ সকল আড্ডায় অংশ নেয়া নিজের নাম আল্লাহ তাআলার নাফরমান বান্দাদের তালিকাভুক্ত করে নেয়ার মতোই।

মা-বাবারা এ বিষয়ে খুব সতর্ক থাকবে, উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা যাতে অকারণে কয়েক মিনিটও ঘরের বাইরে না থাকে। তাদের যা কিছু করার ঘরেই করবে। যাতে করে মা-বাবার সতর্ক দৃষ্টি সন্তানদেরকে শয়তান এবং শয়তানরূপী মানুষদের থেকে হেফাজতে রাখতে পারে। ছেলে-মেয়েরা পড়ার জন্য বাইরে গেলে ছুটি হতেই সোজা বাড়ি ফিরে আসবে। সামান্য দেরি হলেই মা তার কৈফিয়ত নেবে। বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেয়ার পরিবর্তে স্কুলেই বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে নেয়ার ও জরুরি কাজ সেরে নেয়ার নির্দেশ দেবে। সন্তানরা বন্ধুবান্ধবের সাথে পরস্পর কী ধরনের আলাপচারিতা করে মা-বাবা তা জানার চেষ্টা করবে। বাচ্চা মানুষ, দুই-চার কথায় সবকিছু প্রকাশ করে দেবে। মিথ্যা বললেও খুব দ্রুতই ধরা পড়ে যাবে। তরুণীরা যদি বান্ধবীর বাসায় যেতে চায় কোনোভাবেই তাদের অনুমতি দেয়া যাবে না। কেননা বান্ধবী থেকে পরে তার ভাই এবং ভাইয়ের বিছানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অথচ মা-বাবার এসবের কোনো খবরও থাকে না।

৬. কুদৃষ্টির স্থানগুলো থেকে বেঁচে থাকবে

যুবকরা হাট-বাজারে যাতায়াতের সময় কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকবে। ব্যবসায়ীদের নারীদের সাথে কোনো লেনদেন করার প্রয়োজন হলে সতর্কতার সাথে করবে। পাশ দিয়ে অতিক্রম করা গাড়ি, বাস ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দেবে না। সাধারণত গাড়ি, বাসের জানালার পাশে বেপর্দা নারীরা বসে থাকতে দেখা যায়। পত্রপত্রিকায় ছাপানো নারীদের ছবি দেখার দ্বারাও উত্তেজনা জেগে ওঠে। দাড়িবিহীন অল্পবয়সি ছেলেদের দিকে দৃষ্টি দেবে না। যুবকরা হলো পেট্রোলের মতো। আর কুদৃষ্টি তাতে অগ্নি সংযোগকারী।

৭. কবরস্থানে যাতায়াত করবে

শহরের বাহারি চাকচিক্য মানুষকে শেষ পরিণতি সম্পর্কে বেখবর করে দেয়। মৃত্যুকে ভুলিয়ে দেয়। তাই মৃত্যুকে স্মরণ রাখার সহজ উপায় হলো জানাযায় শরীক হওয়া। জানাযার সাথে কবরস্থানে গমন করবে। পুরোনো ভাঙা কবরগুলো দেখে চিন্তা করবে কত সুন্দর সুন্দর চেহারা মাটিতে মিশে গেছে। দুনিয়ার চাকচিক্যময় কোলাহলে বসবাসকারী ব্যক্তিরা কবরস্থানে গমন করলে কবরস্থানের জরাজীর্ণ নির্জন পরিবেশে তাদের বোধোদয় হয়। কামোত্তেজনার প্রজ্বলিত আগুন নিভে যায়। মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে যায়।

মৃতদেহ কবরে রাখার দৃশ্য কতই-না শিক্ষণীয়! যে ব্যক্তি স্বীয় কাপড়ে সামান্য ধুলাবালি লাগতে দিত না, তাকে আজ মাটির বিশাল স্তূপের নিচে দাফন করা হচ্ছে। যে আড্ডা-অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ছিল, সে আজ কবরের সৌন্দর্য হয়ে যাচ্ছে। যে আচার-অনুষ্ঠান ও ফাংশনগুলোর মধ্যমণি হয়ে জীবন কাটিয়েছে, সে আজ অন্যদের জন্য শিক্ষার উপকরণে পরিণত হয়েছে। যে নারীদের আসরে জীবন কাটিয়েছে আজ একাকী কবরে পড়ে আছে। আমাদের পূর্বসূরি অনেক বুযুর্গরা ঘরে কবর খুঁড়ে রাখতেন। দৈনিক তাতে শয়ন করে স্বীয় নফসকে বোঝাতেন, মনে রেখো তোমাকে একদিন নিঃস্ব অবস্থায় এরূপ কবরে দাফন করা হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়া থেকে বেঁচে থাকো।

এক ব্যক্তি হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেল। ঘরের অন্যান্য লোকেরা সব এক সপ্তাহের জন্য কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে চলে গিয়েছিল। এই ব্যক্তি ঘরে একা ছিল। এক সপ্তাহ পর্যন্ত তার লাশ মেঝেতে পড়ে রইল। ঘরবাসীরা যখন ফিরে আসে ততদিনে পুরো ঘর দুর্গন্ধে ছেয়ে গেছে। কেউ ঘরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিল না। একজন নাকে কাপড় বেঁধে ভেতরে ঢুকে দেখে মৃতদেহে কীড়া পোকায় ভরে গেছে। উভয় চোখ বের হয়ে কপালে চলে এসেছে। ঠোঁটদুটি শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেছে। মৃত বকরির ন্যায় দাঁত দেখা যাচ্ছে। পেটে গর্ত হয়ে গেছে। তা কীড়ায় ভরে আছে। নাক থেকে পুঁজ বের হয়ে দুই কানে গড়িয়ে পড়েছে। এই দৃশ্য তার মস্তিষ্কে এভাবে গেঁথে যায় আর এতটা প্রভাব ফেলে যে, একমাস পর্যন্ত না ঘুমাতে পারে, না শান্তিতে খাবার খেতে পারে। আর না মানুষের আড্ডায় তার মন বসে। সে বলতে লাগল, দুনিয়ার বাস্তবতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। যদি কখনো প্রবল উত্তেজনা যুবকদের গুনাহ করতে বাধ্য করে তখন কবরের দৃশ্য

কল্পনা করবে। গুনাহ্ করার ইচ্ছা চলে যাবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

'তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।'[৩২৯]

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সর্দার ও মুনিব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম ও কল্যাণময় প্রতিদান দান করুন। তিনি আমাদেরকে বাস্তবতার পথ দেখিয়ে গেছেন। দুনিয়ার অস্থায়ী আরাম-আয়েশ উপেক্ষা করে পরকালীন চিরস্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পথ প্রদর্শন করেছেন।

৮. জ্বলন্ত আগুন থেকে শিক্ষা গ্রহণ

যুবকদের জ্বলন্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। মাঝে মাঝে গোশতের টুকরা আগুনে ফেলে দিয়ে দেখবে কীভাবে আগুন তা পুড়ে ছাই করে দেয়। আমাদের পূর্বসূরি বুযুর্গরা কামারের হাপরে প্রজ্বলিত আগুন দেখে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। রাবেয়া বসরী রহ.-কে কেউ মোরগ খেতে দিলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, এই মোরগ আমার চেয়ে উত্তম। তাকে আগুনে ভাজার আগে জবাই করে প্রাণনাশ করা হয়েছে। এরপর আগুনে ভাজা হয়েছে। কেয়ামতের দিন যদি রাবেয়ার ক্ষমা লাভ না হয় তাহলে তাকে তো জীবন্তই জাহান্নামের আগুনে ভাজা হবে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'যাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সে উত্তম নাকি ওই ব্যক্তি উত্তম, যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে। তোমাদের যেরূপ খুশি আমল করতে থাকো। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কার্যক্রম প্রত্যক্ষকারী।'[৩৩০]

---

৩২৯. বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাযি., সহীহ ইবনু হিব্বান, ২৯৯২; মুস্তাদরাকু হাকীম, ৭৯০৯। সহীহ।

৩৩০. সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৪০

আগুন দেখে এই আয়াতের মর্মার্থ নিয়ে চিন্তা করবে। তাহলে যৌনতাড়না নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যাবে। তারপরও যদি উত্তেজনার ঢেউ শান্ত না হয় তাহলে স্বীয় আঙুল আগুনের কাছে নিয়ে দেখুন। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ :

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾

‘আচ্ছা বলো তো, যে আগুন তোমরা প্রজ্বলিত করো, সেই অগ্নিবৃক্ষ কি তোমরা সৃষ্টি করেছ নাকি আমিই তার সৃষ্টিকারী? আমিই তাকে (জাহান্নামের আগুনের) নিদর্শন এবং পথিকদের জন্য কল্যাণকর করেছি।’[৩৩১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

‘সুতরাং তোমরা ওই আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।’[৩৩২]

আরও ইরশাদ হয়েছে :

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا

‘সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে আগুনে পেশ করা হয়।’[৩৩৩]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾

‘নিশ্চয়ই আমাদের কাছে রয়েছে শিকল ও আগুন এবং এমন খাবার, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’[৩৩৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে :

---

৩৩১. সূরা ওয়াকিয়া : ৭১-৭৩
৩৩২. সূরা বাকারাহ : ২৪
৩৩৩. সূরা গাফির/মুমিন : ৪৬
৩৩৪. সূরা মুযযাম্মিল : ১২-১৩

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ﴿٧﴾

'আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্বলিত আগুন যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে।'[৩৩৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا

'তারা তার চিৎকার ও গর্জন শুনবে।'[৩৩৬]

৯. হাশরের দিনের লাঞ্ছনা

যৌন উত্তেজনার প্রাবল্য দমাতে হাশরের দিনের ভয়াবহ চিত্র সামনে রাখতে হবে। সেদিনের লাঞ্ছনা হবে কঠিন ও ভয়াবহ। যে ব্যক্তি দুজন মানুষের সামনে অপমানিত হওয়াকে সইতে পারে না, সে সমগ্র সৃষ্টির সামনে অপদস্থ হওয়াকে কীভাবে সহ্য করবে? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ

'সেদিন গোপন ভেদসমূহ প্রকাশ করা হবে।'[৩৩৭]

যেদিন আল্লাহ্ তাআলা গোপন রহস্যগুলো প্রকাশ করে দেবেন সেদিন আমাদের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কোনো কমতি হবে না। সন্তান পিতা-মাতার সামনে অপমানিত হবে। স্ত্রী স্বামীর সামনে, বাবার সামনে মেয়ে, ছেলের সামনে মা লাঞ্ছিত হবে। মানুষেরা সেদিন বলতে থাকবে, দেখো আমাদের সামনে কেমন বুযুর্গ সেজে থাকত আর আড়ালে কী-সব অপকর্মে লিপ্ত হতো।

কেয়ামতের দিন অপরাধীরা লজ্জায় আল্লাহ্ তাআলার সামনে মাথা উঁচু করতে পারবে না। আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ :

وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

'তুমি যদি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অবনতমস্তক হয়ে রইবে।'[৩৩৮]

---

৩৩৫. সূরা হুমাযাহ : ৬-৭

৩৩৬. সূরা ফুরকান : ১২

৩৩৭. সূরা ত্বরিক : ৯

৩৩৮. সূরা সাজদাহ : ১২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

خَاشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ

'লাঞ্ছনায় মাথানত অবস্থায়।'[৩৩৯]

সেদিন মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকবে, কিন্তু মাথা লুকানোর জায়গাটুকু পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَقُوْلُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

'সেদিন মানুষ বলবে, পালাবার পথ কোথায়?'[৩৪০]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় হাত দ্বারা কাম-উত্তেজনা চরিতার্থ করেছে, কেয়ামতের দিন তার সেই হাত গর্ভবতী মহিলার পেটের মতো ফুলে থাকবে। যুবকরা কেয়ামতের দিনের বিভীষিকাময় অবস্থা বারবার স্মরণ করবে। যাতে করে আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে গেঁথে গিয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

১০. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলা সাথে আছেন

যুবকদের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলা সাথে আছেন—এই চিন্তা জাগ্রত রাখা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

'যেখানেই থাকো আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন।'[৩৪১]

আরও ইরশাদ হচ্ছে :

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

'আমি তার প্রাণশিরার চেয়ে অধিক নিকটে রয়েছি।'[৩৪২]

আমরা যা কিছুই করি আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখেন। যে কথাই বলি আল্লাহ

৩৩৯. সূরা শুরা : ৪৫
৩৪০. সূরা কিয়ামাহ : ১০
৩৪১. সূরা হাদীদ : ৪
৩৪২. সূরা কাফ : ১৬

তাআলা সব কথা শুনেন। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ :

اَسْمَعُ وَاَرٰى

'আমি শুনি এবং দেখি।'[৩৪৩]

আমাদের পরিচিত কেউ যদি নির্জনে আমাদেরকে কোনো অপকর্ম করতে দেখে ফেলে, তাহলে আমরা কতটা লজ্জিত হই। কোনো মেয়ের ভাই অথবা বাবা দেখে ফেললে আমরা ওই মেয়ের দিকে চোখ তুলে দেখতেও ইতস্ততবোধ করি। অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতিটি কাজ করতে দেখছেন, তারপরও আমাদের মাঝে এর সামান্যতম অনুভূতিটুকু জাগ্রত হয় না। এক বুযুর্গ বলতেন, আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে এই কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, 'যাও, আমার বান্দাদের বলে দাও, গুনাহ করার সময় লোকেরা দেখে ফেলতে পারে এমন সকল দরজা তো তারা বন্ধ করে নেয়। কিন্তু আমি আল্লাহ যে দরজা দিয়ে দেখি সে দরজা তারা বন্ধ করতে পারে না। তোমাদেরকে দেখার ক্ষেত্রে তোমরা কি আমাকে সবচেয়ে নিম্নস্তরের মনে করো?' আল্লাহু আকবার!

আল্লাহ তাআলা বলেন :

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

'সে কি জানে না আল্লাহ তাআলা দেখছেন?'[৩৪৪]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

'তিনি চোখের খেয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ ভালোভাবে জানেন।'[৩৪৫]

এই বিষয়টিকেই কোনো বুযুর্গ স্বীয় শব্দগাঁথুনিতে এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

چوریا آنکھوں کی اور سینوں کے راز
جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز

৩৪৩. সূরা ত্ব-হা : ৪৬
৩৪৪. সূরা আলাক, ১৪
৩৪৫. সূরা মুমিন : ১৯

'চোখের ফাঁকি ও হৃদয়ে লুকানো যত কথা
সবই জানো তুমি, ওহে অমুখাপেক্ষী সত্তা!'

১১. পরিবেশ পরিবর্তন করে নাও

যেখানে উত্তেজনা জাগ্রতকারী দ্রব্যাদি এবং ব্যভিচারের দিকে ধাবিতকারী আসবাবপত্র বিদ্যমান থাকে, সে স্থান ত্যাগ করা এবং তার পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তন করে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। মিশরের মহিলারা যখন হযরত ইউসুফ আ.-কে অপকর্মের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিল তখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন :

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

> 'হে আমার রব, তারা আমাকে যেদিকে আহ্বান করছে, তার চেয়ে কারাবরণ আমার নিকট অধিক প্রিয়।'[৩৪৬]

অনুরূপভাবে বনী ইসরাঈলের শত লোককে হত্যাকারী ব্যক্তি যখন তাওবা করার ইচ্ছা করল তখন তাকে উক্ত এলাকা ছেড়ে সৎকর্মশীলদের জনপদে চলে যেতে বলা হলো। অর্থাৎ পরিবেশ পরিবর্তন করতে বলা হলো। গুনাহের পরিবেশ ত্যাগ করে সৎকর্মের পরিবেশ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। যদি এমন স্থানে বসা থাকে যেখানে কোনো ছবি ঝুলানো আছে, যা দেখে উত্তেজনা জাগার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে যেতে হবে। যদি কোথাও এমন কেউ বিদ্যমান থাকে, যাকে দেখলে বা তার কথা শুনলে কামবাসনা জাগ্রত হয়, অথবা তার কথায় মন গুনাহের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে ওই স্থান ত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে যায়। যদি কোনো ঘরে টিভি চলতে থাকে আর আপনি তা বন্ধ করাতে সক্ষম নন, তাহলে সে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

১২. গুপ্ত ব্যাধি

হাত দ্বারা বা পরনারীর সাথে ব্যভিচারের মাধ্যমে কামবাসনা চরিতার্থ করার ফলে মানুষের শরীরে ভয়াবহ রোগ জন্ম নেয়। সেসব রোগের চিকিৎসা করানোও

---

৩৪৬. সূরা ইউসুফ : ৩৩

অপমানের কারণ হয়। অনেক যুবক আছে যারা যৌবনকালেই এতটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে, বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার সক্ষমতা থাকে না। এতে নিজের জীবন তো ধ্বংস হয়ই, স্ত্রীর জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। কখনো তা তালাক পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। ফলে দুটি পরিবার পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। যুবকরা একটি কথা খুব ভালোভাবে বুঝে নিন, অবৈধ পন্থায় কামবাসনা চরিতার্থ করার লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী।

১৩. ব্যভিচার মানুষের ওপর ঋণস্বরূপ

যখন মাথায় ব্যভিচারের ভূত চেপে বসে এবং গুনাহ্ করার জন্য মন ছটফট করতে থাকে তখন এই কথা চিন্তা করবে যে, একে তো ব্যভিচার করা কবীরা গুনাহ্ হওয়ার দরুন তা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ। দ্বিতীয়ত, ব্যভিচার মানুষের ওপর এক ধরনের ঋণের মতো। এই ঋণ ব্যভিচারী ব্যক্তির পরিবারের কাউকে না কাউকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। তার স্ত্রী, কন্যা বা বোন যে-ই হোক, ইচ্ছায় হোক বা জোর-জবরদস্তি করে হোক, কোনো একজনকে অবশ্যই তা আদায় করতে হবে।

যদি আজকে আমি কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করি, তাহলে কাল অন্য কেউ আমার অধীনস্থ নারীদের কারও সাথে ব্যভিচার করবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা অন্য লোকের স্ত্রীদের সাথে শালীন আচরণ করো, অন্যরাও তোমাদের স্ত্রীদের সাথে শালীন আচরণ করবে।' একে অদল-বদল বলা হয়। মনে রাখবে, যে বীজ বপন করবে সে ফসলই ঘরে উঠবে। একটি প্রচলিত দৃষ্টান্ত হলো :

As you sow, so shall you reap (যেমন বীজ তেমন ফসল)। এই চিন্তা বারবার মাথায় আওড়াতে থাকবে। এতে উত্তেজনার ভূত নেমে যাবে এবং আরোগ্য লাভ হবে।

১৪. ব্যভিচারের দরুন শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾

'হে আদমসন্তান, আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত কোরো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার ইবাদত করো। এটিই সঠিক পথ। শয়তান তো তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝোনি?'[৩৪৭]

ব্যভিচারের দ্বারা মানুষ শয়তানের সঙ্গী হয়ে যায়। যেমনিভাবে গুনাহ্ বর্জনের দ্বারা মানুষ আল্লাহ্ তাআলার ওলী হয়ে যায়। যুবকরা এ কথা চিন্তা করবে যে, কাল কেয়ামতের দিন যদি আমি 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ দয়াময় প্রভুর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাকে ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে, সেদিন আল্লাহ্ তাআলার দরবার থেকে আমাকে ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হলো। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلًا

'তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। জালেমদের এই বদল কতই-না নিকৃষ্ট।'[৩৪৮]

যদি কাল কেয়ামতের দিন ব্যভিচারীকে এ কথা বলে দেয়া হয় যে, তুমি তো আমাকে ছেড়ে শয়তানের আনুগত্য করেছিলে, সুতরাং আজকে তার সাথেই জাহান্নামে প্রবেশ করো, তাহলে কী করার থাকবে? বেশি বেশি এই আয়াতের মর্মার্থ ভাবতে থাকলে এবং তা তিলাওয়াত করতে থাকলে উত্তেজনার ঢেউ থেমে যাবে।

১৫. নিজের কোটা ফুরিয়ে যায়

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের রিযিক সুনির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ :

---

৩৪৭. সূরা ইয়াসীন : ৬০-৬২
৩৪৮. সূরা কাহাফ : ৫০

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

'আর প্রতিটি জিনিসের ভান্ডার আমার কাছেই এবং একটা নির্ধারিত পরিমাণ অনুপাতেই আমি তা অবতীর্ণ করি।'[৩৪৯]

বোঝা গেল, প্রতিটি জিনিসেরই পরিমাণ নির্ধারিত। একজন মানুষ দুনিয়ায় কতদিন বেঁচে থাকবে, কী পরিমাণ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবে অথবা কতবার যৌনক্ষুধা নিবরাণে পরিতৃপ্ত হবে, সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট কোটা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে।

উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তির আয়ুষ্কাল পঁয়ষট্টি বছর। পনেরো বছর বয়সে বালেগ হলে অবশিষ্ট পঞ্চাশ বছরে সে ছয় হাজার বার জৈবিক স্বাদ লাভ করতে পারবে। যদি এই ব্যক্তি পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন করে তাহলে নিজ স্ত্রীর সাথে মেলামেশার মাধ্যমে বৈধ পন্থায় পূর্ণরূপে তার এই স্বাদ লাভ হবে। কিন্তু যদি উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে হস্তমৈথুন বা ব্যভিচার করার মাধ্যমে সে তার চাহিদা পূরণ করে নেয় তাহলে তার নির্ধারিত কোটা থেকে এটুকু পরিমাণ কমে গেল। এ কারণে বিয়ে করার পূর্বেই যে যুবক হস্তমৈথুনে বা যে যুবতি আঙুল চালনায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাদের দাম্পত্য জীবনের স্বাদ অপূর্ণ রয়ে যায় বা কোনো স্বাদ পায় না বললেই চলে। কখনো এমন হয়, স্ত্রী যদি বিয়ের আগেই তার কোটা শেষ করে ফেলে তাহলে স্বামী দ্বিতীয় কাউকে বিয়ে করে স্বীয় কোটা পূরণ করে। যদি দ্বিতীয় বিয়ে করার সুযোগ না পায় তাহলে গোপনে জিনা-ব্যভিচারের পথ বেছে নেয়।

অনুরূপভাবে বিয়ের আগেই যদি স্বামীর কোটা ফুরিয়ে যায় তাহলে তার স্ত্রী পরকীয়া বা গোপনে অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে নিজের চাহিদা পূরণ করবে। এভাবে অবৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মানুষ মূলত নিজেরই ক্ষতি করে। অথচ সামান্য ধৈর্যধারণ করলেই হারাম থেকে বেঁচে বৈধ পন্থায় সবকিছু পাওয়া সম্ভব। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। একে অন্যের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে। লোকেরা তাদেরকে আদর্শ ও সফল দাম্পত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করবে। এরূপ স্বামীকে আদর্শ স্বামী এবং স্ত্রীকে আদর্শ স্ত্রী বলা হবে। ভাগ্যের নির্ধারণ যথাসময়ে আসে। তাড়াহুড়া করার দ্বারা হারামে জড়িয়ে যেতে হয়। পক্ষান্তরে ধৈর্যধারণ করলে

৩৪৯. সূরা হিজর : ২১

তা হালাল হয়ে ধরা দেয়। যুবকরা যদি এই বিষয়টি নিয়ে এভাবে ভাবে, তাহলে উত্তেজনা দমানো এবং লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়ে যাবে।

যৌনসমস্যায় ডাক্তারি চিকিৎসা

যদি কোনো যুবক নিজের বদ অভ্যাসের কারণে জৈবিক চাহিদার দিক থেকে দুর্বল হয়ে যায়, তার অনুভূতি এতটাই নাযুক হয়ে যায় যে, সামান্য কথাতেই তার উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে, বিশেষ অঙ্গ সব সময় উত্থিত থাকে, মাথায় সর্বদা শয়তানী কুমন্ত্রণা ঘুরপাক খায়, অধিক হারে স্বপ্নদোষ হতে থাকে, তাহলে এসব রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য দ্রুত কোনো অভিজ্ঞ দ্বীনদার যৌনবিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হবে। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করলে মানুষের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তদ্রূপ যুবতিরাও যদি কোনো যৌনরোগে আক্রান্ত থাকে, তাহলে তারাও এর ভালো চিকিৎসা গ্রহণ করবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'যত রোগ দেয়া হয়েছে সেগুলোর ওষুধও দেয়া হয়েছে।'

নারীদের জিহাদ

পবিত্র কুরআন মাজীদে ব্যভিচারের আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" (ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ)। এখানে নারীর নাম আগে এবং পুরুষের নাম পরে নেয়া হয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম এর একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব এটিও লিখেছেন যে, ব্যভিচারের সূচনা নারী থেকেই হয়। যেমন : নারী পর্দার ব্যাপারে অসতর্ক থাকার কারণে কোনো পুরুষের দৃষ্টি পড়ে গেল, এভাবে বিষয়টি আগে বাড়তে থাকল। নারী পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় নম্রভাবে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলল, ফলে পুরুষ এক কথা দুই কথা করে কথা বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে গেল। নারী অসময়ে নির্জন মুহূর্তে একাকী পরপুরুষের ঘরে ঢুকল, যার দরুন পুরুষের ধর্ষণ করার সুযোগ হয়ে গেল। নারী পুরুষের মাঝে অপকর্মের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেও পরিবারের লোকদের কাছে জানাল না, এতে পুরুষটি তাকে ফাঁদে ফেলার সুযোগ পেয়ে গেল। নারী পুরুষের পক্ষ থেকে পাওয়া চিঠি পড়ে, তার ফোন পেয়ে বা কোনো বার্তা পেয়ে কঠোরতা অবলম্বন করল না, ফলে ব্যভিচারের পথ সুগম হয়ে গেল। অধিকন্তু নারীর সম্মতি ছাড়া

পুরুষের ব্যভিচার করা সম্ভবই না। এ জন্যই কুরআন মাজীদে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নারীকে প্রথম আহ্বায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নারীদের উচিত স্বীয় পবিত্রতা ও শালীনতা অটুট রাখার চেষ্টায় কোনোরূপ শিথিলতা না করা। পুরুষ জিহাদের ময়দানে যুদ্ধরত থাকলে যেমন শরীয়ত তাকে মুজাহিদের মর্যাদায় ভূষিত করে, তদ্রূপ স্বীয় পবিত্রতা ও শালীনতা রক্ষাকারী নারী ঘরের চার দেয়ালের মাঝে থেকেও আল্লাহ তাআলার দফতরে মুজাহিদ হিসেবে অভিহিত হয়। তাই তো বিভীষিকাময় কেয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেয়া হবে। এখানে নারী-পুরুষের জিহাদের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ পেশ করা হলো :

১.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের থেকে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' তথা জিহাদের বাইআত গ্রহণ করেছেন।

নারীদের থেকে পূত-পবিত্র ও শালীন জীবনযাপনের বাইআত গ্রহণ করেছেন।

২.

মুজাহিদদের জিহাদ করতে হয় ঘর থেকে বের হয়ে।

নারীদের জিহাদ নিজেকে ঘরে আবদ্ধ রেখে।

৩.

মুজাহিদের জিহাদ কাফির শত্রুদলের বিরুদ্ধে।

নারীর জিহাদ গাইরে মাহরাম আত্মীয়দের সাথে।

৪.

শত্রুরা মুজাহিদদের ওপর গুলি বর্ষণ করে।

পরপুরুষ নারীর দিকে কুদৃষ্টির তির নিক্ষেপ করে।

৫.

শত্রুরা মুজাহিদদের রাজ্যের কর্তৃত্ব অর্জন করতে চায়।

পরপুরুষ নারীর শরীরের স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়।

৬.

শত্রুরা মুজাহিদদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ দ্বারা উপকৃত হতে চায়।

পরপুরুষ নারীর শরীর দ্বারা ফায়দা নিতে চায়।

৭.

মুজাহিদ শত্রুদেরকে রাষ্ট্রসীমা থেকে দূরে রাখে।

নারী পরপুরুষকে নিজ থেকে দূরে রাখে।

৮.

মুজাহিদ শত্রুকে দেশের এক ইঞ্চি ভেতরেও প্রবেশের অনুমতি দেয় না।

নারী পরপুরুষকে নিজের শরীরে একটা আঙুলও ছোঁয়াতে দেয় না।

৯.

মুজাহিদ শত্রুদের ওপর ভরসা করে না।

নারীরাও পরপুরুষের ওপর ভরসা করে না।

১০.

মুজাহিদ নিজ ছাউনিতে থেকে শত্রুর মোকাবিলা করে।

নারী ঘরের চার-দেয়ালে থেকে নিজের হেফাজত করে।

১১.

মুজাহিদ বুঝতে পারে, শত্রু দেখে ফেললে প্রাণনাশের ভয় আছে।

নারীরাও বুঝতে পারে, পরপুরুষ দেখে ফেললে সম্ভ্রমহানির ভয় আছে।

১২.

শত্রুরা মুজাহিদদের দেশে লুটতরাজ করে।

পরপুরুষ নারীর ইজ্জত-আবরু লুট করে।

১৩.

মুজাহিদ শত্রুদের প্রতিহত করে গাজী উপাধি লাভ করে।

নারী পরপুরুষকে দূরে রেখে সতীসাধ্বী উপাধি লাভ করে।

১৪.

মুজাহিদ শত্রু থেকে আত্মগোপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

নারী নিজেকে পরপুরুষ থেকে লুকিয়ে রেখে নিজের কাজ করে।

১৫.

মুজাহিদ শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য বর্ম পরিধান করে।

নারী পরপুরুষের কুদৃষ্টির হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকতে হিজাব পরিধান করে।

১৬.

মুজাহিদ শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকার দ্বারা জয়লাভ করে।

নারী পরপুরুষের সাথে পর্দার ওপর দৃঢ়পদ থাকার দ্বারা সফলতা লাভ করে।

১৭.

মুজাহিদ শত্রুদের সাথে আলোচনাকে কৌশল হিসেবে নেয়।

পরপুরুষ নারীদের সাথে আলাপচারিতাকে চাল হিসেবে প্রয়োগ করে।

১৮.

শত্রুরা মুজাহিদ শিবিরে গুপ্তচর প্রেরণ করে।

পরপুরুষ নারীর কাছে ফোনকল বা খুদে বার্তা প্রেরণ করে।

১৯.

শত্রুরা মুজাহিদ শিবিরে গুপ্তঘাতক প্রেরণ করে জয় ছিনিয়ে নিতে চায়।

পরপুরুষ নারীকে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন পাঠিয়ে তার মন কেড়ে নিতে চায়।

২০.

মুজাহিদ রাতদিন সীমান্ত পাহারা দিয়ে নেকী পায়।

নারী রাতদিন পরপুরুষ থেকে সতর্ক থাকার দ্বারা নেকী অর্জন করে।

২১.

মুজাহিদ বীরদর্পে চলার দ্বারা শত্রু থেকে স্বীয় দুর্বলতা আড়াল করে।

নারী পর্দার দ্বারা পরপুরুষ থেকে নিজের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখে।

২২.

অভ্যন্তরীণ শত্রু মুজাহিদদের অস্ত্র রেখে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

কুপ্রবৃত্তি নারীদের পরপুরুষের সাথে কোমল হতে উদ্বুদ্ধ করে।

২৩.

জিহাদ মুজাহিদদের আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়।

পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন নারীদের আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়।

২৪.

মুজাহিদদের ওপর শত্রুর হামলার ভয় থাকলে অন্য মুমিন সাথিদের থেকে সাহায্য লাভ করে।

নারীর ইজ্জতে পরপুরুষের হানা দেয়ার ভয় থাকলে তারা নিজেদের মাহরাম পুরুষদের থেকে সাহায্য পায়।

২৫.

মুজাহিদদের শত্রুদের আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব দেয়া উচিত।

নারীদেরও পরপুরুষকে মুখের ওপর কড়া কথা শুনিয়ে দেয়া উচিত।

২৬.

মুজাহিদদের স্বীয় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভালোবাসা জন্মায়।

নারীদেরও স্বীয় ইজ্জত-আবরু হেফাজতে ভালোবাসা জন্মে।

২৭.

মুজাহিদদের দুআ আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়।

সতীসাধ্বী নারীর দুআও আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়।

২৮.

মুজাহিদরা অভ্যন্তরীণ শত্রুর ব্যাপারে বেশি শঙ্কিত থাকে।

নারীদেরও আত্মীয় গাইরে মাহরামদের ক্ষেত্রে বেশি ভয় থাকে।

২৯.

মুজাহিদ দেশ রক্ষায় মারা গেলে শহীদ।

নারী স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষায় মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পায়।

৩০.

জয়লাভের জন্য মুজাহিদদের আল্লাহ্ তাআলার কাছে দুআ করা উচিত।

স্বীয় ইজ্জত-আবরুর হেফাজতের জন্য নারীদেরও আল্লাহর তাআলার কাছে দুআ করা উচিত।

উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রশ্নপত্র

সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া আবশ্যক। নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরের পাশে টিক-চিহ্ন দিন।

১. আপনি কি পরনারীর দিকে কামভাবের দৃষ্টিতে দেখেন?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

২. আপনি কি গাইরে মাহরাম আত্মীয়দের সাথে বেপর্দা অবস্থায় দেখা করেন?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

৩. আপনি কি বন্ধুবান্ধবের সাথে অশ্লীল হাসিতামাশা করেন?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

৪. আপনি কি টিভিতে সংবাদ, নাটক, সিনেমা দেখেন?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

৫. আপনি কি 'তিন নারী তিন কাহিনি' টাইপ রসমাখানো প্রেমের উপন্যাস পড়েন?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

৬. আপনি কি গোপনে গোপনে কোনো রূপসি রমণী বা সুদর্শন যুবকের প্রেমে আসক্ত?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

৭. আপনার কি হিন্দি গান বা পপ মিউজিক ভালো লাগে?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

৮. আপনি কি ইন্টারনেটে চ্যাটিং বা নগ্ন ছবি দেখেন?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

৯. আপনি কি ফোনে পরনারীর সাথে জৈবিক আলাপচারিতায় লিপ্ত থাকেন?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

১০. আপনি কি অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূরণ করেন?

(ক) না (খ) হ্যাঁ

নির্দেশনা

প্রতি প্রশ্নের উত্তরে দশ নম্বর করে নির্ধারণ করুন। এরপর মোট হিসাব বের করুন।

► যদি (খ) এর মান পঞ্চাশের বেশি হয় তাহলে আপনি অকৃতকার্য। তৎক্ষণাৎ তাওবা করে পুনরায় পরীক্ষায় অংশ নিন।

► যদি (ক) এর মান পঞ্চাশের বেশি হয় তাহলে আপনি পাশ। তাওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে ডিভিশন উন্নত করার চেষ্টা করুন।

► যদি (ক) এর মান আশির বেশি হয় তাহলে আপনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। আরেকটু মেহনত করলেই পুরস্কার পেতে পারেন।

► যদি (ক) এর মান এক শ'র কাছাকাছি হয় তাহলে আপনি বড় কৃতিত্ব অর্জনকারী। আপনি অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।

আপনি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন এবং আমাদের সাথে যোগযোগ করুন। আমরা আপনাকে মিষ্টি বা আইসক্রিম দিয়ে আপ্যায়ন করব। সেই সাথে আপনার কাছে এই আবেদন, আমাদের মতো নিঃস্ব অসহায়দের নাজাতের জন্য দুআ করবেন। শুনেছি পূত-পবিত্র জীবনযাপনকারী হাত উঠালে আল্লাহ তাআলা তার হাত খালি ফিরিয়ে দেন না।
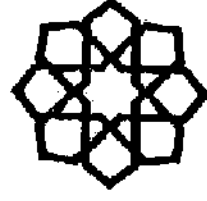
দশম অধ্যায়

ব্যভিচার থেকে তাওবা

মানুষ ভুলের পুতুল। প্রত্যেক মানুষের জন্যই গুনাহ্ করে ফেলা স্বাভাবিক। কিন্তু পরে যখন অনুভূতি ফিরে আসে, মন থেকেই লজ্জিত হয় ও অন্তরে অনুতাপের সৃষ্টি হয় যে, আমার এমন করা উচিত হয়নি; এই লজ্জা ও অনুতাপেরই অপর নাম তাওবা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ

'অনুতপ্ত হবার নামই তাওবা।'[৩৫০]

এ জন্যই বান্দা গুনাহ্ করতে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তৎক্ষণাৎ তার ওপর ক্রোধান্বিত হন না। তিনি অত্যন্ত সহনশীল। ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ দেন।

১. আল্লাহ তাআলা গুনাহ্ করতে দেখেও তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্বিত হন না।

বনী ইসরাঈলের এক বাদশাহর নিকট একজন আবেদের আলোচনা করা হলো। বাদশাহ ওই আবেদকে ডেকে পাঠালেন। বাদশাহ আদর-আপ্যায়ন করে তাকে রাজপ্রাসাদে রেখে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করলেন। আবেদ বললেন, জনাব, প্রস্তাব তো অনেক ভালো। কিন্তু আপনি যদি কোনোদিন আমাকে আপনার দাসীর সাথে ব্যভিচার করতে দেখেন তাহলে কী হবে বলুন তো?

এ কথা শুনেই বাদশাহ্ খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'পাপিষ্ঠ! রাজপ্রাসাদে এমন

৩৫০. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., ইবনু মাজাহ, ৪২৫২। সহীহ।

দুঃসাহস কীভাবে করতে পারলে?' আবেদ বললেন, জনাব রাগ করবেন না। আমার রব কতই-না দয়াবান! দিনে সত্তরবার গুনাহ করতে দেখলেও তৎক্ষণাৎ আমার ওপর রাগান্বিত হন না। তাঁর দরবার থেকে আমাকে তাড়িয়েও দেন না। আমার রিযিকও বন্ধ করেন না। তাহলে আমি এমন মালিকের দরবার কীভাবে ছেড়ে দিতে পারি? আর আপনার প্রাসাদেই কীভাবে আসি, গুনাহ করার আগেই আমার ওপর এমন রেগে যাচ্ছেন! যদি বাস্তবিকই আপনি আমাকে অপরাধ করতে দেখে ফেলতেন তাহলে আমার কী পরিণতি করতেন? এটুকু বলে আবেদ চলে গেল।

২. আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

হযরত ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামযা রাযি.-কে হত্যাকারী ওয়াহশী মক্কা শরীফ থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চিঠি পাঠালেন যে, আমি মুসলমান হতে চাই; কিন্তু কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত আমার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে :

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

'আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে না এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নিষিদ্ধ প্রাণকে যাথাযথ কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে এরূপ করল সে গুনাহে লিপ্ত হলো।'[৩৫১]

আমি তো শিরক, হত্যা, ব্যভিচার তিনটিই করেছি। তাহলে আমার জন্যও কি তাওবা করার সুযোগ আছে? অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো :

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'তবে যে তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাহলে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।'[৩৫২]

---

৩৫১. সূরা ফুরকান : ৬৮
৩৫২. সূরা ফুরকান : ৭০

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহশীকে এই আয়াত লিখে পাঠালেন। ওয়াহশী উত্তর পাঠাল এই আয়াতে নেক আমলের শর্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমি নেক আমল করতে পারব কি না তা আমার জানা নেই। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সাথে শরীক করার গুনাহ্ মাফ করবেন না। এ ছাড়া যেকোনো গুনাহ যে কারও জন্য মাফ করে দেবেন।'[৩৫৩]

তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত লিখে পাঠালেন। ওয়াহশী জবাব দিল, এই আয়াতে তো 'মাগফিরাত' শর্ত করা হয়েছে। কে জানে আমাকে মাফ করা হবে কি না? অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

قُلْ يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'বলে দিন, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর অন্যায় করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[৩৫৪]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত লিখে পাঠালেন। এতে ক্ষমার জন্য কোনো শর্তের উল্লেখ ছিল না। তখন ওয়াহশী মদীনা এসে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, কখনো কোনো অবস্থাতেই বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ইসলাম ধর্মে নৈরাশ্যকে কুফরী বলা হয়েছে।

إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

'নিশ্চয়ই কেবল কাফির সম্প্রদায়ই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকে।'[৩৫৫]

সুতরাং কোনো বান্দা যদি শতবারও ব্যভিচার করে থাকে, তবুও তার জন্য

---

৩৫৩. সূরা নিসা : ১১৬
৩৫৪. সূরা যুমার : ৫৩
৩৫৫. সূরা ইউসুফ : ৮৭

তাওবার দরজা খোলা আছে। সে যখন চায় (তাওবার দ্বারা) স্বীয় রবকে সন্তুষ্ট করে নিতে পারে।

৩. তাওবার শেষ সময়

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার আগে তাওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করে নেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।'[৩৫৬]

হযরত সাঈদ ইবনুল হাসীব রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো :

فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

'নিশ্চয়ই তিনি অনুতপ্তদের গুনাহ ক্ষমাকারী।'[৩৫৭]

এই আয়াতে কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে? তিনি বললেন, ওই সকল বান্দারা উদ্দেশ্য, যারা গুনাহ করার পর তাওবা করে। হযরত হাসান বসরী রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, গুনাহ মাফের এই ধারা কতদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে? তিনি বললেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ ওই সময় আসা পর্যন্ত যেকোনো ব্যভিচারী ব্যক্তি তাওবা করবে, তার তাওবা কবুল করা হবে।

৪. তাওবার করার নিয়ম

হযরত আলী রাযি. বলেন, আমাকে হযরত আবু বকর রাযি. এই হাদীস শুনিয়েছেন, যখন কোনো বান্দা গুনাহ করে ফেলে, এরপর ভালোভাবে অযু করে দুই রাকাত নামায আদায় করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন :

---

৩৫৬. সূরা শুরা : ২৫
৩৫৭. সূরা বনী ইসরাঈল : ২৫

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'যে কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে বা স্বীয় নফসের ওপর জুলুম করে বসে, এরপর আল্লাহ কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্ তাআলাকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পাবে।'[৩৫৮]

কোনো কোনো তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে, কোনো ব্যক্তি গুনাহ্ করে ফেলে, এরপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকে। একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। তখন শয়তান বলে, হায় আফসোস! আমি যদি তাকে গুনাহে লিপ্তই না করতাম।

৫. তাওবার নিদর্শনসমূহ

বান্দার তাওবা চারটি নিদর্শন দ্বারা চেনা যায়। যথা :

(ক) কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে গুনাহ্ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে।

(খ) নিজের মনে কোনো মুমিন বান্দার ব্যাপারে অভিযোগ রাখে না। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য সবাইকে মাফ করে দেয়।

(গ) ফাসেক ও পাপী লোকদের সাথে অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়; বরং তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়।

(ঘ) মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণে মগ্ন হয়ে যায়।

এরূপ তাওবাকারীর ক্ষেত্রে মানুষের ওপর চারটি জিনিস আবশ্যক হয়ে যায় :

(ক) তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। তার ব্যাপারে মন থেকে বিদ্বেষ বের করে দেয়া।

(খ) তার জন্য তাওবার ওপর অটল থাকার দুআ করা।

(গ) পূর্বে কৃত গুনাহের জন্য তাকে লজ্জা না দেয়া।

(ঘ) নেক কাজে তাকে সহযোগিতা করা।

---

৩৫৮. সূরা নিসা : ১১০

আল্লাহ তাআলাও এরূপ তাওবাকারীকে চারটি পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন :

(ক) তার গুনাহসমূহ এভাবে মুছে দেবেন, যেন সে কোনো গুনাহই করেনি। হাদীস শরীফে এসেছে :

التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি ওই ব্যক্তির ন্যায়, যার কোনো গুনাহই নেই।'[৩৫৯]

(খ) সামনের জীবনে আল্লাহ তাআলা তাকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাজত করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

اِنَّ عِبَادِیْ لَیۡسَ لَکَ عَلَیۡهِمۡ سُلۡطٰنٌ

'নিশ্চয়ই আমার যারা বান্দা, এ ক্ষেত্রে তাদের ওপর তোমার কোনো দলিল নেই।'[৩৬০]

(গ) আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের প্রিয় করে নেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیۡنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।'[৩৬১]

হাদীস শরীফেও আছে :

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ

'তাওবাকারী আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র।'[৩৬২]

(ঘ) মৃত্যুর মুহূর্তে পৃথিবী থেকে বিদায়ের পূর্বেই তাকে ভয় থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

---

৩৫৯. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., ইবনু মাজাহ, ৪২৫০। হাসান লি-শাহেদ।

৩৬০. সূরা হিজর : ৪২

৩৬১. সূরা বাকারা : ২২২

৩৬২. বর্ণনাকারী আবু সাঈদ আনসারী রাযি., হাকীম তিরমিযী; নাওদিরুল উসূল, ২/৩৪৯। আল্লাম ইরাকী বলেন, এই শব্দে হাদীসের কোনো সনদ আছে বলে আমার জানা নেই। তাখরীজু আহাদিসি ইহইয়া, ১৩৩৮। তবে আনাস রাযি. হতে দুর্বল সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبَ' নিশ্চয়ই আল্লাহও তাআলা তাওবাকারী যুবককে ভালোবাসেন। ইবনু আবিদ দুনইয়া; কিতাবুত তাওবা, ১৮৪।

تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ الۡمَلٰٓئِکَةُ اَلَّا تَخَافُوۡا وَلَا تَحۡزَنُوۡا وَاَبۡشِرُوۡا بِالۡجَنَّةِ الَّتِیۡ کُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ

'তাদের কাছে (এই পয়গাম নিয়ে) ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় যে, ভয় কোরো না, চিন্তিত হয়ো না এবং ওই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।'[৩৬৩]

৬. গুনাহগারকে লজ্জা না দেয়া

হযরত হাসান রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে ব্যভিচারের কারণে রজমের শাস্তি দেন এবং এরপর তার জানাযার নামায পড়ান। কোনো কোনো সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিই তাকে রজমের শাস্তি দিলেন আবার নিজেই তার জানাযার নামাযও পড়ালেন? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মহিলা এমন তাওবা করেছে যে, যদি সত্তরজন ব্যক্তির মাঝেও তা ভাগ করে দেয়া হয়, তাহলে তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এ থেকে বোঝা যায়, মুমিন উদাসীনতার দরুন গুনাহ তো করে ফেলে; কিন্তু গুনাহকে পছন্দ করে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَكَرَّهَ اِلَيۡكُمُ الۡكُفۡرَ وَالۡفُسُوۡقَ وَالۡعِصۡيَانَ

'এবং কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করেছেন।'[৩৬৪]

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, মুমিন গুনাহ করে খুশি হতে পারে না। উদাসীনতার দরুন (প্রবৃত্তির তাড়নায়) করে ফেলে। সুতরাং এরূপ বান্দা তাওবা করে নেয়ার পর তাকে লজ্জা দেয়া উচিত না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে তার কৃত গুনাহের জন্য লজ্জা দেয়, সে নিজে সেই গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আগে তার মৃত্যু হবে না।

এ কারণে বান্দা যখন কৃত গুনাহ থেকে খাঁটি তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তাআলা

---

৩৬৩. সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩০
৩৬৪. সূরা হুজুরাত : ০৭

তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গুনাহ্ লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা, জমিনের যে অংশে গুনাহ্ করেছে সে অংশ ইত্যাদি সকল জিনিসকে উক্ত গুনাহের কথা ভুলিয়ে দেন এবং আমলনামা থেকে সেই গুনাহ্ মিটিয়ে দেন। যাতে কেয়ামতের দিন এর কোনো সাক্ষী না থাকে। সুতরাং কোনো মহিলা যখন ব্যভিচার থেকে খাঁটি তাওবা করে নেয়, তখন মানুষের জন্য উচিত নয় যে, তারা তাকে লজ্জা দেবে বা অপমান করবে। যদিও সে পরিপূর্ণ পবিত্রতার জীবনযাপন করতে সক্ষম নাও হয়।

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو اتا ہے
مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی

'নেশা পান করে ঝিমুনি তো আসে সবারই।
কিন্তু মজা আসে তখনই, সংকীর্ণতাকেও
যখন প্রসারিত করে নেয় পানকারী।'

৭. গুনাহ্ করা সত্ত্বেও মুমিন

আল্লাহ্ তাআলা অভিশপ্ত ইবলিসকে সুযোগ দিয়েছিলেন। সে বলেছিল, হে আল্লাহ্, আপনার সম্মানের কসম! মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি আপনার বান্দাদের অন্তর থেকে বের হব না। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার বড়ত্ব ও সম্মানের কসম! আমি আমার বান্দাদের জন্য তাওবাকে ব্যাপক করে দেব। এর ওপরই তার মৃত্যু হয়ে যাবে। স্বীয় বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার রহমত তো দেখো! গুনাহ্ করার পরও মুমিন বলে অভিহিত করছেন। আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ :

وَتُوبُوٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে সফলকাম হতে পারো।'[৩৬৫]

যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই তাওবাকারীকে ভালোবাসেন সেখানে বান্দাদের এই অনুমতি কোত্থেকে হবে যে, তারা তাকে ঘৃণা করবে?

---

৩৬৫. সূরা আন নূর : ৩১

৮. নেক আমল গুনাহ্সমূহ মিটিয়ে দেয়

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি ওই ব্যক্তির ন্যায়, যার কোনো গুনাহই নেই।'[৩৬৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একব্যক্তি আরজ করল, আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বললেন, তাওবা করে নাও এবং ভবিষ্যতে আর গুনাহ কোরো না। সে বলল, আমি তাওবা করার পরই গুনাহ করে ফেলেছি। তিনি বললেন, আবারও তাওবা করো আর ভবিষ্যতে আর কখনো গুনাহ কোরো না। লোকটি জিজ্ঞাসা করল কতদিন পর্যন্ত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতক্ষণ না শয়তান ক্লান্ত হয়ে যায়।[৩৬৭]

হযরত ইবনু মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, একব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি এক মহিলাকে বাগানে পেয়ে তাকে চুমু, স্পর্শ এসব করেছি। কিন্তু আমি সহবাস করিনি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সময় চুপ রইলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো :

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

'নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।'[৩৬৮]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে এই আয়াত শুনিয়ে দিলেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এটা কি বিশেষভাবে এই ব্যক্তির জন্য নাকি সবার জন্যই? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকলের জন্যই।[৩৬৯]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক বান্দার

---

৩৬৬. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., ইবনু মাজাহ, ৪২৫০। হাসান লিশাহেদ।

৩৬৭. বর্ণনাকারী আনাস রাযি., মুসনাদু বাযযার, ৬৯১৩। দুর্বল। গ্রন্থকার আলী রাযি.-এর উদ্ধৃতিতে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। মূলত তা মারফু সনদে বর্ণিত।

৩৬৮. সূরা হূদ : ১১৪

৩৬৯. বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি., সহীহ বুখারী, ৪৬৮৭; সহীহ মুসলিম, ২৭৬৩।

সাথে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দুজন ফেরেশতা রয়েছে। ডান পাশের নেকীর ফেরেশতা বাম পাশের পাপের ফেরেশতাকে পরিচালনা করে থাকে। যখন বান্দা নেক কাজ করে ডান পাশের ফেরেশতা সাথে সাথেই তা লিখে নেয়। আর বান্দা কোনো গুনাহ করলে বাম পাশের ফেরেশতা ডান পাশের ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এই গুনাহ কি লিখে নেব? তখন ডান পাশের ফেরেশতা বলে, পাঁচটি গুনাহ একত্রীভূত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। অতঃপর যখন পাঁচটি গুনাহ একত্রীভূত হয়ে যায়, এরই মধ্যে বান্দা একটি নেকী করে নেয়। তখন ডান পাশের ফেরেশতা বলে বান্দার এক নেকী দশ নেকীর সমান। সুতরাং তুমি পাঁচটি গুনাহের পরিবর্তে পাঁচটি নেকী বুঝে নাও। আর আমি বাকি পাঁচটি নেকী তার আমলনামায় লিখে নিচ্ছি। এই দৃশ্য দেখে শয়তান চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়। আর বলতে থাকে আদমসন্তানের সাথে পেরে ওঠা আমার সাধ্যের বাইরে।[৩৭০]

৯. কুফরও ক্ষমা করা হয়

শত বছর কুফরীতে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিও যদি খাঁটি তাওবা করে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে ফিরে আসে, আল্লাহ তাআলা তার তাওবাও কবুল করে নেন। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ

'যারা কুফরীতে লিপ্ত আছে তাদের বলে দিন, তারা যদি নিবৃত্ত হয় তাহলে তাদের পূর্বেকার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে।'[৩৭১]

সুতরাং কুফর থেকেও যদি তাওবা করার সুযোগ থাকে তাহলে ওই গুনাহ সম্পর্কে কী বলা হবে, যা কুফর থেকে নিম্ন পর্যায়ের! সুতরাং ব্যভিচারী ব্যক্তি যদি তাওবা করে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তার ক্ষমা লাভ হবে।

---

৩৭০. বর্ণনাকারী হাসান বসরী রহ., আবু লাইস সমরকন্দী; তাম্বীহুল গাফিলীন, ১৩২। সনদ মুরসাল ও দুর্বল। তবে বিভিন্ন মারফু সনদে গুনাহ না করা পর্যন্ত এবং গুনাহের পর তাওবার জন্য কিছু সময় ক্ষেপণের বর্ণনা পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিম, ১২৯; তাবরানী; মুসনাদুশ শামীন, ৪৬৮ (দুর্বল); ইবনু শাহীন; আত-তারগীব ফী ফাযাইলিল আ'মাল, ১৮২ (দুর্বল)।
৩৭১. সূরা আনফাল : ৩৮

১০. ব্যভিচার থেকে তাওবা-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা

এখানে 'কিতাবুত তাওয়াবীন' ও 'তাম্বিহুল গাফিলীন' গ্রন্থ থেকে ওই সকল ব্যক্তিদের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু পরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে এবং পরবর্তীকালে জীবনের ধারা পরিবর্তন করে শালীনতা ও পবিত্রতার জীবন অতিবাহিত করেছে।

ব্যভিচারী নারীর তাওবা

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, একরাতে আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইশার নামায পড়ে বের হলাম। পথিমধ্যে এক নারীকে দেখলাম নেকাব উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলতে লাগল, আমার থেকে অনেক বড় গুনাহ হয়ে গেছে। আমার তাওবা কি কবুল হবে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কী গুনাহ করেছ? সে বলল, আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি এবং তাতে জন্ম নেয়া বাচ্চাকেও হত্যা করে ফেলেছি। আমি বললাম, তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছ এবং একটি নিষ্পাপ প্রাণকেও ধ্বংস করেছ! আল্লাহর শপথ! তোমার তাওবা কবুল হবে না। এ কথা শুনে ওই মহিলা চিৎকার করে উঠল, যেন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি চলে গেলাম। আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জীবিত আছেন তখন আমার ফতোয়া দেয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

তাই সকাল হতেই আমি দ্রুত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছুটে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, গতরাতে এক মহিলা আমার কাছে মাসআলা জানতে চেয়েছিল, তখন আমি এরূপ জবাব দিয়েছি। এটা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লেন। তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা, তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছ এবং ওই নারীকেও ধ্বংস করে দিয়েছ। তোমার কি কুরআন মাজীদের এই আয়াত স্মরণ ছিল না :

وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ
يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ
فِيْهٖ مُهَانًا اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ

اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

> 'এবং যে প্রাণকে আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ করেছেন যথাযথ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এরূপ করল সে গুনাহে লিপ্ত হলো। কেয়ামতের দিন তার শাস্তিকে দ্বিগুণ করে দেয়া হবে এবং সেখানে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে যারা তাওবা করে, ঈমান আনয়ন করে এবং নেক আমল করে, তারা ছাড়া। আল্লাহ তাআলা তাদের অপরাধসমূহ নেকীতে পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ তাআলা অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[৩৭২]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে চলে গেলাম এবং মদীনার অলিগলিতে তাকে খুঁজতে লাগলাম, কেউ-না-কেউ আমাকে ওই মহিলার ঠিকানা বলে দেবে, যে গতরাতে আমার কাছে মাসআলা জানতে চেয়েছিল। আমার অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, বাচ্চারাও আমাকে দেখে শোরগোল করতে লাগল যে, আবু হুরায়রা পাগল হয়ে গেছে! এভাবেই রাত হয়ে গেল। আল্লাহর কী কুদরত! ইশার নামাযের পর আগের জায়গাতেই আমি ওই মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পেয়ে গেলাম। আমি তাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শোনালাম। আমি তাকে বললাম, তোমার তাওবাও কবুল হবে। এ কথা শুনে ওই মহিলা খুশির আতিশয্যে কাঁদতে লাগল। আর বলতে লাগল, অমুক বাগানটি আমার। আমি গুনাহের কাফফারাস্বরূপ বাগানটি ফকির-মিসকিনদের জন্য সদকা করে দিলাম।

ব্যভিচারী নারী তাওবা করে আল্লাহর ওলীর জননী হয়ে গেল

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলে একজন বেশ্যা নারী ছিল। মানুষরা তার রূপ ও সৌন্দর্যে কুরবান হয়ে যেত। ওই নারীর দরজা সব সময় খোলা থাকত। অবস্থা এরূপ ছিল যে, যে পুরুষই তাকে একবার দেখত, সে তার সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ে যেত। ওই নারী দশ দীনারের বিনিময়ে পুরুষদের তার কাছে যেতে দিত।

একদিন এক যুবক আবেদ সে পথ অতিক্রম করলেন। তিনি পরীর মতো সুন্দর

---

৩৭২. সূরা ফুরকান : ৬৮-৭০

এক রমণীকে আসনে বসা দেখতে পেলেন। এ নারীকে দেখেই তিনি ফিদা হয়ে গেলেন। নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। অন্তর থেকে ওই নারীর খেয়াল দূর করার হাজারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফল হলেন না। সকাল-সন্ধ্যা, দিন-রাত সব সময় ওই নারীর কল্পনা তার মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখল। শেষ পর্যন্ত অপারগ হয়ে নিজের আসবাবপত্র সব বিক্রি করে দশ দীনার জমা করলেন এবং ওই নারীর প্রতিনিধির মাধ্যমে নারী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সে সেজেগুজে খাটের ওপর বসা ছিল। এই আবেদও খাটের ওপর তার পাশে বসে গেলেন এবং হাত বাড়িয়ে চুম্বন, স্পর্শ করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তাআলা আবেদকে হেফাজত করেন। আবেদের পূর্বে কৃত নেক আমলসমূহের বরকত প্রকাশ পেতে লাগল। তার মনে এই ভাবনার উদয় হলো যে, আমার প্রতিপালক আমাকে এই অবস্থায় দেখছেন। এমন না হয় যে, এই হারাম কাজের দরুন আমার পূর্বেকার সকল আমল ধ্বংস হয়ে যায়। তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে, তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হলো? আবেদ বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি লজ্জাবোধ করছি। আমি ফিরে যেতে চাই। মহিলা বলল, মানুষ এই সুযোগ পাওয়ার জন্য কতদিন থেকে অস্থির থাকে। তুমি যখন সুযোগ পেয়েছ, নিজের চাহিদা পূরণ করে নাও। আবেদ বললেন, আমি তোমাকে যে দীনার দিয়েছি তা তোমারই থাকল। তুমি শুধু আমাকে যেতে দাও। মহিলা বলল, মনে হচ্ছে তুমি আগে কখনো এসব কাজ করোনি। আবেদ বললেন, হ্যাঁ! কখনো করিনি। মহিলা আবেদের নাম-ঠিকানা জানতে চাইলে তিনি সবকিছু বলে দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে বের হয়ে আবেদ প্রচুর কাঁদতে লাগলেন এবং আফসোস করতে লাগলেন যে, আমি আল্লাহ তাআলার দরবার ছেড়ে এক ব্যভিচারিণী নারীর কাছে এসে পৌঁছেছি!

এদিকে আবেদের বরকতে ব্যভিচারিণীর অন্তরেও আল্লাহ তাআলার ভয় জাগ্রত হলো। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, এটা এই ব্যক্তির প্রথম গুনাহই ছিল, তাতেই সে আল্লাহকে এই পরিমাণ ভয় পেল। আর আমি তো বছরের পর বছর এই গুনাহ করে যাচ্ছি, তবুও আমি আল্লাহকে ভয় করছি না! অথচ তিনি তো আমারও প্রতিপালক এবং আমি যত গুনাহ করছি তার সবই তিনি দেখছেন।

ওই মহিলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। সাধারণ কাপড় পরিধান করল এবং ইবাদতে মশগুল হয়ে গেল। একদিন তার মনে এই ভাবনার উদয় হলো, আমি তো ওই আবেদের কাছে চলে যেতে পারি। হয়তো তিনি আমাকে বিয়ে করতে সম্মত হবেন। আমি তার থেকে দ্বীন শিখব এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি আমার সহযোগিতা করবেন। এরপর মহিলা তার আসবাবপত্র গুছিয়ে নিল এবং ওই আবেদের এলাকায় পৌঁছে গেল। সে আবেদকে ডেকে আনল।

আবেদ যখন সামনে এলেন, মহিলা তার চেহারা খুলে দিল, যাতে আবেদ তাকে চিনতে পারেন। আবেদ মহিলাকে দেখতেই সকল দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এবং এক চিৎকারে তার রুহ পরলোকগমন করল। এতে মহিলা যারপরনাই ব্যথিত হলো এবং আবেদের ভাইকে বিয়ে করে এক পুণ্যময় জীবন শুরু করে দিল। তার গর্ভে সাত জন সন্তান জন্ম নেয়, যারা সবাই বনী ইসরাঈলের ওলী হয়েছিলেন। (আল্লাহু আলাম)

ব্যভিচারী যুবকের খাঁটি তাওবা

ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, একবার হযরত উমর রাযি. ক্রন্দনরত অবস্থায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, দরজায় এক যুবক কাঁদছে। তার কান্না আমার মনকে গলিয়ে দিয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উমর, তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।

যুবক যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল, খুব ক্রন্দন করতে লাগল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কী কারণে কান্না করছ? যুবক বলল, আমার গুনাহের বোঝা আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আমার ওপর অসন্তুষ্ট ও অনেক রাগান্বিত।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করেছ? সে বলল, না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেছ? সে বলল, না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে

আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ মাফ করে দেবেন; যদিও তা সাত আসমান ও জমিন এবং পাহাড়সমূহ থেকেও বড় হোক না কেন।

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, তোমার গুনাহ্ বড় নাকি 'কুরসী' বড়? সে বলল, আমার গুনাহ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার গুনাহ্ বড় নাকি আরশ বড়? সে বলল, আমার গুনাহ্ বড়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বড় গুনাহকে মহান রবই ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, তুমি কী এমন গুনাহ্ করেছ? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার কাছে বলতে লজ্জা পাচ্ছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো।

সে বলতে লাগল, আমি কাফন চুরি করতাম। সাত বছর থেকে এই কাজই করে যাচ্ছি। একবার এক আনসারী যুবতি মারা গেলে তাকে দাফন করা হয়। আমি অভ্যাস অনুযায়ী রাতে কবর খুঁড়লাম এবং কাফন খুলে নিয়ে চলে যেতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর শয়তান আমাকে কাবু করে ফেলে এবং আমার কামতাড়নাকে উত্তেজিত করে তোলে। তখন আমি ফিরে গিয়ে ওই মৃত যুবতির সাথে ব্যভিচার করে ফেলেছি। যখন কাজ সেরে উঠে আসছিলাম আমার মনে হলো যেন সেই যুবতি বলছে, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে কেয়ামতের দিন এর সাজা দেবেন। আল্লাহকে লজ্জা হয় না? সেদিন তিনি জালেম থেকে মাজলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তুমি আমাকে মৃতদের মাঝে উলঙ্গ রেখে চলে যাচ্ছ! আমাকে নাপাক অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে বাধ্য করেছ।

এ কথা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় অসন্তুষ্টির নিদর্শন প্রকাশ পেল। যুবক সেখান থেকে উঠে চলে গেল। সে মদীনার বাইরে পাহাড়ের মাঝে বসে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কাঁদতে থাকল এবং আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগল। সে স্বীয় রবের নিকট অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তাওবা করতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলাকে ছাড়া সে আর কোনো আশ্রয়স্থল দেখছিল না। চল্লিশ দিন পর্যন্ত খুব কান্নাকাটি করে ক্ষমাপ্রার্থনা করল। একবার আকাশের দিকে মাথা তুলে বলতে লাগল, হে আল্লাহ, আপনি যদি আমার তাওবা কবুল করে থাকেন তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিন। আর যদি কবুল না করেন তাহলে আগুন পাঠিয়ে দুনিয়াতেই আমাকে পুড়ে কয়লা করে ফেলুন। তবুও আমাকে আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচান।

এরই মাঝে হযরত জিবরাঈল আ. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সালাম জানালেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি সালাম জানিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি তো নিজেই 'সালাম' (শান্তি)। সালামের সূচনা এবং সমাপ্তিও তিনিই। জিবরাঈল আ. বললেন, আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেছেন, সৃষ্টিজীবকে কি আপনি জন্ম দিয়েছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এবং সকল সৃষ্টিজীবকে আল্লাহ তাআলা জন্ম দিয়েছেন। জিবরাঈল আ. বললেন, আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেছেন, সকল সৃষ্টিকে কি আপনি রিযিক দেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমাকে এবং সকল সৃষ্টিজীবকে আল্লাহ তাআলা রিযিক দান করেন। জিবরাঈল আ. বললেন, আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেছেন, বান্দাদের তাওবা কি আপনি কবুল করেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার এবং সব বান্দার তাওবা আল্লাহ তাআলাই কবুল করেন। জিবরাঈল আ. বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি ওই যুবকের তাওবা কবুল করে নিয়েছি। সুতরাং আপনিও যেন তার প্রতি সদয় হন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবককে ডেকে আনলেন এবং তাকে তাওবা কবুলের সুসংবাদ দিলেন।

বোঝার বিষয় হচ্ছে, মৃতের সাথে ব্যভিচার করা জীবিতের সাথে ব্যভিচার করার চাইতে অনেক বড় গুনাহ। এরপরও যখন আল্লাহ তাআলা যুবকের খাঁটি তাওবা কবুল করে নিয়েছেন, তখন আমাদেরও নিজেদের কৃত গুনাহের জন্য খাঁটি তাওবা করা উচিত।

এক ব্যভিচারী যুবকের তাওবা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযি. বলেন, আমি এই হাদীস নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাতবারেরও অধিক শুনেছি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনী ইসরাঈলে কিফল নামে এক যুবক ছিল। গুনাহের ক্ষেত্রে সে ছিল বড় বেপরোয়া। একবার এক মহিলা খুবই অপারগ হয়ে তার কাছে এল। সে তাকে ষাট দীনার এই শর্তে দিতে রাজি হলো যে, মহিলা তাকে তার সাথে গুনাহ করতে দেবে। মহিলা রাজি হয়ে গেল। যখন সে মহিলার সাথে গুনাহে লিপ্ত হতে লাগল এবং তার পাশে বসে গেল, যেভাবে

পুরুষ মহিলার পাশে বসে থাকে। তখন মহিলা চিৎকার করে উঠল এবং কাঁদতে লাগল। যুবক জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে এর জন্য জোর-জবরদস্তি করেছিলাম? মহিলা বলল, না। এমন কিছু না; বরং এটি এমন গুনাহ, যা আমি আজ পর্যন্ত কখনো করিনি। কিন্তু আজকে নিরুপায় হয়ে আমি তা করতে বাধ্য হচ্ছি। এ কথা শুনে যুবক তার ওপর থেকে সরে গেল এবং বলল, যাও, তুমি চলে যাও। আর এই দীনারও সাথে নিয়ে যাও। অতঃপর সে বলল, আল্লাহ তাআলার শপথ! আজকের পর কিফল আর কখনো এই গুনাহ করবে না। অতঃপর সে রাতেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। পরে সকালে দেখা গেল তার ঘরের দরজায় লেখা আছে :

قد غفر الله للكفل

'আল্লাহ তাআলা কিফলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

স্বাভাবিকভাবেই একজন যুবককে নফস ও শয়তান নানাভাবে পরাস্ত করার চেষ্টা করে। কারণ, জীবনের এই বেলাটায় মানুষের ভেতর যৌন-তাড়না থাকে বেশি। আর একে ব্যবহার করেই যুবককে ঘায়েলের চেষ্টা করা হয়।

এ তো হলো সাধারণ হিসাব। কিন্তু আমাদের এ নষ্ট সময় ও পরিবেশে একজন যুবককে অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। রাস্তার বেপর্দা পরিবেশ থেকে শুরু করে কলেজ-ইউনিভার্সিটির সহশিক্ষা, ইন্টারনেটের মতো জরুরি উপকরণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা চরম অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের স্রোতে ভেসে আসা নানারকমের আজাব... সব মিলিয়ে যুবক এখন বিপদে। আগে যে যৌবন ছিল বিপুল সম্ভাবনার আধার, এখন সে যৌবন যেন হাজারো বিপদের আশঙ্কা।

'এখন যৌবন যার' বইতে লেখক তুলে ধরেছেন এক আখ্যান, যুবক যাকে আঁকড়ে ধরতে পারবে এই অকুল দরিয়ার অবলম্বন হিসেবে।